প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৬৭

প্রকাশ করেছেন : কৃষ্ণা দত্ত ॥ সুদর্শন প্রকাশন ॥
৭৮/১২, আর. কে. চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা-৪২
ছেপেছেন : সুনীলকুমার ঘোষ ॥ আনন্দ ॥
৩-বি, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : সত্য চক্রবর্তী

সূচীপত্র

"......If I dared to wish
for genius, I would ask
for the grace to write
The Canterbury Tales.

—Aldous Huxley

If you do not like one story, "turn over the page and choose another tale......Don't blame me if you choose amiss."

—Chaucer

CHAUCER'S

THE CANTERBURY TALES

Translated by : Manindra Dutta

ভূমিকা

জিওফ্রে চসার রচিত "দি ক্যাণ্টারবেরি টেল্স্" ইংরেজি ভাষার অন্যতম আদি গল্প-গ্রন্থ। তৎকালে প্রচলিত রীতি অনুসারে গ্রন্থটি কাব্যে রচিত, আর চতুর্দশ শতাব্দীতে যে মধ্যযুগীয় ইংরেজি রচনা-শৈলী সে কাব্যে অনুসৃত হয়েছে তা চসারের লেখনীর যাদুস্পর্শে যতই মায়াময় ও অতুলনীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত হোক, কি বর্তমানে অপ্রচলিত বাক্য-বিন্যাসে, কি ভাষার তৎকালীনতায় সে কাব্য-গ্রন্থ যে শুধু বিদেশী পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য ও দুরবগাহ তাই নয়, ইংরেজী ভাষাভাষী বর্তমানকালের পাঠকের কাছেও বিদেশী ভাষারই প্রায় সমতুল। তাই এই কাব্য-গ্রন্থের কাব্য-ভাষান্তরের প্রায়-অসাধ্য প্রচেষ্টায় ব্রতী না হয়ে যথা-সম্ভব সহজ, সরল ও পূর্ণাঙ্গ বাংলা গদ্য-ভাষান্তরের চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে সহৃদয় পাঠকই তার বিচার করবেন। জনৈক চসার-বিশেষজ্ঞের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য : হোমার এবং দান্তে-কে আমি গদ্যে পড়তেই ভালবাসি, ক্যাণ্টারবেরি টেল্স্ সম্পর্কেও সেই একই কথা · বর্তমানে যে সব পদ্য-সংস্করণ পাওয়া যায় তার চাইতে গদ্যই ভাল।

সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন 'বেতাল পঞ্চ-বিংশতি' বা 'কথা-সরিৎ-সাগর', আরবি সাহিত্যে যেমন 'আরব্য রজনীর কাহিনী', ইংরেজি সাহিত্যে অনুরূপ গ্রন্থ 'ক্যাণ্টারবেরি টেল্স্'। কাহিনী উপস্থাপনের অনুপম চাতুর্যে, বিষয়-বস্তুর বিস্ময়-কর বৈচিত্র্যে এবং ভাষার অসাধারণ তীক্ষ্ণতা, কাব্য-সম্পদ ও বাস্তবতায় চতুর্দশ শতাব্দীর এই ধ্রুপদী কাব্য আজও সারা বিশ্বের এক পরম আদরের বস্তু। সেদিনের পরে আরও কয়েকটি শতাব্দী পার হয়ে গেছে, মানুষের চিন্তা-ভাবনায়, ধ্যান-ধারণায়, বিশ্বাস-প্রত্যয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু 'ক্যাণ্টারবেরি টেল্স্' আজও সমান প্রাণ-শক্তিতে জীবন্ত ও ভাস্বর : বিশ্বের মহৎ সাহিত্য-কর্মের তালিকায় তার স্থান অনস্বীকার্য। ইংরেজি সাহিত্যের স্মরণ-মন্দিরে শেকস্পীয়ার ও মিল্টনের সঙ্গেই একাসনে চসারের স্থান সুনির্দিষ্ট। এফ. ই. হ্যালিডে তাঁর Chaucer and his World গ্রন্থে 'ক্যাণ্টারবেরি টেল্স্'-এর বৈপ্লবিক আত্মপ্রকাশ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,

॥ মূল প্রস্তাবনা ॥

ক্যাণ্টারবেরি কাহিনীর পুঁথি এখানেই শুরু হচ্ছে : যখন এপ্রিল মাস তার মৃদুবর্ষণে মার্চের শুষ্কতাকে সমূলে বিদীর্ণ করে প্রতিটি বৃক্ষলতাকে ধারা-জলে স্নান করিয়ে তাদের ফুল ফোটাবার বেলাকে ত্বরান্বিত করে, যখন পশ্চিমে হাওয়া প্রতিটি অরণ্যে ও শস্যক্ষেত্রে নবাংকুরের সাড়া জাগিয়ে তোলে, যখন তরুণ সূর্য মেষরাশিতে তার অর্ধ-পরিক্রমা সমাপ্ত করে, আর অন্তরে প্রকৃতির ছোঁয়া পেয়ে পাখিরা সব সারারাত খোলা চোখে ঘুমোয় ও সারাদিন মধুর স্বরে গান গায়—তখনই মানুষের মনে তীর্থযাত্রার সাধ জাগে, আর তালপত্রধারী খৃষ্টান তীর্থযাত্রীর মনে সাধ জাগে বিদেশ ভ্রমণের এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বহুদূরবর্তী পুণ্যস্থান দর্শনের ; বিশেষ করে ইংলণ্ডের প্রতিটি জেলা থেকে মানুষ যাত্রা করে ক্যাণ্টারবেরির উদ্দেশ্যে, যে পুণ্যহৃদয় শহীদ রুগ্ন অবস্থায় তাদের সাহায্য করেছিলেন তাঁরই দর্শনলাভের আশায়।

এ হেন সময়ে একদিন একজন সত্যিকারের ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে আমি যখন ক্যাণ্টারবেরির তীর্থযাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে সাউথওয়ার্কের টাবার্ডে উপনীত হলাম, তখন ঘটনাক্রমে ঊনত্রিশ জনের একটি দল সন্ধ্যাকালে সেই সরাইখানায়ই এসে হাজির হল। তারা সব ভিন্ন ভিন্ন পেশার মানুষ। নেহাৎ ঘটনাচক্রেই একত্রিত হয়েছে। তবে সকলেই অশ্বারোহণে ক্যাণ্টারবেরি তীর্থ-যাত্রায় চলেছে। সরাইখানার ঘর ও আস্তাবলগুলি বেশ বড় বড়, কাজেই সকলের স্থান-সংকুলানে কোন অসুবিধা হল না। সূর্যাস্তের একটু পরেই আমি সেই তীর্থযাত্রীদলের সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাদের দলে ভিড়ে গেলাম। স্থির হল, খুব ভোরে উঠেই আমাদের যাত্রা শুরু করব। সেই যাত্রার কাহিনীই আপনাদের শোনাব। তথাপি যেহেতু হাতে যথেষ্ট সময় আছে আর পুঁথিতেও পাতা আছে, আমার মনে হয় তীর্থযাত্রীদের প্রত্যেকের যতটুকু পরিচয় আমি পেয়েছি সেটা আপনাদের আগেই জানিয়ে দেওয়া উচিত ; তারা কে, কি তাদের পদ-মর্যাদা, আর কি রকম বেশভূষা তাদের পরিধানে। কাহিনী শুরু করছি একজন নাইটকে দিয়ে।

আমাদের মধ্যে একজন ছিল সাহসী নাইট। অশ্বারোহী জীবনের প্রথম দিন থেকেই সে ছিল শৌর্য, সত্য আর সম্ভ্রম, উদারতা আর সৌজন্যের পূজারী। তার প্রভুর সকল যুদ্ধেই সে প্রশংসার সঙ্গে জয়লাভ করেছে। সেই সব যুদ্ধ উপলক্ষ্যে সে খৃষ্টীয় ও অখৃষ্টীয় সব দেশেই ঘুরেছে। ফলে সাহসিকতার কথা উঠলেই লোকে তার নাম উল্লেখ করে থাকে। আলেকজান্ড্রিয়া জয়ের সময়ে সে ছিল। প্রাশিয়াতে বিদেশী নাইটদের সমাবেশে অনেকবারই সে প্রধান আসনটি অধিকার করেছে। লিথুয়ানিয়া এবং রাশিয়াতে সে এত বার সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে যা সমমর্যাদাসম্পন্ন আর কোন খৃষ্টীয় নাইটের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এলজেসিরাস অবরোধের সময়ও সে গ্রানাডায় ছিল। আবার বেনমারিনেও সে যুদ্ধ করেছে। আয়াস এবং আটালিয়া বিজয়ে সে অংশ নিয়েছিল; আর অংশ নিয়েছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অনেক অনেক অভিযানে। আলজেরিয়ায় খৃষ্টধর্ম রক্ষার যুদ্ধে তিন তিনবার অংশ নেওয়া ছাড়াও পনেরোটা বড় বড় যুদ্ধ সে করেছে এবং প্রতিবারই প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করেছে। এই সাহসী নাইট একবার তুরস্কে অপর এক বিধর্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পালাটিয়ার রাজার সঙ্গী হয়েছিল এবং বহুমূল্যবান লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লাভ করেছিল। সাহসী হলেও সে ছিল বিচক্ষণ এবং আচরণে একটি কুমারী মেয়ের মত বিনম্র। সারাজীবনে সে কখনও কারও সঙ্গে অশোভনভাবে কথা বলে নি। সে ছিল শান্ত, ভদ্র এক প্রকৃত নাইট। এবার তার পোষাক-পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রের কথা বলি: তার ঘোড়াগুলি ভাল ছিল, কিন্তু সাজ-পোষাক ভাল ছিল না। পরণে ছিল একটা মোটা সুতীর কোট, তাও বক্ষঃ-বর্মের দাগে ভর্তি, কারণ সে সবেমাত্র দেশভ্রমণ থেকে ফিরেই এই তীর্থযাত্রা করেছে।

সঙ্গে ছিল তার যুবক পুত্র, একটি তরুণ পার্শ্বচর—অবিবাহিত, উচ্ছল এক প্রেমিক। তার কোঁকড়ানো চুল দেখলে মনে হয় সযত্নে পরিপাটি করে বসানো। মনে হয়, তার বয়স প্রায় কুড়ি বছর, উচ্চতা মাঝারি, উল্লেখযোগ্য-ভাবে চটপটে ও খুবই শক্ত-সমর্থ। ইতিমধ্যেই সে ফ্ল্যান্ডার্স, আর্টয় ও পিকার্ডিতে অশ্বারোহী বাহিনীর অভিযানে অংশ নিয়েছে, এবং তার প্রেয়সীর অনুরাগলাভের প্রচেষ্টায় তার মত অল্পবয়সী যুবকের পক্ষে বেশ ভালভাবেই উতরে গেছে। সাদা ও লাল ফুলে ঢাকা প্রান্তরের মত তার পরিচ্ছদ। সারা দিন সে গান গায়, অথবা বাঁশি বাজায়। সে যেন মে মাসের মতই

আনন্দমুখর। তার জামা ঝুলে খাটো, কিন্তু হাত দুটি লম্বা ও চওড়া। সে বেশ ভালভাবেই ঘোড়ায় চড়তে পারে, আর চালায়ও সুন্দর। সে গান লিখতে পারে। তাতে সুরও দেয়। কি দ্বৈরথে কি নৃত্যে, সে সমান পারদর্শী। ভাল আঁকতে পারে, লিখতে পারে। এত তীব্র তার ভালবাসা যে নাইটিঙেগল পাখির মতই সারা রাত তার চোখে ঘুম থাকে না। সে বিনয়ী, নম্র ও হিতব্রতী। বাবার খাবার টেবিলে তাঁর জন্য মাংসও কেটে দেয়।

এই নাইট একটিমাত্র চাকরকে সঙ্গে এনেছে, কারণ সেও দেশভ্রমণের ইচ্ছা জানিয়েছিল। চাকরটির পরণে সবুজ কোট ও শিরস্ত্রাণ। তার কোমর-বন্ধনীতে আঁটা ছিল এক বাণ্ডিল ঝকঝকে তীক্ষ্ণধার ময়ূর-পুচ্ছ তীর, হাতে ছিল একটা শক্ত ধনুক। নিজের অস্ত্রশস্ত্রের যত্ন নিতে সে ভালই জানে; তাই তার তীর থেকে ময়ূর-পুচ্ছগুলি কখনও খসে পড়ে না। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, গায়ের রং তামাটে। হাতের কব্জিতে একটা উজ্জ্বল চামড়ার বন্ধনী আঁটা। এক পাশে তলোয়ার আর একটি ছোট ঢাল, অন্যপাশে বর্শাগ্রের মত ধারালো একটি সুন্দর কারুকার্য-করা ছোরা। তার বুকের উপর ঝুলছে একটি "ক্রিস্টোফার", হাতে সবুজ সুতোয় ঝোলানো একটি শিকারী-শিঙা। আমার মতে সে একজন খাঁটি অরণ্যচারী।

আর ছিল জনৈকা সন্ন্যাসিনী—মঠাধিকারিণী। বড়ই শান্ত ও সরল তার হাসি। "সেন্ট লয়-এর নামে"—এই ছিল তার কঠোরতম অভিশাপ। নাম মাডাম এগল্যান্টাইন। উপাসনার স্তোত্র সে খুব ভাল গাইতে পারে। চমৎকার আনুনাসিক উচ্চারণ। স্ট্র্যাটফোর্ড-বো স্কুলে প্রচলিত উচ্চারণে অনর্গল ফরাসি বলতে পারে চমৎকার, যদিও প্যারিসে প্রচলিত ফরাসি সে জানে না। খাবার টেবিলের আদব-কায়দা প্রশংসনীয়: ঠোঁট থেকে খাবারের টুকরো কখনও ছিটকে পড়ে না। চাটনির মধ্যে কখনও আঙুলগুলি ডুবিয়ে দেয় না। কেমন করে খাবার মুখে তুলতে হয় তাও সে ভাল রকমই জানে; একটি ফোঁটাও বুকের উপর পড়তে পারে না। আদব-কায়দার দিকে খুব কড়া নজর। এমন সযত্নে ঠোঁট মোছে যে সে চুমুক দেবার পরে কাপের গায়ে কখনও দাগ লাগে না। অতি সুন্দরভাবে খাবারগুলো তুলে নেয়। সে ছিল প্রকৃতই আনন্দময়ী, স্বভাবে মনোহারিণী, আচরণে প্রীতিময়ী। আচরণে মর্যাদাময়ী এবং অপরের শ্রদ্ধাস্পদা হবার জন্য সে একান্ত যত্নসহকারে

রাজ-দরবারে প্রচলিত ব্যবহার-বিধি অনুকরণ করত। এবার বলি তার কমনীয় মনের কথা: সে এতই দয়ালু ও করুণাময়ী যে ফাঁদে আটকে পরা একটা মৃত বা রক্তাক্ত ইঁদুরকে দেখলেই সে কেঁদে ফেলত। তার কয়েকটি ছোট কুকুর ছিল। সেগুলিকে সে খাওয়াত রোস্ট-করা মাংস বা দুধ আর ভাল রুটি। একটি কুকুর মারা গেলে বা কেউ সেটাকে লাঠিপেটা করলে সে অঝোরে কাঁদত। সত্যি তার মন ছিল স্পর্শকাতর ও নরম। তার গল-বস্ত্র সব সময়ই পরিপাটি ভাঁজ করা থাকত। নাকটি টিকলো, চোখ দুটি নীল, মুখখানি ছোট, নরম আর রক্তাভ। কিন্তু তার কপালখানি ছিল সত্যি সুন্দর, প্রায় একটি হাতের মত চওড়া,—এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি, কারণ সত্যি কথা বলতে কি তার চেহারা খুব ছোটখাটো ছিল না। আমি লক্ষ্য করেছি, তার পোষাকটি রুচিসম্মতভাবে তৈরি। তার বাহুতে পরেছে প্রার্থনাকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রবালের জপমালা, তাতে সবুজ রঙের বড় বড় গুটিবসানো। সেই মালা থেকে ঝুলছে একটি উজ্জ্বল ঝকঝকে সোনার ব্রুচ। সেই ব্রুচে একটি মুকুটের উপর খোদাই করা আছে বড় হাতের A অক্ষরটি, আর তার নীচে লেখা Amor Vincit Omnia. মঠাধিকারিণীর সঙ্গে ছিল আর একজন সন্ন্যাসিনী—তার ধর্মযাজিকা এবং তিনটি পুরোহিত।

দলে ছিল একজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী। মঠের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করাই তার কাজ। সে শিকার করতে ভালবাসত। চেহারাও শক্ত-সমর্থ, মঠাধ্যক্ষের কাজ চালাবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আস্তাবলে তার অনেকগুলো ভাল ঘোড়া ছিল। যখন সে ঘোড়া চালিয়ে যেত তখন বাতাসের শন্-শন্ শব্দের সঙ্গে শোনা যেত তার চাবুকের হিস্‌হিস্ শব্দ—তার প্রভু যে উপ-মঠের অধ্যক্ষ সেই গীর্জার ঘণ্টার মতই সে শব্দ সুস্পষ্ট ও জোরালো। যেহেতু সেণ্ট মরাস বা সেণ্ট বেনেডিক্টের আইন-কানুন কিছুটা কড়া সেই হেতু এই সন্ন্যাসীটি পুরানো রীতিনীতিকে ত্যাগ করে নতুন ভাবধারাকে অনুসরণ করত। যে পুঁথিতে লেখা আছে—শিকারীরা ধর্মাত্মা নয় এবং যে সন্ন্যাসী দায়িত্বজ্ঞানহীন সে জলহীন মাছের মত অর্থাৎ স্বধর্মচ্যুত সন্ন্যাসী, সেই পুঁথির কোন মূল্যই সে দিত না—একটি পালক-ছাড়ানো মুরগীর মূল্যও নয়। সে মনে করত, ও পুঁথির দাম একটা ঝিনুকের সমানও নয়। আমি মনে করি, তার যুক্তিই ঠিক। মঠের নির্জন ঘরে সব সময় পুঁথি খুলে তার উপর ঝুঁকে পড়ে পড়ে নিজেকে সে পাগল বানাবে

কেন? অথবা সেণ্ট অগাস্টিনের নির্দেশ মাফিক ক্রীতদাসের মতই বা কাজ করবে কেন? জগতের তাতে কি কল্যাণ হবে? সেণ্ট অগাস্টিনের কাজ তিনি নিজেই করুন! সুতরাং এই সন্ন্যাসী ছিল একজন সত্যিকারের শিকারী: তার ছিল উড়ন্ত পাখির মত দ্রুতগামী একদল শিকারী কুকুর। ঘোড়ায় চড়া আর খরগোস শিকার করায় ছিল তার চরম আনন্দ, আর সে জন্য অর্থব্যয় করতে সে কুণ্ঠিত ছিল না। আমি দেখেছি, তার জামার আস্তিনে এ দেশের সেরা লোমের আস্তরন; শিরস্ত্রানকে চিবুকের নীচে আটকাবার জন্য একটি দুষ্প্রাপ্য সোনার পিন তার ছিল, সেটার চওড়া প্রান্তে একটি প্রীতি-চিহ্ন আঁকা। তার মাথাব টাক কাঁচের মত চকচকে। মুখখানিও তাই। সারা দেহে যেন তেল মাখানো হয়েছে। তার দেহ সুন্দর, স্ফীতকায় ও সুগঠিত। মুখের উপর ঠেলে বেরিয়ে-আসা ঘূর্ণায়মান চোখ দুটি জ্বলন্ত কয়লার মত ঝকঝক করে। তার জুতোজোড়া নরম, আর ঘোড়াটি দামী সাজে সজ্জিত। এখন সে নিশ্চয় একজন প্রধান যাজক, যন্ত্রণাবিদ্ধ প্রেতাত্মার মত ম্লান নয়। সব রকম ঝলসানো মাংসের মধ্যে মোটা হাঁসই তার প্রিয়। তার ঘোড়াটি জাম রঙের।

দলে ছিল একটি আমুদে হাসিখুশি ফকির। সে একজন অনুমোদিত ভিক্ষুক; কিন্তু রগুড়ে মানুষ। চার শ্রেণীর ফকিরদের মধ্যে তার মত গল্পবাজ লোক দ্বিতীয়টি ছিল না। নিজেব খরচে সে অনেক স্ত্রীলোকের পতি খুঁজে দিয়েছে। তার জেলার লাখেরাজদের কাছে এবং শহরের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের কাছে সে ছিল খুবই প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ, কারণ সে নিজেই বলেছে যে গ্রাম্য পুরোহিত অপেক্ষা পাপের স্বীকৃতি শুনবার এক্তিয়ার তার অনেক বেশী, কারণ গীর্জার কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তাকে অনুমোদন দিয়ে রেখেছে। সে আনন্দের সঙ্গে পাপের স্বীকৃতি শোনে, আর তার পাপস্খালন পদ্ধতিও সুখকর। যেখানে সে বুঝতে পারত যে ভাল উপহার পাওয়া যাবে সেখানে সে সহজেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়ে দিত। কারণ একজন দরিদ্র ফকিরকে উপহার দেওয়াই তো পাপস্খালনের লক্ষণ। সে তো গর্বভরেই বলত, যে মানুষ দান-ধ্যান করে সেই যে অনুতপ্ত এ কথা সে জানে। আবার এমন লোকও আছে যাদের হৃদয় এতই কঠিন যে অনুতপ্ত হলেও তারা কাঁদতে পর্যন্ত পারে না। কাজেই বাজে কাঁদাকাটি আর প্রার্থনা না করে তারা গরীব ফকিরদের কিছু অর্থ দিয়ে দিলেই তো পারে। সুন্দরী স্ত্রীলোকদের দেবার জন্য তার আলখাল্লার

মধ্যে সব সময়ই ছুরি আর পিন ঠাসা থাকত। তাছাড়া তার গলাটিও ছিল খাসা ঃ সে গান গাইতে ও বেহালা বাজাতে পারত খুব ভাল। চারণ-সংগীতে সে তো হাতে হাতে পুরস্কার পেয়েছে। তার গলা শালুক ফুলের মত সাদা হলেও তার দেহ ছিল বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধার মত পোক্ত। শহরের প্রত্যেকটি মদের দোকান সে ভালভাবে চিনত। কুষ্ঠরোগী বা ভিখারী অপেক্ষা সরাই-খানার মালিক আর তার পরিচারিকাদের উপরেই তার নজর ছিল বেশী। সে মনে করে, তার মত একজন গুরুত্বপূর্ণ লোকের পক্ষে কুষ্ঠরোগীদের সংগে মেলামেশা করাটা ভাল দেখায় না। কাজটা ঠিকও নয়, কারণ এই সব গরীবদের নিয়ে কারবার করলে কারও উন্নতি হয় না। বরং ধনী আর খাদ্য-ব্যবসায়ীদের সংগে মেলামেশা করাই তার উচিত। আর সর্বোপরি যেখানেই লাভের গন্ধ নাকে আসত সেখানেই এই ফকিরটি সাজত সহৃদয়, বিনীত ও সহায়ক। এ কাজে তার মত দক্ষ আর কেউ ছিল না। তার সহকর্মীদের মধ্যে সেই ছিল সব চাইতে দক্ষ ভিক্ষুক। তাছাড়া একটা মোটা অংকের অনুদান দিত বলে সহকর্মী ভাইরা কেউ তার জেলায় পা দিত না। এমন কি যে বিধবার একপাটি জুতো কিনবারও সামর্থ্য নেই সেও তার কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে বিদায়ের আগে একটা মুদ্রা তাকে দিয়ে দিত। এইভাবে চালাকি করে যে অর্থ সে সংগ্রহ করত সেটা তার নিয়মিত আয়ের অনেক বেশী। সে পুতুলের মতই নাচতে-কুঁদতে পারত। রাজ-দরবারেও তার খুব খাতির ছিল, কারণ সেখানে সে যেত একজন প্রভুর মত পোপের মত,—গরীব পণ্ডিতের মত ঢিলেঢালা কোট পরে ফকিরের সাজে নয়। তখন তার পরণে থাকে পাকান পশমী সুতোর খাটো ঝুলের কোট ; সেটা এত পরিচ্ছন্ন যে মনে হবে এইমাত্র ইস্ত্রি করা হয়েছে। ঠাট্টা-তামাশার সময় সে ইচ্ছা করেই একটু আধ-আধ ভাবে কথা বলে, যাতে ইংরেজি ভাষাটা তার জিভ থেকে মিষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। গানের শেষে যখন সে বীণা বাজায় তখন তার চোখ দুটি মিটমিট করে কুয়াসা-ঢাকা রাতের তারাদের মত। এই সার্থক অনুমোদিত ভিক্ষুকটির নাম হিউবার্ট।

একজন বণিকও ছিল। তার দাঁড়ি মাঝখানে চেঁরা, পরনে বিচিত্র রঙের পোষাক, ঘোড়ার উপরে সগর্বে সমাসীন। মাথায় ফ্ল্যাণ্ডার্স থেকে আনা বীবরের লোমের টুপি, জুতো পরিপাটি করে বাঁধা। সরবে সে নিজের মতামত ব্যক্ত করে। সব সময়ে নিজের মুনাফাবৃদ্ধির আলোচনায়ই মগ্ন থাকে। তার ইচ্ছা, মিডলবুর্গ এবং অরওয়েলের মধ্যবর্তী সমুদ্র-পথ যে কোন ভাবে সব

সময় খোলা থাকুক। বাড়ীর টাকা-পয়সা লেন-দেনের ব্যাপারে সে খুব পাকা লোক। এই দায়িত্বশীল লোকটি কিন্তু নিজের কথা কারও কাছে ফাঁস করে না ঃ দেনা-পাওনা, বা ধার-কর্জ দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে তার মুখ সর্বদাই বন্ধ। কাজেই কখন যে সে দেনার দায়ে পড়ে তা কেউ জানতেই পারে না। তথাপি লোকটি সত্যি তুখোড়; কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কি, তার নামটি আমি জানি না।

অক্সফোর্ড থেকে একজন পাদরিও এসেছে। দীর্ঘ দিন ধরে সে ন্যায়-শাস্ত্রের পাঠ নিয়ে মেতে আছে। তার ঘোড়াটি জীর্ণ শীর্ণ, আর সে নিজেও, আমি নিশ্চিত করেই বলছি, মোটেই মোটাসোটা নয়, তবে দেখতে বেশ ফাঁপা ও গম্ভীর। ওভারকোটটি জরাজীর্ণ কারণ এখনও পর্যন্ত কোন উপকারী বন্ধু সে পায় নি, বা একটা বড় পদ যোগাড় করবার মত জাগতিক বুদ্ধিও তার নেই। বিছানার মাথার কাছে দামী পোষাক, বা বেহালা, বা মধ্যযুগীয় কোন বাদ্যযন্ত্র না রেখে সেখানে এরিস্টটল ও তার দর্শনসম্বন্ধীয় বিশখানা বইকে লাল বা কালো রঙে বাঁধিয়ে রেখে দেওয়াই সে পছন্দ করে। সে দার্শনিক বটে, কিন্তু তার তোরঙ্গে সোনা থোরাই অবশিষ্ট আছে, কারণ বন্ধুদের কাছ থেকে যা কিছু পায় সবই সে বই আর লেখাপড়ার পিছনে ব্যয় করে, আর যে বন্ধুরা বিদ্যালয়ে যাবার জন্য তাকে টাকা দেয় সে একান্তভাবে তাদের আত্মার জন্য প্রার্থনা করে। পড়াশুনাই তার ধ্যান-জ্ঞান। দরকারের বেশী একটি কথাও সে বলে না। অবশ্য যতটুকু বলে সবিনয়ে শুদ্ধভাবে বলে। তার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত, যথাযথ ও অর্থপূর্ণ। তার সব আলোচনাই নীতিবিষয়ক। সানন্দেই সে শিক্ষার্থী হতে চায়, সানন্দেই চায় শিক্ষা দিতেও।

একজন সাবধানী ও বিজ্ঞ উকিলও সেখানে ছিল। লোকটি ভাল, দীর্ঘ-কাল আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। সে সুবিবেচক ও চিন্তাশীল—অন্তত দেখে তাই মনে হয়, আর কথা শুনেও তাকে জ্ঞানী বলেই মনে হয়। কখনও রাজার নির্দেশক্রমে নিযুক্ত, কখনও বা সাধারণভাবে নিযুক্ত হয়ে সে অনেকবার দায়রা আদালতের বিচারক হিসাবে কাজ করেছে। তার দক্ষতা ও ব্যাপক সুনামের দরুণ অনেক অর্থ আর অনেক মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ সে উপার্জন করেছে। জমি কেনার ব্যাপারে তার মত দক্ষ লোক দ্বিতীয়টি ছিল না ঃ তার কেনা জমির সত্ত্ব নিয়ে কখনও কোন গোলমাল থাকত না, আর তার দলিল-পত্রও কখনও বাতিল হত না। তার মত ব্যস্ত লোক দেখা যায় না; ব্যস্ততার যেন আর

শেষ নেই। রাজা উইলিয়ামের সময় থেকে যত মামলা হয়েছে, যত রায় বেরিয়েছে, সব যেন তার জিভের ডগায়। আইনের কাগজপত্র সে এত ভাল মুসাবিদা করত যে কেউ কোন খুঁত ধরতে পারত না। আইনের প্রতিটি ধারা সে মুখস্ত বলতে পারত। একটা মিশ্র রঙের কোট গায়ে দিয়ে অতি সাধারণ-ভাবে সে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত। তার সিল্কের কোমর-বন্ধে থাকত অনেকগুলি ছোট ছোট লোহার শলা—না, তার পোষাক সম্বন্ধে আর কিছুই আমি বলব না।

উকিলবাবুর সঙ্গে ছিল একজন লাখেরাজদার। ডেইজি ফুলের মত সাদা তার দাড়ি। স্বভাবে সে আশাবাদী। প্রতিদিন সকালে দাড়িটাকে মদে চুবিয়ে নিতে সে খুব ভালবাসত। সুখের জন্য বেঁচে থাকাই ছিল তার স্বভাব। এপিকিউরাস বলেন, নির্ভেজাল সুখই প্রকৃতপক্ষে পরম আনন্দ; আর সে ছিল এপিকিউরাসের সত্যিকারের সন্তান। সে ছিল একজন বিত্তবান জমিদার, সারা এলাকার সেন্ট জুলিয়ান। তার কাছে থাকত একেবারে সেরা রুটি আর বীয়ার। তার চাইতে ভাল ভাঁড়ার ঘর আর কারও ছিল না। ভাজা মাছ আর মাংস তার বাড়িতে এত অধিক পরিমাণে মজুত থাকত যে সেরা সেরা সব খাদ্য আর পানীয়ের একেবারে স্রোত বয়ে যেত। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার খাদ্য তালিকারও পরিবর্তন ঘটত। সব সময় তার খাঁচায় থাকত নধর নধর পাখি, আর মেছো-পুকুরে থাকত নানা রকমের মাছ। চাটনি যদি মুখ-রোচক ও ঝাল না হয়, আর সব কিছু যদি ঠিক মত সাজানো না থাকে, তাহলে রাঁধুনির কপালে অনেক দুঃখ। হল ঘরে খাবার টেবিলটি সব সময় তৈরি থাকা চাই। সে ছিল দায়রা আদালতের মহাশয় ব্যক্তি। তাছাড়া প্রায়ই সে এতদঞ্চল থেকে পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবেও কাজ করত। তার দুধের মত সাদা কোমর-বন্ধ থেকে একখানি ছোট ছোরা ও একটি সিল্কের থলি ঝুলত। সারা জেলার পরিচালক ও হিসাব-পরীক্ষক হিসাবেও সে কাজ করেছে। এ রকম একজন সুদক্ষ উপ-জায়গিরদার আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

আমাদের দলে আর ছিল জরি-ওয়ালা, ছুতোর, তাঁতি, রং-মিস্ত্রি আর নক্সা-ওয়ালা। সকলেরই পরণে একটা বড় নাম-করা প্রতিষ্ঠানের ইউনিফর্ম। তাদের যন্ত্রপাতি জিনিসপত্র সব কিছু আনকোরা নতুনঃ ছুরিগুলোতে পিতলের বদলে রুপোর কারুকার্য, কোমর-বন্ধনী আর থলেগুলি সব দিক থেকেই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। বাস্তবিক, তাদের প্রত্যেকেই সভা-মঞ্চের উপর

নাগরিক হিসাবে বসবার উপযুক্ত। জ্ঞান-বুদ্ধিতে সকলেই অল্ডারম্যানের কাজ চালাতে সক্ষম। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই যে প্রচুর মালপত্তর আর অর্থাদি ছিল একথা তাদের স্ত্রীরাও মানতে বাধ্য, অন্যথায় তাদের উপর দোষ বর্তাবে। সবাই "মহাশয়া" বলে সম্বোধন করবে, সান্ধ্য আসরে প্রথম ঢুকতে পাবে, আর রাজকীয় গাড়িতে চড়ে যাবে—এ সবই তো আকর্ষণীয় ব্যাপার।

নানা রকম মসলাপাতি দিয়ে হাড়শুদ্ধ মুরগি সিদ্ধ করে দেবার জন্য তাদের সঙ্গে একজন রাঁধুনিও ছিল। এক চুমুক খেয়েই সে লণ্ডন-বীয়ার চিনতে পারে, রোস্ট করতে পারে, সিদ্ধ করতে পারে, কাবাব বানাতে পারে, স্টু তৈরি করতে পারে, আব ভাল পিঠে ভাজতে পারে। কিন্তু তার পায়ের সিনায় মস্ত বড় একটা ঘা ছিল। আমার কাছে সেটা খুবই লজ্জাজনক মনে হয়েছিল, কারণ তার ফলে হাঁস-মুরগির চর্মরোগ হতে পারে।

একজন নাবিকও ছিল। বহু দূর পশ্চিম দেশে সে বাস করত; আমি যতদূর জেনেছি, সে এসেছে ডার্টমাউথ থেকে। হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো একটা মোটা গাউন পরে টাট্টু ঘোড়ায় চেপে সে এসেছে। ঘাড়ের সঙ্গে বাঁধা একটা দড়ির সঙ্গে ঝোলানো একখানা ছোরা ছিল তার বগলের নীচে। দারুণ গ্রীষ্মের রোদে তার রং খুবই তামাটে হয়ে গিয়েছে। অবশ্য সে লোক খুব ভাল। প্রায়ই দেখা যেত মদের ব্যবসায়ীটি ঘুমলেই বোর্দো থেকে আনা মদের পিপে-গুলি সে খুলে বসত। ও সব নীতি টিতি সে মানত না। যুদ্ধে জয়লাভ করলে, বন্দীদের সে হাঁটিয়েই নিয়ে যেত। কিন্তু তার নিজের কাজের বেলায়—যেমন জোয়ার-ভাটার হিসাব রাখা; ঠিক মত জাহাজ চালানো; বা বন্দর, চাঁদ ও দিগদর্শন যন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান—এ সব বিষয়ে হাল থেকে কার্থেজ পর্যন্ত তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। যে কোন অভিযানেই সে ছিল সাহসী ও বিজ্ঞ। অনেক ঝড়ে তার দাড়ি উড়েছে। গটল্যাণ্ড দ্বীপ থেকে ফিনিস্টেরে অন্তরীপ পর্যন্ত সব জাহাজ ঘাটার খবর সে রাখে, স্পেন এবং বৃটানির সব খাঁড়ি সে চেনে। তার জাহাজের নাম ছিল "ম্যাগডালেন।"

আমাদের দলে একজন চিকিৎসকও ছিল। ওষুধপত্র আর কাটা-ছেঁড়ার বিষয়ে কথা বলতে সারা জগতে তার জুড়ি নেই, কারণ সে ছিল জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শী। জ্যোতিষীমতে দিন-ক্ষণ মেনে সে সুকৌশলে ও সযত্নে রোগী দেখত; রোগীর মোম দিয়ে গড়া মূর্তিকে সে এমনভাবে রাখতে পারত যাতে সেখানে কোন ভাগ্যমন্ত গ্রহের সঞ্চার হয়। গরম বা ঠাণ্ডা, ভিজে বা

শুকনো সব রকম রোগের কারণ সে জানে। কি করে রোগ বাড়ে, আর কোন্ রসকে আশ্রয় করে বাড়ে—সব সে জানে। বাস্তবিক সে একজন পাকা চিকিৎসক ঃ রোগের কারণ ও মূল নির্ণয় হওয়ামাত্রই সে ওষুধের বিধান দিয়ে দেয়। ওষুধ-প্রস্তুতকারীরাও ওষুধ ও সিরাপ নিয়ে সব সময় তৈরি থাকে, কারণ এ যে পরস্পর পরস্পরের লাভ দেখার ব্যাপার—তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব তো আজকের নয়! এই চিকিৎসকটি প্রাচীন কালের এস্‌কিউলাপিয়াস ও ডায়োস্কোরাইড্‌স্ থেকে রুফাস, হিপোক্র্যাটিস, হ্যালি ও গ্যালেন, সেরাপিয়ন, রাজেস, এভিসেন্না, এভেরোস, ডামাসেনাস ও কন্সট্যান্টাইন, বার্ণার্ড, গ্যাট্‌স্‌ডেন এবং গিলবার্টিন পর্যন্ত সকলেই খুব ভালভাবে চেনে। তার পথ্যের ব্যবস্থাও পরিমিত—খুব বেশী নয়, কিন্তু যতটা পুষ্টিকর ও পরিপাকযোগ্য ঠিক ততটা। কিন্তু বাইবেল পড়ে সে সময় নষ্ট করে না। তাফ্‌তা ও রেশমের পাড়-বসানো লাল-নীল কাপড়ের পোষাক পরে। তবে বেশী খরচ করে না। একবার প্লেগের সময় সে যা জমিয়েছিল তাই আঁকড়ে ধরে আছে। কারণ ওষুধের ব্যাপারে পানীয়ে সোনা খুবই স্বাস্থ্যকর; সুতরাং সে বিশেষ করে ভালবাসে সোনা।

একটি সুচরিতা মহিলাও ছিল। বাথ্-এর সন্নিকটে তার বাড়ি। বড়ই দুঃখের বিষয় সে ছিল কিছুটা কালা। কাপড় বোনাতে তার দক্ষতা ওয়াইপ্রেস ও গেন্ট-এর তাঁতিদেরও ছাড়িয়ে যায়। সারা যাজক পল্লীতে কোন স্ত্রীলোকই তার আগে ভজনালয়ে যেতে পারত না। যদি বা কেউ কখনও যেত তাহলে বাথ্-এর মহিলা এমনই রেগে যেত যে তার মন থেকে দয়া-মায়া সব মুছে যেত। তার মস্তকাবরণী খুব ভাল সুতোয় তৈরি। আমি হলফ করে বলতে পারি, রবিবারে যে আবরণী সে মাথায় বাঁধত তার ওজন নিশ্চয়ই দশ পাউন্ড। সুন্দর লাল রঙের মোজা সে সযত্নে পায়ে বাঁধত, আর তার জুতো নতুন ও নির্ভাজ। তার মুখমণ্ডল সাহসী, সুন্দর ও রক্তিম। সারা জীবন সকলেই তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে এসেছে; যৌবনকালের অন্যান্য সঙ্গীর কথা বাদ দিলেও আজ পর্যন্ত তার স্বামী ছিল গুণে গুণে পাঁচটি—কিন্তু এখানে আমরা সে কথা বলতে চাই না। তিন-তিনবার সে জেরুজালেম গিয়েছে; বিদেশের বহু নদী সে পার হয়েছে; রোমে, বলোনা-তে, গ্যালিসিয়ার সেন্ট জেমসের তীর্থে এবং কলোন-এও সে গিয়েছে। দেশ-ভ্রমণের ব্যাপারে সে অনেক কিছুই জানে। সত্যি কথা বলতে কি, সে একটু

ঠোঁট-আলগা মানুষ। সহজেই সে তার শান্ত ঘোড়াটিতে চাপে, মাথায় পরে ঢালের মত একটা চওড়া টুপি, মোটা কোমর ঘিরে থাকে ঘাঘরা, আর গোড়ালিতে পরে একজোড়া ধারালো কাঁটা-মারা ঢাকনা। কোন জমায়েতে কেমন করে হাসতে হয় বা ঠাট্টা-তামাশা করতে হয় তা সে জানে। আর জানে ভালবাসার সব রকম টোটকা, কারণ সে পুরনো খেলাটায় তার দক্ষতা অপরিসীম।

গীর্জার জনৈক ভাল লোকও ছিল। যাজকপল্লীর এক গরীব পুরোহিত। কিন্তু উন্নত চিন্তায় ও কর্মে সমৃদ্ধ। লোকটি শিক্ষিত, একজন পাদরি। সে চায় খৃষ্টের বাণী ঠিক ঠিক প্রচার করতে; যাজকপল্লীর লোকজনদের যথাযথ শিক্ষা দিতে। সে দয়ালু, অত্যন্ত পরিশ্রমী, আর বিপদের দিনে একান্তভাবে ধৈর্যশীল। এর প্রমাণ সে বহুবার দিয়েছে। আয়ের দশমাংশ কর হিসাবে না দেবার দায়ে কাউকে গীর্জা থেকে বিতাড়িত করাটা সে পছন্দ করে না; বরং তার ন্যায্য পাওনা ও বেতনের একাংশ গরীব লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে যে সে ইচ্ছুক তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিজের প্রয়োজন মেটাতে সামান্য অর্থই তার লাগে। তার অধীনস্থ যাজকপল্লী বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বাড়িগুলিও দূরে দূরে অবস্থিত। তথাপি কি রৌদ্রে কি বর্ষায়, কি সুস্থ কি অসুস্থ অবস্থায় একটা লাঠি হাতে নিয়ে পায়ে হেঁটে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যাজকপল্লীর প্রত্যেকের বাড়িতে সে যাবেই। সমবেত উপাসকমণ্ডলীর সামনে সে এই দৃষ্টান্তই উপস্থিত করে থাকে ঃ স্বয়ং সৎকর্ম করে তবে অপরকে সেই শিক্ষা দেয়। খৃষ্টের বাণী থেকেই এই শিক্ষা সে নিয়েছে এবং তার সঙ্গে আর একটু যোগ করেছে ঃ সোনায়ই যদি মরচে ধরে, তাহলে লোহার আর দোষ কি? যে পুরোহিতের উপর আমরা ভরসা করি সেই যদি উপযুক্ত না হয়, তাহলে একজন অজ্ঞান মানুষ যে অপরাধ করবে তাতে আর অবাক হবার কি আছে। কোন ভাগবৎ সভায় একজন দুষ্ট পুরোহিতকে দেখলে তো লজ্জিত হবারই কথা। আহা! পুরোহিতরা যদি এই সত্য উপলব্ধি করত! সদাচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে পল্লীবাসীদের সৎ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করাই তো পুরোহিতের কর্তব্য। নিজের বৃত্তির টাকা অপরকে ধার দিয়ে সে কখনও আশ্রিত জনকে বিপদে ফেলে মৃতের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইবার জন্য অর্থ-সাহায্য বাগাতে লণ্ডনের সেণ্ট পল-এ ছুটত না। বা কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরির চেষ্টাও করত না। স্বগৃহে থেকে নিজের যাজকপল্লীকে সে

এমনভাবে রক্ষা করে চলত যে পাপ তাকে স্পর্শও করতে পারত না। সে ছিল প্রকৃতই যাজক, বেতনভুক কর্মচারী নয়। অথচ স্বয়ং পুণ্যাত্মা ও ধর্মশীল হয়েও সে কখনও পাপীদের ঘৃণা করত না, বা তার কথাবার্তায় উন্নাসিকতা ও গর্ব প্রকাশ পেত না। বরং প্রচারের ব্যাপারে সে ছিল বিচক্ষণ ও দয়ালু। সৎ ব্যবহার ও সৎ দৃষ্টান্তের দ্বারা মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট করাই ছিল তার কাজ। কিন্তু উচ্চবংশজাতই হোক আর নিম্নবংশজাতই হোক কোন পাপী অবাধ্য হলে সে তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করত। কোন দেশে কোথাও তার চাইতে ভাল একজন পুরোহিত পাওয়া যায় বলে আমি বিশ্বাস করি না। জাক-জমক বা ভক্তি-শ্রদ্ধার তোয়াক্কা সে করত না; অথবা সে যে খুব ধোয়া তুলসিপাতা এমন ভাবও দেখাত না। খৃষ্ট ও তাঁর দ্বাদশ শিষ্যের বাণী সে প্রচার করত, কিন্তু আগে সে নিজে সেগুলি অনুসরণ করত।

সঙ্গে ছিল তার ভাই। একজন কৃষক। অনেক সারের বস্তা সে টেনেছে। সে ছিল একজন সৎ ও প্রকৃত মজুর। দান-ধ্যানের ভিতর দিয়ে শান্তিতে সে জীবন কাটায়। লাভ-লোকসান বিচার না করে সব সময় সমস্ত প্রাণ দিয়ে সে ঈশ্বরকে ভালবাসে। তারপরই ভালবাসে আত্মনির্বিশেষে তার প্রতিবেশীদের। সম্ভব হলে গরীব প্রতিবেশীর উপকারের জন্য সে খৃষ্টের নামে বিনা মজুরিতে ধান ঝাড়তে ও খানা-খন্দ কেটে দিতে সর্বদাই রাজী। নিজে খেটে এবং ফসলাদি দিয়ে আয়ের দশমাংশ সে যথাসময়ে এবং সৎ ভাবেই দিয়ে দেয়। মজুরের কোট গায়ে চাপিয়ে একটা ঘোটকির পিঠে সে চলেছে।

আর ছিল একজন নায়েব, যাঁতাওয়ালা, আদালতের পেয়াদা, পোপের পেশকার, ভাণ্ডারী. ও আমি—বাস, আর কেউ না।

যাঁতাওয়ালা বেশ মোটাসোটা লোক, হাড় ও মাংসপেশী বেশ মজবুত। কুস্তিখেলায় সে সব সময় পুরস্কার পায়। তার শরীর কাঠের গুঁড়ির মত শক্ত. চওড়া ও বলিষ্ঠ। যে কোন দরজা সে টেনে খুলে ফেলতে পারে, বা মাথা দিয়ে ঠুকেই ভেঙে ফেলতে পারে। তার দাড়ি শূকরী বা শেয়ালের মত লাল আর কোদালের মত চওড়া। নাকের ডগার ডান দিকে আছে একটা আঁচিল। তার উপরে কয়েক গুচ্ছ চুল গজিয়েছে একেবারে শূকরীর কানের চুলের মত লাল। আর নাকের ছেঁদা দুটো বেশ কালো আর চওড়া। এক পাশে ঝুলছে একখানা তলোয়ার আর একটা ঢাল। একটা বড় চুল্লীর মত প্রকাণ্ড তার মুখ। হাসি-মস্করার ব্যাপারে সে একটি অশ্লীলভাষী ভাঁড়-

বিশেষ ; তার অধিকাংশ ঠাট্টা-তামাশাই পংকিল ও ইতরামীতে ভরা। গম চুরি করেও কি করে তিনগুণ দাম আদায় করা যায় তা সে খুব ভালই জানে। অবশ্য তাহলেও সে কিন্তু মোটামুটি একজন সৎলোক। তার কোটটা সাদা আর মাথার ঢাকনাটা নীল। সে এমন 'ব্যাগপাইপ' বাজাতে পারে যে তার সুরের ধাক্কায় আমাদের শহরছাড়া করতে পারে।

কোন সরাইখানার একজন ইয়ারগোছের ভাণ্ডারীও ছিল। বুদ্ধিমানের মত খাবার-দাবার কেনবার ব্যাপারে যে কোন ভাণ্ডারী তাকে অনুকরণ করতে পারে। নগদেই হোক আর ধারেই হোক কোন জিনিস কেনবার সময় সে এমন কড়া নজর রাখে যে সব সময়ই তার কিছু না কিছু মুনাফা থাকে। তার মত একজন অশিক্ষিত লোক যে একগাদা শিক্ষিত লোককে ঘোল খাইয়ে ছাড়ে সেটা কি ঈশ্বরের বিশেষ দান নয়? তার মনিবের সংখ্যা তিরিশের বেশী। তারা সকলেই আইনের ব্যাপারে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ। তাদের মধ্যে বারো জন তো ইংলণ্ডের যে কোন লর্ডের টাকা-পয়সা ও জমি-জমার এমন খবরদারি করবার ক্ষমতা রাখে যাতে একেবারে বেহেড না হলে যে কোন লর্ড স্বীয় উপার্জনেই ধার-কর্জ না করে সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারে, অথবা ইচ্ছামত চলতেও পারে। ঐ সব উকিলবাবুরা যে কোন জেলার আপৎকালীন পরিচালনা-ভার গ্রহণ করতেও সক্ষম। অথচ এই ভাণ্ডারীটি তাদের সব্বাইকে বোকা বানিয়ে থাকে।

নায়েবমশায় একটি খিটখিটে কোপনস্বভাবের মানুষ। যথাসম্ভব পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো, মাথার চুল পুরোহিতদের মত কান পর্যন্ত গোল করে কেটে সামনের দিকটা ছোট করে ছাঁটা। পা দুটি লাঠির মত লম্বা ও সরু, পায়ের ডিম নেই বললেই চলে। শস্য-ভাণ্ডার ও ভাঁড়ার রাখতে সে খুব ভাল রকম জানে, কোন হিসাব-রক্ষকই তার উপর টেক্কা দিতে পারে না। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির ফলে ফসল কি রকম পাওয়া যেতে পারে তা সে বলে দিতে পারে। তার প্রভুর ভেড়া, গবাদি পশু, দুগ্ধালয়, শুয়োর, ঘোড়া, তৈষজপত্র এবং হাঁস মুরগি সব কিছুই তার হেফাজতেই থাকে এবং প্রভুর বিশ বছর বয়স থেকে এ যাবৎকাল তার দেওয়া হিসাবই তিনি মেনে এসেছেন। তার কখনও বাকি-বিলেত থাকে না। পেয়াদা, মেষ-চালক বা যে কোন মজুরের ছোটখাট চালাকি বা চুরি তার নখ-দর্পণে। তাই তারা সবাই তাকে যমের মত ভয় করে। সবুজে ঘেরা গাছের ছায়ায় তার বাড়ি। তার প্রভু

পারেন নি. কিন্তু সে বাড়িটি ঠিক কিনে নিয়েছে। গোপনে সে যথেষ্ট টাকা জমিয়েছে, কারণ কেমন করে সুকৌশলে প্রভুকে খুশি করতে হয়, কেমন করে তাঁর টাকাই তাঁকে ধার দিয়ে বিনিময়ে ধন্যবাদসহ একটি কোট ও টুপি আদায় করা যায়, তা সে ভালরকমই জানে। যৌবনে একটা ভাল হাতের কাজ সে শিখেছিল ঃ কাঠের কাজে সে একজন দক্ষ ছুতোর। স্কট নামক একটা বড় সুন্দর কালো-ধূসর ছিটওয়ালা ঘোড়ায় সে চলেছে। পরণে একটা লম্বা নীল টপ-কোট। পাশে ঝুলছে একখানা মরচে-ধরা তলোয়ার। যে নায়েবের কথা আমি বলছি সে এসেছে বড্স্ওয়েল নামক শহরের নিকটবর্তী নরফোক থেকে। তার কোটটি ফকিবদের মত ভাঁজ কবা। সব সময়ই তার ঘোড়া থাকে দলের একেবারে শেষে।

আমাদেব দলে একজন আদালতের পেয়াদাও ছিল। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হওয়ায় তার বালকসুলভ মুখখানি আগুন-বাঙা, চোখ দুটি কোটরগত। চড়ুয়ের মত কামুক ও লম্পট লোকটির ভুরু দুটি চামড়ি-পরা আর দাড়ি খোঁচা-খোঁচা। তার মুখ দেখলেই ছেলেরা ভয়ে আঁতকে ওঠে। পারা, শিসে, গন্ধক, সোহাগা, শ্বেত শিসে, লাবণিক তেল বা মলম—কোন কিছুতেই তার মুখের শ্বেতী বা ব্রণ সারে নি। রসুন, পেঁয়াজ আর রক্তের মত লাল কড়া মদ খেতে সে ভালবাসে। সে মদ খেযে সে কেবলই পাগলের মত কথা বলে আর চেঁচায়। আকণ্ঠ মদ খেলে ল্যাটিন ছাড়া আর কোন ভাষা তার মুখ দিয়ে বের হয় না। গীর্জার কাগজপত্র থেকে দুটো কি তিনটে ল্যাটিন কথা সে শিখে নিয়েছে। এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়, কারণ সারা দিন সে ল্যাটিন ভাষা শোনে. আর এ কথা তো সকলেই জানে যে একটা কাকও পোপের মত করেই কোন কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। কিন্তু কেউ যদি এই পেয়াদার সঙ্গে অন্য কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বসে তাহলে অচিরেই ধরা পড়বে যে তার বিদ্যের ঝুলি ফাঁকা হয়ে গেছে। তখন সে কেবলই চীৎকার করে বলবে ঃ "কথা হচ্ছে এ ব্যাপারে আইনটা কি ?" সে একটি বন্ধুবৎসল ও দয়ালু ইতর; তার চাইতে ভাল লোক তুমি খুঁজে পাবে না। সিকি গ্যালন মদ দিয়ে যে কোন লোক তার গিন্নিকে এক বছরের জন্য রাখতে পারে। এ জন্য তার মনে লোকটির বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভও থাকবে না। অন্যের বেলায়ও এই একই খেলা সে বেশ দক্ষতার সঙ্গেই খেলতে পারে। এ ব্যাপারে কোন ভাল সঙ্গী জোটাতে পারলে সে তাকে বুঝিয়ে দেবে যে টাকার থলিটাই যদি

তার প্রাণ না হয় তাহলে সহকারী বিশপের হাতে শাস্তি পাবার কোন ভয় তার নেই, কারণ শাস্তি মানেই তো অর্থদণ্ড। পেয়াদার নিজের কথায় বলা যায়, "টাকার থলিটাই সহকারী বিশপের নরকস্বরূপ।" কিন্তু আমি ভাল করেই জানি যে তার এ কথা মিথ্যা ; প্রতিটি অপরাধী মানুষেরই শাস্তির ভয় থাকা উচিত, কারণ ক্ষমা যেমন আত্মাকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনিভাবেই শাস্তি আত্মাকে হত্যা করে। যাহোক, এই পেয়াদাই এলাকার সব যুবককে চালায়। তাদের গোপন কথাটি জানে বলেই সে সকলেরই প্রিয় পরামর্শদাতা। তার মাথায় মস্ত বড় একটা ফুলের তোড়া থাকে। সেটা দিয়ে যে কোন বীয়ারের দোকানের সাইনবোর্ড সাজানো যায়। কেক দিয়ে একটা ঢালও সে বানিয়েছে নিজের ব্যবহারের জন্য।

তার সঙ্গে অশ্বারোহণে চলেছে তার বন্ধু ও সহকর্মী বাউন্সিভেলের অমায়িক পোপের পেশকার। রোমের দরবার থেকে সে সদ্য ফিরেছে। উচ্চ কণ্ঠে সে গান গাইছে, "প্রিয়তম, তুমি আমার কাছে এস!" পেয়াদাও তার সঙ্গে গলা মিশিয়েছে। কোন ভেঁপুর শব্দই এর অর্ধেকের বেশী জোরালো হয় না। তার মাথার মোমের মত হলদে চুল শনের মত ঝুলছে। ছোট ছোট যে কয়গুচ্ছ চুল তার মাথার একেবারে উপরের দিকে গজিয়েছে সেগুলিকে সে ফাঁক ফাঁক করে ঘাড়ের উপরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ইচ্ছে করেই সে মাথায় কোন আবরণ পরে নি, সেটাকে থলের মধ্যে বেঁধে রেখেছে। একটি ছোট টুপি ছাড়া বাদ বাকি মাথাটা খোলা রেখে ঘোড়ায় চড়ার এই নতুন ফ্যাসান সে সকলকে শেখাবার চেষ্টা করছে। তার চোখ দুটো খরগোসের মত জ্বলে। তার টুপিতে একটা ধর্মীয় মূর্তি সেলাই করে আঁকা হয়েছে। কোলের উপর রয়েছে থলেটা, রোম থেকে সদ্য আনা সব তুক-তাকে সেটা একেবারে ভর্তি। তার গলার স্বর ছাগলের মত ফ্যাঁসফেঁসে। মুখে দাড়ি নেই, কোন দিন গজাবেও না। তার মুখ এত পালিশ যেন সদ্য কামিয়েছে। আমার তো মনে হয় সে খোজা। কিন্তু কাজের বেলায় বেরউইক থেকে ওয়ারের মধ্যে এমন পেশকার তুমি দ্বিতীয়টি পাবে না। কারণ তার থলের মধ্যে যে বালিসের ওড়টি আছে তার মতে সেটি নাকি মেরি মাতার অবগুণ্ঠন ছিল ; যে পালটি তুলে সেণ্ট পিটার সমুদ্রযাত্রা করলে যীশুখৃষ্ট তাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন তার একটা টুকরোও তার কাছে আছে বলে সে দাবী করে। তার কাছে আছে প্রস্তরখচিত একটি ধাতুর ক্রুশ, আর একটা পাত্রের মধ্যে আছে শূকর-ছানার

ছাড়। দূরে গ্রামাঞ্চলের কোন পাদরির সঙ্গে দেখা হলে এই সব পবিত্র স্মারক বিক্রি করে সে পাদরি সাহেবের দুমাসের উপার্জনের চাইতে বেশী অর্থ এক দিনেই কামিয়ে নেয়। এইভাবে লোক-দেখানো খোসামোদ ও ধাপ্পাবাজী করে সে পাদরি ও তার লোকজনদের ঠকিয়ে বেড়ায়। তবু সত্যি কথা বলতে হলে শেষ পর্যন্ত বলতেই হয় যে গীর্জার ভিতরে সে কিন্তু একজন মর্যাদাসম্পন্ন পুরোহিত। সে ভাল গ্রন্থ পাঠ করতে পারে, নীতি-শিক্ষার গল্প বলতে পারে আরও ভাল, এবং সব চাইতে ভাল পারে প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইতে। সে বেশ ভালভাবেই জানে, প্রার্থনা-সভা শেষ হবার পরে তাকে জিভে মধু মাখিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে যথাসাধ্য টাকা কামাতে হবে। সুতরাং সে মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান গায়।

এই সব তীর্থযাত্রীদের পদমর্যাদা, পোষাক ও সংখ্যার কথা আপনাদের সংক্ষেপে জানালাম। কি উদ্দেশ্যে তারা বেল্-এর নিকটবর্তী সাউথওয়ার্ক-এর এই টাবার্ড নামক সুন্দর সরাইখানায় সমবেত হয়েছে তাও বললাম। এবার সরাইখানায় পেঁাছে সে রাতে আমরা কি করলাম সেটা জানাবার সময় হয়েছে। তারপর বলব্ আমাদের পথ-পরিক্রমা এবং তীর্থযাত্রার অন্য সব বিবরণ। কিন্তু প্রথমেই অনুরোধ জানাচ্ছি, খোলাখুলিভাবে সব কথা বলার জন্য, এবং এই সব তীর্থযাত্রীর কথাবার্তা ও কাজকর্মের বিবরণ তুলে ধরার জন্য, অথবা তাদের মুখের কথাগুলিই হুবহু তুলে দেবার জন্য, আপনারা দয়া করে আমাকে ইতরজন মনে করবেন না। কারণ আমিও জানি আর আপনারাও জানেন, যে কোন কাহিনী বলতে গেলে গল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি শব্দই—তা সে যতই অশিষ্ট ও নীচুস্তরের হোক না কেন—হুবহু রাখা দরকার ; অন্যথায় গল্পটা অসত্য হয়ে যায়, বানানো হয়ে যায়, বা নতুন শব্দের সৃষ্টি করা হয়। এমন কি নিজের ভাইয়ের মনের কথাও চাপা দেওয়া চলে না, প্রতিটি কথাকেই স্পষ্ট করে বলতে হয়। পবিত্র গ্রন্থে খৃষ্ট স্বয়ং সব কিছু খোলাখুলিই বলেছেন, অথচ আপনারা ভাল করেই জানেন যে তাঁর কথার মধ্যে কোন অভব্যতা নেই। এমন কি প্লেটোর গ্রন্থ যাঁরা পড়তে পারেন তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, কথা আর কাজ এক হওয়া চাই। এ ছাড়া আমার কাহিনীর নায়ক-নায়িকাদের যে তাদের মর্যাদা অনুসারে সাজাতে পারি নি, সেজন্যও আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনারা তো ভালভাবেই বুঝতে পারছেন, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম।

সরাইখানার মালিক আমাদের প্রত্যেকেরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করল। খাবার ব্যবস্থা অতি উত্তম। মদটা খুব কড়া, তাই পান করে খুবই আনন্দ হল। লোকটি বেশ ভদ্র; যে কোন ভোজ-সভার প্রধান পরিচারক হবার যোগ্যতা সে রাখে। বেশ তাগড়াই চেহারা, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে—এ তল্লাটে তার চাইতে যোগ্যতর নাগরিক মেলা ভার; লোকটি খোলাখুলি কথা বলে, জ্ঞান গম্যি আছে, সুশিক্ষাকও পেয়েছে। সব মিলিয়ে একটি মানুষের মত মানুষ। তাছাড়া, লোকটি বেশ আমুদে। খাওয়া-দাওয়ার শেষে আমাদের বিল-পত্তর মিটিয়ে দেবার পরে সে বাজনা বাজাল, অনেক চুটকি শোনাল, এবং আরও কত কি করল। তারপর বলল ঃ এইবার ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সকলকে এখানে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আমি হলফ করে বলছি, সারাটা বছর ধরে আজকের মত এমন একটি আনন্দমুখর দলকে এই সরাইখানায় আমি দেখি নি। উপায় জানা থাকলে আপনাদের সকলকেই আমি খুশি করতাম। বাস্তবিক, এইমাত্র আপনাদের খুশি করবার একটা পথ আমার মনে পড়েছে, আর তাতে আপনাদের কোন খরচই লাগবে না।

"আপনারা ক্যাণ্টারবেরি চলেছেন—ঈশ্বর আপনাদের প্রতি সদয় হোন, মহাত্মা শহীদ আপনাদের যথাযোগ্যভাবে পুরস্কৃত করুন! আমি ভাল-ভাবেই জানি, পথ চলতে চলতে আপনারা অনেক গল্প বলবেন, অনেক গান করবেন, কারণ পাথরের মত বোবা হয়ে ঘোড়ায় চড়ে পথ চলতে তো কোন মজা নেই, কোন সুখ নেই। তাই, যে কথা বলছিলাম, আমি আপনাদের কাছে একটা প্রস্তাব রাখতে চাই, আপনাদের একটু উপকার করতে চাই। আপনারা যদি সর্বসম্মতিক্রমে আমার রায়কে মেনে নেন এবং আমার কথামত কাজ করেন, সে ক্ষেত্রে আগামীকাল পথ চলতে চলতে যদি আপনারা খুশি না হন তাহলে আমার স্বর্গত পিতার আত্মার নামে শপথ করছি, আমার মাথাটাই আপনাদের দিয়ে দেব! আর কথা না বাড়িয়ে আপনারা হাত তুলুন।"

সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমাদের বেশী সময় লাগল না। এ নিয়ে গুরুতর আলোচনার কোন দরকার আছে বলেও আমাদের মনে হল না, এবং বিনা বিতর্কে তার প্রস্তাব আমরা মেনে নিলাম। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে বলতে অনুরোধ করলাম।

সে বলতে লাগল, "ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, মন দিয়ে শুনুন।

কিন্তু দোহাই আপনাদের, নাট সিঁটকাবেন না। সংক্ষেপে সোজাসুজি বলতে গেলে ব্যাপারটা এইঃ আমাদের এই যাত্রা যাতে সংক্ষিপ্ততর মনে হয় সেজন্য আপনাদের প্রত্যেককেই দুটি করে পুরনো অভিযানের কাহিনী বলতে হবে ক্যান্টারবেরি যাবার পথে এবং দুটি করে বলতে হবে বাড়ি ফেরবার পথে। আর আপনাদের মধ্যে যিনি সব চাইতে শ্রেষ্ঠ কাহিনী বলতে পারবেন, অর্থাৎ নীতিশিক্ষা ও প্রমোদ-মূল্য দুদিকের বিচারেই যার কাহিনী শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে, ক্যান্টারবেরি থেকে ফিরে এসে এখানে এই সরাইখানাতেই তিনি আমাদের সকলের খরচে রাতের খাবারটা পাবেন। আপনাদের যাত্রা যাতে আরও সুখকর হয় সেজন্য নিজ ব্যয়ে আমিও আপনাদের সঙ্গী হব, পথ-প্রদর্শক হব। আর পথ চলতে যিনি আমার সিদ্ধান্ত না মানবেন তাকেই বহন করতে হবে এই তীর্থযাত্রায় আমাদের সকলের সব খরচ। এখন, এই প্রস্তাবে যদি আপনাদের সম্মতি থাকে, তাহলে অন্য কথা না বলে এই মুহূর্তে সে কথা বলুন, আর আমিও অবিলম্বে তৈরি হয়ে নি।"

আমরা একমত হলাম, তার কথা মেনে চলবার শপথ নিলাম। তারপর প্রস্তাব করলাম, সে যেন আমাদের ম্যানেজার হয়ে আমাদের সবগুলি কাহিনী লিপিবদ্ধ ও বিচার করে এবং একটা নির্দিষ্ট মূল্যে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে সম্মত হয়। আমরা আরও স্বীকার করলাম, তার নির্দেশ মতই সব ব্যাপারে সকলেই পরিচালিত হব। এইভাবে সর্বসম্মতভাবে আমরা তার প্রস্তাব মেনে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মদ পরিবেশন করা হল। মদ্যপানের পরে আর পায়চারি না করে সকলেই শুতে গেলাম।

পরদিন সকালে ভোর হতে না হতেই মালিক ঘুম থেকে উঠে আমাদের ডেকে তুলে সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর ঘোড়ায় চেপে অদূরবর্তী সেণ্ট টমাস কূপে পৌঁছলাম। সেখানে ঘোড়া থামিয়ে মালিক বলে উঠল ঃ

"ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহাশয়গণ, দয়া করে শুনুন। পূর্ব সম্মতির কথা নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে। তথাপি আমি সে কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এবার দেখা যাক, প্রথম কাহিনীটি কে বলবে। সারা পথ মদ ও বীয়ার পান করব এটা যেমন নিশ্চিত, ঠিক তেমনি এটাও নিশ্চিত যে আমার রায় যে অমান্য করবে তীর্থযাত্রার সম্পূর্ণ খরচ তাকেই বহন করতে হবে। এবার আরও অগ্রসর হবার আগে, আপনারা খড়ের একটা করে ডাঁটা টানুন।

যার ডাঁটা সবচেয়ে ছোট হবে সেই প্রথম বলবে। আমার মালিক ও প্রভু নাইট মহাশয়, আমার ইচ্ছা আপনি একটি ডাঁটা টানুন। এবার এগিয়ে আসুন প্রধানা মোহান্ত। পাদরি মশায়, আপনিও। না, না, লজ্জা পাবার কিছু নেই, কাজটাকে কঠিনও মনে করবেন না। এবার সকলেই টানুন!"

সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই খড় টানলাম, আর অল্প কথায় বলতে গেলে সৌভাগ্যবশতই হোক আর আকস্মিকভাবেই হোক, আসল কথা হল—নাইটের ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়ল। এতে সকলেই খুব খুশি। অতএব আমাদের শপথ ও সম্মতি অনুসারে তাকেই গল্প বলতে হবে। কাজেই আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি?

এই ভাল লোকটি বুদ্ধিমান। পরিস্থিতি বিবেচনা করে সে তার কথামত বলল, "দেখুন, আমাকেই যখন খেলাটা আরম্ভ করতে হবে তখন ঈশ্বরের নামেই আমি সেটা মেনে নিলাম। আসুন, ঘোড়া চালিয়ে দি। যেতে যেতেই শুনুন আমার কথা।"

এ কথা শুনে আমরা ঘোড়া চালিয়ে দিলাম। সেও খুশির আমেজে তার কাহিনী শুরু করে এই মত বলতে লাগল।

নাইটের কাহিনী

এবার নাইটের কাহিনী শুরু হচ্ছেঃ প্রাচীন কাহিনীতে আছে, এক সময়ে থিসিয়ুস নামে এক ডিউক ছিল। সে ছিল এথেন্সের মালিক ও শাসনকর্তা। তৎকালে তার চাইতে বড় বিজয়ী বীর সূর্যের নীচে আর কেউ ছিল না। বহু সমৃদ্ধিশালী দেশ সে জয় করেছিল। নিজের বুদ্ধি আর শক্তিমান সেনাদলের সাহায্যে সে একদা সিদিয়া নামে খ্যাত আমাজনদের গোটা দেশটা জয় করে রাণী হিপোলিটাকে বিয়ে করে এবং তার তরুণী বোন এমিলিকে সঙ্গে নিয়ে বিজয়-গৌরবে খুব জাঁকজমকের মধ্যে দেশে ফিরে আসে। এখানে এইটুকু শুধু বলছি যে, এই মহান বিজয়ী ডিউক সৈন্যদল-পরিবৃত হয়ে মনের সুখে এথেন্সে ফিরে চলেছে।

অবশ্য শুনতে খুব দীর্ঘ মনে না হলে কেমন করে থিসিয়ুস আর তার নাইটরা সিদিয়া রাজ্য জয় করেছিল; সে সময় এথেনীয় ও আমাজনদের মধ্যে কী প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল; কেমন করে সিদিয়ার সুন্দরী সাহসী রাণী

হিপোলিটা অবরুদ্ধ হয়েছিল ; তাদের বিয়ের ভোজ-সভার কথা ; এবং দেশে ফিরবার পথে যে ঝড় হয়েছিল,—এ সব কথাই বিস্তারিতভাবে আপনাদের বলতে পারতাম। কিন্তু সে সব কথাই আমি বাদ দিচ্ছি। ঈশ্বর জানেন, বিরাট ক্ষেতে আমাকে লাঙল চালাতে হবে, আর আমার জোয়ালের বলদগুলো বড়ই দুর্বল। যে গল্প এখনও বলা হয় নি সেটাই যে যথেষ্ট লম্বা। তাছাড়া, দলের কারও পক্ষে আমি বিঘ্ন ঘটাতে চাই না ; প্রত্যেকেই সময় মত তার কাহিনী বলুক, দেখা যাক নৈশ-ভোজটা কে জিতে নিতে পারে। যা হোক, যেখানে ছেড়ে এসেছি সেখান থেকেই আবার কাহিনী শুরু করি।

যে ডিউকের কথা আমি বলছি সে সগর্বে ও সগৌরবে শহরের দ্বারপ্রান্তে পেঁছে দেখতে পেল, একদল মহিলা জোড়ায় জোড়ায় পর পর রাজপথে হাঁটু গেড়ে বসে আছে ; তাদের সকলেরই পরণে কালো পোষাক। কিন্তু তারা এমন চেঁচামেচি ও কান্না জুড়ে দিল যেমনটি পৃথিবীতে এর আগে কেউ কখনও শোনে নি। ডিউকের হাতের লাগাম না ধরা পর্যন্ত তাদের কান্না এতটুকু থামল না।

থিসিউস শুধাল, "আমার স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের উৎসবকে কান্না দিয়ে ঢেকে দিতে চাও তোমরা কে ? আমার সাফল্যকে কি তোমরা এতদূর ঈর্ষা কর যে এই ভাবে কেঁদে তোমাদের অভিযোগ জানাতে চাও। অথবা কেউ কি তোমাদের অপমান করেছে, অসম্মান করেছে ? আমাকে বল, কিসে এর প্রতিকার হবে, বা তোমরা এ ভাবে কালো পোষাকই বা পরেছ কেন ?"

দলের সব চাইতে বর্ষীয়সী মহিলাটি এমন মরার মত মূর্ছা গিয়েছিল যে দেখে সত্যি করুণা হয়। এবার সে বলল ঃ "প্রভু, ভাগ্যলক্ষ্মী আপনাকে দিয়েছে এই জয় আর বিজয়ীর জীবন যাপনের অধিকার ; তাই আপনার সম্মান ও গৌরবের জন্য আমরা দুঃখিত নই। বরং আমরা চাই আপনার করুণা ও সহায়তা। আমাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি আপনার কৃপা বর্ষিত হোক ! দয়া করে আমাদের মত দুর্ভাগিনীদের মাথায় এক বিন্দু কৃপা-বারি বর্ষণ করুন। প্রভু, সত্যি বলছি আমাদের মধ্যে সকলেই একদিন ডিউক-পত্নী বা রাণী ছিল। যে ভাগ্যলক্ষ্মীর নকল চাকার দাপটে কারও সুখ-সমৃদ্ধিই চিরকাল থাকে না তাকে ধন্যবাদ জানিয়েই বলি, আমরা সকলেই বন্দিনী। আপনিও সেটা দেখতেই পাচ্ছেন। প্রভু, প্রকৃতপক্ষে পক্ষকাল ধরে আপনার অপেক্ষাতেই আমরা দেবী ক্লিমেন্সির মন্দিরে অপেক্ষা করে আছি। প্রভু,

এবার আমাদের রক্ষা করুন, কারণ একমাত্র আপনিই তা পারেন।

"আমি হতভাগিনী আজ এমন করে চোখের জল ফেলে আর্তনাদ করছি, কিন্তু একদিন আমি ছিলাম রাজা কাপ্পানিউসের স্ত্রী। রাজা থিবিসের যুদ্ধে মারা গেছে—সে দিনটি অভিশপ্ত হোক! আমরা যারা আজ এমনভাবে আর্তনাদ করছি সকলেই সেই শহর অবরোধকালে স্বামীকে হারিয়েছি; আর থিবিসের বর্তমান শাসনকর্তা বৃদ্ধ ক্রেয়ন ক্রোধে এবং অবিচারে অন্ধ। ঘৃণা ও উৎপীড়নের প্রেরণায় এবং আমাদের সকলের নিহত স্বামীর মৃতদেহগুলির প্রতি অপমান প্রদর্শনের জন্য সমস্ত শবদেহকে সে এক জায়গায় স্তূপীকৃত করে রেখেছে, কিছুতেই সেগুলিকে কবর দিতে বা দাহ করতে দিচ্ছে না; তীব্র ঘৃণাবশতঃ সেগুলিকে কুকুর দিয়ে খাওয়াচ্ছে।"

কথাগুলি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সব মহিলাই উপুড় হয়ে পড়ে সানুনয়ে বলে উঠল, "হতভাগিনীদের প্রতি দয়া করুন, আমাদের বেদনা আপনার হৃদয়কে দ্রবীভূত করুক।"

'তাদের কথা শুনে দয়ালু ডিউকের হৃদয় করুণায় ভরে গেল। সে ঘোড়া থেকে নামল। যে মহিলারা একদিন উচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিল অথচ আজ যারা এতদূর অসহায় ও করুণার যোগ্য তাদের দেখে ডিউকের হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। নিজের হাতে তাদের প্রত্যেককে তুলে ধরে ভাল কথায় তাদের সান্ত্বনা দিল। শপথ করে বলল, প্রকৃত বীরের মতই অত্যাচারী ক্রেয়নের উপর এমন প্রতিশোধ সে নেবে যাতে সারা গ্রীসের মানুষ বলতে পারে, ক্রেয়নের মৃত্যুই প্রাপ্য, আর থিসিয়ুসের হাতে সে উচিত শাস্তিই পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কালবিলম্ব না করে সে তার পতাকা উড়িয়ে দিয়ে সসৈন্যে থিবিসের পথে যাত্রা করল। পিছনে পড়ে রইল এথেন্স; অর্ধেক দিনও সে বিশ্রাম নিল না, সেই রাতেই শুরু হল তার যাত্রা। রাণী হিপোলিটা ও তার সুন্দরী বোন এমিলিকে এথেন্সে পাঠিয়ে দিয়ে সে থিবিসের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

থিসিউসের পতাকায় সাদা জমির উপর বর্শা ও বর্মসহ রণদেবতা মারস্-এর লাল মূর্তি এমন জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল যে চারদিকের মাঠঘাট তাতে আলোকিত হয়ে গেল। সেই পতাকার পরেই রয়েছে উজ্জ্বল সোনালী রঙের আর একটি ছোট পতাকা। ক্রীটের যুদ্ধে যে অর্ধ-বৃষ মানুষটিকে সে হত্যা করেছে তারই মূর্তি আঁকা রয়েছে সেই পতাকায়। এই ভাবে এই দিগ্বিজয়ী

ডিউক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাইটদের নিয়ে গঠিত সেনাদলসহ থিবিসে গয়ে হাজির হল। যুদ্ধের জন্য একটা মাঠ বেছে নিয়ে তার মাঝখানে ঘোড়া থেকে নামল। সংক্ষেপে বলছি—থিবিসের রাজা ক্রেয়নের সঙ্গে তার যুদ্ধ হল; প্রকাশ্য যুদ্ধে বীরের মতই সে তাকে হত্যা করল; তার দলের নাইটরাও যুদ্ধ করল, প্রচণ্ড আক্রমণে তারা নগর অধিকার করল এবং তার প্রাচীর, স্তম্ভ ও বরগাগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। তারপর সেখানকার মহিলাদের কাছে ফিরিয়ে দিল তাদের নিহত স্বামীদের কংকাল, যাতে তৎকালে প্রচলিত রীতি অনুসারে সেগুলোকে কবর দেওয়া হয়। কিন্তু মৃতদের সংকারের সময় মহিলারা যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগল এবং থিসিয়ুসের কাছ থেকে তারা যখন বিদায় নিল তখন উদারহৃদয় বিজয়ীবীর তাদের প্রতি যে সম্মান দেখাল, সে কথা সবিস্তারে বলতে গেলে কাহিনী অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে পড়বে। আমার ইচ্ছাই সংক্ষেপে বলা।

এই ভাবে ক্রেয়নকে হত্যা করে থিবিস জয় করে বিজয়ী ডিউক থিসিয়ুস বিশ্রামের জন্য সে রাতটা রণক্ষেত্রেই রয়ে গেল এবং ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে লাগল।

যুদ্ধ শেষে লুণ্ঠনকারীরা স্তূপীকৃত মৃতদেহ ঘেঁটে ঘেঁটে তাদের অস্ত্রশস্ত্র আর পোষাক-পরিচ্ছদ খুলে নিতে লাগল। ঘটনাক্রমে সেই মৃত স্তূপের মধ্যে তারা দেখতে পেল, দুটি তরুণ বীর সাংঘাতিক আহত অবস্থায় পাশাপাশি পড়ে আছে; দুজনেরই পরিধানে একই রকমের মূল্যবান বর্ম-চর্ম; তাদের একজনের নাম আর্কাইট, অপর জনের নাম পালামন। তারা না সম্পূর্ণ জীবিত, না সম্পূর্ণ মৃত। কিন্তু তাদের বর্ম-চর্ম ও পোষাক-পরিচ্ছদ দেখেই নকিবরা চিনতে পারল যে তারা থিবিসের রাজ-পরিবারের সন্তান, দুই বোনের ছেলে। দুজনকে মৃতস্তূপ থেকে বের করে লুণ্ঠনকারীরা তাদের সযত্নে বয়ে নিয়ে গেল থিসিয়ুসের তাঁবুতে। তৎক্ষণাৎ সে তাদের এথেন্সে পাঠিয়ে দিল আজীবন কারারুদ্ধ করে রাখবার জন্য—মুক্তিমূল্যের বিনিময়েও সে কোন মতেই তাদের ছেড়ে দেবে না। এই কাজটি শেষ করে বিজয়ী ডিউক দিগ্বিজয়ীর মতই মাথায় ফুলের মুকুট পরে সসৈন্যে স্বদেশের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তারপর থেকে সারাটা জীবন সে সানন্দে ও সসম্মানে কাটিয়ে দিল; এর বেশী বক্ বক্ করে আর কি হবে? ওদিকে পালামন ও তার সঙ্গী আর্কাইট নির্জন দুর্গে দুঃখে ও যন্ত্রণায় দিন কাটাতে লাগল; তাল তাল

সোনার বিনিময়েও তাদের মুক্তি হল না।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর চলে গেল। দিনে দিনে এমিলি সবুজ বৃন্তে ফোটা একটি কুমুদের চাইতে সুন্দরী এবং নবমঞ্জরী শোভিত মে মাস অপেক্ষা সতেজ হয়ে উঠেছে, তার গায়ের রং আর গোলাপের রঙের মধ্যে কোনটি যে সুন্দরতর আমি জানি না। একদা মে মাসের সকাল বেলা এমিলি যথারীতি খুব ভোরে উঠে সাজগোজ করে নিয়েছে, কারণ মে মাস ঘুম ভাঙার ব্যাপারে কাউকে গড়িমসি করতে দেয় না। এই ঋতু প্রতিটি মানুষেব হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং তাকে বিছানা ছেড়ে উঠতে বাধ্য করে যেন বলে ওঠে, "ওঠ, আমাকে সম্মান দেখাও।" সেজন্য এমিলিও মে মাসকে সম্মান জানাবার জন্য খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। সবে সে সাজগোজ শেষ করেছে, তাব বেণীবন্ধ সোনালী চুল পিঠ পর্যন্ত নেমে এসেছে—মনে হচ্ছে লম্বায় দু'হাত হবে। সূর্য উঠেছে। বাগানে পায়চারি কবতে করতে মাথায় পরবার একখানি মালা গাঁথবার জন্য সে পছন্দমত লাল ও সাদা রঙের ফুল তুলছে। সঙ্গে সঙ্গে মধুর স্বরে গান গাইছে পরীদের মত। যে বাগানে এমিলি বেড়াচ্ছে তার প্রাচীবের গায়েই দাঁড়িয়ে আছে দুর্ভেদ্য দুর্গের অভ্যন্তরস্থ সেই প্রধান কারাগার যার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে সেই দুই তরুণ বীর যাদের কথা আমি পূর্বে বলেছি এবং আবারও বলব। সেদিন সকালে উজ্জ্বল ঝকঝকে সূর্য উঠেছে। বেচারি বন্দী পালামন রোজকার মতই কারাধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে তার উঁচু সেলের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। সেখান থেকে সারা নগরটা সে দেখতে পাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে. সবুজপত্র শোভিত বাগানে সুন্দরী এমিলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। পালামন মনের দুঃখে সামনে-পিছনে হাঁটছে আর নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে মাঝে মাঝেই বলে উঠছে, হায়, কেন জন্ম নিয়েছিলাম! এমন সময় ঘটনাচক্রেই হোক বা সৌভাগ্যবশতই হোক ঘন ঘন গরাদে বসানো চৌকো জানালার ভিতর দিয়ে এমিলির উপর দৃষ্টি পড়তেই তার মুখ সাদা হয়ে গেল; "আঃ" বলে সে চীৎকার করে উঠল, যেন কোন কিছু তাকে সাংঘাতিক ভাবে কামড়ে দিয়েছে। তার চীৎকার শুনে আর্কাইট বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে বলল, "ভাই, তোমার কি হয়েছে? তুমি এমন বিবর্ণ হয়েছ কেন? এভাবে চীৎকার করে উঠলে কেন? কিসের কষ্ট তোমার? ঈশ্বরের দোহাই, আমাদের এই বন্দীদশাকে ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করো, কারণ এই আমাদের জীবন। এ দুর্দশা ভাগ্যেরই দান। গ্রহ-চক্রে শনির অশুভ

অবস্থানই আমাদের এই বিপদের কারণ, আমাদের জন্ম-লগ্নে গ্রহ-নক্ষত্রের সেইরূপ অবস্থানই ছিল। আসল সত্য হল, এ সব আমাদের সহ্য করতেই হবে।"

পালামন উত্তর দিল ঃ "ভাই, আসলে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছ। বন্দীদশার জন্য আমি চীৎকার করি নি। এইমাত্র চোখের ভিতর দিয়ে আমার বুকের ভিতর আঘাত লেগেছে, আর সে আঘাতেই আমার মৃত্যু হবে। নীচের বাগানে যে মহিলাটিকে আমি পায়চারি করতে দেখছি সেই আমার আর্তনাদ ও দুঃখের কারণ। সে নারী দেবী কিনা আমি জানি না; মনে হয় সে সৌন্দর্যের দেবী ভেনাস।" তারপর হাঁটু গেড়ে বসে সে বলে উঠল ঃ "ভেনাস, আমার মত একটি ভাগ্যহীন দুঃখী জীবের জন্যই যদি তুমি আমার সম্মুখে এই রূপে আবির্ভূতা হয়ে থাক, তাহলে এই কারাগার থেকে পালাতে আমাদের সাহায্য কর। আর কারাগারে মৃত্যুই যদি আমার ভাগ্যের বিধান হয়, তাহলে অত্যাচারীর হাতে নিগৃহীত আমাদের পরিবারের প্রতি তুমি কৃপা কর।"

এদিকে আর্কাইটও নীচের ভ্রাম্যমানা মহিলাকে বারে বারে দেখছে। ফলে তার রূপ আর্কাইটকেও এমন ভাবে আঘাত করেছে যে পালামন যদি গুরুতররূপে আহত হয়ে থাকে, আর্কাইটের আঘাতও অনুরূপ বা ততোধিক গুরুতর। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বিষণ্ণ গলায় বলল ঃ "নীচের ভ্রাম্যমানার তাজা রূপ আমাকে দেখামাত্রই হত্যা করেছে; সে যদি প্রায়শই আমাকে দেখা দিতে স্বীকৃত না হয় তাহলে আমি মৃতেরই সামিল, অধিক বলার কিছু নেই।"

কথাগুলি শুনে পালামন সক্রোধে চারদিক তাকিয়ে শুধাল, 'কথাগুলি কি তুমি ঠাট্টা করে বলছ, না ঠিক বলছ?"

আর্কাইট বলল, "না ঠিকই বলছি। ঈশ্বর আমার সহায় হোন, এর মধ্যে তিলমাত্র ঠাট্টা নেই।"

পালামন ভুরু কুঁচকে বলল, "আমি তোমার ভাই, আদরের ভাই। আমাকে ফাঁকি দেওয়া বা বিশ্বাসঘাতকতা করা তোমার পক্ষে সম্মানের কথা নয়। পরস্পরের প্রতি আমরা শপথ-বদ্ধ যে মৃত্যু যতদিন আমাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন না করবে ততদিন আমরা কি ভালবাসার ব্যাপারে কি অন্য ক্ষেত্রে কেউ কারও পথে বাধার সৃষ্টি করব না; তার জন্য যদি যন্ত্রণায় আমাদের মৃত্যু হয় তথাপি

না। বরং জরুরী অবস্থায় একে অপরকে সাহায্য করব—এই ছিল তোমার শপথ এবং আমারও ; আমি এটা ভালভাবেই জানি, আর তুমিও তা অস্বীকার করতে পার না। সুতরাং নিঃসন্দেহে তুমি আমার পরামর্শদাতা। অথচ এখন যে মহিলাকে আমি ভালবাসি এবং আমৃত্যু ভালবাসব, তুমি বিশ্বাসহন্তার মত তাকেই ভালবাসতে চাইছ। না, না আর্কাইট, তা তুমি করতে পার না। আমি তাকে প্রথম ভালবেসেছি এবং আদরের ভাই হিসাবে তোমার পরামর্শ ও সহায়তার আশায় সে কথা তোমাকে জানিয়েছি। সুতরাং নাইট হিসাবে সাধ্যায়ত্ত হলে আমাকে সাহায্য করতে তুমি বাধ্য। অন্যথায়, আমি শপথ করে বলছি, তুমি একটি নকল নাইট।"

আর্কাইট সৌজন্যসহকারে উত্তর দিল, "নকল নাইট তুমি, আমি নই। কথাটা খুলেই বলছি। তুমিই নকল, কারণ নারী হিসাবে তাকে আমি ভালবেসেছি তোমার আগে। তোমার কি বলবার থাকতে পারে ? তুমি তো এখনও পর্যন্ত জানই না সে মানবী না দেবী ! তোমার মনে আছে দেবীত্বের প্রতি আকর্ষণ, আর আমার মনে রয়েছে মানবীর প্রতি প্রেম। তুমি আমার ভাই, আমার আদরের ভাই বলেই এ ভালবাসার কথা তোমাকে বলেছি। তাছাড়া, যদি ধরেই নেওয়া যায় যে তুমিই তাকে আগে ভালবেসেছ, তাতেই বা কি ? "ভালবাসায় সব পথই ন্যায়ের পথ"—পুরোহিতদের এই প্রাচীন বাণী কি তুমি জান না ? আমি শপথ করে বলছি, মরণশীল মানুষের তৈরি সব আইনের ঊর্ধ্বে ভালবাসার স্থান। তাই ভালবাসার জন্য মানুষের তৈরি সব আইনই অহরহ লংঘন করা হয়ে থাকে। মানুষ ভালবাসবেই, তার ফলে যাই ঘটুক না কেন। ভালবাসার পাত্রী কুমারী হোক, বিধবা হোক, কি পত্নী হোক, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ভালবাসাকে সে ত্যাগ করতে পারে না। আরও দেখ, এ জীবনে তার প্রিয়তম হবার কোন সম্ভাবনা তোমার নেই, আমারও নেই ; কারণ তুমি ভালই জান যে আমরা দুজনই সারা জীবনের জন্য বন্দী। মুক্তি-পণের বিনিময়েও আমাদের মুক্তি নেই। আমাদের ঝগড়া একটুখানি হাড়ের জন্য দুই শিকারী কুকুরের ঝগড়ারই অনুরূপঃ সারা দিন লড়েও তারা হাড়ের একটু টুকরোও পেল না, কারণ তারা যতক্ষণ লড়াই করেছে সেই ফাঁকে একটা বাজপাখি এসে দুজনের কাছ থেকে হাড়খানিকে ছিনিয়ে নিল। সুতরাং প্রিয় ভাই আমার, রাজ দরবারে যার-যার তার-তার, আর কোন পথ নেই। তাকে ভালবাসতে চাও বাস, যেমন আমি ভালবাসি এবং বাসব। দেখ ভাই,

আমার বক্তব্য এখানেই শেষ। এই কারাগারেই আমাদের থাকতে হবে, আর এখানে থেকেই আমরা নিজ নিজ সুযোগের প্রতীক্ষা করব।"

দুজনের বাদ-বিতণ্ডা ক্রমেই দীর্ঘতর এবং উচ্চতর হতে লাগল। সময় থাকলে সে বিবরণ আপনাদের শোনাতে পারতাম। এবার আসল কথায় যাই। একদিন হল কি—যথাসম্ভব সংক্ষেপ করেই বলছি—পেরোথিয়ুস নামক ডিউক থিসিয়ুসের এক ছোটবেলার বন্ধু ছুটি কাটানো ও বন্ধুদর্শনের উদ্দেশ্যে এথেন্সে এসে হাজির হল। তাদের মত ঘনিষ্ঠ বন্ধু সারা পৃথিবীতে মেলা ভার। পুরাতন পুঁথিতে লেখা আছে—তারা পরস্পরকে এতদূর ভালবাসে যে তাদের একজনের মৃত্যু হলে অপরজন তার খোঁজে সত্যি সত্যি নরকে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু সে গল্প আমি লিখতে চাই না। আর্কাইট যখন থিবিসে ছিল তখন ডিউক পেরোথিয়ুস দীর্ঘকাল ধরে তাকে চিনত এবং তার সম্পর্কে বেশ উঁচু ধারণা পোষণ করত। অবশেষে, পেরোথিয়ুসের অনুরোধে ডিউক থিসিয়ুস বিনা মুক্তি-পণেই আর্কাইটকে কারাগার থেকে মুক্তি দিল। কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে সে যেখানে খুশি যেতে পারবে। সেই শর্তের কথাই এখন আপনাদের বলছি।

সহজ কথায় থিসিয়ুস ও আর্কাইটের মধ্যে এই রকম চুক্তি হলঃ থিসিয়ুস কর্তৃক শাসিত যে কোন দেশে যদি দিনমানে বা রাত্রিকালে আর্কাইটকে কখনও একঘণ্টার জন্য দেখা যায় এবং যদি সে ধরা পড়ে, চুক্তিমতে তলোয়ার দিয়ে তার মাথাটি কেটে ফেলা হবে। এই ব্যবস্থাকে বদলাতে না পেরে আর্কাইট তৎক্ষণাৎ স্বদেশের পথে যাত্রা করল। তাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে, তার মাথা যে জামিন রইল।

কী তীব্র দুঃখ তখন আর্কাইটকে সইতে হল! মনে হল, মৃত্যু যেন তার মর্মে আঘাত হেনেছে। সে কাঁদল, বিলাপ করল, করুণ সুরে চীৎকার করল, গোপনে আত্মহত্যার পরিকল্পনাও করল। সে বললঃ "আমি যেদিন জন্মেছিলাম সে দিনটি অভিশপ্ত হোক! আগেকার কারাগার অপেক্ষা বর্তমান কারাগার আরও খারাপ। এখন আমাকে অনন্তকাল থাকতে হবে প্রেতলোকে নয়, নরকে। হায়! কেন যে পেরোথিয়ুসের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল! নইলে তো থিসিয়ুসের কাছেই চিরকাল বন্দী হয়ে থাকতে পারতাম। তাহলে তো এই দুঃখের বদলে সুখেই দিনগুলি কাটত। যাকে ভালবাসি তাকে কোনদিন পাব না জানি, তবু তার দেখা তো পেতাম। সেই আমার কাছে

যথেষ্ট।" সে আরও বলল, "আদরের ভাই পালামন, আমাদের লড়াইয়ে তুমিই জিতেছ। মনের সুখে তুমি কারাগারে আছ। সত্যি কি কারাগারে? নিশ্চয় নয়, তুমি আছ স্বর্গে! ভাগ্যের পাশার দান তোমার পক্ষেই পড়েছে, তাই তো আমি যখন রয়েছি অনেক দূরে, তুমি তখন এমিলির দেখা পাচ্ছ। এবং যেহেতু তুমি একজন উপযুক্ত সক্ষম নাইট আর তার কাছে কাছেই আছ, হয় তো পরিবর্তনশীল ভাগ্যের হাতে ঘটনাচক্রে একদিন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু আমি আজ নির্বাসিত ও সকল সুযোগ হতে বঞ্চিত; এমন প্রচণ্ড নৈরাশ্য আমাকে ঘিরে ধরেছে যে, ক্ষিতি, অপ, তেজ বা মরুৎ, অথবা তাদের নিয়ে গঠিত কোন জীবই এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে বা সান্ত্বনা দিতেও পারে না। দেখতে পাচ্ছি, নৈরাশ্য আর দুঃখেই আমার মৃত্যু হবে। তাই বিদায় জীবন, বিদায় আশা, আর বিদায় সুখ!

"প্রায়ই দেখা যায়, নিজেদের আয়ত্তের অতীত অনেক ভাল ভাল জিনিস পেয়েও মানুষ ঈশ্বর বা ভাগ্যের দূরদর্শিতা নিয়ে অভিযোগ করে। হায়, কেন যে এমন হয়? একজন হয় তো অর্থ কামনা করল এবং সেটা পাবার ফলেই সে খুন হল বা বড় রকমের কোন দুর্দশার সূত্রপাত হল। আর একজন চাইল কারাগার থেকে মুক্তি পেতে, কিন্তু তারপরেই সে পরিবারের কারও হাতে খুন হল। এই সমস্যাকে ঘিরে অনেক জটিলতার জাল। আমরা যে কি চাই তাই নিশ্চিত করে জানি না; আমরা সবাই যেন পাড় মাতাল। মাতাল জানে তার একটা বাড়ি আছে, কিন্তু সে বাড়িতে যাবার সঠিক পথ সে চেনে না; তাছাড়া, মাতালের পক্ষে পথটা পিচ্ছলও বটে। এই পৃথিবীতে আমাদের আচারণও ওই মাতালের মত। সুখের পিছনে আমরা খেটে মরি, কিন্তু প্রায়ই পথ ভুলে যাই। এটাই আমাদের সকলেব কথা, কিন্তু বিশেষ করে আমার মনের কথা। একদিন ভাবতাম, কারাগার থেকে পালাতে পারলেই সকল সুখের নাগাল পাব, শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হবে; কিন্তু আজ আমি সব সৌভাগ্য হতে নির্বাসিত। এমিলি, তোমার দেখা না পেয়ে আমি মৃতেরই সামিল; আমার আর কোন আশা নেই।"

ওদিকে আর্কাইটের চলে যাবার খবর জেনে পালামন এতদূর শোকমগ্ন হল যে তার কান্না ও চীৎকারের শব্দে প্রকাণ্ড দুর্গটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তার তিক্ত লবনাক্ত অশ্রুজলে পায়ের লোহার বেড়ি ভিজতে লাগল।

সে বলল, "হায় প্রিয় ভাই আর্কাইট, ঈশ্বর জানেন আমাদের লড়াইয়ে তুমিই জিতেছ। আজ তুমি আমার দুঃখকে ভুলে থিবিসের পথে স্বাধীনভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছ। তুমি বুদ্ধিমান এবং সাহসী ; আমাদের পরিবারের সকলকে একত্র করে এই নগরের বিরুদ্ধে এমন প্রচণ্ড যুদ্ধ তুমি চালাতে পারবে যে হয় ঘটনাক্রমে আর না হয় সন্ধির ফলে এই মহিলাকে তোমার কর্ত্রী বা স্ত্রী হিসাবে পাবে, আর তার জন্য আমি করব মৃত্যুকে বরণ। এ ব্যাপারে তোমার হাতে সুযোগ-সুবিধা এত বেশী যে তোমার মত একজন স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত লোক নিশ্চয়ই আমার উপর টেক্কা দিতে পারবে, আর আমি এই খাঁচায় মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণব। যতদিন বেঁচে থাকব, বন্দী-জীবনের দুঃখ আর ভালবাসার বেদনা আমার জ্বালা-যন্ত্রণাকে দ্বিগুণিত করবে আর আমি শুধু চোখের জল ফেলব আর আর্তনাদ করব।"

কথা বলতে বলতে ঈর্ষার আগুনে সে এতই পযুর্দস্ত হয়ে পড়ল যে তাকে বক্স-গাছের সাদা ফুল বা ছাইয়ের মত দেখাতে লাগল। তখন সে বলে উঠল ঃ "হে নিষ্ঠুর দেবতাগণ, তোমাদের শাশ্বত বাণী এই পৃথিবীকে শাসন করে, পাথরের ফলকে তোমাদের বিচারের ফল তোমরা লিখে রাখ ; কিন্তু খোঁয়াড়ে অবরুদ্ধ ভেড়ার পালের চাইতে মানুষকে একটুও বেশী সম্মান তোমরা দেখাও কি ? যে কোন পশুর মতই মানুষকে খুন করা হয় ; কারাগারেই তার বাসা, রোগ আর চরম দুর্দশাই তার ভাগ্যলিপি। অধিকন্তু, প্রায়ই সে থাকে নির্দোষ।

"তুমি তো সর্বজ্ঞ, তাহলে এই সব নিরপরাধ নিরীহদের যন্ত্রণাভোগের কারণ কি ? অবস্থাটা আরও শোচনীয় মনে হয় যখন ভাবি যে, ঈশ্বরের জন্যই মানুষ তার কামনা-বাসনাকে সংযত রাখতে বাধ্য হয়, অথচ একটা পশু তার সব বাসনাই চরিতার্থ করতে পারে। আরও আছে। মৃত্যুর পরে পশুর কোন জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না, কিন্তু পৃথিবীতে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগের পরেও মানুষকে মৃত্যুর পরেও কাঁদতে হয়, আর্তনাদ করতে হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গীর্জার লোকদের কাছেই এ প্রশ্নগুলি আমি রাখলাম। আমি কিন্তু ভাল করেই জানি, পৃথিবী দুঃখের আগার। হায়, এমন সাপ বা চোর তো হামেশাই দেখা যায় যে ভাল লোকদের অনেক ক্ষতি করেও স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে। কিন্তু আমাকে থাকতে হবে কারাগারে, কারণ শনি ও জুনোর ঈর্ষাদীর্ণ ক্রোধের ফলে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে

থিবিস বিজিত হয়েছে, থিবিসের সবগুলি রাজ-পরিবার ধ্বংস হয়েছে, তার চওড়া প্রাচীরগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। তার উপরে ভেনাসের রোষে আর্কাইটের ভয়ে ও তার প্রতি ঈর্ষায়ই আমার মৃত্যু হবে।"

এবার কিছু সময়ের জন্য পালামনকে তার কারাগারে রেখে আপনাদের আর্কাইটের কথা শোনাব।

গ্রীষ্মকাল চলে গেল। দীর্ঘ রাত্রি প্রেমিক এবং বন্দী দুজনের তীব্র ব্যথাকেই দ্বিগুণিত করে তুলল। আমি জানি না কার ভাগ্য বেশী মন্দ: পালামন হাতে-পায়ে শৃঙ্খলিত অবস্থায় আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত, আর্কাইট সে দেশ থেকে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত, আর কখনও তার প্রিয়াকে সে দেখতে পাবে না।

প্রেমিকগণ, এবাব আপনাদের প্রশ্ন করছি: কার অবস্থা বেশী শোচনীয়—আর্কাইট না পালামন? একজন প্রত্যহ তার প্রিয়াকে দেখতে পাবে, কিন্তু তাকে থাকতে হবে কারাগারে, অপর জন যেখানে খুশি যেতে পারবে, কিন্তু তার প্রিযাকে আর কখনও দেখতে পাবে না। এবার আপনারা যার যেমন ইচ্ছা বিচাব করুন, আমি যথাবীতি আমার কাহিনী শুরু করি। প্রথম অংশ শেষ হল।

দ্বিতীয় অংশ শুরু হল: থিবিসে পেঁছে আর্কাইট প্রত্যেক দিন অনেক বার মূর্ছা গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "হায়-হায়!" প্রিয়াকে সে যে আর কোন দিনই দেখতে পাবে না। এক কথায়, তার দুঃখ এত বেশী যে বলা যায়, যাবৎ পৃথিবী আছে তাবৎকালে কেউ কখনও এত দুঃখ পায় নি, পাচ্ছে না বা পাবেও না। নিদ্রা নেই, আহার নেই, পানীয় নেই। দিন দিন সে কাঠির মত সরু ও শুকনো হয়ে উঠল। চোখ কোটরে ঢুকে গেল। দেখলে ভয় লাগে। গায়ের রং হল ঠাণ্ডা ছাইয়ের মত হলদে আর বিবর্ণ। একাকী নির্জনে সে সময় কাটায় কেঁদে আর বিলাপ করে। গান বা বাজনা শুনলেই তার কান্না শুরু হয়। কেউ তাকে থামাতে পারে না। ক্রমে সে এমন ভাবে ভেঙে পড়ল এবং এতখানি বদলে গেল যে তার কথা শুনেও কেউ তার গলার স্বর পর্যন্ত চিনতে পারত না। ক্রমে সে এমন আচরণ শুরু করল যে প্রেম-রোগ তো বটেই, তদুপরি তার মস্তিষ্কের কল্পনা-কোষগুলির বিষণ্ণতা-রস থেকে এক ধরনের উন্মাদ রোগ দেখা দিল। দেখতে দেখতে তার অভ্যাস ও মনোভাব সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ল: বেচারি দুঃখী প্রেমিক স্যার আর্কাইট।

সারাটা দিন তার দুঃখের কাহিনীই বা বলছি কেন? থিবিসে নিজের দেশে এক বা দু' বছর এই নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ও দুঃখ-বেদনা সহ্য করবার পর একদিন ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখল, পক্ষধর দেবদূত মার্কারি তার সামনে উপস্থিত হয়ে তাকে আনন্দ করতে বলছে। মার্কারির হাতে উদ্যত দণ্ড, ঝকঝকে চুলের উপর টুপি। আর্কাইট দেখল, দেবদূতের পরিধানে সেই পোষাক যে পোষাক পরে সে আর্গাসকে ঘুম পাড়িয়েছিল। তখন মার্কারি বলল, "এথেন্সে যাও, সেখানে তোমার দুঃখের অবসানের ব্যবস্থা হয়েছে।" এ কথা শুনে আর্কাইট ঘুম ভেঙে লাফ দিয়ে উঠল। বলল, "যত কষ্টই কপালে থাকুক, এই মুহূর্তে আমি এথেন্সে যাব। যে প্রিয়াকে আমি ভালবাসি, যার সেবা করতে চাই, মৃত্যুভয়ে তার দর্শন থেকে আমি বিরত হব না। তার সম্মুখে যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ মৃত্যুকেও আমি পরোয়া করি না।"

কথাগুলি বলে একখানা বড় আয়না তুলে ধরে সে দেখল, তার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে; যেন অন্য কোন মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, রোগে শোকে তার মুখ যখন এমন ভাবে বিকৃত হয়েছে, তখন তো নীচু স্তরের কোন লোক সেজে সে অনায়াসে এথেন্সে বাস করতে পারবে। কেউ তাকে চিনতে পারবে না। অথচ সে প্রতিদিন প্রিয়াকে দেখতে পাবে। তৎক্ষণাৎ গরীব মানুষের সাজে সেজে সে সোজা পথে এথেন্স যাত্রা করল। সংগে রইল অনুরূপ সাজে সজ্জিত একটিমাত্র পার্শ্বচর যে তার গোপন কথা ও ঘটনাবলী সবই জানত।

একদিন সেখানকার প্রাসাদে হাজির হয়ে যে কোন রকমের একটা ছোটখাটো কাজের জন্য আবেদন জানাল। গল্পটাকে সংক্ষেপ করেই বলছিঃ আর্কাইট ছিল বুদ্ধিমান; তাই আগে থেকেই সে জেনে নিয়েছিল কে কে এমিলির কাজকর্ম করে। তাদের প্রধানকে ধরে সে একটা কাজও জুটিয়ে ফেলল। কাঠ কাটতে আর জল তুলতে সে ভালই পারত, কারণ সে ছিল যুবক আর শক্তিমান; তার দেহটা লম্বা আর হাড়গুলো মোটামোটা, তাই যে যা ফরমাস করত তাই সে করে দিত। সুন্দরী এমিলির মহলের চাকরের কাজ সে দু'এক বছর ধরে করল। সেখানে তার নাম বলল—ফিলোস্ট্রেট। প্রাসাদে তার মত প্রিয় চাকর আর একটিও ছিল না; সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য প্রাসাদের সর্বত্র তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। সকলেই বলতে লাগল, থিসিয়ুসের উচিত তার পদোন্নতি ঘটিয়ে এমন কোন সম্মানজনক পদে প্রতিষ্ঠিত করা যাতে সে তার

দক্ষতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে। এই ভাবে কিছু দিনের মধ্যেই কাজ-কর্ম ও কথাবার্তার জন্য সে এতই সুপরিচিত হয়ে উঠল যে থিসিয়ুস তাকে নিজের মহলের পার্শ্বচর নিযুক্ত করে দিয়ে পদমর্যাদা অনুযায়ী চলবার উপযুক্ত অর্থেরও ব্যবস্থা করে দিল। তাছাড়া প্রতি বছরই তার নিজের লোকজন দেশ থেকে আয়ের অর্থও এনে দিত। কিন্তু সেই অর্থ সে এমন উপযুক্তভাবে ও সুবিবেচনার সঙ্গে খরচ করত যে এ নিয়ে কেউই মাথা ঘামাত না। এই ভাবে জীবনের তিনটি বছর—কি শান্তিতে, কি বিগ্রহে—এমনভাবে কাটিয়ে দিল যে সে থিসিয়ুসের সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। আর্কাইটকে এই সুখী অবস্থায় রেখে এবার পালামনের কথা-কিছু বলব।

দুঃখ-দুর্দশার ভিতর দিয়ে সাত বছর কাল পালামন সেই ভয়ংকর, অন্ধকার, সুদৃঢ় কারাগারে বসে কাটাল। ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় বিকল-চিত্ত হয়ে পালামনের মত এমন দ্বিগুণ দুঃখ-কষ্ট আর কে ভোগ করেছে? তার বন্দীদশা তো এক বছরের জন্য নয়, এ যে চিরকালের। ইংরেজী কাব্যে তার এই আত্মবলিদানের কাহিনী কে বলতে পারে? অন্তত আমি পারব না; সুতরাং যত সংক্ষেপে সম্ভব সে কথা শেষ করছি।

সপ্তম বছরের মে মাসে—যে সব প্রাচীন পুঁথিতে এ কাহিনী বলা হয়েছে সেখানে স্পষ্টভাবে মে মাসের তৃতীয় রাত্রির উল্লেখ করা হয়েছে—ঘটনাক্রমেই হোক আর ভাগ্যবশতই হোক, (কারণ যা ভবিতব্য তা তো ঘটবেই) মধ্যরাত্রির কিছু পরেই জনৈক বন্ধুর সহায়তায় পালামন কারাগার ভেঙে বেরিয়ে দ্রুতগতিতে নগর ছেড়ে পালিয়ে গেল। মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ ও থিবিসের ভাল আফিম মিশিয়ে সে কারাধ্যক্ষকে খেতে দিয়েছিল। ফলে কারাধ্যক্ষ সারা রাত এমন ঘুমলো যে ধাক্কাধাক্কি করেও তার ঘুম ভাঙানো গেল না। যত দ্রুত সম্ভব পালামন ছুটে চলল। ক্রমে রাত শেষ হয়ে এল। ভোর হয়-হয়। কোথাও লুকিয়ে পড়া দরকার। সভয়ে একটা কাছাকাছি ঝোপের দিকে সে ছুটল। মনের ইচ্ছা, দিনমানে সেই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে রাতের বেলায় আবার থিবিসের পথে এগিয়ে যাবে, তারপর বন্ধুদের বলবে থিসিয়ুসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে। সে যুদ্ধে হয় সে মরবে, না হয় এমিলিকে উদ্ধার করে বিয়ে করবে। এই ছিল তার সহজ সরল বাসনা।

এখানে আবার আর্কাইটের কথায় ফিরে যাব। কেমন করে তার চারদিকে

বিপদ ঘনিয়ে আসছে এবং শেষপর্যন্ত ভাগ্যের ফাঁদে কেমন করে সে পড়বে—তার কিছুই সে জানে না।

দিনের অগ্রদূত সদা ব্যস্ত চাতকপক্ষী গানের সুরে সুনীল সকালকে অভিবাদন জানাল, সূর্য-দেবতা অগ্নিময় ফিবাস্ এমন উজ্জ্বল আভায় আবির্ভূত হল যে সমস্ত পূর্বাকাশ সোনালি আলোয় ঝকঝক করে উঠল; গাছের পাতায় পাতায় যে রূপোলি শিশির-বিন্দু জমেছিল সূর্য-কিরণে সব শুকিয়ে গেল। তখন থিসিয়ুসের রাজ-প্রাসাদের প্রধান পার্শ্বচর আর্কাইট ঘুম থেকে উঠে সুন্দর দিনটির দিকে চোখ মেলে তাকাল। পূর্ব-পরিকল্পনা মত মে দিবস পালনের উদ্দেশ্যে একটা তাজা ঘোড়ায় চেপে মাঠের দিকে ছুটল দু'এক মাইল পথ ঘুরে বেড়াবার জন্য। ঘটনাচক্রে যে ঝোপের কথা আগেই আপনাদের বলেছি সেই দিকেই সে এগিয়ে চলল। মনের ইচ্ছা, উডবাইন বা হথর্ন লতার পল্লবের একটা মালা গাঁথবে। উজ্জল সূর্যকে লক্ষ্য করে সে উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরল: "মে, পত্রপুষ্পশোভিত সুন্দর সতেজ মে, সবুজ পল্লবের আশায় আমি তোমাকে স্বাগত জানাই।" ঘোড়া থেকে নেমে মনের আনন্দে দ্রুত পায়ে সে ঝোপের দিকেই এগিয়ে চলল। কেউ যাতে দেখতে না পায় সে জন্য মৃত্যুভয়ে ভীত পালামন যেখানে ঝোপের ভিতর লুকিয়েছিল তার ঠিক পাশের পথেই সে পায়চারি করতে লাগল। লোকটি যে আর্কাইট সেটা পালামন বুঝতে পারে নি, ঈশ্বর জানেন, অবস্থাটা বিশ্বাস করা তার পক্ষে খুবই শক্ত। তথাপি প্রাচীন প্রবাদ-বাক্যেই তো আছে: "মাঠেরও চোখ আছে, গাছেরও কান আছে।" সতর্কভাবে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ দিনের যে কোন অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে অন্য কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। পালামন ঝোপের ভিতরে খুব চুপচাপ বসেছিল; তাই আর্কাইট ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি যে তার প্রাক্তণ সংগী সব কথা শোনবার জন্য কাছেই রয়েছে।

আর্কাইটের ঘোরাঘুরি শেষ হল। পুরো গানটাও গাওয়া হয়ে গেল। তারপরই তার মনে লাগল দিবা-স্বপ্নের ঘোর। সব প্রেমিকের স্বভাবই এমনি অদ্ভুত; কখনও তারা মনের সুখে গাছের মাথায় চড়ে, আবার কখনও পড়ে নীচের কাঁটা-ঝোপে; এই উঠছে, এই পড়ছে—ঠিক যেমনটি বালতি ওঠে-পড়ে কুয়োর জলে। তারা সব যেন শুক্রবারের দলে। শুক্রবার মানেই তো এই বৃষ্টি, এই রোদ। নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রেমের দেবী ভেনাসও ঠিক তেমনি

তাঁর ভক্তদের মনের উপর আলো আর ছায়া ফেলতে পারে ; যেমন পরিবর্তনশীল তাঁর পোষাক, তেমনি পরিবর্তনশীল তাঁর প্রিয় দিন শুক্রবারের আবহাওয়া। শুক্রবার কদাচিৎ সপ্তাহের অন্য দিনের মত হয়ে থাকে।

গান শেষ হতেই আর্কাইটের মন খারাপ হয়ে পড়ল। বসে বসে সে ভাবনা জুড়ে দিল। আপন মনেই বলতে লাগল, "যেদিন আমি জন্মেছিলাম সে দিনটি অভিশপ্ত হোক! নিষ্ঠুর জুনো, আর কতকাল তুমি থিবিস নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবে? হায়, ক্যাডমাস ও অ্যাম্‌ফিয়ন রাজ-পরিবারে কী দুর্দিন নেমে এসেছে। থিবিসের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম মুকুটধারী রাজা ক্যাডমাসের রাজ-রক্তে আমার জন্ম ; তারই বংশধর হয়েও, সেই রাজ-বংশের সন্তান হয়েও আজ আমি এতই শোচনীয়ভাবে নীচে নেমে গেছি যে আমার চিরশত্রুর একজন সামান্য পার্শ্বচরের কাজ আমাকে করতে হচ্ছে। তার চাইতেও বেশী লজ্জার ভার আমার মাথায় চাপিয়েছে জুনো ; আমার আসল নাম আর্কাইট আমি কাউকে বলতে পারি না ; আজ আমার নাম ফিলোস্ট্রেট—কী অকর্মণ্য আমি। হায় ভয়ংকর মারস! হায় জুনো! তোমাদের ক্রোধ আমাদের পরিবারকে ধ্বংস করেছে ; বেঁচে আছি শুধু আমি আর থিসিয়ুসের কারাগারে বন্দী হতভাগ্য পালামন। এ সব তো আছেই, তার উপরে আমার মৃত্যুকে নিঃসংশয় করতে প্রেম তার অগ্নিময় শায়কে এত তীব্র জ্বালার সঙ্গে আমার বিশ্বস্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে যে আমার প্রথম পরিধেয়টি গায়ে চড়াবার আগেই আমার মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। এমিলি, তোমার দুটি চোখ আমাকে হত্যা করেছে। তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ। তোমাকে কোন ভাবে তুষ্ট করতে পারলে আর কোন কিছুরই পরোয়া করতাম না।" কথাগুলো শেষ করে বহুক্ষণ সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইল। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

পালামনের মনে হল, একখানি হিমশীতল তরবারি যেন অকস্মাৎ তার হৃদয়কে বিদ্ধ করল ; ক্রোধে তার শরীর কাঁপতে লাগল ; আর লুকিয়ে থাকতে পারল না। আর্কাইটের কথাগুলি শুনেই সে ঘন ঝোপের আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। তার মুখ তখন উন্মাদের মত বিবর্ণ ও কঠিন। সে বলে উঠল, "আর্কাইট, দুষ্ট বিশ্বাসঘাতক, তুমি আমার আত্মীয় ; অতীতে তোমাকে কতবার আদরের ভাই বলে ডেকেছি ; সেই তুমি আমার সব দুঃখ-বেদনার মূল কারণ ঐ মহিলাকে ভালবেসেছ ; কিন্তু আজ তোমাকে হাতের মুঠোয়

পেয়েছি। মিথ্যা নাম পাল্টে ডিউক থিসিয়ুসকে তুমি ধোঁকা দিয়েছ! তোমার বা আমার মৃত্যু আসন্ন। আমার প্রিয়া এমিলিকে তুমি ভালবাসতে পারবে না, কারণ তাকে ভালবাসব শুধু আমি। আমি পালামন তোমার সাক্ষাৎ যম। যদিও আমার হাতে কোন অস্ত্র নেই, কারণ ভাগ্যক্রমে আমি কারাগার থেকে কোনমতে পালিয়ে এসেছি, তথাপি হয় তুমি মরবে, আর না হয় এমিলির প্রতি ভালবাসা প্রত্যাহার করবে। বেছে নাও কোন্‌টা চাও; আজ তোমার নিস্তার নেই।"

কথাগুলো শুনেই আর্কাইট পালামনকে চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ঘৃণায় সে সিংহ-বিক্রমে তরবারি কোষমুক্ত করে বলল: "মাথার উপরে ঈশ্বরের দোহাই, ভালবাসা যদি তোমাকে অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত না করত, এবং তুমি যদি নিরস্ত্র না হতে, তাহলে এই ঝোপের ভিতর থেকে তুমি কোনদিন যেতে পারতে না, কারণ আমার হাতে তোমার মৃত্যু হত। যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছিলাম বা যে মুচলেকা তোমাকে দিয়েছিলাম বলে তুমি বলছ, সে সবই আমি অস্বীকার করছি। হে মহামূর্খ, মনে রেখ প্রেম অবাধ; তোমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে আমি ভালবাসব! তুমি একজন সাহসী নাইট। তাছাড়া, তুমি চাও যুদ্ধের পথে আমাদের অধিকারের মীমাংসা হোক। তাই তোমাকে কথা দিচ্ছি, কাউকে না জানিয়ে কাল আবার আমি এখানে আসব এবং প্রকৃত নাইটের মতই সঙ্গে নিয়ে আসব দুজনের মত সমর-সম্ভার। তার ভিতর থেকে তুমি বেছে নিও ভালটা, আর আমাকে দিও মন্দটা। আজ রাতের মত পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় তোমাকে এনে দেব; এনে দেব শয্যাদ্রব্য। এই জঙ্গলে আমাকে হত্যা করে যদি মহিলাটিকে জয় করে নিতে পার, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তার কাছে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি।"

পালামন জবাব দিল, "আমি রাজী।" তারপর উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পরদিনের জন্য পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল।

হে কামদেব কিউপিড, তুমি এত নির্দয়! হে রাজাধিরাজ, তুমি চির-নিঃসঙ্গ! এ তো একান্ত সত্য যে প্রেম স্বেচ্ছায় প্রভুত্ব বা সৌভ্রাত্রত্বকে স্বীকার করে না। আর্কাইট আর পালামন ভালভাবেই সে কথা বুঝতে পেরেছে।

আর্কাইট তৎক্ষণাৎ শহরের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। পরদিন সকালে দিনের আলো ফুটবার আগেই মাঠের মধ্যে দুজনের যুদ্ধের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র সে গোপনে একত্রিত করল। সম্পূর্ণ একাকী সব জিনিসপত্র ঘোড়ায় চাপিয়ে

সে ঘোড়ায় উঠল। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে সেই ঝোপের মধ্যে পালামন ও আর্কাইট মিলিত হল। তাদের মুখের রং বদলাতে লাগল। সিংহ বা ভাল্লুক শিকারের সময় থেস্‌দেশীয় শিকারীরা যখন বর্শাহাতে বনের খোলা যায়গায় দাঁড়ায় এবং বন্য পশু যখন গাছপালা ভেঙে ছুটে আসে, তখন তাদের মুখের রংও এমনিধারা বদলে যায়। তখন তারা ভাবে, "আসছে আমার মহাশত্রু! আমি বা সে একজন মরবেই। এইখানে আমি তাকে মারব; অথবা সামান্যমাত্র ভুল হলেই সে আমাকে মারবে।" দুই নাইট পরস্পরকে যখন চিনতে পারল, তখনও তেমনি চিন্তার ফলে তাদের মুখের রংও বদলাতে লাগল।

কোন সম্ভাষণ নেই, অভিবাদন নেই; সঙ্গে সঙ্গে দুজন দুজনকে সাদরে রণসাজে সাজিয়ে দিল, ঠিক দুটি ভাইয়ের মতই। তারপরই তীক্ষ্ম, দৃঢ় বর্শা নিয়ে দুজন দুজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে যুদ্ধে পালামন যেন ক্রুদ্ধ সিংহ, আর আর্কাইট বুঝি নির্মম ব্যাঘ্র। উন্মত্ত ক্রোধে বন্য বরাহের মুখে যেমন ফেনা ঝরে, ঠিক তেমনি ভাবে তারা যুদ্ধ করতে লাগল। গোড়ালি পর্যন্ত রক্তের মধ্যে চলল তাদের যুদ্ধ। এই ভাবে তারা যুদ্ধ করতে থাকুক। ততক্ষণ আপনাদের বলব থিসিয়ুসের কথা।

ভাগ্য এক মহান কর্মী। সারা জগৎ জুড়ে সে ঈশ্বরের বিধান পূর্ণ করে। সে পরম শক্তিমান। পৃথিবীর মানুষ চাক বা না চাক, যা ঘটবার তা নির্দিষ্ট দিনটিতে ঘটবেই, যদিও অনাগত হাজার বছরের মধ্যে সে ঘটনা হয় তো আর ঘটবে না। সত্যি কথা বলতে কি, যুদ্ধে বা শান্তিতে, ঘৃণায় অথবা প্রেমে, পৃথিবীতে আমাদের সব কামনা-বাসনাই এক ঐশ্বরিক দৃষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

শক্তিমান থিসিয়ুসের প্রতি সম্মান রেখেই এ-কথা আমি বলছি। মে মাসে হরিণ শিকার করতে সে এত ভালবাসে যে প্রতিটি ভোরেই সে যথাযোগ্য সাজে সজ্জিত হয়ে শিকারী, শিঙা ও কুকুর সহ ঘোড়ায় চড়ার জন্য তৈরি হয়। শিকারে তার এতই আনন্দ যে হরিণ শিকারই তার একমাত্র কামনা। কারণ মারসের পরেই সে সেবা করে ডায়ানার।

আগেই বলেছি, দিনটা ছিল পরিষ্কার। থিসিয়ুসও খুশিতে মশগুল। সুন্দরী রাণী হিপোলিটা ও এমিলিকে নিয়ে রাজকীয় সমারোহে সে শিকারে চলেছে। সকলেরই পরিধানে সবুজ পোষাক। নিকটস্থ জঙ্গলে একটা

হরিণ আছে সংবাদ পেয়ে সোজা পথে সে সেইদিকেই ঘোড়া চালাল। পলায়নপর হরিণ কোন ছোট নদী পার হবার আগে খানিকটা খোলা জায়গা অতিক্রম করে। তাই থিসিয়ুস খোলা জায়গার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ডিউকের ইচ্ছা, সঙ্গের কুকুরগুলো আগে দু'একবার হরিণটাকে তাড়া করুক।

খোলা জায়গায় পেঁছে সূর্যের আলো থেকে চোখ দুটোকে আড়াল করতেই ডিউক দেখতে পেল, আর্কাইট ও পালামন দুটো বন্য বরাহের মত হিংস্রভাবে লড়াই করছে। তাদের ঝকঝকে তরবারি এমন ভয়ংকরভাবে সামনে-পিছনে ঘুরছে যে তার সামান্যমাত্র আঘাতেই বুঝি যে কোন ওকগাছ মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। দুজনের কাউকেই ডিউক চেনে না। পায়ের কাঁটা মেরে ঘোড়াকে ছুটিয়ে এক লাফে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাতের তরবারি খুলে সে চেঁচিয়ে উঠল, "থামো! লড়াই বন্ধ কর। নইলে কারও ঘাড়ে মাথা থাকবে না। শক্তিমান মারসের দোহাই, আর একটি আঘাত যে হানবে তার মৃত্যু অনিবার্য। তার আগে বল, কে তোমরা। কোন বিচারক নেই, সরকারী কর্মচারী নেই, অথচ রাজকীয় খেলার আসরের মত লড়াইতে নেমেছ, এত সাহস তোমাদের!"

পালামন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল; "মহাশয়, কৈফিয়ৎ দেবার কোন প্রয়োজন নেই। মৃত্যু আমাদের দুজনেরই প্রাপ্য। আমরা দুই হতভাগ্য, জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ দুই বন্দী। আপনি ন্যায়-বিচারক প্রভু, কোন দয়া বা করুণা দেখাবেন না। প্রথমে আমাকে হত্যা করুন। কিন্তু আমার মত আমার সঙ্গীকেও হত্যা করুন। অথবা তাকেই আগে হত্যা করুন, কারণ আপনি না জানলেও সে হল আপনার চিরশত্রু আর্কাইট, যাকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আপনার রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছিলেন; সুতরাং মৃত্যু তার প্রাপ্য। এ সেই লোক যে আপনার কাছে গিয়ে ফিলোস্ট্রেট নামে নিজের পরিচয় দিয়ে অনেক বছর ধরে আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে এবং আপনি তাকে প্রধান পার্শ্বচর বানিয়েছেন; আর এই লোকই এমিলিকে ভালবাসে। আমারও মৃত্যুর দিন আসন্ন, তাই স্বীকার করছি আমিই সেই বেচারি পালামন যে আপনার কারাগার ভেঙে পালিয়েছিল। আমি আপনার চিরশত্রু। সুন্দরী এমিলিকে আমি এত ভালবাসি যে তাকে দেখতে দেখতে আমি মরতে চাই। সুতরাং আমি আমার শাস্তি ও মৃত্যু চেয়ে নিচ্ছি; কিন্তু একই ভাবে আমার

সঙ্গীকেও হত্যা করুন, কারণ মৃত্যু আমাদের দুজনেরই প্রাপ্য।"

মহানুভব ডিউক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল : "খুব সহজ সিদ্ধান্ত। নিজের স্বীকারোক্তি দ্বারাই তুমি নিজেকে দণ্ডিত করেছ, সে কথা আমার মনে থাকবে। জোর করে তোমার স্বীকারোক্তি আদায়ের কোন প্রয়োজন নেই। শক্তিমান লাল মারসের দিব্যি, তোমার মৃত্যু হবেই।"

সঙ্গে সঙ্গে রাণী নারীসুলভ ভাবেই কান্না শুরু করে দিল। এমিলি এবং দলের অন্য মহিলারাও তাই। এমন একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটবে এটা তাদের কাছে খুবই দুঃখজনক বলে মনে হতে লাগল। এরা দুজনই মহৎ-হৃদয় ভদ্রলোক ; তাদের একমাত্র লড়াই প্রেমের জন্য। তাদের রক্তাক্ত গভীর ক্ষতগুলির দিকে তাকিয়ে স্ত্রীলোকরা কেঁদে বলল, "প্রভু, আমাদের প্রতি করুণা করুন।" বুঝিবা থিসিয়ুসের পা দুটি চুম্বন করবার জন্যই তারা হাটু ভেঙে বসে পড়ল। তা দেখে তার ক্রোধ প্রশমিত হল, কারণ নরম অন্তরে খুব সহজেই করুণা জাগ্রত হয়। যদিও প্রথমে রাগে তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল, তথাপি এবার সে ঠাণ্ডা মাথায় তাদের দুষ্কার্য ও তার কারণের কথা ভাবতে লাগল। ক্রোধ তখনও বলছে, ওরা দোষী, কিন্তু যুক্তি দুজনকেই ক্ষমা করেছে। সে ভাবতে লাগল : "প্রেমিক নিশ্চয়ই স্বকার্য সাধনের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করবে, এমন কি কারাগার থেকেও নিজেকে মুক্ত করবে।" স্ত্রীলোকদের কান্নাও থিসিয়ুসকে বিচলিত করেছে। অনতিবিলম্বেই তার নরম হৃদয় গলে গেল। মৃদুকণ্ঠে নিজেকে বলল : "যে প্রভু করুণাহীন, তাকে ধিক। যে মানুষ অনুতপ্ত ও ভীত, আর যে মানুষ গর্বিত, উদ্ধত ও অন্যায়কারী—এই উভয়ের প্রতি যে প্রভু কথায় ও কাজে একই রকম সিংহসদৃশ আচরণ করে তাকেও ধিক। এই দুইয়ের মধ্যে যে প্রভু কোন তফাৎ দেখতে পায় না, বরং গর্ব আর বিনয়কে একই ভাবে বিচার করে, তার বিচার-বুদ্ধি নেহাৎই অল্প।" শীঘ্রই তার রাগ চলে গেল। তখন উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে সে সদর্পে এই কথাগুলি বলতে লাগল :

"প্রেমের দেবতা প্রসন্ন হোন। কত বড় শক্তিমান মহান দেবতা তিনি। তাঁর শক্তির বিরুদ্ধে কোন বাধা দাঁড়াতে পারে না। অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারেন বলেই তিনি দেবতা, কারণ যে কোন মানুষকে তিনি ইচ্ছামত গড়তে পারেন। আর্কাইট ও পালামনের কথাই ধরা যাক। আমার কারাগার হতে মুক্তি পেয়ে তারা রাজকীয় মর্যাদায় থিবিসে থাকতে পারত ; তারা জানত,

আমি তাদের ঘোর শত্রু, তাদের মৃত্যু আমার আয়ত্তে। তথাপি সব জেনেও প্রেমের টানে তারা এখানে মরতে এসেছে। ভেবে দেখ, এটাই কি মহৎ নির্বুদ্ধিতা নয়? প্রেমিক ভিন্ন আর কেউ কি সত্যি বোকা হয়? মাথার উপরকার ঈশ্বরের দোহাই, চেয়ে দেখ ওদের শরীর থেকে' কত রক্ত ঝরছে! এই কি তাদের অলংকার নয়! এই ভাবেই তাদের প্রভু, প্রেমের দেবতা তাদের প্রাপ্য বেতন, তাদের সেবার মজুরি মিটিয়ে দিয়েছেন! অথচ যাই ঘটুক না কেন, প্রেমের পূজারীরা নিজেদের বিজ্ঞজন বলেই দাবী করে। কিন্তু সব তামাসার সেরা তামাসাই এখানেঃ এই মনোরঞ্জক ঘটনার যিনি মূল কারণ তাঁর উচিত আমার মতই এদের দুজনকে ধন্যবাদ দেওয়া। এই আশ্চর্য ঘটনার কথা যেমন কাক-পক্ষীও জানত না, তেমনি তিনিও জানতেন না! কিন্তু গরম-ঠাণ্ডা সব রকম অভিজ্ঞতাই থাকা ভাল। বৃদ্ধই হোক আর যুবকই হোক, মানুষকে বোকা হতেই হবে—দীর্ঘকাল আগে আমি নিজেও এ সত্য জেনেছিলাম, কারণ যৌবনকালে আমিও প্রেমের পূজারী ছিলাম। সুতরাং যেহেতু আমি জানি প্রেমের বেদনা কি, কত গভীর ভাবে তা মানুষকে আঘাত করে—প্রেমের ফাঁদে আমিও তো বারে বারে ধরা পড়েছি,—তাই এখানে উপবিষ্টা রাণী ও আমার আদরের বোন এমিলির অনুরোধে তোমাদের দুষ্কার্য আমি ক্ষমা করলাম। তোমরা দুজন এই মুহূর্তে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর, দিনে বা রাত্রে আর কোনদিন তোমরা আমার দেশের বিরুদ্ধে, আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না; বরং সর্বভাবে আমার বন্ধু হবে। আমি তোমাদের সম্পূর্ণ ক্ষমা করলাম।" তখন তারাও ডিউকের অনুরোধ মত প্রতিজ্ঞা করল, আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিল, তার করুণা ভিক্ষা করল। সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে ডিউক বলল ঃ

"এবার রাজ-পরিবার ও ধন-দৌলতের কথা হোক। তোমরা দুজনই যথাসময়ে এমিলিকে বিয়ে করবার যোগ্য। তথাপি যাকে নিয়ে তোমাদের এই দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষা, তার পক্ষ হয়ে আমি কথা বলব। তোমরা জান, একই সঙ্গে তোমাদের দুজনকে সে বিয়ে করতে পারে না,--তোমরা অনন্তকাল ধরে যুদ্ধ করলেও না। চাও আর না চাও, তোমাদের একজনকে সরে যেতে হবেই; অর্থাৎ ঈর্ষা বা ক্রোধ যতই থাকুক, দুজনকে সে গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি, নিম্নলিখিত উপায়ে যে উত্তর যার ভাগ্যে মিলবে সেটাই সে মেনে নেবে। মন দিয়ে শোন আমার পরিকল্পনা।

"আমার প্রস্তাব হচ্ছে এমন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা যার বিরুদ্ধে কোন আবেদন করা চলবে না—এটা যদি তোমাদের পছন্দ হয় তাহলে গ্রহণ করো। বিনা মুক্তি-পনে এবং বিনা তদারকিতে তোমাদের যার যেখানে খুশি চলে যাও, আজ থেকে পঞ্চাশ সপ্তাহ পরে, দূরে হোক বা নিকটে হোক যেখানেই থাক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার জন্য সুসজ্জিত একশ নাইটকে সঙ্গে নিয়ে এমিলির জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে দুজনেই ফিরে আসবে। নাইট হিসাবে যে মর্যাদার আমি অধিকারী তার নামে শপথ করছি, তোমাদের মধ্যে যে অধিকতর শক্তিশালী বিবেচিত হবে—অর্থাৎ আমার নির্দেশিত একশ জন নাইটের সহাযতায় যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতে পারবে বা প্রতিযোগী-তালিকা থেকে হটিয়ে দিতে পারবে এবং ভাগ্য দেবীর কৃপা লাভ করবে—তারই হাতে এমিলিকে স্ত্রীরূপে তুলে দেব। এখনই আমি প্রতিযোগিতার তালিকা তৈরি করে দেব। এ ব্যাপারে আমি যদি নিরপেক্ষ সৎ বিচারক না হতে পারি তাহলে ঈশ্বর যেন আমার আত্মাকে করুণা করেন। তোমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে মৃত বা বিজিত হতে হবে, এ ছাড়া আর কোন শর্ত নেই। এ পরিকল্পনা যদি তোমাদের ভাল মনে হয়, তাহলে সে কথা বল এবং আমাকে কথা দাও। এই তোমাদের চূড়ান্ত বিচার।"

পালামনের চাইতে বেশী খুশি এখন কে? আর্কাইট ছাড়া আর কে খুশিতে লাফিয়ে উঠবে? থিসিয়ুস এই সৎ প্রস্তাব করবার পরে সেখানে যে খুশির ঢেউ বয়ে গেল তার কথা কে বলতে বা লিখতে পারে? সমবেত সকলেই হাঁটু ভেঙে বসে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাল, আর তাদের মধ্যে প্রধান হল দুই থিবিসবাসী। এই ভাবে অনেক আশা নিয়ে উৎফুল্ল হৃদয়ে দু'জন সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চেপে প্রশস্ত প্রাচীরবেষ্টিত থিবিসের পথে যাত্রা করল। দ্বিতীয় অংশ সমাপ্ত হল।

তৃতীয় অংশ শুরু হল: অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে প্রতিযোগিতার রাজকীয় তালিকা প্রস্তুত করতে করতে থিসিয়ুস যে সব বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করল তার কথা না বললে শ্রোতাগণ আমাকে কর্তব্যচ্যুত বিবেচনা করবেন বলে আমি মনে করি। এমন জাঁক-জমকপূর্ণ একটি ক্রীড়া-মঞ্চ তৈরি হল যে আমি হলফ করে বলতে পারি, এমনটি আর কখনও হয় নি। এক মাইল তার পরিধি; চারপাশে পাথরের দেয়াল এবং তারপরে পরিখা। আকার গোল, উচ্চতায় ষাট গজ, নানা ভাগে বিভক্ত। আসনগুলি থাকে-থাকে সাজানো,

যাতে এক থাকের দর্শকরা পিছনের দর্শকদের দৃষ্টিকে আবরিত করতে না পারে।

পূর্বদিকে একটি সাদা মর্মর তোরণ। আর তার ঠিক বিপরীতে পশ্চিম দিকেও অনুরূপ একটি তোরণ। সংক্ষেপে, এ রকম ক্রীড়া-মঞ্চ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই, কারণ জ্যামিতি, গণিত, অংকণ বা ভাস্কর্যে দক্ষ এমন কোন মানুষ দেশে ছিল না যাকে থিসিয়ুস মঞ্চ-নির্মাণের কাজে নিয়োগ না করেছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য পূর্ব তোরণের শীর্ষে প্রেমের দেবতা ভেনাসের উপাসনার জন্য একটি বেদী ও একটি প্রার্থনালয়ও তৈরি করানো হয়েছে। পশ্চিম তোরণ-শীর্ষেও মারসের সম্মানে অনুরূপ ব্যয়বহুল বেদী ও প্রার্থনালয় তৈরি হয়েছে। উত্তর দিকের প্রাচীরের গম্বুজে বেলেপাথর ও প্রবাল দিয়ে একটি চমৎকার প্রার্থনালয় তৈরি করে পবিত্র ডায়ানার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

কিন্তু এই তিনটি প্রার্থনালয়ে যে সব উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য ও অংকণের কারু-কর্ম করা হয়েছে—তাদের আকার, মূর্তি ও গঠন—তার বিবরণ দিতে তো ভুলেই গেছি।

প্রথমত, ভেঙে-যাওয়া ঘুম, গভীর দীর্ঘশ্বাস, তিক্ত অশ্রুধারা, আর্তনাদ ও জ্বলন্ত কামনা—যা কিছু মাটির পৃথিবীতে প্রেমের পূজারীদের সহ্য করতে হয় সে সবই চলচ্চিত্রের মত আঁকা হয়েছে ভেনাসের মন্দিরের দেয়ালে। প্রেমিকরা যে সব শপথ নিয়ে থাকে তাও সেখানে আছে। আছে সুখ ও আশা; কামনা; নির্বুদ্ধিতা; সৌন্দর্য ও যৌবন, অসভ্যতা; অর্থ, মোহ ও বল; মিথ্যা; স্তাবকতা, উদারতা; গুজব; এবং সোনার মালা ও কোকিল হাতে নিয়ে ঈর্ষা। পর পর দেখানো হয়েছে ভোজ, বাদ্যযন্ত্র, আনন্দ-গান, নাচ, কামনা ও প্রসাধনী,—এক কথায় প্রেমের সঙ্গে যুক্ত যা কিছু আমি এখন মনে করতে পারছি অথবা ভবিষ্যতে পাবে সে সব কিছু। আসলে, আমি যা যা বলেছি তা ছাড়াও আরও অনেক কিছু সেখানে আছে। ভেনাসের প্রধান বাসভবন মাউন্ট সিথেরা পর্বত, তার বাগান ও ইন্দ্রিয়শোভন দৃশ্যাবলীও দেয়ালে আঁকা হয়েছে। দ্বারপাল আলস্য, প্রাচীন যুগের সুন্দরী নার্সিসাস, রাজা সলোমনের নির্বুদ্ধিতা, হারকিউলিসের প্রচণ্ড শক্তিমত্তা, মিডিয়া ও সার্সির যাদুর মোহ, টারনাসের দুঃসাহস বা ধনী ক্রুসাসের ভীরুতা—কিছুই ভুল হয় নি। তাই তো দেখি, জ্ঞান বা সম্পদ, সৌন্দর্য বা যাদু, শক্তি বা

সাহস, কিছুই ভেনাসের সমকক্ষ হতে পারে না : নিজের ইচ্ছামত সে পৃথিবীকে চালায়। দেখুন, এরা সবাই তার ফাঁদে এমন ভাবে ধরা পড়েছে যে তারা থেকে থেকেই আর্তনাদ করে ওঠে, "হায়! হায়!" হাজারটা দৃষ্টান্ত দিয়ে এই কথাটা আমি বোঝাতে পারি, কিন্তু এখানে একটা বা দুটোই যথেষ্ট হবে।

ভেনাসের গৌরবময় মূর্তিটি উলঙ্গ, সমুদ্রে স্নানরত, উজ্জ্বল সবুজ ঊর্মিমালা নাভিদেশ থেকে নীচটা ঢেকে রেখেছে। ডান হাতে একটি তারের বাদ্যযন্ত্র, মাথায় তাজা সুগন্ধি গোলাপের মনোরম একগাছি মালা, মাথার উপরে উড়ছে পায়রার ঝাঁক। তার পুত্র কিউপিড দাঁড়িয়ে আছে সামনে। তার দুই কাঁধের উপর দুটি পাখা, সে অন্ধ, এই ভাবেই তাকে সাধারণত আঁকা হয়ে থাকে, আর তার হাতে ধনুক ও তীক্ষ্ম উজ্জ্বল তীর।

শক্তিমান লাল মারসের মন্দিরের ভিতরকার দেয়ালের চিত্রাবলীর কথাই বা আপনাদের বলব না কেন? যে শীতের দেশে মারসের প্রধান বাসভবন সেই থ্রেসে মারসের মহামন্দির বলে কথিত সেই ভয়ংকব প্রাসাদের অভ্যন্তরের মতই চিত্রিত করা হয়েছে সে দেয়াল।

প্রথমত, দেয়ালের গায়ে আঁকা হয়েছে একটি বনভূমি। মানুষ বা পশু কেউ সেখানে থাকে না। শুধু আছে পুরনো, জটপাকানো ফুলপাতাবিহীন গাছ আর বীভৎস ভাবে কাটা গাছের গুঁড়ির সারি। তার ফাঁকে ফাঁকে বাতাস বয়ে চলেছে এমন প্রচণ্ড শব্দে, যেন ঝড়ে গাছের প্রতিটি শাখা ভেঙে পড়বে। একটা পর্বতের সানুদেশে মাজা ইস্পাতের তৈরি সর্বশক্তিমান মারসের মন্দির। তার প্রবেশ-দ্বার এত দীর্ঘ ও খাড়া যে দেখলে ভয় করে। বাতাসের বেগে এমন প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে যে প্রবেশ-দ্বার কেঁপে কেঁপে উঠছে। দরজার ভিতর দিয়ে উত্তরের আলো এসে পড়েছে; আলো আসবার মত কোন জানালাই নেই। লোহার শিক দিয়ে আড়াআড়ি ও সোজাসুজিভাবে আটকানো অক্ষয় পাথর দিয়ে দরজাগুলো তৈরি। মন্দির যাতে খুব মজবুত হয় সে জন্য ছাদের নীচেকার প্রত্যেকটি স্তম্ভ উজ্জ্বল ঝকঝকে লোহার পিপের মত দেখতে।

মন্দিরে প্রথমেই দেখতে পেলাম কৃষ্ণকায় জঘন্য ষড়যন্ত্রসহ স্বয়ং অপরাধকে, দেখলাম অঙ্গারের মত লাল নিষ্ঠুর ক্রোধকে, ছিঁচকে চোরকে; আর ছিল বিবর্ণ ভীতি, কোটের নীচে লুকনো ছুরিসহ হাস্যমুখ দুর্বৃত্ত; কালো ধোঁয়ায় ঢাকা আস্তাবল, শয্যার উপরে বিশ্বাসঘাতক কর্তৃক হত্যা; রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্নে

ভয় প্রকাশ্য যুদ্ধ ; রক্তাক্ত ছুরি ও ভয়ংকর ভীতিপ্রদর্শনসহ সংগ্রাম। বহুজনের মিলিত চীৎকারে সেই ভয়ংকর স্থানটি মুখরিত। একজন আত্মহত্যাকারীকেও দেখলাম ; নিজের বুকের রক্তেই তার চুল ভিজে গেছে ; রাতের বেলায় মাথার মধ্যে পেরেক ঢুকিয়ে দিয়েছে—নিথর মৃত্যু, মুখটা হাঁ করে রয়েছে। মন্দিরের মাঝখানে বসে আছে দুর্ভাগ্য, অখুশি কদাকার তার মুখ। আরও দেখলাম হাস্যমুখ অথচ ক্রুদ্ধ উন্মত্ততাকে ; সশস্ত্র অভিযোগকে, হিংস্র অনুসরণকে ; বলাৎকারকে ; ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে গলা-কাটা মৃতদেহ ; বিনারোগে মৃত হাজার শব ; সবলে অধিকৃত শিকারসহ অত্যাচারী ; নিঃশেষিত লুণ্ঠিত শহর। এ ছাড়াও আছে নৃত্যপর জাহাজ অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে ; বুনো শুয়োরের হাতে নিহত শিকারী ; দোলনায় চড়ে শূকরী ছোট শিশুকে খাচ্ছে ; লম্বা হাতা সত্ত্বেও আগুনে ঝলসানো রাঁধুনি। মারসের নামের সঙ্গে যুক্ত কোন বিভীষিকাই বাদ পড়ে নি। গাড়োয়ান নিজের গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে পড়ে আছে। মারসের অনুচরদের মধ্যে রয়েছে শল্যচিকিৎসক নাপিত, কসাই, ক্ষুর নেয়াইয়ের উপর ফেলে ধারালো তলোয়ার তৈরিকারক কামার। সব কিছুর উপরে মন্দিরের চূড়ার সসম্মানে বিরাজ করছে বিজয় ; তার মাথার উপরে একগাছি সুতোয় ঝুলছে ধারালো তলোয়ার। সীজার, মহাত্মা নীরো এবং অ্যাণ্টনির হত্যাও আঁকাও রয়েছে ; অবশ্য যে কালের কাহিনী আমরা বলছি তখন তাদের জন্মও হয় নি, তথাপি মারসের নির্দেশমত তাদের ভবিষ্যৎ মৃত্যুর পরিকল্পনা করাই ছিল। মাথার উপরে নক্ষত্ররাজি যেমন স্পষ্ট ঠিক তেমনি স্পষ্ট করেই সব কিছু আঁকা হয়েছে এই সব চিত্রপটে। প্রাচীন কাহিনী থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট। ইচ্ছা থাকলেও তার সবগুলি আমি বলতে পারছি না।

রথের উপরে রয়েছে সশস্ত্র মূর্তি, ক্রোধে উন্মাদ হবার মত ভ্রুকুটি-কুটীল তার মুখ। মাথার উপরে দুটি নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে ; পুঁথিতে তাদের নাম পুয়েলা ও রুবিয়ুস ; রণ-দেবতাকে এই ভাবেই রূপ দেওয়া হয়েছে। তার দুই পায়ের মাঝখানে একটি নেকড়ে মানুষ খাচ্ছে ; তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে। মারসের গৌরববৃদ্ধির জন্য এই দৃশ্যটাকে সূক্ষ্ম তুলির টানে আঁকা হয়েছে।

এবার পবিত্র ডায়ানার মন্দিরের কথা ; যতটা সংক্ষেপে পারি তার বিবরণ আপনাদের দিচ্ছি। সারা দেয়াল জুড়ে শিকার ও পবিত্রতার ছবিগুলি আঁকা রয়েছে। সেখানে দেখলাম, ডায়ানার অসন্তুষ্টির ফলে দুঃখিনী ক্যালিস্টো

কেমন করে স্ত্রীলোক থেকে ভাল্লুকে এবং পরে ধ্রুব নক্ষত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এই ভাবে ব্যাপারটা আঁকা হয়েছে ; আমার নতুন করে কিছু বলার নেই। তাকালেই দেখা যাবে, তার ছেলেও একটি নক্ষত্র। দেখলাম, ডফ্‌নেকে বৃক্ষে রূপান্তরিত করা হয়েছে—অবশ্য দেবী ডায়ানার কথা বলছি না, বলছি পিনিয়ুসের কন্যার কথা, তারও নাম ডফ্‌নে। ডায়ানাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেলেছিল বলে অ্যাক্‌টিয়নকে হরিণে পরিণত করা হয়েছিল ; তার কুকুরগুলো তাকে ধরে খেয়ে ফেলেছিল ; তাও দেখলাম। কিছুটা দূরে রয়েছে আটালান্টা কর্তৃক বুনো শুয়োর শিকারের দৃশ্য ; তাছাড়া ডায়ানার কোপে যারাই দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেছে সেই মিলিগার ও অন্য সকলের দৃশ্য। আরও অনেক আশ্চর্য কাহিনী সেখানে দেখলাম ; কিন্তু স্মৃতির সাহায্যে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করতে আমি চাই না।

ছোট ছোট শিকারী কুকুরে পরিবৃত হয়ে হরিণের উপর বসেছে ডায়ানা। তার নীচে ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ। পরিধানে হাল্কা সবুজ পোষাক, হাতে ধনুক, তূণীরে তীর। প্লুটোর পাতাল রাজ্যের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। ডায়ানার সামনে রয়েছে গর্ভ-যন্ত্রণাকাতর একটি স্ত্রীলোক ; সন্তান ভূমিষ্ট হতে বিলম্ব-হওয়ায় স্ত্রীলোকটি করুণ স্বরে আর্তনাদ করে লুসিনাকে বলছে, "বাঁচাও, কারণ একমাত্র তুমিই বাঁচাতে পার !" শিল্পী খুবই বাস্তবতার সঙ্গে ছবিটা এঁকেছে ; রঙের পিছনে নিশ্চয়ই তাকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে।

এই ভাবে সব কিছু সুসম্পন্ন হয়েছে। মন্দির ও মঞ্চ তৈরির ব্যাপারে থিসিয়ুস কোন রকম কার্পণ্য করে নি। এখন সে খুব খুশি। কিন্তু আপাতত থিসিয়ুসের কথা থাক। এবার বলছি পালামন ও আর্কাইটের কথা।

আগেই বলেছি, একশ নাইট সঙ্গে নিয়ে দুজনকেই ফিরতে হবে এথেন্সে প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। তাদের প্রত্যাবর্তনের দিন এসে গেল। কথামত দুজনেই যুদ্ধের উপযোগী সাজে সুসজ্জিত একশ করে নাইট সঙ্গে নিয়ে এথেন্সে হাজির হল। সকলেই বলতে লাগল, পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত জলে কিম্বা স্থলে কোথাও এবম্বিধ নাইট-সমাবেশ ঘটে নি। বীরত্ব প্রদর্শন করে সুনাম বৃদ্ধি করতে ইচ্ছুক প্রতিটি নাইট এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করল, আর যারাই নির্বাচিত হল তারাই গর্বিত বোধ করল। আপনারা তো ভাল করেই জানেন, কালও যদি এরূপ একটি

প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করা হয় তাহলে ইংলণ্ড বা অন্য যে কোন স্থানের শক্তিমান নাইটরা তাদের প্রিয়ার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আগ্রহী হবেই—আঃ, হলে কি অপূর্ব দৃশ্যই না হত !

তেমনি ভাবেই অনেক নাইট এসেছে পালামনের সঙ্গে। কারও পরিধানে গ্রীবা ও বক্ষঃ বর্ম আর হাল্কা শিরস্ত্রাণ, কেউ বেছে নিয়েছে একজোড়া বৃহৎ বর্ম, কারও পছন্দ প্রুশীয় ঢাল, কেউ বা বেছে নিয়েছে শক্ত পদ-চর্ম ও কুঠার; আবার কেউ নিয়েছে লোহার গদা—সব নতুন ফ্যাসনই আসলে পুরনো। বলেছি তো, সকলেই যার যার পছন্দ মত সাজে সজ্জিত হয়েছে।

পালামনের সঙ্গে দেখতে পাবেন থ্রেসের মহান রাজা স্বয়ং লাইকারগাসকে। মুখে কালো দাড়ি; পুরুষত্বব্যঞ্জক চেহারা। দুটি চোখে হলুদ ও লালের মিশ্রিত দীপ্তি, কর্কশ চুলে ভর্তি মোটা ভুরুর নীচে চোখের দৃষ্টি পক্ষী-সিংহাকৃতি রাক্ষসের মত। বড় বড় পা, পেশী দৃঢ় ও কঠিন, কাঁধ চওড়া, আর দুটি বাহু দীর্ঘ ও গোল। দেশের প্রথা অনুযায়ী চারটি ষণ্ডবাহিত সোনার রথে সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ম-চর্মের উপর ঢিলা আবরণীর পরিবর্তে পরেছে একটি বৃদ্ধ কালো ভল্লুকের চামড়া, তার হলদে নখগুলো সোনার মত জ্বলছে। দীর্ঘ কেশরাশি পিছন দিকে আঁচড়ানো; তার কালো রং কাকের পাখনার মত চকচক করছে। মাথায় পরেছে মস্ত বড় সোনার মালা, যেমন ভারি তেমনি মণি-মুক্তাখচিত। তার রথের পাশে পাশে ছুটছে কুড়িটারও বেশী শিকারী কুকুর, ষাড়ের মত প্রকাণ্ড সেই কুকুরগুলি সিংহ বা হরিণ শিকারে কাজে লাগে, তাদের মুখে আটকানো রয়েছে সোনালী মুখ-বন্ধনী, তার সঙ্গে ঘোরানো আংটা লাগানো। তার দলে আছে একশো সুসজ্জিত, কঠোর, সাহসী সহকারী।

কাহিনী সূত্রে জানা যায়, আর্কাইটের সঙ্গে রয়েছে ভারতবর্ষের মহান রাজা ইমিট্রিয়ুস। ইস্পাতের সাজে সজ্জিত পিঙ্গলবর্ণ ঘোড়ায় চেপে চলেছে বন-দেবতা মারসের মতই। পরিধানে সুদৃশ্য স্বর্ণময় বস্ত্র; বড় বড় সাদা গোলাকার মুক্তো বসানো মূল্যবান রেশমে তৈরি তার বহির্বাস, সদ্য পেটানো বার্নিশ করা সোনায় তৈরি তার ঘোড়ার জিন, গলা থেকে ঝুলে-পরা পৃষ্ঠাবরণে বসানো লাল চুনিগুলো আগুনের মত ঝকমক করছে। তার হলদে কোঁকড়ানো চুল সূর্যের মতই চকচক করছে, নাক সুগঠিত, চোখ দুটি ঈষৎ বাদামি, পরিপুষ্ট ঠোঁট, গায়ের রং উজ্জ্বল। পাশুটে রঙের কিছু

দাগ ছিটিয়ে রয়েছে মুখে। দৃষ্টি সিংহের মত তীব্র। মনে হচ্ছে তার বয়স পঁচিশ বছর। সবে দাড়ি গজাতে শুরু করেছে। কণ্ঠস্বর বজ্রনাদের মত গম্ভীর। মাথায় তাজা সবুজ জয়পত্রের মালা জড়ানো, হাতের উপর বসে একটি পোষা সাদা ঈগল। তার সঙ্গে এসেছে একশ সহকারী। সকলেই সুসজ্জিত, সব দিক থেকেই সমৃদ্ধিশালী, শুধু তাদের মাথায় কিছু নেই। নিশ্চিত জানবেন, প্রীতি ও সুযশের জন্য ডিউক, আর্ল এবং রাজন্যবর্গ এই মহান দলে যোগ দিয়েছে। ইমিত্রিয়ুসের পাশে পাশে ছুটে চলেছে অনেক সিংহ ও চিতা। এই ভাবে সম্ভ্রান্ত মহাশয়রা সব এক রবিবারের প্রাতঃকালে নগরে প্রবেশ করে যার যার ঘোড়া থেকে অবতরণ করল।

সুযোগ্য নাইট ডিউক থিসিয়ুস তাদের নগরের ভিতরে এনে মর্যাদা অনুসারে যথাযোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিল। তারপর এক ভোজসভায় সকলকে আপ্যায়িত করল। তাদের সম্মান রক্ষার জন্য এবং সর্ব রকম সুব্যবস্থার জন্য এ: পরিশ্রম তাকে করতে হল যে লোকে আজও বলে, এর চাইতে ভাল ব্যবস্থা কেউ করতে পারত না।

প্রমোদ-ব্যবস্থা, ভোজ-সভা পরিচালনা, ছোট বড় সকলের জন্য সুন্দর উপহার, থিসিয়ুসের প্রাসাদের ব্যয়বহুল অলংকরণ, কে বসেছিল ভোজ-টেবিলের মধ্যমণি হয়ে, কোন্ মহিলা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বা শ্রেষ্ঠ নৃত্যপটিয়সী, কে সব চাইতে ভাল গেয়েছিল বা নেচেছিল, সব চাইতে বেশী আবেগের সঙ্গে কে বলেছিল ভালবাসার কথা, কত রকম বাজপাখি বসে ছিল দাঁড়ে, কোন্ জাতের শিকারী কুকুর শুয়েছিল মেঝের উপর—সে সবের কিছু আমি বলছি না। শুধু বলি, আমার কাছে তো সব কিছুই শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে। এবার আসল কথায় যাওয়া যাক ঃ ইচ্ছা হলে মন দিয়ে শুনুন।

সেই রবিবার রাতে ভোর হবার আগেই পালামনের কানে এল ভরত পাখির গান (ভোর হতে যদিও দু'ঘণ্টা বাকি ছিল, তথাপি ভরত পাখি গেয়েছিল এবং পালামনও); সে গান শুনে পালামন পবিত্র সিথেরিয়ার—মানে মাননীয়া ও শ্রদ্ধেয়া ভেনাসের মন্দিরে যাবার জন্য পবিত্র ও আশাপূর্ণ মন নিয়ে জেগে উঠল। যে একটি ঘণ্টা তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সেই সময়েই সে মণ্ড-অভ্যন্তরস্থ মন্দিরে প্রবেশ করে নতজানু হয়ে বিক্ষুব্ধ অন্তরে অতীব বিনীত ভাবে বলতে লাগল ঃ

"সুন্দরীগণের মধ্যেও সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, জোভের কন্যা ও ভালকানের পত্নী,

মাউণ্ট সিথেরিয়ার উজ্জ্বল আলো, হে ভেনাস, এডোনিসের প্রতি যে ভালবাসা তুমি অনুভব করেছিলে তার দরুণ আমার তিক্ত অশ্রুজলকে তুমি করুণা কর, আমার বিনীত প্রার্থনায় কর্ণপাত কর। হায়! অন্তরের নরক-যন্ত্রণাকে বোঝাবার মত ভাষা আমার নেই, আমার হৃদয় আমার কণ্ঠকে প্রকাশ করতে পারে না। আমি এতই বিহ্বল হয়ে পড়েছি যে শুধু মাত্র বলতে পারি, 'হে সুন্দরী, আমার মনের কথা তো তুমি জান, আমার কিসের ভয় তাও দেখতে পাচ্ছ, সুতরাং আমার প্রতি দয়া কর।' এই সব বিবেচনা করে আমার প্রতি সদয় হও; আজ হতে সাধ্যমত আমি তোমার প্রকৃত সেবক হব। এই আমার প্রতিজ্ঞা, সুতরাং আমার সহায় হও। সামরিক কলা-কৌশলের গর্বে আমার প্রয়োজন নেই, আগামী কালের বিজয়-গৌরবও আমি চাই না, এ ব্যাপারে সুনাম বৃদ্ধি হোক, বা অস্ত্র-চালনার মিথ্যা গৌরবের ব্যাপক প্রচার হোক, তাও আমার কামনা নয়। আমি চাই এমিলিকে সম্পূর্ণভাবে পেতে, আর তোমার সেবায় প্রাণপাত করতে। কি ভাবে তা হবে তার পথ তুমিই দেখিয়ে দাও। প্রিয়তমা যতক্ষণ আমার বাহুলগ্না থাকবে ততক্ষণ আমি বা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যেই বিজয়ী হোক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কারণ, মারস যদিও যুদ্ধের দেবতা, তবু স্বর্গরাজ্যে তোমার ক্ষমতা এত বেশী যে তোমার ইচ্ছা হলেই প্রিয়াকে আমি পাব। চিরদিন তোমার মন্দিরেই আমি পূজো দেব, এবং যখনই বিদেশযাত্রা করব তোমার বেদীতে বলি দেব আর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করব। এ যদি তুমি না কর, হে শ্রদ্ধেয়া দেবী, তাহলে তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, কাল যেন আর্কাইট বর্শার আঘাতে আমার হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ করে। আমার মৃত্যুর পরে আর্কাইট তাকে স্ত্রীরূপে পেল কি না তাতে আমার কি যায় আসে। আমার প্রার্থনার এই বক্তব্য, এই শেষ কথাঃ পবিত্র প্রিয় দেবী, আমার প্রিয়াকে আমার হাতে দাও।"

প্রাতঃকালীন প্রার্থনা শেষ করে পালামন যথাবিহিত অনুষ্ঠানের সঙ্গে বলিদানাদি কর্ম সম্পাদন করল। তার সব বিবরণ আমি বলব না। অবশেষে ভেনাসের মূর্তি নড়ে উঠল এবং এমন ইঙ্গিত করল যাতে সে বুঝল যে সে দিনের মত তার প্রার্থনা গৃহীত হয়েছে। ইঙ্গিতটা বিলম্বিত হলেও সে-জানে তার অনুরোধ মঞ্জুর হয়েছে। আনন্দিত মনে সে সোজা ঘরে ফিরে গেল।

পালামন যখন ভেনাসের মন্দিরে গিয়েছিল তার তিন ঘণ্টার মাথায় সূর্য

উঠল। এমিলি তখন শয্যা থেকে উঠে ডায়ানার মন্দিরে গেল। সঙ্গের সখিগণ আগুন, ধূপ-ধুনো, উৎসবের পোষাক এবং অর্ঘ্য প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য সব জিনিসপত্র এনে দিল। প্রথামত কাঁচা মদ ভরা শিঙাও বাদ গেল না। ধূপের সৌরভে সুসজ্জিত মন্দির আমোদিত হল। এদিকে এমিলি কুয়োর জলে মনের আনন্দে গা ধুতে লাগল। শুনতে মধুর হলেও এই অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারছি না। মন ভাল হলে তাতে কারও ক্ষতি হয় না, কারণ সব কথা খোলাখুলি বলাই ভাল। তার উজ্জ্বল কেশরাশি এলায়িত করে আঁচড়ে দেওয়া হল। মাথায় পরানো হল চির সবুজ ওকের মুকুট। বেদীর উপরে দুটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে সে পূজা-অর্চণা শেষ করল। সে অর্চণার বিবরণ থিবিসের Statius-এ এবং অন্য প্রাচীন গ্রন্থ পড়লেই জানা যায়। প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সামনে বিষণ্ণ মুখে ডায়ানার দিকে তাকিয়ে তাকে বলতে শোনা গেল :

"হে সবুজ বনের পবিত্র দেবী, স্বর্গ, মর্ত্য, সমুদ্র সবই তোমার কাছে পরিদৃশ্যমান। তুমি প্লুটোর গভীর অন্ধকার রাজ্যের রাণী, কুমারীদের দেবী। বহু বৎসর ধরেই তুমি তো জান আমার অন্তরের কামনা ; তোমার যে নির্মম ক্রোধ অ্যাক্টিয়নের ভাগ্যে জুটেছিল তার হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর। পবিত্র দেবী, তুমি ভাল ভাবেই জান যে, আজীবন আমি কুমারী থাকতে চাই ; কারও গৃহিণী বা পাত্রী হতে কোনদিন চাই নি। তুমি জান, তোমার শিষ্যাদের মধ্যে আমি এখনও কুমারী রয়েছি ; কারও পত্নী হয়ে পুত্র-কন্যার জন্মদান করার চাইতে শিকার করতে, বন্যজন্তুর পশ্চাদ্ধাবন করতে, এবং গহন অরণ্যে ভ্রমণ করতেই আমি অধিক ভালবাসি। মানুষের সঙ্গ আমি চাই না। তোমার ত্রিমূর্তির নামে প্রার্থনা জানাচ্ছি, তুমি আমাকে সাহায্য কর, কারণ একমাত্র তুমিই পার আমাকে সাহায্য করতে। তোমার কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ, পালামন ও আর্কাইটের মধ্যে তুমি শান্তি ও মৈত্রী স্থাপন করে দাও ; আমার প্রতি তাদের মহৎ প্রেমকে আমার উপর থেকে সরিয়ে দাও, যাতে তাদের সব কামনা, বাসনা, ক্ষোভ ও আবেগ শান্ত হয় বা অন্যত্র ধাবিত হয়। এ কৃপা যদি তুমি না কর, যদি দুজনের একজনকে গ্রহণ করাই আমার বিধিলিপি হয়, তাহলে সেই জনকে আমাকে দাও যে আমাকে সব চাইতে বেশী করে চায়। পবিত্রতার দেবী, দেখ, তিক্ত অশ্রুধারা আমার দুই গাল ভাসিয়ে দিচ্ছে। যেহেতু তুমিও কুমারী, তুমি সব কুমারীদের রক্ষাকর্ত্রী, আমার

কুমারীত্ব তুমি রক্ষা কর। যতদিন বেঁচে থাকব, কুমারী থেকেই আমি তোমার সেবা করব।"

এমিলির প্রার্থনার সময় বেদীর উপরে দুটো আগুনই ভালভাবে জ্বলছিল। হঠাৎ সে দেখল, আশ্চর্য দমকা বাতাসে একটা আগুন ক্ষণিকের জন্য নিভে গেল; আবার সেটা জ্বলে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে অপর আগুনটা সম্পূর্ণ নিভে গেল। নিভে যাবার পরেই ভিজে কাঠে আগুন জ্বললে যেমন শব্দ হয় তেমনি একটা শিষ শোনা যেতে লাগল, আর কাঠের শেষ প্রান্ত থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের মত কি যেন গড়িয়ে পড়তে লাগল। এর কি অর্থ তা এমিলি জানে না; তাই সে ভয়ে উন্মাদের মত কাঁদতে লাগল। শুধুমাত্র ভয়েই সে এমনভাবে কাঁদতে লাগল যে শুনলে করুণা হয়।

তখন ডায়ানা শিকারীর মত হাতে ধনুক নিয়ে তার সামনে আবির্ভূতা হয়ে বলল, "কন্যা, দুশ্চিন্তা করো না। মাথার উপরকার দেবতারা বলেছেন, আর শাশ্বত বাণীতেও লেখা হয়েছে যে, তোমার জন্য যারা এত দুঃখ দুর্দশা সহ্য করেছে তাদের একজনের সঙ্গেই তোমার বিবাহ হবে, কিন্তু সে যে কোন্ জন তা আমি বলতে পারি না। আর বেশীক্ষণ আমি থাকতে পারব না। বিদায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমার ভালবাসার ভবিষ্যৎ কি সে কথা তুমি এখান থেকে যাবার আগেই আমার বেদীতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডই তোমাকে জানিয়ে দেবে।"

এই কথাগুলি বলে দেবী অদৃশ্য হল। তূণীরের মধ্যে তার তীরগুলি ঝনঝন্ করে বাজতে লাগল।

এমিলি সবিস্ময়ে বলে উঠল, "হায়' এর অর্থ কি? ডায়ানা, আমি তো নিজেকে একান্তভাবেই তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি।" তারপর সে সোজা পথে তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরে গেল। এই হল পরিণতি; আর কিছু বলার নেই।

মারসের নামে উৎসর্গীকৃত পরবর্তী একঘণ্টা সময় আর্কাইট পৌত্তলিক রীতি অনুসারে পূজা-অর্চনার উদ্দেশ্যে ভয়ংকর দেবতা মারসের মন্দিরে যাত্রা করল। ভগ্ন-হৃদয়ে গভীর অনুরাগের সঙ্গে সে সরাসরি মারসের উদ্দেশ্যে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা উচ্চারণ করতে লাগল ঃ

"হে শক্তিমান দেবতা, থ্রেসের শীতল রাজ্যে তুমি সম্মানিত ও পূজিত; প্রতি দেশে প্রতি রাজ্যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহের রাশ তোমার হাতে; ইচ্ছামত তুমি

দান কর সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য; আমার আন্তরিক পূজা তুমি গ্রহণ কর। আমার যৌবন যদি উপযুক্ত হয়, আমার রণ-কৌশল যদি তোমার সেবার উপযুক্ত হয়, আমি যদি তোমার অনুবর্তী হয়ে থাকি, তাহলে আমি প্রার্থনা জানাই, আমার যন্ত্রণার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও। এই যন্ত্রণায় তো তুমিও একদিন দগ্ধ হয়েছ। একদা তুমি সুন্দরী সতেজ তরুণী ভেনাসের সৌন্দর্য উপভোগ করেছ, ইচ্ছামত তাকে বাহুলগ্না করেছ। তারপর এক সময় দেখা দিল দুর্দিন। তোমাকে তার স্ত্রীর সঙ্গে নিদ্রাগত অবস্থায় ধরে ফেলল ভালকান। সেদিন যে যন্ত্রণায় তোমার হৃদয় বিদ্ধ হয়েছিল সে কথা স্মরণ করে আমার যন্ত্রণাকে তুমি করুণা কর। তুমি জান, আমি যুবক ও অনভিজ্ঞ; ভালবাসা আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে; যার জন্য এত কষ্ট আমি পাচ্ছি, আমি ডুবলাম কি ভাসলাম তাতে তার কিন্তু কিছুই যায় আসে না। আমি স্থির জানি, সে আমার প্রতি প্রসন্ন হবার আগেই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমি তাকে নিজ শক্তিতে জয় করে নেব; আবার এও জানি, তোমার সহায়তা ও দয়া না পেলে আমার শক্তি সে কাজের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং হে দেব, একদা যে কামনা তোমাকে দগ্ধ করেছিল এবং যে কামনা এখন আমার অন্তরে জ্বলছে তার নামে কালকের যুদ্ধে তুমি আমার সহায় হও; এমন ব্যবস্থা কর যাতে কাল আমি জয়লাভ করি। কাজ আমি করব, কিন্তু গৌরব হোক তোমার। অন্য সব স্থান ফেলে তোমার মহামন্দিরকেই আমি শ্রদ্ধা জানাব, আর রণ-কৌশলে সব সময় তোমার ইচ্ছামতই কঠোর পরিশ্রম করব। তোমার মন্দিরেই আমার পতাকা এবং আমার দলের সব অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখব। আজ থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তোমার বেদীতে আমি অক্ষয় অগ্নির ব্যবস্থা করব। আর নিজেকেও এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করব: আমার চুল ও দাড়িতে আজ পর্যন্ত ক্ষুর বা কাঁচি পড়ে নি। আমার সেই দীর্ঘ চুল ও দাড়ি আমি তোমাকে দান করব। আর চিরদিন তোমার দাস হয়ে থাকব। হে দেব, আমার এই চরম দুঃখে তুমি আমাকে কৃপা কর। আমাকে জয় দাও; তোমার কাছে এই আমার প্রার্থনা।"

শক্তিমান আর্কাইটের প্রার্থনা শেষ হতেই মন্দির-দ্বারে ঝোলানো আংটাগুলো আর দরজাগুলো এমন খট্‌খট্ শব্দে বাজতে লাগল যে আর্কাইট বেশ কিছুটা শংকিত হয়ে পড়ল। বেদীর উপরে জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় সমস্ত মন্দিরটা আলোকিত হয়েছিল। মাটি থেকে একটা সুন্দর গন্ধ ভেসে এল।

সঙ্গে সঙ্গে আর্কাইট আরও কিছু ধূপ-ধুনো আগুনে ফেলে দিল এবং নতুন করে পূজো-অর্চনা করল। শেষ পর্যন্ত মারসের মূর্তির বর্ম ঝনঝন করে বেজে উঠল আর আর্কাইটের কানে এল একটি অস্ফুট নিম্ন কণ্ঠের ধ্বনি, "জয়!" এ জন্য মারসের উদ্দেশে সম্মান ও গৌরব প্রকাশ করে সূর্যালোকে উদ্ভাসিত বিহঙ্গের মত আর্কাইট আনন্দ ও আশাভরা মন নিয়ে পান্থনিবাসে ফিরে গেল।

কিন্তু আর্কাইটের অনুরোধ মঞ্জুর হওয়ায় তৎক্ষণাৎ স্বর্গলোকে প্রেমের দেবী ভেনাস আর কঠোর রণ-দেবতা মারসের মধ্যে এমন ঝগড়া শুরু হল যে স্বয়ং জুপিটারকে হস্তক্ষেপ করতে হল। অবশেষে বহু বিচিত্র অভিযানের সাক্ষী বিবর্ণ শীতল শনিদেবতা তার অভিজ্ঞতা থেকে একটি সর্বজনগ্রাহ্য প্রস্তাব পেশ করল। এ কথা ঠিকই বলা হয় যে, বয়সের সুবিধা অনেক, তাতে একাধারে থাকে জ্ঞান আর বাস্তবমূল্য। বয়স্ক মানুষকে দৌড়ে হারানো যায়, কিন্তু বুদ্ধিতে নয়। ঝগড়া মেটানো তার স্বভাববিরুদ্ধ হলেও শনিদেবতা সঙ্গে সঙ্গে এ ঝগড়ার মীমাংসা করে দিল। সে বলল, "মা জননী ভেনাস, আমার কর্তৃত্ব এতদূর বিস্তৃত যে অনেকেই সেটা বুঝতে পারে না। বিবর্ণ সমুদ্রে ডুবে যাওয়া; অন্ধকার কারগারে বন্দী; গলা টিপে বা ফাঁস দিয়ে মৃত্যু; শ্রমিক ও বিদ্রোহীদের অভিযোগ; বিক্ষোভ ও গোপনে বিষপ্রয়োগ— এ সব কিছুই আমার অধিকারভুক্ত। সিংহরাশিতে যখন আমি অবস্থান করি তখন আমি প্রতিহিংসা ও কঠোর শাস্তি বিধান করি। বড় বড় অট্টালিকার ধ্বংস এবং খনি-মজুর ও ছুতোরদের উপর উঁচু চূড়া বা দেয়ালের পতন—তারও আমিই কারণ। যে স্যামসন স্তম্ভ পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছিল তাকেও হত্যা করেছি আমি। মারাত্মক রোগ, ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকা আর হীন ষড়যন্ত্রও আমিই ঘটাই। আমার দৃষ্টিতে সৃষ্টি হয় মহামারী। কাজেই আর কেঁদো না। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, তোমার প্রতিশ্রুতিমতই তোমার নিজের নাইট পালামন তার প্রিয়াকে পাবে। যদিও মারস তার নাইটকে সাহায্য করবে, তথাপি আজ তোমাদের দুজনের মধ্যে মতপার্থক্যের জন্য নিয়ত ঝগড়া চললেও শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হবে। আমি তোমার পিতামহ, তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। এবার কান্না থামাও। তোমার ইচ্ছা আমি পূর্ণ করব।"

এবার দেবতাদের কথা, মারস ও প্রেমের দেবী ভেনাসের কথা বন্ধ করব।

এবার যথাসম্ভব বিস্তারিত ভাবে বলব সেই পরিণতির কথা যে জন্য এই কাহিনী শুরু করেছিলাম। তৃতীয় অংশ শেষ হল।

চতুর্থ অংশ শুরু হল: সেদিন এথেন্সে চমৎকার ভোজসভা হল। যে ঋতুর সমাগমে সকলের মন আনন্দে এতই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল যে সারা সোমবার ধরে চলল অশ্বারোহীদের দ্বৈরথ, নাচ আর ভেনাসের পূজো। কিন্তু বিরাট ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা দেখবার জন্য পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে, তাই সকলেই সকাল সকাল শুতে গেল। পরদিন খুব ভোরেই সরাইখানাগুলো মহা হট্টগোল, ঘোড়ার ক্ষুরের খটাখট আর অস্ত্রশস্ত্রের ঝনাৎকারে মুখরিত হয়ে উঠল। লর্ডরা সব ঘোড়ায় চড়ে দলে দলে রাজপ্রাসাদের দিকে চলল। স্বর্ণকারদের কুশলী শিল্পকর্ম, সূচীশিল্প ও ইস্পাত-শিল্পসমন্বিত নানাবিধ মূল্যবান ও বিচিত্র সাজসজ্জা সকলেরই নজরে পড়ল। ঝকঝকে সব ঢাল, মুকুট, পোষাক, সুবর্ণ শিরস্ত্রাণ, বর্ম ও আলখাল্লার বিচিত্র সমাবেশ। সুদৃশ্য পোষাকে সজ্জিত লর্ডরা চলেছে অশ্বারোহণে, সদলে তাদের অনুগমন করছে নাইটরা; আর বর্শা উদ্যত করে মাথায় শিরস্ত্রান বেঁধে চলেছে পার্শ্বচরের দল। কেউ বন্ধনী দিয়ে ঢাল বেঁধে নিচ্ছে (প্রয়োজনীয় সব কাজই ঠিক ঠিক করা হচ্ছে); স্বেদসিক্ত ঘোড়াগুলো সোনার রাস কামড়ে ধরেছে; বর্মরক্ষকরা উখা ও হাতুড়ি নিয়ে ছোটাছুটি করছে; রাজকর্মচারীরা চলেছে পায়ে হেঁটে; আর ছোট লাঠি হাতে সাধারণ মানুষ চলেছে মাছির মত ঝাঁকে ঝাঁকে; যুদ্ধের সময়কার মত প্রচণ্ড শব্দ উঠছে বাঁশি, ভেঁপু, দামামা ও সানাইয়ের বাজনায়; সারা প্রাসাদ মানুষে মানুষে কাণায় কাণায় ঠাসা—এখানে তিনজন, ওখানে দশজন মিলে থিবিসের দুই নাইটকে নিয়ে তর্ক-বিতর্কে মেতে উঠেছে। কেউ বলছে এক রকম; অন্যরা বলছে, "ও রকম হবে।" কেউ কালো দাড়িওয়ালা লোকটার সঙ্গে একমত হচ্ছে, কেউ বা টাক-মাথা লোকটার কথায় সায় দিচ্ছে, আবার কেউবা বলিষ্ঠ মেষপালকের দলে। কেউ বলছে, ওর চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে জোর লড়বে। "তার কুঠারখানাই তো কুড়ি পাউন্ড ভারী।" সূর্য উঠবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই আলোচনাতেই সারা বাড়ি গমগম করতে লাগল।

সেই সংগীতে ও হট্টগোলে মহান থিসিয়ুসের ঘুম ভেঙে গেলেও সে

সুরম্য প্রাসাদে তার নিজ কক্ষেই অবস্থান করছিল। এমন সময় থিবিসের দুই নাইটকে সসম্মানে রাজপ্রাসাদে আনা হল। ডিউক থিসিয়ুস দেবতার মত সাজে সজ্জিত হয়ে গবাক্ষপার্শ্ববর্তী সিংহাসনে উপবেশন করল। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতা তাকে দর্শন করবার জন্য, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এবং তার নির্দেশ ও উপদেশাবলী শোনবার জন্য তার সামনে সমবেত হল। মঞ্চের উপর উঠে নকিব হাঁক দিতেই জনতা নিশ্চুপ হল। তখন সকলে তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছে দেখে সে মহান ডিউকের মনোবাসনা ঘোষণা করল।

"প্রভু তার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি বলেই স্থির করেছেন যে, এই প্রতিযোগিতায় সাধারণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে অকারণে মহৎ রক্তপাত হবে। তাই মৃত্যুকে পরিহার করবার উদ্দেশ্য তিনি প্রথম পরিকল্পনার পরিবর্তন করেছেন। ফলে, মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ঐ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কেউই তীর, দীর্ঘকুঠার, বা ক্ষুদ্র ছুরিকা সঙ্গে আনতে পারবে না; বা তীক্ষ্ণধার ছোট তরবারি কোমরে ঝুলিয়ে আনতে পারবে না। কোন মানুষই তীক্ষ্ণধার বর্শাসহ অশ্বপৃষ্ঠে হতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে একবারের বেশী আক্রমণ করতে পারবে না; ইচ্ছা করলে মাটিতে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার জন্য বর্শা ছোঁড়া যেতে পারে। যাকে বন্দী করা হবে তাকে হত্যা করা চলবে না; পরন্তু তাকে পাশেই প্রথিত বন্দী-দণ্ডের কাছে নিয়ে যেতে হবে; কিন্তু তাকে সবলে সেখানে নিয়ে যেতে হবে এবং সেখানেই রাখতে হবে। যদি দেখা যায় যে, কোন পক্ষের নেতা বন্দী হয়েছে, অথবা তার প্রতিদ্বন্দ্বী নিহত হয়েছে, তাহলেই ধরে নেওয়া হবে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ হয়েছে। ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন। অগ্রসর হোন, আর যথাশক্তি লড়ুন! দীর্ঘ তরবারি ও দণ্ডের সাহায্যে যুদ্ধ করুন। এবার শুরু করুন ঃ ডিউকের এই ইচ্ছা।"

মানুষের চীৎকার গগন স্পর্শ করল। উচ্চকণ্ঠে সানন্দে তারা বলতে লাগল, "যে প্রভু এতখানি সদাশয় যে কোন মহান নাইটের মৃত্যু চান না, ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন।" ভেরী আর ব্যাণ্ড বেজে উঠল। পশমের পরিবর্তে স্বর্ণবস্ত্রে সুসজ্জিত মহানগরের ভিতর দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি অশ্বপৃষ্ঠে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

মহান থিসিয়ুস প্রভুর মতই দুই থিবিসবাসীকে দুই পাশে নিয়ে ঘোড়ায়

চড়ে চলল। তার পশ্চাতে রাণী ও এমিলি, এবং তারপরে পদমর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন দল অগ্রসর হতে লাগল। এই ভাবে নগর অতিক্রম করে তারা প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে উপনীত হল। তখনও ছ'টা বাজে নি। রাণী হিপোলিটা, এমিলি ও অন্য মহিলাদের নিয়ে থিসিয়ুস তার চমৎকার আসনে বসল। জনতা তাদের আসনের দিকে ভীড় করতে লাগল। এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে মারুস-এর মন্দিরের নিম্নবর্তী দ্বারপথ দিয়ে প্রবেশ করল আর্কাইট। তার হাতে লাল পতাকা, সঙ্গে সমর্থনকারী একশ' নাইট। ঠিক সেই মুহূর্তে ভেনাস-এর মন্দিরের নিম্নবর্তী পূর্ব দ্বারপথে প্রবেশ করল পালামন। তার হাতে শ্বেত পতাকা, মুখ গর্বে উদ্ধত। সারা পৃথিবী খুঁজেও সকল দিক থেকে সম-প্রতিদ্বন্দ্বী এমন অন্য দুটি দলকে আপনারা কোথাও পাবেন না। কারণ দুটি দলের নির্বাচনই এমন সুসম হয়েছিল যে, কি শৌর্যে, কি মর্যাদায় বা বয়সে একদল অপর দল অপেক্ষা কোন বিষয়ে ভারী এমন কথা বলবার মত জ্ঞানী লোক কেউ ছিল না। তারপর তারা দুই সারি বেঁধে দাঁড়াল। কোন রকম চালাকি যাতে না ঘটতে পারে সেজন্য প্রত্যেকটি নাইটের নাম ঘোষণা করে তবে দ্বারপথ বন্ধ করে দেওয়া হল। চতুর্দিক থেকে চীৎকার উঠল ঃ "গর্বিত তরুণ নাইটগণ! এবার তোমাদের কর্তব্য পালন কর।"

নাকিবরা ছোটাছুটি বন্ধ করল। ভেরী ও বাঁশি বাজতে লাগল উচ্চ নিনাদে। অধিক বাগবিস্তার না করে এইটুকু বললেই হবে যে, উভয় পক্ষেই দৃঢ় মুষ্টিতে চলতে লাগল বর্শা, আর ঘোড়ার পেটে ধারালো কাঁটা বসে যেতে লাগল। কে যুদ্ধে সক্ষম, আর কে অশ্বারোহণে, সেটাই দেখবার বিষয়। বর্শার অগ্রভাগ ভারী ঢালের উপর পড়ে চুরমার হয়ে গেল, একজনের বাঁ বুকের পাঁজরে আঘাত লাগল। বর্শাগুলো আকাশপথে কুড়ি ফুট পর্যন্ত ছুটে গেল, রুপোর মত ঝকঝকে তরবারি আছড়ে পড়ল শিরস্ত্রাণের উপর। ঘণ লাল ধারায় রক্ত ছুটতে লাগল, প্রচণ্ড দণ্ডের আঘাতে অস্থি হল চূর্ণ-বিচূর্ণ। একজন নাইট সব চাইতে ভীড়ের জায়গাটা ভেদ করে ছুটে যেতে চেষ্টা করল; শক্তিশালী ঘোড়াগুলো টলে পড়ল। আর তাদের নীচে চাপা পড়ল অনেক মানুষ। জনৈক নাইট একটা বলের মত সকলের পায়ের নীচ দিয়ে গড়িয়ে গেল, একজন বা মাটিতে দাঁড়িয়ে তরবারির আঘাত হানতেই অপর জন ঘোড়া সমেত মাটিতে ছিটকে পড়ল। একজন আহত হয়ে অনেক

চেষ্টা সত্ত্বেও বন্দী হয়ে পড়ল ; তাকে নিয়ে যাওয়া হল বন্দী-দণ্ডের কাছে। নাইটদের ইচ্ছাক্রমে থিসিয়ুস মাঝে মাঝে তাদের বিশ্রামের সময় দেওয়ার ব্যবস্থা করেও দিল। অনেকবারই দুই থিবিসবাসী পরস্পরকে আক্রমণ করে কিছু কিছু ক্ষতিও করল। দুজনই দুজনকে অশ্বচ্যুত করল। পালামনের প্রতি আর্কাইটের যে আক্রোশ, গারগাফিয়া-র কোন হৃতশাবক ব্যাঘ্রীও বুঝি তার শিকারীর প্রতি ততখানি আক্রোশ পোষণ করে না। শত্রু আর্কাইটকে হত্যা করবার যে তীব্র বাসনা ছিল পালামনের অন্তরে, বেনমারিন-এর কোন ক্ষুধায় উন্মাদ হিংস্র সিংহও বুঝি পশ্চাদ্ধাবনরত শিকারীর রক্তের জন্য ততটা লালায়িত হয় না। উভয়ই পরস্পরের শিরস্ত্রাণ লক্ষ্য করে সক্রোধে আঘাত হানতে লাগল। দুয়েরই লাল রক্ত স্রোতধারার মত বয়ে চলল।

কিন্তু সব কিছুরই শেষ পরিণতি থাকবেই। সূর্যাস্তের আগেই শক্তিমান রাজা এমেট্রিয়ুস আর্কাইটের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত পালামনকে আক্রমণ করে তার দেহের মধ্যে স্বীয় তরবারি আমূল বসিয়ে দিল। তখন কুড়ি জন নাইট তাকে বন্দী করে, আটক করে টানতে টানতে বন্দী-দণ্ডের কাছে নিয়ে গেল। পালামনকে উদ্ধারের চেষ্টায় অগ্রসর হয়েও রাজা লাইকারগাস পরাস্ত হল। আবার বন্দী হবার আগে পালামন রাজা এমেট্রিয়ুসকে এমন আঘাত করেছিল যে যথেষ্ট শক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও সে অশ্বপৃষ্ঠ হতে এক তরবারির দূরত্বে সজোরে নিক্ষিপ্ত হল। কিন্তু সব বৃথা, পালামন বন্দী-দণ্ডে নীত হল। তার সাহসী হৃদয় কোন কাজেই লাগল না। জোর করেও বটে, আবার নিয়মের বশেও বটে, বন্দী হবার পরে সেখানে থাকতে তাকে বাধ্য করা হল।

পুনরায় যুদ্ধে যেতে না পারায় বেচারি পালামনের মত দুঃখী আর কে ছিল! অবস্থা দেখে থিসিয়ুস যোদ্ধাগণকে ডেকে বলল ঃ 'থামুন! আর নয় ; কারণ ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয়েছে! আমি উচিত বিচারই করব, পক্ষপাতী হব না। থিবিসের আর্কাইটই এমিলিকে পাবে ; ন্যায় যুদ্ধে তাকে জয় করা তারই ভাগ্যলিপি।" সঙ্গে সঙ্গে জনতা আনন্দে এমন দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করতে লাগল যে মনে হল, প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রটি বুঝি ভেঙে পড়বে।

এবার স্বর্গে বসে সুন্দরী ভেনাস কি করল? সে কিই বা বলল? তার মনোমত ফললাভ হল না দেখে প্রেমের দেবী এমন তীব্র ভাবে কাঁদতে লাগল যে তার অশ্রুধারা প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে ঝরে পড়তে লাগল। এ ছাড়া আর

কীই বা সে করতে পারে? সে বলল, "আমার লজ্জার শেষ নেই।"

শনি দেবতা বলল, "কন্যা, শান্ত হও! মারস-এর ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, তার নাইট পুরস্কার জিতেছে, কিন্তু আমার মাথার দিব্যি, শীঘ্রই তুমিও কিছু সান্ত্বনা লাভ করবে।"

ভেরীর শব্দ, সুউচ্চ সংগীত, আর নকিবদের উচ্চ ঘোষণা ও কোলাহলের ভিতর দিয়ে স্যার আর্কাইটের বিজয়-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ল। কিন্তু সে গোলমাল কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে অচিরেই যে মহা অলৌকিক কাণ্ড ঘটল সেই কাহিনী শ্রবণ করুন।

জনতা যাতে তার মুখ দেখতে পায় সে জন্য দুর্ধর্ষ আর্কাইট শিরস্ত্রাণ খুলে একটি যুদ্ধাশ্বে আরূঢ় হয়ে এমিলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সেই প্রকাণ্ড মঞ্চের চতুর্দিক ঘুরতে লাগল। এমিলিও বন্ধুর মতই তার দিকে তাকিয়ে রইল (স্ত্রীলোকরা সাধারণত ভাগ্যের নির্দেশেই তাদের অভিমত গঠন করে) তা দেখে আর্কাইটের মন পরমানন্দে পুলকিত হয়ে উঠল।

সহসা মাটির ভিতর থেকে একটা প্রচণ্ড শব্দ উঠল। শনি দেবতার অনুরোধে সেটা পাঠিয়েছে যম। সে শব্দে ভয় পেয়ে আর্কাইটের ঘোড়া একপাশে লাফ দিতেই উল্টে পড়ে গেল। কিছু বুঝে উঠবার আগেই আর্কাইট সজোরে ছিটকে মাটিতে উল্টে পড়ল। ঘোড়ার জিনের আঘাতে তার বুকের হাড় ভেঙে গেল। মরার মত সে মাটিতে পড়ে রইল। এত রক্ত তার মুখে উঠে এল যে সমস্ত মুখ কয়লার মত বা কাকের মত কালো হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মঞ্চ থেকে তুলে থিসিয়ুসের প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে বর্ম-চর্ম কেটে খুলে ফেলে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। তার মন-মেজাজ বেশ ভালই ছিল, কারণ সে তখনও জীবিত। তার জ্ঞানও ঠিক ছিল। সে বার বার এমিলিকে দেখতে চাইল।

সপারিষদ ডিউক থিসিয়ুস মহা আনন্দে জাকজমকের সঙ্গে এথেন্সে নিজ ভবনে ফিরে এল। দুর্ঘটনা সত্ত্বেও লোকজনদের সে দুঃখ দিতে চাইল না। লোকজনও বলতে লাগল যে, আর্কাইট মারা যাবে না, শীঘ্রই তার ক্ষত নিরাময় হয়ে যাবে। নাইটরাও একটা ব্যাপারে খুব খুশি ছিল; তাদের দলের কেউ নিহত হয় নি। তবে অনেকে গুরুতর আহত হয়েছে, বিশেষ করে একজন যার বুকের হাড় বর্শার আঘাতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে। অনেকে ভাঙা হাত বা অন্য ক্ষত সারাবার জন্য প্রলেপ ও তুকতাক ব্যবহার করেছে;

দ্রুত শক্তি ফিরে পাবার জন্য তারা ওষুধ এবং গাছ-গাছড়ার নির্যাসও খেয়েছে। মহান ডিউক তাদের কষ্ট বুঝতে পেরে সকলকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিল, সম্মান দিল এবং সারা রাত ধরে অতিথিদের মৌজে রাখবার যথোচিত ব্যবস্থা করল। কারও মনে কোন আক্রোশ রইল না ; সব কিছুকেই দ্বৈরথ বা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হিসাবে গ্রহণ করা হল। বাস্তবিক পক্ষেই কারও মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। একটি অসহায় মানুষকে বিশ জন নাইট মিলে ঘোড়া থেকে নামিয়েছে, বন্দী করেছে, এবং হাত-পা ধরে বন্দী-দণ্ডের কাছে নিয়ে গেছে ; আর রক্ষী ও ভৃত্যগণ তার ঘোড়াটাকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে,—এর মধ্যে অপমানের কিছু থাকতে পারে না। কেউই একে ভীরুতা বলতে পারে না। সুতরাং ডিউক থিসিয়ুস অচিরেই ঘোষণা করল, সব বিদ্বেষ ও ঈর্ষা বন্ধ করতে হবে। তারপর সে দুই পক্ষেরই সমান-সমান রণ-কৌশলের প্রশংসা করল, মর্যাদা অনুযায়ী উপহার বিতরণ করল এবং পুরো তিনদিন ব্যাপী এক ভোজ-সভার আয়োজন করল। তারপর প্রথাগতভাবে নগর থেকে একদিনের পথ অভ্যাগত রাজাদের সংগে যাবার পর তারা সকলেই সোজা পথে যার যার বাড়ির পথে চলে গেল। তখন শুধু মাত্র "বিদায়! শুভ দিন!" ছাড়া আর কিছু বলার রইল না। ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার কথা আর নয়। এবার ফিরে যাব পালামন ও আর্কাইটের কথায়।

আর্কাইটের বুক ফুলে উঠতে লাগল, ক্ষতের ব্যথাও ক্রমেই বাড়তে লাগল। শল্য-চিকিৎসার সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রক্তে পুঁজ জমে সমস্ত দেহকেই বিষাক্ত করে তুলল। রক্ত মোক্ষণ বা ওষধি প্রয়োগে কোন ফলই হল না ; দেহের নিজস্ব প্রতিরোধ-শক্তিও সে বিষকে বিদূরিত করতে পারল না। তার ফুসফুসের স্ফীতি দেখা দিল ; বুকের নীচেকার প্রতিটি মাংসপেশী বিষাক্ত ও রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ল। বমন বা বিরেচক ওষুধ সেবনেও রোগের কোন প্রতিকার হল না। সারা শরীর যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ; তার উপর প্রকৃতির আর কোন হাতই রইল না। আর এটা তো নিশ্চিত যে প্রকৃতি যেখানে অক্ষম সেখানে ওষুধের চির-বিদায়! তাকে গীর্জায় নিয়ে যাও। সুতরাং বোঝা গেল আর্কাইটের মৃত্যু হবেই।

ফলে সে এমিলি ও তার প্রিয় ভাই পালামনকে কাছে ডেকে যে কথা বলল আপনারা শুনুন : "আমার হৃদয় এতদূর বিষন্ন যে তুমি আমার একান্ত প্রিয়তমা হলেও তোমাকেও আমার দুঃখের কথা বলে বোঝাতে পারব না

আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচব না, তাই শপথ করে বলছি, আমার আত্মা সকলকে ফেলে তোমাকেই সেবা করবে। হায়, তোমার জন্য এত দীর্ঘ দিন ধরে কত দুঃখ, কত তীব্র যন্ত্রণাই না সহ্য করেছি! হায় আমার এমিলি! মৃত্যু এসে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেবে। হায় আমার হৃদয়ের রাণী, আমার পত্নী, আমার জীবনের প্রিয়তম জন! এই পৃথিবী কি? মানুষ কি চায়? এই মুহূর্তে একটি মানুষ পেল প্রিয়তমার সঙ্গ, আর পর মুহূর্তেই সে একাকী স্থান পেল শীতল সমাধির কোলে। আমার মিষ্টি এমিলি, বিদায়! ঈশ্বরের নামে বলছি, আমাকে তোমার দুই বাহুর মধ্যে সাদরে গ্রহণ কর, আর আমার কথা শোন।

"তোমার প্রতি আমার অনুরাগ ও আমার ঈর্ষার জন্য অনেক দিন ধরে আমারই ভাই পালামনের প্রতি বিবাদ ও বিদ্বেষ পোষণ করে এসেছি। এখন যেন জুপিটার এমন সুবিবেচনার সহিত আমার আত্মাকে পরিচালিত করেন যাতে আমি একজন প্রেমিক ও তার সব রকম প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের—অর্থাৎ সত্য, সম্মান, নাইটসুলভ গুণাবলী, বিজ্ঞতা, বিনয়, পদমর্যাদা, উচ্চ বংশ, উদারতা, এক কথায় মহত্ত্ব বলতে যা কিছু বোঝায় তার উপযুক্ত বিবরণ দিতে পারি। আশা করি জুপিটার আমার আত্মাকে গ্রহণ করবেন। আজ এই পৃথিবীতে পালামনের চাইতে ভালবাসার কোন যোগ্যতর মানুষের কথা আমি জানি না। পালামন তোমাকে ভালবাসে এবং সারা জীবন ভালবাসবে। তুমি যদি কখনও বিবাহ করতে চাও তাহলে সেই উদার-হৃদয় পালামনকে ভুলো না।

এই কথা বলতে বলতেই তার বাকরোধ হয়ে এল; মৃত্যুর শীতল হাত পা থেকে তার বুকে প্রসারিত হয়ে তাকে গ্রাস করল; দুটি বাহু সব জীবনী-শক্তি হারিয়ে ফেলল। এমন কি যখন সে নিজ অন্তরে মৃত্যুকে উপলব্ধি করল তখন যে অনুভূতি তার রুগ্ন হৃদয়ে বাসা বেঁধে ছিল তারও অবসান ঘটল। দুটি চোখে অন্ধকার নেমে এল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, তবু দুটি চোখ চেয়ে রইল এমিলির দিকে। "দয়া, এমিলি!"—এই তার শেষ কথা। তার আত্মা দেহ ছেড়ে দূরে চলে গেল। আমি তো কখনও সেখানে যাই নি, তাই বলতে পারি না কোথায় গেল। তাই আমি থামছি; আমি তো পাদরি নই। আমার পুঁথিতে আত্মার কোন বিবরণ আমি পাই নি; আর আত্মার গন্তব্যস্থল জানে বলে যারা দাবী করে তাদের মতের পুনরাবৃত্তি করবার কোন বাসনাও আমার নেই। আর্কাইট মৃত্যুতে শীতল; মারস তার আত্মাকে শান্তির পথে

নিয়ে চলুন। এবার এমিলির কথা বলব।

এমিলি আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল। পালামন কাঁদতে লাগল। থিসিয়ুস তৎক্ষণাৎ মূর্ছিতা ভগ্নিকে মৃতদেহের পাশ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপর সারাটা দিনরাত সে কেমন করে কেঁদে কেঁদে কাটাল সে কথা বললে কার কি লাভ হবে? এ সব ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীরা এতদূর শোকাভিভূত হয়ে পড়ে যে হয় এই ভাবে দুঃখপ্রকাশ করে, অথবা অসুস্থ হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই থিবিসবাসীর মৃত্যুতে সমগ্র এথেন্সের মানুষ যুবাবৃদ্ধনির্বিশেষে সীমাহীন দুঃখ ও অশ্রুজলে আপ্লুত হয়ে গেল। তার জন্য কাঁদল পুরুষ ও শিশুরা; সদ্য নিহত হবার পর হেক্টরের মৃতদেহ ট্রয়ে অনীত হলেও এত অশ্রুজল নিশ্চয় ঝরে নি। হায়, সে কী দুঃখ; লোকে গাল চাপড়াল, চুল ছিঁড়ল। স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করে বলতে লাগল, "এত সম্পদ আর এমিলিকে পেয়েও কেন তোমাকে মরতে হল?"

একমাত্র বৃদ্ধ পিতা ঈজিয়ুস ছাড়া আর কেউই থিসিয়ুসকে সান্ত্বনা দিতে পারল না। সেই বৃদ্ধ জানে, এ পৃথিবী কত ক্ষণস্থায়ী; পৃথিবীতে সে দেখেছে পতন-অভ্যুদয়, দেখেছে দুঃখ থেকে সুখে এবং আবার দুঃখে প্রত্যাবর্তন; এমন অনেক উদাহরণ সে দিল।

ঈজিয়ুস বলল, "পৃথিবীতে জীবিত না হলে যেমন কেউ মৃত হয় না, তেমনই জীবিত হলেই তার মৃত্যুও অনিবার্য। এই পৃথিবী দুঃখে-ভরা এক রাজ্য, আর আমরা যাত্রী হয়ে সেখানে আসা-যাওয়া করি। মৃত্যু সব পার্থিব যন্ত্রণার অবসান করে।" এ ছাড়াও এই একই ভাবে আরও অনেক কথা বলে বৃদ্ধ জ্ঞানীর মত সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

বহুবিধ কর্তব্যের মধ্যেও ডিউক থিসিয়ুস ভাবতে লাগল, সাহসী আর্কাইটের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান দেখাতে হলে কোন্ স্থানে তার সমাধি রচনা করা যায়। অবশেষে সে স্থির করল, যে সুন্দর সবুজ কুঞ্জবনে আর্কাইট ও পালামন প্রেমের দ্বন্দ্বে মেতে ছিল, যেখানে আর্কাইট ভোগ করেছিল কামনা, যন্ত্রণা ও প্রেমের তীব্র বহ্নি-জ্বালা, সেইখানে এমন একটি অগ্নিকুণ্ড রচনা করা হবে যার দ্বারা সৎকারের সব অনুষ্ঠান সমাধা করা যাবে। তখনি সে আদেশ দিল, সব প্রাচীন ওকগাছ কেটে চিতা-শয্যার জন্য থাকে থাকে সাজানো হোক। কর্মচারীরা দ্রুত পায়ে সে আদেশ পালনে ব্রতী হল। তখন থিসিয়ুস একটা

শবাধার আনিয়ে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান স্বর্ণবস্ত্র তার উপর বিছিয়ে দিল। সেই একই বস্ত্রে সে আর্কাইটকেও সাজিয়ে দিল ; তার হাতে পরিয়ে দিল শ্বেত দস্তানা, সবুজ লরেল পাতার মুকুট দিল মাথায়, আর তীক্ষ্ণধার উজ্জ্বল তরবারি দিল হাতে। মুখ অনাবৃত রেখে তাকে শবাধারে স্থাপন করে থিসিয়ুস করুণভাবে রোদন করতে লাগল। তারপর সকলেই যাতে আর্কাইটকে দেখতে পায় সেজন্য ভোর হতেই তাকে হল-ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। কান্নার শব্দে হল-ঘর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

তারপর এল শোকাতুর পালামন। এলোমেলো দাড়ি, ছাইমাখা উস্কোখুস্কো চুল, পরিধানে অশ্রুসিক্ত কালো পোষাক। সকলের চাইতে অধিক ক্রন্দনরতা হয়ে এল এমিলি ; তার শোকই তো সর্বাধিক। শেষকৃত্য যাতে আর্কাইটের মর্যাদা অনুযায়ী সমৃদ্ধ ও মহান হতে পারে সেজন্য থিসিয়ুস তিনটি বড় সাদা যুদ্ধাশ্বকে ইস্পাতের চকচকে সাজে সাজিয়ে স্যার আর্কাইটের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসজ্জা তার পিঠে চাপিয়ে সঙ্গে দিয়ে দিল। ঐ তিনটি ঘোড়ার মধ্যে প্রথম আরোহীর হাতে ছিল আর্কাইটের ঢাল ; অপর আরোহীর হাতে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা তারই বর্শা, আর তৃতীয় আরোহীর হাতে তার তুর্কী ধনুক (তাতে পালিশ-করা সোনার কারুকার্য)। শোকযাত্রী দল বিষণ্ণ মুখে অশ্বপৃষ্ঠে এগিয়ে চলল কুঞ্জবনের দিকে। উচ্চবংশীয় গ্রীকরা শবাধার ঘাড়ে নিল ; ধীর পদক্ষেপে অশ্রুসিক্ত রক্তবর্ণ চোখে নগরের প্রধান পথ ধরে তারা এগিয়ে চলল ; সারাটা পথ একখানা কালো কার্পেট সম্পূর্ণ ভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। পথের ডান পাশ ধরে পায়ে হেঁটে চলল বৃদ্ধ ঈজিয়ুস, আর অপর পাশ ধরে চলল ডিউক থিসিয়ুস। দুজনেরই হাতে মধু, দুধ, রক্ত আর সুরা-ভর্তি স্বর্ণভাণ্ড। অন্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পালামনও ছিল। আর ছিল এমিলি। শবাধারের ঠিক পিছনে বিষণ্ণ বদনে চলল এমিলি। প্রথামত সৎকার-অনুষ্ঠানের জন্য তার হাতে ছিল একটা মশাল।

সৎকার-অনুষ্ঠানে এবং চিতাশয্যা রচনায় যথেষ্ট জাঁকজমক ও বিধি-বিধান পালন করা হল। চিতাগ্নির শিখা আকাশের দিকে জিহ্বা মেলল। কাঠগুলি এতই প্রকাণ্ড যে আগুন চল্লিশ গজ পর্যন্ত বিস্তৃত হল। প্রথম স্তরে সাজানো হয়েছিল বোঝা বোঝা খড়। চিতার অন্য সব স্তর কিভাবে সাজানো হয়েছিল, এবং কি কি কাঠই বা ব্যবহার করা হয়েছিল—ওক, দেবদারু

ভুর্জপত্র, অ্যাস্পেন, অ্যাল্ডার, চিরসবুজ পপলার, উইলো, এম, প্লেন, অ্যাস, বক্স, বাদাম, লিন্ডেন, লরেল, মেপ্ল্, থর্ণ, বীচ, হিজল, ঝাউ বনগোলাপ, আর সে সব গাছ কি ভাবেই বা কাটা হয়েছিল—সে সব বিবরণ আমি দেব না। দীর্ঘকালের শান্ত ও শান্তির নীড় থেকে বিচ্যুত হয়ে অরণ্যের পরীরা, বনদেবতারা ও বনদেবীরা কিভাবে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে লাগল সে কথাও বলব না ; গাছগুলো কেটে ফেললে ভীতত্রস্ত পশু-পাখিরা কেমন করে উড়ে গেল ; যে অরণ্যভূমি সূর্যের আলো দেখতেও অভ্যস্ত নয় অগ্নিকুণ্ডের আলোয় সে কতটা ভয় পেল ; কেমন করে প্রথমে খড়ের স্তরে আগুন দেবার পরে তাকে তিনটি অংশে ভাগ করা হল—প্রথমে শুকনো কাঠ, তারপর কাঁচা কাঠ, গন্ধদ্রব্য, স্বর্ণবস্ত্র, মণি-মুক্তা, পুষ্পমালা, এবং সুগন্ধি নির্যাস ও ধূপ-ধুনা ; কেমন করে আর্কাইটকে এ সবের মাঝখানে শুইয়ে দেওয়া হল ; তার চারদিকে সাজানো দ্রব্যসমূহ ছিল কত মূল্যবান ; প্রথামত এমিলি কেমন করে চিতায় অগ্নি-সংযোগ করল ; অগ্নি প্রজ্জলিত হলে কি ভাবে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল ; কি ভাষায় সে তার শোককে প্রকাশ করল ; সমবেত সকলে প্রজ্জলিত চিতাগ্নিতে কি কি রত্ন নিক্ষেপ করল ; কেমন করে তারা নিজ নিজ ঢাল, বর্শা ও পরিধেয় পোষাক এবং পাত্রপূর্ণ সুরা, দুগ্ধ ও রক্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করল ; কেমন করে এক দল গ্রীক প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে ঘড়ির উল্টো গতিতে তিন বার চিতাগ্নিকে পরিক্রমা করল, এবং আরও তিনবার পরিক্রমা করল বর্শায় বর্শায় ঠোকাঠুকি করে ; কেমন করে মহিলারা একের পর এক তিনবার করে চোখের জল ফেলে কাঁদল ; কেমন করে এমিলিকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল ; কেমন করে আর্কাইটকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হল ; কেমন করে সকলে সারা রাত জেগে রইল ; আর কেমন করেই বা গ্রীকরা শোক-ক্রীড়াসমূহের অনুষ্ঠান করল—সে সব কোন কথাই আমি বলব না। তৈলসিক্ত দেহে মল্লযুদ্ধে কে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছিল, বা সব বিপদকে পরিহার করতে পেরেছিল, সে কথাও আমি বলতে চাই না। খেলা শেষ করে কেমন করে তারা এথেন্সে স্বগৃহে ফিরে গেল তাও বলব না। কিন্তু অচিরেই আসল ঘটনার উল্লেখ করে আমার দীর্ঘ কাহিনী শেষ করব।

বছরের পর বছর কেটে গেল। সমস্ত গ্রীকরা একমত হয়ে সব শোক ও কান্নার অবসান ঘটাল। তারপর কয়েকটি বিষয়ের আলোচনার জন্য এথেন্সে একটা পার্লামেণ্ট ডাকা হল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কতকগুলি দেশের সঙ্গে

প্রি   ঠা এবং বিজিত থিবিসের পরিচালনার প্রশ্নও তোলা হল। মহান   সিয়ুস তখন পালামনকে ডেকে পাঠাল। সেও কোন কিছু না ে   ই দুঃখের কালো পোষাক পরে দ্রুত হাজির হল। তারপর থিসিয়ুস এ মলিকে ডেকে পাঠাল। দুজন এসে আসন গ্রহণ করল। সমস্ত পার্লামেন্ট স্তব্ধ। জ্ঞানপূর্ণ ভাষণ দেবার আগে থিসিয়ুস কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রইল। তারপর যথারীতি সে চোখ বুজল, গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল এবং গম্ভীর মুখে তার অভিমতকে ভাষায় প্রকাশ করল ঃ

"আমাদের প্রথম সৃষ্টিকর্তা একটি মহৎ উদ্দেশ্য ও বাসনা নিয়ে সুন্দর প্রেমের শিকলটি তৈরি করেছিলেন। কেন এটা তৈরি করলেন এবং এটা দিয়ে কি করবেন তা তিনি ভালভাবেই জানতেন। এই সুন্দর প্রেমের শিকল দিয়ে তিনি সবাইকে বেঁধে রাখলেন, যাতে কেউ অগ্নিতে, বাতাসে, জলে ও স্থলে কোথাও পালাতে না পারে। সেই একই রাজপুত্র ও সৃষ্টিকর্তা এই হতভাগ্য পৃথিবীতে সৃষ্ট প্রতিটি মানুষ ও দ্রব্যকে একটা নির্দিষ্ট সময় দিয়ে দিয়েছেন যার বাইরে তারা কখনও যেতে পারে না, যদিও সে সময়কে তারা সংক্ষিপ্ত করতে পারে। এ কথা প্রমাণের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ অভিজ্ঞতাতেই এটা স্বতঃসিদ্ধ। তথাপি আমার অভিমত আমি প্রকাশ করতে চাই। এই ব্যবস্থা থেকেই মানুষ বুঝতে পাবে যে সৃষ্টিকর্তা শাশ্বত ও সনাতন। নির্বোধ না হলে যে কোন মানুষ জানে যে, সমগ্র থেকেই অংশের উদ্ভব। কাজেই কোন বিভক্ত পদার্থ থেকে প্রকৃতির আরম্ভ হয় নি, হয়েছে একটি পরিপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ সমগ্র থেকে, তারপর ধাপে ধাপে নামতে নামতে সে মরণশীল হয়ে পড়েছে। সুতরাং তার বিজ্ঞ বিধানে বিভিন্ন জীবের অগ্রগতির এমন সুব্যবস্থাই তিনি করেছেন যাতে তারা বংশ বংশ ধরে পর্যায়ক্রমে বেঁচে থাকবে, কিন্তু অনন্তকাল বাঁচবে না। এক দৃষ্টিতেই এ কথা আপনারা নিশ্চয় দেখতে ও বুঝতে পারছেন।

"ওক গাছটার দিকে তাকান, প্রথম অংকুরিত হবার মুহূর্ত থেকে ক্রমাগত বেড়ে এটা দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে, তথাপি শেষ পর্যন্ত এর মৃত্যু হবে।

"পায়ের নীচের যে কঠিন পাথরের উপর আমরা অবিরাম পদক্ষেপ করে হেঁটে বেড়াই, ভেবে দেখুন, পথের পাশে সেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রশস্ত নদী একদিন শুকিয়ে যায়। বড় বড় শহর বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ থেকেই বুঝতে পারছেন, সব কিছুরই বিনাশ আছে।

"পুরুষ ও নারীর কথা যখন ভাবি, তখনও দেখি রাজা এবং ভৃত্য সমভাবে হয় যৌবনে না হয় বার্ধক্যে মৃত্যুমুখে পতিত হবেই। কেউ শয্যায় মারা যায়, কেউ বা গভীর সমুদ্রে, আবার কেউ বা অপরের চোখের সামনে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। এর হাত থেকে অব্যাহতি নেই, সকলেই এক পথের যাত্রী। কাজেই আমি বলতে পারি যে সব কিছুই মরনশীল।

"সব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা রাজা জুপিটার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে সকলকেই সেই মূল পদার্থে পরিণত করেন যেখান থেকে তারা এসেছিল,—এ ছাড়া মৃত্যুর আর কি আসল ব্যাখ্যা থাকতে পারে? পদমর্যাদা যাই হোক, কোন জীবিত প্রাণীরই এই সত্যের বিরুদ্ধে তর্ক করে কোন লাভ নেই।

"কাজেই আমার তো মনে হয়, অনিবার্যকে মেনে নিয়ে যা অপরিহার্য, বিশেষ করে যা আমাদের সকলেরই পরিণাম, তাকে স্বীকার করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এ নিয়ে যে অসন্তুষ্ট হয় সে নির্বোধ এবং সর্বনিয়ন্তা সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। যে মানুষ তার পূর্ণ বিকাশের ক্ষণে নিশ্চিত যশের মুখে দাঁড়িয়ে মৃত্যু বরণ করে সেই পায় শ্রেষ্ঠ সম্মান, নিজের উপরে বা বন্ধুদের উপরে কোন অসম্মানকে সে নামতে দেয় না। সুতরাং সুনাম যখন বার্ধক্যের ভারে বিবর্ণ হতে থাকে এবং যখন সব কীর্তি-কথা লোকে ভুলে যায়, তখন মৃত্যু ঘটার চাইতে পূর্ব অবস্থায় মৃত্যু হলেই তো তার বন্ধুদের অধিকতর সুখী হওয়া উচিত। কাজেই যশের দিক থেকে বিচার করলে কেউ যখন সর্বাধিক খ্যাতিমান হয় তখনই তার মৃত্যু শ্রেয়।

"এ ছাড়া অন্য মত পোষণ করা একগুয়েমি। শৌর্যের প্রস্ফুটিত ফুলের মত সাহসী আর্কাইট যখন জীবনের কর্তব্য পালন করে সসম্মানে এ জীবনের ঘৃণিত কারাগার ছেড়ে চলে গেছে, তখন কেন আমরা অসন্তুষ্ট হব, দুঃখিত হব? যে স্ত্রী এবং ভাই তাকে এত ভালবাসত তারাই বা তার জন্য শোক করবে কেন? সে কি তাদের ধন্যবাদ জানাতে আসবে? না, ঈশ্বর জানেন, মোটেই না। তারা অন্যায় করছে তার আত্মার প্রতি, নিজেদের প্রতি; অথচ ভাগ্যের কোন পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাদের নেই।

"দুঃখকে পরিহার করে আমরা যেন সুখী হই, আর জুপিটারকে তার দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই,—আমার এই দীর্ঘ ভাষণের এ ছাড়া আর কি উপসংহার হতে পারে? এখান থেকে যাবার আগে আমি আরও বলি, দুটি দুঃখ থেকে আমরা যেন একটি পূর্ণ শাশ্বত আনন্দ লাভ করতে পারি।

এবার বিবেচনা করুন, সর্বাধিক দুঃখ যেখানে আছে সেখান থেকেই তো আমাদের সংশোধন শুরু করতে হবে।

সে বলল, "ভগ্নী, পার্লামেণ্টের পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি: প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই সাহসী পালামন কায়-মন-বাক্যে তোমাকে ভালবেসেছে, তাই তোমার নাইট পালামনের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে তুমি তাকে প্রভু ও স্বামীরূপে গ্রহণ কর। এই আমাদের সিদ্ধান্ত, কাজেই তোমার হাতখানি বাড়াও। তোমার নারী-হৃদয়ের করুণা আমাদের দেখাও। সেও একজন রাজভ্রাতার পুত্র; দরিদ্র পার্শ্বচর হলেও বিশ্বাস কর, তোমার প্রেমের জন্য বহুবর্ষ ধরে যে কষ্ট সে সহ্য করেছে তাই তাকে তোমার যোগ্য করে তুলেছে। প্রকৃত করুণার আসন শুষ্ক বিচারের অনেক ঊর্ধ্বে হওয়াই উচিত।"

তারপর থিসিয়ুস পালামনকে বলল: "এই প্রস্তাবে তোমার সম্মতি পাবার জন্য দীর্ঘ বক্তৃতা করতে হবে বলে মনে করি না। কাছে এস, তোমার স্ত্রীর হাত ধর।"

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সর্বজনের সমক্ষে তারা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হল; পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে পালামন এমিলিকে বিয়ে করল। যে মানুষটি প্রেমের জন্য অনেক মূল্য দিয়েছে, বিরাট এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরও তাকে দিলেন প্রেম। পালামনও সর্বতঃসন্তুষ্ট হয়ে সুখ, সম্পদ ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে বাস করতে লাগল। এমিলি এমন একান্ত করে তাকে ভালবাসত, আর সেও এমন সদয়ভাবে এমিলির সেবা-যত্ন করত যে দুজনের মধ্যে কখনও কোন বিরূপ বাক্যালাপ বা অন্য কোন অসুবিধা দেখা দেয় নি।

পালামন ও এমিলির কথা এখানেই শেষ। এই সুন্দর দম্পতিকে ঈশ্বর রক্ষা করুন। আমেন। নাইটের কাহিনী এখানেই শেষ হল।

যাঁতাওয়ালার কাহিনী

সরাইওয়ালা এবং যাঁতাওয়ালার মধ্যে কথোপকথন: নাইটের কাহিনী শেষ হলে দলের যুবক ও বৃদ্ধ সকলেই, বিশেষ করে ভদ্রজনেরা বলল, এটা একটা স্মরণীয় মহৎ কাহিনী। আমাদের সরাইওয়ালা হেসে উঠে শপথ করে বলল: "আমি উন্নতির আশা করি, তাই; সব কিছুই ভালভাবে চলছে;

থলের মুখ খোলাই আছে। এ খেলার শুরুটা তো বেশ ভালই হয়েছে, এবার দেখতে হবে পরবর্তী কাহিনী কে বলবে। সন্ন্যাসী ঠাকুর, নাইটের মত কিছু জানা থাকলে এবার আপনি একটি কাহিনী বলুন।"

যাঁতাওয়ালাটি তখন মদ খেয়ে খেয়ে একেবারে ফ্যাকাসে মেরে গেছে। এমন কি ঘোড়ার পিঠেও যেন বসে থাকতে পারছিল না। সে মাথার ঢাকনা বা টুপিটাও খুলতে ইচ্ছুক নয়; কারও সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারও করতে চায় না। শপথ-বাক্য উচ্চারণ করে সে চেঁচিয়ে উঠল, "খৃস্টের বাহু, রক্ত আর অস্থির নামে দিব্যি করে বলছি, এই পরিবেশের উপযোগী একটা মহান কাহিনী আমি জানি; সে কাহিনী নাইটের কাহিনীরই সমতুল্য।"

তাকে মদে চুর হওয়া অবস্থায় দেখে সরাইওয়ালা বলল: "ভাই রবিন, তুমি একটু অপেক্ষা কর; প্রথম ভালমানুষদের কেউ তার কাহিনী বলুক। তুমি অপেক্ষা কর, আমাদের বিবেচকের মত কাজ করতে দাও।"

যাঁতাওয়ালা বলে উঠল, "ঈশ্বরের দোহাই, আমি অপেক্ষা করব না। আমি বলবই, অন্যথায় তোমাদের দল ছেড়েই চলে যাব।"

সরাইওয়ালা বলল, "শয়তান তোমাকে ভর করেছে যখন তখন বল। বোকা কোথাকার; মদই তোমার মাথা খেয়েছে।"

যাঁতাওয়ালা বলল, "শুনুন সর্বজন! প্রথমেই বলছি, আমি মাতাল। আমার কথা শুনেই সেটা আমি বুঝতে পারছি। কাজেই অশোভন কিছু যদি বলে ফেলি, সেজন্য দয়া করে সাউথওয়ার্কের মদকেই দায়ী করবেন। আমি বলব এক ছুতোর ও তার বৌয়ের কাহিনী—একজন পাদরি কেমন করে ছুতোরকে বোকা বানিয়েছিল সেই কাহিনী।"

দরজি বাধা দিয়ে বলল, "তোমার বকবকানি থামাও তো! থামাও তোমার মাতালের অর্থহীন খিস্তি। কোন মানুষের নিন্দা করা বা অখ্যাতি রটনা করা, অথবা এই সব গাল-গল্পের মধ্যে বৌদের টেনে আনা পাপ ও মহামূর্খামি। বলবার মত আরও অনেক কথাই তো আছে।"

মাতাল যাঁতাওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল: "ভাই অসওয়াল্ড, যার স্ত্রী নেই সে ভ্রষ্টা স্ত্রীর স্বামীও হতে পারে না। তা বলে আমি বলছি না যে তুমিও তাই। সতী স্ত্রীও অনেক আছে, প্রতি একজন খারাপ হলে হাজার জন ভাল; মাথা খারাপ না হয়ে থাকলে সে কথা তুমিও জান। আমার গল্পের বেলায় তুমি আগেই ক্ষেপে গেলে কেন? ঈশ্বর জানেন, আমারও বৌ আছে,

যেমন তোমার আছে ; অথচ যে ষাঁড় আমার লাঙ্গল টানে তার নামেই বলছি, আমি তো নিজেকে কখনও ভ্রষ্টা স্ত্রীর স্বামী বলে মনে করে গোলযোগের ভাগী হব না। আমি বিশ্বাস করব যে আমি তা নই। ঈশ্বরের বা স্ত্রীর গোপন কথা নিয়ে কোন স্বামীরই কৌতূহলী হওয়া উচিত নয়। ঈশ্বর যতক্ষণ যথেষ্ট দিচ্ছেন তখন বাকি জিনিস নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা উচিত নয়।"

এই যাঁতাওয়ালা কারও কথায় কান না দিয়ে তার নিজের মত করেই তার ইতর গল্পটা বলল, এর বেশী আর কিছু বলবার নেই। এখানে সে কাহিনী পুনরায় বলতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। সুতরাং সৎশিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিটি মানুষের কাছে ঈশ্বরের নামে অনুরোধ জানাচ্ছি, তারা যেন না মনে করেন যে, অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এ কাহিনী বলছি ; কিন্তু ভাল-মন্দ সব কাহিনী বলতে আমি বাধ্য, অন্যথায় আমাকে মিথ্যাবাদী হতে হবে। কাজেই কেউ যদি এ গল্প শুনতে না চান, তিনি পাতা উল্টে অন্য গল্প বেছে নিতে পারেন। কারণ ভদ্রতা, নৈতিকতা ও পবিত্রতা নিয়ে রচিত ছোট-বড় প্রচুর গল্প তারা পাবেন। আপনাদের নির্বাচন যদি খারাপ হয় সেইজন্য আমাকে দোষ দেবেন না। যাঁতাওয়ালা একটা বাজে লোক ; সে কথা আপনারা ভালই জানেন। দরজি এবং আরও অনেকেই সেই দলের ; তারা দুজনই ইতর গল্প বলেছে। এই কথা ভেবে আমাকে দোষ দেবেন না। আর খেলাটাকে খুব গুরুগম্ভীর করে তোলাও তো ঠিক নয়।

এবার শুরু করছি যাঁতাওয়ালার কাহিনী : এক সময়ে অক্সফোর্ডে এক ধনী ছুতোর বাস করত। সে তার বাড়িতে বিদ্যার্থীদের রাখত। কলা বিভাগের একটি দরিদ্র ছাত্র তার বাড়িতে থাকত। জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রতি তার খুব ঝোঁক ছিল। ছাত্রটি অনেক রকম সমস্যার সমাধান করতে পারত : কেউ যদি কোন সময় জিজ্ঞাসা করত, কখন খরা হবে বা বর্ষা হবে, অথবা কোন্ বিশেষ পরিবেশে কি ঘটবে, সে সবেরই জবাব সে দিতে পারত ; অবশ্য তার সব বিবরণ আমি দিতে পারব না।

এই বিদ্যার্থী পাদরিটির নাম ছিল চতুর নিকোলাস। গুপ্ত প্রণয় ও সুখ-সম্ভোগের ব্যাপার সে জানত। সে সব বিষয়ে সে খুব চতুর ও সতর্ক, যদিও এমন ভাব দেখাত যেন সে কুমারী মেয়ের মত ভীরু। সেই বোর্ডিং-বাড়িতে তার একটা নিজস্ব ঘর ছিল। ঘরটা মিষ্টি গাছ-গাছড়া দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো।

সে নিজেও ছিল যষ্টিমধু বা আদার মত মিষ্টি গন্ধে ভরপুর। তার Almageste, তার ছোট-বড় অন্য সব পুঁথি, তার জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, তার গণনা-যন্ত্র,—সব কিছুই বিছানার মাথার কাছে তাকের উপর সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা থাকত। সে প্রথমে Angelus ad Virginem এবং পরে "King's Note" গাইত। সকলেই তার সুকণ্ঠের প্রশংসা করত। এই ভাবে নিজের উপার্জনে ও বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার-কর্জ করে এই মিষ্টিস্বভাবের পাদরিটির দিন কাটত।

ছুতোর মশায় তখন সবে বিয়ে করেছে। মেয়েটিকে সে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসে। তার বয়স আঠারো বছর। লোকটি ছিল ঈর্ষাপরায়ণ, আর মেয়েটির উপর কড়া নজর রাখত। কারণ মেয়েটি ছিল যুবতী ও দুরন্ত, আর সে ছিল বৃদ্ধ, তাই সে মনে করত তার স্ত্রী হয় তো ভ্রষ্টা হয়ে যাবে। নিজে মূর্খ ছিল বলেই কেটো-র এ উপদেশটি সে জানত না যে, নিজের মত একটি স্ত্রীলোককে বিয়ে করাই পুরুষের উচিত। কোন সমবয়সী মেয়েকেই বিয়ে করা উচিত, কারণ যৌবনে ও বার্ধক্যে কখনও খাপ খায় না। কিন্তু সে যখন ফাঁদে পড়েছে, তখন অন্য লোকের মত তাকেও সে বোঝা বইতেই হবে।

স্ত্রীটি সুন্দরী, তার দেহ ভোঁদড়ের মতই পরিচ্ছন্ন ও কমনীয়। একটা চেক-কাটা রেশমের বন্ধনী সে পরত, তার কোমর ঘিরে থাকত ঝালর-লাগানো একটা দুধ-সাদা এপ্রন। তার ঢিলে ফ্রকটাও সাদা; সেটার সামনে-পিছনে, ভিতরে-বাইরে এবং কলারের চারদিকে কয়লা-কালো রেশমের নক্সা-কাটা। মাথার সাদা ঢাকনা বাঁধবার দড়িও কলারের কাপড় দিয়ে তৈরি, চুল বাঁধবার চওড়া রেশমের ফিতেটা মাথার উপর চূড়া করে বসানো। চোখ দুটি সত্যি চটুল। পাতলা ভুরু দুটি বাঁকানো ও বুনো ফলের মত কালো। তাকে দেখতে একটি সদ্য বেড়ে-ওঠা তরুণ ন্যাসপাতি গাছের চাইতেও রমণীয়, আর মেষের লোমের চাইতেও সে নরম। রেশমের ঝোম্পা ঝোলানো ও ধাতুর কাজ-করা একটা চামড়ার টাকার থলি তার বন্ধনীর সঙ্গে ঝুলে থাকত। সারা পৃথিবীতে এমন কোন বহু-অভিজ্ঞ জ্ঞানী লোক নেই যে এমন একটি উৎফুল্ল প্রিয়া বা কুমারী মেয়েকে কল্পনাও করতে পারে। "টাওয়ার"-এর টাকশালে নতুন তৈরি মুদ্রার চাইতেও উজ্জ্বল তার রং। গোলাবাড়িতে উপবিষ্ট চাতক পাখির মতই উচ্চ আর প্রাণময় তার গান। তাছাড়া মায়ের পিছনের ছাগলছানা

বা বাছুরের মতই সে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করতে পারে। তার মুখ মধু বা আসবের মত, অথবা খড় বা পাতার উপর সাজানো আপেলের মত মিষ্টি। সে বাচ্চা ঘোড়ার মতই চঞ্চল, আর মাস্তুল বা দণ্ডের মত দীর্ঘ ও খাড়া। ঢালের উপরকার মোহরাংকের মত বড় একটা ব্রুচ সে তার নীচু কলারের উপর পরে। পায়ে উঁচু করে ফিতে-বাধা জুতো। সে যেন একটি প্রিমরোজ বা ট্রিলিয়াম ফুল,—যে কোন লর্ডের শয্যার শোভাবর্ধনের বা যে কোন রাজকর্মচারীকে বিয়ে করবার উপযুক্ত সে।

এবার, মশায়, এবং আবার, মশায়, একদিন হল কি, স্বামীটি ওসেনি-তে চলে যাবার পর চতুর নিকোলাস তরুণী বঁধুটির সঙ্গে ফস্টিনস্টি শুরু করে দিল (এই সব পাদরিরা চালাক-চতুরই হয়ে থাকে) ; তার দুটি পায়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "প্রাণেশ্বরী, তোমাকে পাবার জন্য আমার জ্বলন্ত কামনা যদি চরিতার্থ করতে না পারি, তাহলে আমি নিঘাৎ মরে যাব।" তারপর দুই নিতম্ব জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, "প্রাণেশ্বরী এখনই আমার সঙ্গে প্রেম কর, নইলে আমি মরে যাব। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।"

বাচ্চা ঘোটকির মত সে লাফ দিয়ে সরে গেল। দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "আমি তোমাকে চুম্বন করব না, বিশ্বাসঘাতিনী হব না। নিকোলাস, থাম, আমাকে একা থাকতে দাও, নইলে আমি সাহায্যের জন্য চীৎকার করব। হাত সরিয়ে নাও ; কোথায় গেল তোমার ভদ্রতা।"

নিকোলাস তখন ক্ষমা চাইল ; এমন ভাবে কথা বলতে লাগল ও এতই আকুল ভাবে নিজেকে তার হাতে সঁপে দিল যে, শেষ পর্যন্ত মেয়েটি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করল, কেণ্ট-এর সেণ্ট টমাসের নামে শপথ করে জানাল সুযোগ পেলেই তার ইচ্ছা মত কাজ সে করবে। বলল, "আমার স্বামী এতদূর ঈর্ষাপরায়ণ যে তুমি যদি ধৈর্য ধরে সঙ্গোপনে অপেক্ষা না কর তাহলে আমি মারা পড়ব। সমস্ত ব্যাপারটাকে একান্তভাবে গোপন রাখবে।"

নিকোলাস বলল, "সেজন্য ভেব না। একজন ছুতোরকেই যদি বোকা বানাতে না পারব তাহলে বৃথাই এতদিন সময় নষ্ট করেছি।" তাই বলছিলাম, এইভাবে দুজনে একমত হয়ে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল।

মাঝে মাঝেই নিকোলাস মেয়েটির শরীরে হাত বুলোত, তাকে আদর করে চুমু খেত। তারপর তারের যন্ত্রটি নামিয়ে মনের সুখে নানা রকম সুর বাজাত।

তারপর হল কি এক পবিত্র দিনে এই সতী স্ত্রীটি যীশুর ভজনা করবার জন্য গ্রাম্য গীর্জায় গেল। কাজকর্ম সেরে এত যত্ন করে সে গা ধুলো যে তার কপাল দিনের আলোর মত ঝকঝক করতে লাগল। এদিকে ওই গীর্জায় একজন গ্রাম্য পাদরি ছিল ; তার নাম এবসালম। তার কোকড়ানো চুল সোনার মত উজ্জ্বল ; মাঝখানে সিঁথি করে সেই মস্ত পাখার মত ছড়ানো চুল দুই দিকে ভাগ করা। তার গাল দুটি লাল, চোখ দুটি হাঁসের মত নীল, সেণ্ট পল্‌স্‌ গীর্জার জানালার মত মুখ-খোলা জুতো পরে সে মনোরম ভঙ্গীতে হাঁটে। লাল মোজা ও অসংখ্য সুন্দর লেস লাগানো হাল্কা নীল রংয়ের কোটে সে বেশ পরিপাটিভাবে সুসজ্জিত। তার উপরে পরেছে প্রস্ফুটিত ফুলের মত সাদা জোব্বা। হাসিখুসি এই যুবক, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন, রক্তমোক্ষণ করতে, চুল-দাড়ি কাটতে, এবং জমির দলিল তৈরি করতে জানত। অক্সফোর্ডীয় কায়দায় সামনে-পিছনে পা ফেলে ফেলে সে কুড়িটি বিভিন্ন ভঙ্গীতে নাচতে পারত এবং ছোট বেহালায় গান বাজাতে ও সময় সময় উচ্চগ্রামে গান গাইতেও পারত। গীটারও বেশ ভাল বাজাতে পারত। সারা শহরে এমন কোন মদের দোকান বা হোটেল নেই যেখানে সুরা-পসারিনীরা কাজ করে অথচ সে সেখানে স্ফূর্তি করতে যায় নি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি হৈ-হল্লা করার ব্যাপারে সে একটু খুঁতখুঁতে, আর কথাবার্তায়ও সংযত।

সেই বিশেষ পবিত্র দিনে এই হাসিখুসি আমুদে এবসালম একটা ধুনুচি হাতে নিয়ে ধূপ-ধুনা পোড়াতে পোড়াতে গ্রাম্য স্ত্রীদের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে সকলের দিকে, বিশেষ করে ছুতোরের স্ত্রীর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাতে লাগল। সে স্ত্রীলোকটি এত সুন্দরী, এত মিষ্টি, আর এতই চঞ্চলা যে তার দিকে তাকিয়ে লোকটির আনন্দের সীমা রইল না। আমি জোর করে বলতে পারি, স্ত্রীলোকটি যদি ইঁদুর হত আর সে হত বিড়াল, তাহলে সেই মুহূর্তেই সে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। গ্রাম্য পাদরি এই আমুদে এবসালমের হৃদয় এতই ভালবাসার কাঙাল যে কোন স্ত্রীলোকের কাছ থেকেই সে টাকা-পয়সা নিত না ; সে বলত, ভদ্রতাবোধের জন্যই সে অর্থ গ্রহণে অক্ষম।

সেদিন রাতে উজ্জ্বল চাঁদ উঠলে এবসালম গীটারটা হাতে নিয়ে কামপীড়িত অন্তরে একজন শয্যাসঙ্গিনীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। মোরগ ডাকবার কিছুক্ষণ পরেই সে ছুতোরের বাড়িতে হাজির হল এবং দেয়ালে বসানো

জানালার নীচে গিয়ে দাঁড়াল।

গীটারের তালে তালে অনুচ্চ মৃদুকণ্ঠে সে গাইতে লাগল, "ওগো প্রিয়া, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, দয়া করে আমার প্রতি করুণা কর।"

ছুতোরের ঘুম ভেঙে গেল। গান শুনতে পেয়েই সে স্ত্রীকে বলল, "ও কি! এলিসন, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না, এবসালম তোমার শোবার ঘরের নীচে দাঁড়িয়ে গান করছে?"

তখন সে স্বামীকে বলল, "হ্যাঁ জন, ঈশ্বর জানেন, আমি সবই শুনছি।"

এই রকমই চলতে লাগল, ভালর থেকে ভাল আর কে কি চাইতে পারে? দিনের পর দিন হাসিখুসি এবসালম তাকে প্রেম নিবেদন করে চলল। ক্রমে সে প্রেম-পাগলা হয়ে উঠল। কি দিনে কি রাতে সে ঘুমুতে পারে না; ঢেউ-খেলানো চুলে চিরুনী চালিয়ে সে সুন্দরভাবে সাজে, লোক পাঠিয়ে তাকে প্রেমনিবেদন করে বলে, সে তার চাকর হয়ে থাকবে; নাইটিঙ্গেল পাখির মত কাঁপা গলায় গান গায়, তার জন্য মিষ্টি মদ, আসব, মশলাদার বীয়ার, ও হাতে-গরম পিঠে পাঠায়, শহুরে মানুষ বলে টাকাও পাঠায়। কারণ কাউকে জয় করা যায় মূল্যবান উপহার দিয়ে, কাউকে আঘাত করে, আবার কাউকে বা সৌজন্য দিয়ে।

আমুদে স্বভাব ও সব রকম পারদর্শিতার পরিচয় দিতে একদিন সে রঙ্গ-মঞ্চে হেরড-এর ভূমিকায় অভিনয়ও করল। কিন্তু তাতে কি ফল সে পেল? এলিসন চতুর নিকোলাসকে এতই ভালবাসত যে এবসালমের পক্ষে সেখানে পাত্তা পাওয়া কঠিন। এত চেষ্টার বিনিময়ে সে শুধু ঘৃণাই পেল। বস্তুত, সে এবসালমকে নিয়ে বাঁদর নাচাতে লাগল, তার সব ঐকান্তিকতা মেয়েটার কাছে তামাসা হয়ে দাঁড়াল। বহুবার শ্রুত এই প্রবাদ-বাক্যটি খুবই খাঁটি: "যে চালাক লোকটি কাছে থাকে, দূরের লোককে সে আরও দূরে তাড়িয়ে দেয়।" এবসালম তার প্রেমে যতই পাগল হোক বা ক্রুদ্ধ হোক, যেহেতু সে থাকে এলিসনের দৃষ্টি থেকে দূরে, তাই কাছের মানুষ নিকোলাস তাকে ছাড়িয়ে গেল। এবার, হে চতুর নিকোলাস, যত পার সুযোগ কাজে লাগাও, কারণ এবসালম "হায়-হায়" করেই কেঁদে মরবে।

একদিন ছুতোরমশায় ওসেনি চলে গেল। এলিসন আর নিকোলাস ঠিক করল, বেচারি সন্দেহবাতিকগ্রস্ত স্বামীকে ফাঁকি দেবার একটা ভাল ফন্দি নিকোলাস আঁটবে, আর সেই ফন্দি খেটে গেলে দুজনেরই মনোবাসনামত সারা

রাত সে নিকোলাসের বাহুলগ্না হয়ে ঘুমোবে। নিকোলাসকে বেশী বলতে হল না, সঙ্গে সঙ্গেই সে ফন্দিমত কাজে লেগে গেল। নিঃশব্দে দু-একদিনের মত খাদ্য-পানীয় নিজের ঘরে মজুত করে এলিসনকে পরামর্শ দিল. তার স্বামী নিকোলাসের খোঁজ করলে সে যেন বলে, তার কথা সে জানে না এবং সারাদিন তাকে চোখেও দেখে নি ; তবে মনে হয় তার অসুখ করেছে, কারণ দাসীর অনেক ডাকাডাকিতেও সে সাড়া দেয় নি।

সারা শনিবার এই চলল ; নিজের ঘরে চুপচাপ থেকে খেয়ে, ঘুমিয়ে, যা-খুশি করে নিকোলাস রবিবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাটিয়ে দিল। নির্বোধ ছুতোর বিস্মিত হয়ে ভাবল, তাই তো, নিকোলাসের হল কি। বলল ঃ "সেণ্ট টমাসের নামে বলছি, নিকোলাসের খারাপ কিছু হয়েছে বলে ভয় হচ্ছে। ঈশ্বর না করুন, বেচারি হঠাৎ না মারা যায় ! পৃথিবীতে সব কিছুই ক্ষণ-স্থায়ী। আজই দেখলাম একটা মৃতদেহ গীর্জায় নিয়ে যাচ্ছে. অথচ গত সোমবারই লোকটিকে কাজ করতে দেখেছি।" ছোকরা চাকরটাকে বলল, "উপরে যা। দরজায় গিয়ে ডাক, নয় তো পাথর দিয়ে ঘা মার। কি হয়েছে দেখে আমাকে খোলাখুলি বলবি।"

ছেলেটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পাগলের মত ডাকাডাকি ও ধাক্কাধাক্কি করতে লাগল ঃ "কি হল ! হেই ! মাস্টার নিক, কি করছেন ? সারা দিন কত ঘুমুচ্ছেন গো ?"

কিন্তু সব বৃথা, একটা কথাও সে শুনতে পেল না। ছেলেটা দেখতে পেল, দরজার নীচে বিড়াল যাতায়াতের একটা গর্ত রয়েছে। সেই গর্ত দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে সে নিকোলাসকে দেখতে পেল। উপরের দিকে চোখ রেখে হাঁ করে চুপচাপ বসে আছে, যেন প্রতিপদের চাঁদ দেখছে। ছেলেটা ছুটে নীচে গিয়ে কর্তাকে জানাল, কি হালে সে নিকোলাসকে দেখেছে।

ছুতোর দেবতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করে বলতে লাগল ঃ "সেণ্ট ফ্রাইড্স্‌-ওয়াইড, আমাদের সহায় হোন ! জানি না তার ভাগ্যে কি আছে। ওই জ্যোতিষ পড়ে পড়ে নিকোলাস নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে বা তার মৃগী রোগ হয়েছে। আমি জানতাম এই হবে ! ঈশ্বরের গোপন ব্যাপারে মানুষের নাক গলানো উচিত নয় ; যে মূর্খ মানুষ নিজের ধর্মবিশ্বাসকেই শুধু জানে সেই ভাগ্যবান ! জ্যোতিষচর্চাকারী আর একজন পাদরিরও এই দশা হয়েছিল। তারাদের দিকে তাকিয়ে আগামী ঘটনা জানবার জন্য সে মাঠে বেড়াচ্ছিল, আর

না দেখতে পেয়ে একটা সারের গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তথাপি সেন্ট টমাসের দিব্যি, বন্ধু নিকোলাসের জন্য আমি খুবই দুঃখিত। যদি পারি, স্বর্গের রাজা যীশুর নামে আমি এই সব পড়াশুনার জন্য তাকে বকে দেব! রবিন, একটা শক্ত লাঠি নিয়ে আয় তো। তুই ওটা দিয়ে দরজাটা ঠেলবি আর আমি উঁকি দিয়ে দেখব। বাজী রেখে বলতে পারি, তাহলেই পড়া ছেড়ে সে বেরিয়ে আসবে।"

তখন সে নিকোলাসের ঘরের দরজা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বাড়ির চাকর ছেলেটা অসাধারণ শক্তিশালী। সে এত জোরে দরজায় চাপ দিল যে কব্জা খুলে সেটা মেঝেতে পড়ে গেল। নিকোলাস তখনও শূন্যে তাকিয়ে পাথরের মত নিশ্চুপ বসে আছে।

ছুতোর ভাবল নিকোলাস পাগল হয়ে গেছে। দুই কাঁধ চেপে ধরে তাকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে সে বলতে লাগল: "এ কি! নিক, কি হল হে! এই নীচে তাকাও! জাগো। খৃস্টের যন্ত্রণার কথা চিন্তা কর! বামন-উপদেবতা ও ভূতের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করবার জন্য আমি ক্রুশকে আবাহন করব।" এই কথা বলে ঘরের চার কোণে ও দরজায় চৌকাঠে সে যাদুর নৈশ-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল:

"যীশু খৃস্ট ও সেণ্ট বেনেডাইট,
প্রতিটি উপদেব-দেবীর হাত থেকে রক্ষা কর এই বাড়ি,
রাতের ডাইনির জন্য চাই খৃস্টের শ্বেত প্রার্থনা।
সেণ্ট পিটারের দূত···, তুমি কোথায়?

অবশেষে চতুর নিকোলাস গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল: "হায়! সমস্ত জগৎটা কি আর একবার ধ্বংস হয়ে যাবে?"

ছুতোর বলল, "কি বলছ তুমি? এসব কি! আমরা কাজের লোকরা যেমন করি তেমনি ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ।"

নিকোলাস জবাব দিল, "একটু পানীয় দিন; তারপর আপনার-আমার বিষয় নিয়ে গোপনে কিছু বলতে চাই। সে কথা আপনি ছাড়া আর কাউকে বলব না।

ছুতোর নীচে গিয়ে একপাত্র কড়া বীয়ার নিয়ে এল। দুজনের বীয়ার পাত্র শেষ হলে নিকোলাস দরজাটাকে শক্ত করে বন্ধ করে ছুতোরের পাশে বসল।

নিকোলাস বলল, "আমার দয়াল্ প্রিয় মালিক জন, আপনার সম্মানের নামে এইখানে আমার কাছে শপথ করুন, এই গোপন কথা আপনি কাউকে বলবেন না। খৃস্টের গোপন কথা আপনার কাছে প্রকাশ করব। সে কথা যদি কাউকে বলেন, তাহলে আপনার অশেষ বিপদ। আমার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে তার দণ্ডস্বরূপ আপনি পাগল হয়ে যাবেন।"

সরল লোকটি বলল, "না ; খৃস্টের পবিত্র রক্তের নামে বলছি, সে শাস্তি থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি বাচাল নই ; নিজের মুখেই বলছি গাল-গল্প করতে আমি ভালবাসি না। যা বলতে চাও বল ; নরককে যিনি ছিন্নভিন্ন করেছেন তার নামে বলছি, কোন দিন কোন স্ত্রীলোক বা শিশুর কাছেও সে কথা উচ্চারণ করব না!"

নিকোলাস বলল, "দেখুন জন, আমি মিথ্যা বলব না, উজ্জ্বল চাঁদের দিকে তাকিয়ে জ্যোতিষমতে আমি দেখেছি, আগামী সোমবার রাত ন'টায় এমন প্রচণ্ড ও প্রবল বর্ষণ হবে যে নোয়া-র বন্যা তার অর্ধেকও ছিল না। এমন ভয়ংকর বৃষ্টি হবে যে এক ঘণ্টারও কম সময়ে এই পৃথিবীটা প্লাবিত হয়ে যাবে। এই ভাবে সকলেই ডুবে মারা যাবে।"

ছুতোর বলল, "হায়, আমার স্ত্রী! সেও কি ডুবে যাবে? হায়, আমার এলিসন!" এই সংবাদে অভিভূত হয়ে সে প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম। জিজ্ঞাসা করল, "বাঁচবার কি কোন পথ নেই?"

চতুর নিকোলাস জবাব দিল, "কেন, ঈশ্বরের নামে বলছি, আছে, অবশ্য যদি আপনি বিদ্যা ও পরামর্শ অনুসারে চলেন। আপনার নিজের মত অনুযায়ী চলতে পারবেন না, কারণ সলোমন ঠিকই বলেছেন, 'পরামর্শ মেনে চল ; তাহলে দুঃখ পেতে হবে না।' আপনি যদি সৎ পরামর্শমত চলতে রাজী হন, তাহলে নিশ্চিত করে বলছি, মাস্তুল বা বাদাম ছাড়াই আমি এলিসনকে, আপনাকে এবং নিজেকে বাঁচাতে পারব। আপনি কি শোনেন নি, সমগ্র পৃথিবী বন্যায় ধ্বংস হয়ে যাবে এ বিষয়ে আমাদের প্রভু পূর্বেই নোয়া-কে সতর্ক করে দেওয়ায় সে রক্ষা পেয়েছিল?"

"হ্যাঁ," ছুতোর বলল, "অনেক কাল আগে।"

নিকোলাস বলতে লাগল, "আপনি কি আরও শোনেন নি, তার স্ত্রীকে জাহাজে তুলবার আগে নোয়া ও তার সঙ্গীরা কি রকম বিপদে পড়েছিল? আমি বলছি, তার স্ত্রীর জন্য একটা জাহাজ পাবার জন্য নোয়া তার সবগুলি

কালো ভেড়া দিতে রাজী হয়েছিল। কাজেই কি করতে হবে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন? এই সমস্যার জন্য প্রয়োজন দ্রুতগতি, আর দ্রুতগতি যেখানে প্রয়োজন সেখানে কথা বলে সময় নষ্ট করা চলে না।

"এখনি যান, আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা করে ময়দা মাখবার কেটো বা পিপে নিয়ে আসুন ; দেখবেন সেগুলো যেন এত বড় হয় যাতে আমরা নৌকোর মত ভেসে থাকতে পারি। প্রত্যেকটাতে একদিনের মত খাবার রাখুন—বাস, আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না! পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ জল কমে যাবে। কিন্তু ছোকরা চাকর যেন এ কথা জানতে না পারে, আর আপনার দাসী জিল-কেও বাঁচাতে পারব না। কেন পারব না, সে প্রশ্ন করবেন না, কারণ আপনি প্রশ্ন করলেও ঈশ্বরের গোপন কথা আমি বলব না। আপনি যদি উন্মাদ না হন, তাহলে নোয়ার মত সৌভাগ্য লাভ করাটাই আপনার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত। আপনার স্ত্রীকে আমি রক্ষা করব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবার কাজে যান, আর তাড়াতাড়ি করুন।

"আমাদের তিনজনের জন্য তিনটে কেটো এনে ছাদের নীচে উঁচু করে ঝুলিয়ে রাখুন। আমাদের এই আয়োজন যেন কেউ দেখে ফেলতে না পারে। আমার কথামত কাজ করবার পরে কেটোগুলিতে খাবার রেখে দেবেন এবং একটা কুড়ুলও রেখে দেবেন যাতে জল বাড়লেই দড়ি কেটে কেটোগুলিকে ভাসিয়ে দিতে পারি। বাগানের সম্মুখস্থ চালাঘরের পাশকপালির বেশ উঁচুতে খানিকটা জায়গা কেটে বের হবার একটা পথ করে রাখবেন, যাতে বড় বন্যা হয়ে যাবার পরে আমরা সহজেই সেই পথে বের হতে পারি। শপথ করে বলছি, শ্বেত হংস যেমন করে হংসীর পেছনে ভেসে চলে আপনিও তখন তেমনি আনন্দে ভাসতে পারবেন। তখন আমি ডেকে বলব, 'কেমন চলছে এলিসন? আর আপনি জন? আনন্দ করুন, কারণ বন্যা শীঘ্রই চলে যাবে।' আর আপনি জবাব দেবেন, 'আরে মাষ্টার নিক! শুভ সকাল। তোমাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, কারণ দিন হয়ে গেছে।' তারপর নোয়া ও তার স্ত্রীর মত সারা জীবন আমরাই পৃথিবীর অধিশ্বর হয়ে থাকব।

"কিন্তু একটা বিষয়ে আপনাকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করে দিচ্ছি : খুব সাবধান, যে রাত্রিতে আমরা জাহাজে চড়ব তখন থেকে একমাত্র প্রার্থনা ছাড়া আমরা একটা কথাও বলব না, কাউকে ডাকব না, বা চীৎকার করব না ; কারণ সেটাই ঈশ্বরের বিশেষ নির্দেশ। কি চোখের দেখায়, কি কাজে, কোন দিক

থেকেই কোন রকম দেহজ সম্পর্ক যাতে না ঘটতে পারে সেজন্য আপনার স্ত্রী ও আপনি দূরে দূরে থাকবেন। এই বিধান কঠোর ভাবে পালন করতে হবে। চলে যান, ঈশ্বর আপনাকে গতি দান করুন! কাল রাতে, সব মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকবে, আমরা তখন কেটোয় চেপে ঈশ্বরের করুণার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকব। এবার আপনার কাজে যান; এ নিয়ে আর বেশী কথা বলবার সময় নেই। লোকে বলে, 'জ্ঞানী লোককে পাঠাও, আর কোন কথা বলো না।' আপনি জ্ঞানী, তাই কোন রকম নির্দেশের প্রয়োজন নেই। আপনাকে অনুরোধ করছি, চলে যান, আমাদের জীবন বাঁচান।"

সরল ছুতোর বার বার "হায়! হায়!" ও "আমাদের কী কষ্ট!" বলতে বলতে চলে গেল এবং স্ত্রীকে গোপন কথাটা বলে দিল। এই সব অদ্ভুত ব্যবস্থার অর্থ কি তা তো স্ত্রীটি তার থেকে ভালই জানে। তথাপি যেন মরেই যাবে এমনিভাবে সে বলল, "হায়! এখনি তোমার কাজে যাও; আমাদের পালাতে সাহায্য কর, নইলে সবাই মারা যাব! আমি তোমার আসল বিবাহিতা স্ত্রী, প্রিয় স্বামী, যাও, আমাদের জীবন রক্ষা কর।"

দেখুন, আবেগ কী প্রচণ্ড শক্তি! তার প্রভাব মানুষের মনে এত গভীর হতে পারে যে কল্পনায় সে মরতেও পারে। এই নির্বোধ ছুতোর কাঁপতে শুরু করল. তার মনে হল, তার মধু-মিতা এলিসনকে ডুবিয়ে দেবার জন্য নোয়া-র বন্যা সমুদ্রের মত উত্তাল হয়ে ছুটে আসছে, এ যেন সে সত্যি চোখে দেখতে পাচ্ছে। সে ভীষণভাবে কাঁদতে কাঁদতে আর্তনাদ করতে লাগল। অনেক গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ল; বাইরে গিয়ে একটা কেটো, একটা পিপে ও একটা ছোট পিপে জোগাড় করল। গোপনে সেগুলিকে বাড়িতে এনে ছাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল। আড়াল থেকে ঝোলানো কেটোতে উঠবার জন্য নিজের হাতে তিনটে মই বানালো; এক একটা পাত্রে একদিনের মত খাবার রুটি, পনীর ও ভাল বীয়ার রেখে দিল। অবশ্য এ সব করবার আগে রবিন ও জিলকে কাজের ছুতোয় লণ্ডন পাঠিয়ে দিল। তারপর সোমবার রাত হতেই দরজা বন্ধ করে মোমবাতি না জ্বালিয়ে যথারীতি সব কিছু আয়োজন করল। কিছুক্ষণ পরেই তিনজন উপরে উঠে কিছুটা দূরে দূরে চুপচাপ বসে রইল।

"এবার প্রার্থনা উচ্চারণ করে তারপর চুপ করে থাকুন!" বলল নিক; "চুপ" বলল জন; "চুপ", বলল এলিসন। ছুতোর প্রার্থনা সেরে চুপ করে বৃষ্টিপড়ার শব্দ শোনার আশায় অপেক্ষা করে রইল।

সন্ধ্যা হতে না হতেই, বা মনে হয় তার কিছু পরেই, সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ছুতোর মরার মত অঘোরে ঘুমে ঢলে পড়ল। মানসিক দুশ্চিন্তার ফলে সে করুণ শব্দ করতে লাগল ; মাথাটা অস্বস্তিকর অবস্থায় থাকায় মাঝে মাঝেই তার নাক ডাকতে লাগল। নিক গুড়ি মেরে মই বেয়ে নেমে এল ; এলিসনও চুপচাপ নেমে এল। বাজে কথা না বলে দুজন সেই একই শয্যায় শুয়ে পড়ল যেটাতে সাধারণত ছুতোর শোয়। তারপর কী খেলা আর কী মজা! যতক্ষণ প্রাতঃকালীন প্রার্থনার জন্য ঘণ্টা না বাজল এবং ফকিররা যাজকের আসন থেকে গান শুরু না করল ততক্ষণ তারা সুখে-সম্ভোগে বিছানায় শুয়ে রইল।

ওদিকে গ্রাম্য পাদরি প্রেমিক এবসালম তখনও এলিসনের প্রেমে পাগল। সেই সোমবারে সেও একদল লোকেব সঙ্গে ফূর্তি-ফার্তা করার উদ্দেশ্যে ওসেনি গিযেছিল, সেখানে সে গোপনে একজন মঠবাসীব কাছে ছুতোর জনেব খবর জানতে চাইলে মঠবাসী এবসালমকে গীর্জার বাইরে ডেকে নিয়ে বলল, "আমি জানি না ; শনিবার থেকে তাকে এখানে কাজকর্ম করতে দেখি নি। মনে হচ্ছে, আমাদের মঠাধিকারী কাঠ আনতে তাকে কোথাও পাঠিযেছেন। কাঠ আনতে গিযে দু'একদিন গোলাবাড়িতে কাটানোই তার অভ্যাস। তা না হলে সে নিশ্চয় বাড়িতেই আছে। সে যে ঠিক কোথায় আছে তা বলতে পারি না।"

এবসালম খুসি হয়ে হাল্কা মনে ভাবতে লাগল. "এই তো সারা রাত জেগে থাকবার সময় কারণ সকাল থেকে আমিও জনকে নড়াচড়া কবতে দেখি নি। এবার বরাত খুলেছে। আজ রাতে তার শোবার ঘরের নীচু জানালায় আস্তে আস্তে টোকা দেব। এবার আমার সব প্রেম-তৃষ্ণার কথা এলিসনকে বলব · অন্তত তাকে চুম্বন করবার এ সুযোগ আমি হারাব না। যেমন করেই হোক, এ সুযোগ নিতেই হবে। সাবাটা দিন আমার মুখ চুলকেছে, এটা নিশ্চয়ই চুম্বনের লক্ষণ। সারা রাত একটা ভোজসভার স্বপ্নও আমি দেখেছি, সুতরাং দু'এক ঘণ্টা ঘুমিয়েই আমি সারা রাত জেগে থাকব আর মজা করব।"

মাঝরাত নাগাদ এই আমুদে প্রেমিক এবসালম দ্রুত ঘুম থেকে উঠে ভাল ভাল পোষাক পরে নিল। চুলে চিরুণী চালাবার আগে মুখকে সুগন্ধি করতে সে মশলা ও যষ্টিমধু চিবিয়ে নিল। ভাগ্যলাভের আশায় জিভের নীচে

একটা সাচ্চা-ভালবাসার পদক রেখে দিল। তারপর ছুতোরের বাড়ি পৌঁছে বুক-সমান উঁচু জানালার পাশে চুপচাপ দাঁড়াল। আস্তে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "প্রিয় মৌচাক এলিসন, আমার ছোট্ট পাখি, আমার মিষ্টি দারুচিনি, তুমি কি করছ? জাগো প্রিয়া, কথা বলো! আমার কষ্ট তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু যেখানেই থাকি তোমার ভালবাসায় আমি জ্বলছি, আমি ঘামছি,—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই; মেষ-শাবক যেমন মায়ের দুধের জন্য কাঁদে, আমিও তেমনি কাঁদছি। সত্যি প্রিয়তমা, তোমার জন্য আমি এতই প্রেম-দিওয়ানা হয়েছি যে কপোতের মতই আমি শোকাতুর। একটা ছোট মেয়ের চাইতে বেশী খেতেও পারি না।"

এলিসন বলল, "বোকা গাধা, জানালা থেকে চলে যাও। ঈশ্বর আমার সহায় হোন, ওসব চুমো-খাওয়া-খাওয়ি চলবে না। যীশুর নামে বলছি এবসালম, তোমার চাইতে ভাল একজনকে আমি ভালবাসি। তা না হলে আমি বোকা বনতাম। চলে যাও, আমাকে ঘুমুতে দাও; নইলে শয়তানের দিব্বি আমি ঢিল ছুঁড়ব।"

এবসালাম বলল, "হায়! কী দুঃখ, কী কষ্ট! প্রকৃত ভালবাসার এই শয়তানী প্রতিদান! আর কিছু না পার, যীশুর প্রতি ভালবাসায় আর আমার প্রতি ভালবাসায় একটিবার আমাকে চুম্বন কর।"

"তাহলে তুমি এক্ষুনি চলে যাবে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়, প্রিয়ে।" এবসালম বলল।

সে বলল, "তাহলে প্রস্তুত হও, আমি এখনি আসছি।" তারপর ফিস্‌ফিস্ করে নিকোলাসকে বলল, "চুপ করে থাকো। দেখবে হাসিতে ফেটে পড়বে।"

হাঁটু গেড়ে বসে এবসালম বলল, "আমি ভাগ্যবান, কারণ আশা করছি এই চুম্বন থেকেই আরও অনেক কিছু আসবে। প্রিয়ে, অনুগ্রহ কর; মিষ্টি পাখি, দয়া কর।"

সঙ্গে সঙ্গে জানালাটা খুলে গেল। সে বলল, "চুপ। কথা কয়ো না, তাড়াহুড়ো করো না, প্রতিবেশীরা দেখে ফেলবে যে।"

এবসালম ঠোঁট মুছে পরিষ্কার করে নিল। রাত্রি নিরন্ধ্র অন্ধকার, কয়লার মত কালো। এলিসন জানালা দিয়ে তার গাধাটাকে নামিয়ে দিল। কিছু না বুঝেই এবসালম মহা উৎসাহে সেটাকেই চুম্বন করল। একটু পরেই চালাকি

ধরতে পেরে সে এক লাফে সরে গেল। বুঝল, একটা কিছু গোলমাল হয়েছে; কারণ স্ত্রীলোকের যে দাড়ি থাকে না সেটা সে ভাল করেই জানে। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত দিয়ে বলল, "ধিক! এ আমি কি করেছি?" "হি-হি" করে হেসে উঠে এলিসন সজোরে জানালাটা বন্ধ করে দিল। এবসালমের তখন কী কষ্ট!

"দাড়ি! দাড়ি!" চতুর নিকোলাস চেঁচিয়ে উঠল। "হে ঈশ্বর, ব্যাপারটা বেশ ভালই চলছে।"

এ সব শুনে বেচারী এবসালম রাগে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। নিজের মনেই বলল, "তোমাকেও দেখে নেব।"

তখন ধুলো, বালি, খড়, কাপড় ও বাকল দিয়ে কে তার ঠোঁট ঘসতে লাগল? এবসালম ছাড়া আর কে? সে বার বার বলতে লাগল, "হায়, এই সমস্ত শহর দখলের বিনিময়েও যদি এই অপমানের প্রতিশোধ আমি না নেই তাহলে শয়তান আমার আত্মাকে গ্রহণ করুক। হায়, কেন আমি মুখ ফেরাই নি!" তার জ্বলন্ত ভালবাসা এতক্ষণে ঠান্ডা হয়েছে, নিভে গেছে; গাধাটাকে চুম্বন করার পর থেকেই ভালবাসাবাসির পাট সে চুকিয়ে ফেলেছে। তার রোগ সেরে গেছে। সে সব প্রেমিকদের গালাগালি করতে করতে মার খাওয়া শিশুর মত কাঁদতে লাগল। নীরবে রাস্তা পার হয়ে সে কামার গেরভাস-এর কাছে গেল। তার দোকানে চাষের যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। কামার তখন লাঙলের ফাল তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিল। এবসালম আস্তে দরজায় টোকা দিয়ে বলল, "গেরভাস, এখনি দরজা খোল।"

"কে?"

"আমি, এবসালম।"

"সে কি! এবসালম, খৃস্টের ক্রুশের দিব্যি, তুমি এত ভোরে কেন? কিসের কষ্ট তোমার? ঈশ্বর জানেন, কোন রঙ্গিলা মেয়েছেলেই তোমাকে এ পথে এনেছে। সেন্ট নিয়োট-এর নামে বলছি, আমার কথার অর্থ তুমি ভালই বুঝতে পারছ।"

এ ঠাট্টায় এবসালম টলল না; কোন জবাবই সে দিল না। গেরভাস জানে না এমন অনেক ফন্দি মাথায় ঘুরছে। সে বলল, "বন্ধু, চিমনিতে রাখা ওই গরম ফলাটা আমাকে ধরে দাও। ওটা দিয়ে আমার একটু কাজ আছে। শিগগিরই ওটা তোমাকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

গেরভাস জবাব দিল, "নিশ্চয়। তুমি যদি সোনা বা অগুণতি মুদ্রা ভর্তি একটা থলেও চাইতে, তাও পেতে, কারণ আমি জাত কামার। তবে, খৃস্টের পায়ের দিব্বি, ওটা দিয়ে তুমি কি করবে?"

এবসালম উত্তর দিল, "সে যাই করি না কেন, সব কথা তোমাকে কাল বলব।" বলেই সে ঠাণ্ডা হাতল ধরে ফলাটা তুলে নিল এবং দরজা পার হয়ে নিঃশব্দে ছুতোরের বাড়িতে পৌঁছল। আগের মতই প্রথমে কাসল, তার জানালায় টোকা দিল।

এলিসন বলল, "কে টোকা দেয়। নিশ্চয় চোর।"

এবসালম বলল, "না না প্রিয়ে, ঈশ্বর জানেন, আমি তোমার এবসালম। তোমার জন্য একটা সোনার আংটি এনেছি। এটি মা আমাকে দিয়েছিল, তাই ঈশ্বর আমার সহায় হোন। আংটিটা খুব সুন্দর, আর চমৎকার কাজ-করা। আমাকে চুম্বন করলে এটা তোমাকে দেব।"

নিকোলাস তখন প্রস্রাব করতে উঠেছিল। সে ভাবল, তামাসার পরিণতিটা তার হাত দিয়েই হোক; এবসালম নির্ঘাত তার গাধাটাকেই চুম্বন করবে। অতএব জানালাটা তুলে নিকোলাস গাধাটাকে অনেকটা বাড়িয়ে ধরল। পাদরি এবসালম বলল, "কথা কও ছোট্ট পাখি, আমি বুঝতে পারছি না তুমি কোথায়।"

তখন নিকোলাস বজ্রনিনাদের মত এমন শব্দ করে একটা বাতকর্ম করল যে তার বেগে এবসালমের প্রায় পড়ে যাবার মত অবস্থা। কিন্তু গরম লোহাটা নিয়ে সে তৈরিই ছিল, গাধাটার মাঝ-বরাবর সে সজোরে নিকোলাসকে আঘাত করল। গরম ফলার আঘাতে তার নিতম্বদেশ এমনভাবে পুড়ে গেল যে হাতখানেক চওড়া হয়ে চামড়া উঠে এল। নিকোলাসের মনে হল যন্ত্রণায় সে মারা যাবে। পাগলের মত সে চেঁচাতে লাগল, "বাঁচাও, জল! জল! ঈশ্বরের দোহাই, বাঁচাও!"

ছুতোর চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠল। তার কানে এল কে যেন 'জল! জল!' বলে পাগলের মত চীৎকার করছে। ভাবল, "হায়, এই তো নোয়েল-এর বন্যা আসছে।" তৎক্ষণাৎ উঠে বসে কুড়ুল দিয়ে দড়িটাকে কেটে দু'খণ্ড করে ফেলল। ঝপাং করে সবশুদ্ধ সজোরে মেঝেতে পড়ে গেল, আর ছুতোর অজ্ঞান হয়ে গেল।

এলিসন ও নিক "বাঁচাও-বাঁচাও" বলে চীৎকার করতে করতে রাস্তায় ছুটে

এসে অজ্ঞান লোকটাকে দেখতে পেল। বিবর্ণ মুখে সে পড়ে আছে ; মেঝেতে পড়ে তার একটা হাত ভেঙে গেছে। কিন্তু সে আঘাতের জন্য সকলে তাকেই দোষ দিতে লাগল। কারণ সে যখন সব কথা বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করল তখন চতুর নিকোলাস ও এলিসন চেঁচামেচি করে তাকে থামিয়ে দিল। তারা সকলকে বলল, জনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে ; কাল্পনিক "নোয়েলএর" বন্যা তাকে এতই ভীত করে তুলেছিল যে সে বোকার মত তিনটে কেটো এনে ছাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছিল এবং তাদেরও অনুরোধ করেছিল তার সঙ্গে ছাদের নীচে বসে থাকতে।

ছুতোরের এই ভ্রান্তির কথা শুনে লোকজন খুব হাস্যহাসি শুরু করে দিল। ছাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে সকলেই তার আঘাত নিয়েও ঠাট্টা করতে লাগল। ছুতোরের কোন কথায়ই কোন ফল হল না, কেউ তাতে কান দিল না। সারা শহরের লোক তাকে পাগল ঠাওরাল, কারণ একজন পাদরি স্বভাবতই অপর পাদারির সহায় হবে। সবাই বলল, "ভাই, এ লোকটা পাগল।" ঘটনা শুনে প্রত্যেকেই হাসতে লাগল।

এই ভাবে সব চেষ্টা ও সন্দেহ সত্ত্বেও ছুতোর মশায় ভ্রষ্টা স্ত্রীর স্বামী বনে গেল ; এবসালম এলিসনের গাধার চোখকে চুম্বন করল ; আর নিকোলাসের নিতম্ব পুড়ল। কাহিনী শেষ। ঈশ্বর সকলকে রক্ষা করুন। যাঁতাওয়ালার কাহিনী এখানেই শেষ।

নায়েব মশায়ের কাহিনী

নায়েব মশায়ের কাহিনীর প্রস্তাবনা : এবসালম ও ভদ্র নিকোলাসের বোকামির অভিযানের কথা শুনে সকলের হাসি থামলে নানা জনে নানা মত ব্যক্ত করতে লাগল, তবে প্রায় সকলেই তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করল। একমাত্র নায়েব অসওয়াল্ডকেই এ-কাহিনী শুনে দুঃখিত হতে দেখলাম। যেহেতু সে নিজেও বৃত্তিতে ছুতোর, সেই হেতু এ নিয়ে তার মনে কিছুটা বিরক্তি রয়ে গেল ; সে নানা রকম আপত্তি তুলে সকলের দোষ ধরতে লাগল।

সে বলল, "আমাকে সুযোগ দিলে একজন দেমাকি যাঁতাওয়ালাকে ঠকানোর বিবরণ শুনিয়ে তোমাকে পাল্টা জবাব দিতে পারি, অবশ্য যদি ইতর ভাষা ব্যবহারের ইচ্ছা আমার হয়। আমি বুড়ো হয়েছি ; আমার বয়সই হাসি-

মস্করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাঁচা ঘাস খাবার সময় আমার চলে গেছে, এখন খড়ই আমার খাদ্য। এই সাদা মাথাই আমার পরিণত বয়সের সাক্ষী; আমার চুলের মতই আমার ক্রোধেও স্যাঁতা পড়েছে, অবশ্য আমি যদি সেই মেডলার ফলের মত না হই যে ফল যত পুরনো হয় ততই পচতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত খড়-কাঁদার মধ্যে পচে তবে খাবার উপযুক্ত হয়। আমার তো মনে হয় আমরা বুড়োরা অনেকটা এই রকম: সম্পূর্ণ না পাকলে আমরা পচতেই পারি না। পৃথিবী যতদিন আমাদের সুরে বাঁশি বাজাবে ততদিনই আমরা নাচতে পারব। পেঁয়াজের মত সাদা মাথার সঙ্গে সবুজ লেজ রাখবার বাসনা হলেই বাধার সৃষ্টি হয়। কারণ, পৌরুষ চলে গেলেও আমাদের বোকামির বাসনা যায় না। যা নিজেরা করতে পারি না, তাই নিয়েই কথা বলতে চাই। আমাদের নিভে-যাওয়া ছাইয়ের মধ্যে তখনও আগুন ধিকিধিকি জ্বলে।

আমার হিসাব মত চারটি কয়লা আমাদের পোড়ায়—দম্ভ, মিথ্যাভাষণ, ক্রোধ ও লোভ। এই চারটি বৃদ্ধ বয়সের স্ফুলিঙ্গ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিগড়ে গেলেও বাসনা থেকেই যায়—এই হল প্রকৃত সত্য। যবে থেকে আয়ুর জল ঝরতে শুরু করেছে তারপর অনেক বছর পার হয়ে গেলেও এখনও আমার ঘোড়ার বাচ্চার মত দাঁত আছে। বাস্তবিক পক্ষে, জন্মকালেই মৃত্যু আমার জীবনের নলটা খুলে দিয়েছিল; সেই থেকে জল ঝরতে ঝরতে এখন পিপে প্রায় খালি হয়ে এসেছে। জীবনের স্রোত এখন কিনারায় এসে ঠেকেছে। যে দুঃখ অনেক বছর আগেই শুরু হয়েছে তা নিয়ে বেচারি বুড়ো জিভটা বক্‌বক্ করতে পারে; কিন্তু বুড়োদের জন্য ভীমরতি ছাড়া আর কিছুই থাকে না!"

এই আলোচনা শুনে সরাইওয়ালা রাজার মত জাঁকজমকের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। বলল, "এই সব জ্ঞানের কথা দিয়ে কি হবে? সারা দিন আমরা শুধু পবিত্র পুঁথির কথাই বলব কেন? দেখছি শয়তান যেমন মুচিকে বানায় নাবিক বা চিকিৎসক, তেমনি নায়েবকে বানায় প্রচারক। সময় নষ্ট না করে আপনার গল্প বলুন। চেয়ে দেখুন, আমরা ডেপ্‌ট্‌ফোর্ড পৌঁছেছি। এখন বেলা সাড়ে সাতটা। ঐ দেখা যায় গ্রীনউইচ; ওখানে অনেক ঝগড়াটি থাকে। কাজেই গল্প শুরু করার সময় হয়ে গেছে।"

নায়েব অসওয়াল্ড বলল, "মহাশয়গণ, আমার নিবেদন, এই যাঁতাওয়ালাকে পাল্টা জবাব দিয়ে আমি যদি তাকে কিছুটা বেকুব বানাই তাহলে আপনারা

যেন রাগ করবেন না ; আঘাতের পাল্টা আঘাত হানাই তো আইনসংগত।

'একজন ছুতোরকে কি করে ঠকানো হয়েছিল এই মাতাল যাঁতাওয়ালা সে কথা আমাদের বলেছে ; হয়তো ঠাট্টা করেই সে তার কাহিনীটি বলেছে, কারণ আমি ছুতোর। আপনাদের অনুমতি নিয়ে এখনই তার পাওনা চুকিয়ে দেব ; তাই তার নিজস্ব ইতর ভাষাতেই আমি কথা বলব। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তার ঘাড় ভাঙুক। আমার চোখের ভিতর সে কাঠি দেখতে পেয়েছে, কিন্তু নিজের চোখের কড়িবরগাও তার চোখে পড়ে না।

এবার নায়েব মশায়ের কাহিনী শুরু করছি ঃ কেম্‌ব্রিজের অনতিদূরে ট্রাম্পিংটনে একটা ছোট নদী আছে, আর তার উপরে আছে একটা সেতু। সেই নদীর ধারে আছে একটা যাঁতা-কল। সব কথাই আপনাদের সঠিক বলব। অনেক বছর ধরে সেখানে এক যাঁতাওয়ালা বাস করত। সে ছিল ময়ূরের মতই দাম্ভিক আর আমুদে। সে বাঁশি বাজাতে, মাছ ধরতে, জাল মেরামত করতে, কুঁদযন্ত্র চালাতে, কুস্তি করতে ও বন্দুক চালাতে জানত। তার কোমরবন্ধে সব সময়ই একটা লম্বা ছুরি ও ধারালো ফলাওয়ালা তরবারি থাকত। তার থলেতে থাকত একটা ছুরি। তাই প্রাণের ভয়ে কেউ তাকে ছুঁতে সাহস করত না। তার মোজার ভিতরেও থাকত আর একখানা শেফিল্ডের ছুরি। যাঁতাওয়ালার মুখটা গোল, নাকটা চ্যাপ্টা আর মাথাটা বাঁদরের মত চুলে ভর্তি। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল একটা পুরোদস্তুর বাজারে গুণ্ডা। কেউ তার গায়ে হাত তুলতে সাহস করত না। কারণ সে তৎক্ষণাৎ তার জবাব দিয়ে দিত। শস্য ও খাদ্য চুরিতে সে ছিল ওস্তাদ ; চুরি করাই তার স্বভাব। সবাই তাকে বলত ঘৃণিত সিমকিন। তার স্ত্রী কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে ; তার বাবা ছিল শহরের পাদরি। ঐ বংশে বিয়ে করবার জন্য সে অনেকগুলি পিতলের মুদ্রা পণ দিয়েছিল। তার স্ত্রী একটা মঠে লেখাপড়া শিখেছিল। সিমকিন প্রায়ই বলত জোতদার হিসাবে তার মর্যাদার উপযুক্ত লেখাপড়া-জানা কুমারী ছাড়া অন্য মেয়েকে সে বিয়ে করবে না। স্ত্রীটিও ছিল দাম্ভিক আর ছাতারে পাখির মত উদ্ধত। প্রকৃত পক্ষে যে কোন উৎসবের দিনে তারা দুজনই হত দেখবার মত। পাগড়ির লেজটা মাথায় জড়িয়ে সিমকিন আগে আগে হাঁটে, আর লাল পোষাক পরে স্ত্রী চলে পিছে পিছে। সিমকিনের মোজাও সে রঙের। তখন কেউ তাকে "ম্যাডাম" ছাড়া বলতে সাহস পেত না। সিমকিনের ছুরি, ছুরিকা বা

ভোঁতা সংে মরবার বাসনা না জাগলে আশপাশের লোকেরা কখনও তার স্ত্রীকে হেলাফেলা করতে সাহসী হত না। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মানুষেরা বড় সাংঘাতিক ; অন্তত তারা চায় যে তাদের স্ত্রীরা তাই ভাবুক। স্ত্রীটির স্বভাবচরিত্রও ভাল নয়, নালার জলের মতই নোংরা আর কুৎসায় ভরা। কিন্তু সে চাইত তার বংশ ও মর্যাদার শিক্ষা-দীক্ষার জন্য অন্য সব মহিলা তার প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করুক।

তাদের একটি মেয়ের বয়স কুড়ি বছর। এছাড়া একটি মাত্র ছ' মাসের শিশু আছে ; সে এখনও দোলনায় শুয়ে থাকে, আর দেখতেও সুন্দর। মেয়েটি শক্তপোক্ত ও বাড়ন্ত ধাঁচের। ছোট মোটা নাক, নীল চোখ, চওড়া নিতম্ব আর উঁচু গোলাকার বুক। তার চুল খুব সুন্দর ; আমি মিথ্যা বলব না।

মেয়েটি দেখতে সুন্দরী বলে শহরের পাদরি ঠিক করল, তাকেই তার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি ও বাড়ির উত্তরাধিকারিণী করবে। আর সেই জন্যই তার বিয়েতে সে নানা রকম বাগরা সৃষ্টি করতে লাগল। তার ইচ্ছা ছিল, কোন সম্ভ্রান্ত বংশে মেয়েটির বিয়ে দেবে। পবিত্র গীর্জার সম্পত্তি পবিত্র গীর্জা হতে উদ্ভূত কোন বংশের হাতেই রাখা চাই। কাজেই পবিত্র গীর্জার ক্ষতি করেও সে চাইল তার পবিত্র রক্তকে মর্যাদায় ভূষিত করতে।

কোন সন্দেহ নেই, সারা জেলা জুড়ে গম ও যব বেচে যাঁতাওয়ালা প্রচুর লাভ করত। বিশেষ করে, কেমব্রিজের 'কিংস হল' নামক বড় কলেজটার সব গম ও যব তার যাঁতা-কলেই পেষাই হত। একদিন ভাণ্ডারী অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল ; মনে হল সে বুঝি মারাই যাবে। সেই সুযোগে যাঁতাওয়ালা সচরাচর যা করত তার একশ' গুণ বেশী খাদ্য ও শস্য চুরি করল। এর আগে সে অল্প-সল্প চুরি করত ; কিন্তু এবার চুরি করল সাংঘাতিক ভাবে। তার জন্য ওয়ার্ডেন তাকে বকল, গোলমাল করল, কিন্তু যাঁতাওয়ালা সে সব থোরাই কেয়ার করে। বড় বড় কথা বলে দিব্বি করে সে জানাল, সব বাজে কথা।

যে কলেজের কথা বলেছি সেখানে দুটি তরুণ গরীব ছাত্র থাকত। তারা খুব উৎসাহী ও যে কোন রকম কাজ করতে আগ্রহী। একটু মজা করবার আশায় যাঁতা-কলে গিয়ে গম পেষাই দেখবার জন্য তারা ওয়ার্ডেনের কাছে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি চাইল। সাহস দেখিয়ে নিজেদের গলা বাজী রেখে তারা বলল, কি কৌশলে কি গায়ের জোরে যাঁতাওয়ালা আধা-ঠোকর দানাও

ফিরে নিতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত ওয়ার্ডেন অনুমতি দিল। ছাত্রদের একজনের নাম জন, আর অপর জনের নাম এলান। দুজনের বাড়ি একই জায়গায়—দূর উত্তরের স্ট্রোথার নামক শহরে; সেটা কোথায় আমি জানি না।

সব কিছু ঠিক করে এলান বস্তাটা ঘোড়ার পিঠে চাপাল। তারপর দুই পাশে তলোয়ার ও ঢাল ঝুলিয়ে সে ও জন যাত্রা করল। জন পথ চিনত, কাজেই কোন পথপ্রদর্শকের দরকার হল না। যাঁতা-কলে পৌঁছে তারা বস্তাটা নামাল। এলানই প্রথম কথা বলল, "ওহে সাইমন! তোমার সুন্দরী কন্যা ও স্ত্রী কেমন আছে?"

সিমকিন বলল, "এস এলান, তুমিও এস জন; দুজনে কি করছ?"

জন জবাব দিল, "সাইমন, ঈশ্বরের দিব্যি, প্রয়োজন নিয়ম মানে না। পাদরিরা বলেন, যার চাকর নেই নিজের কাজ সে নিজেই করবে, তা যে না করে সে নির্বোধ। আমাদের ভাণ্ডারী যে ভাবে দাঁত কড়মড় করছে তাতে মনে হয় সে মারাই যাবে। তাই এলান আর আমি কলেজের শস্য পেশাই করে নিয়ে যেতে এসেছি। দয়া করে আমরা যাতে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি তার ব্যবস্থা কর।"

সিমকিন বলল, "আমাকে বিশ্বাস কর, তাই করব। যতক্ষণ কাজ চলবে ততক্ষণ তোমরা কি করবে?"

জন বলল, 'কাঠের চোঙটার পাশে দাঁড়িয়ে আমি দেখতে চাই দানাগুলি কেমন করে ভিতরে যায়। আমার বাবার গাভীগুলির দিব্যি, চোঙটা কেমন করে সামনে-পিছনে যাওয়া-আসা করে সেটা আমি এখনও বুঝতে পারি না।"

এলান বলল, "জন, তুমি তাই করতে চাও? তাহলে আমার বাবার মাথার দিব্যি, আমি নীচে গিয়ে দেখব, আটার গুঁড়ো কেমন করে কাঠের বারকোসের মধ্যে পড়ে। এই করেই সময় কাটাব। তুমি তো জান জন; আমিও তোমারই মত ঃ যাঁতাওয়ালার কাজের ব্যাপার তোমার চাইতে বেশী জানি না।"

তাদের খোলাখুলি কথা শুনে যাঁতাওয়ালা হাসল, ভাবল ঃ "এ সবই এদের চালাকি। ওরা ভেবেছে কেউ ওদের বুদ্ধিতে হারাতে পারবে না। কিন্তু ওদের পুঁথির বিদ্যেয় যত চালাকিই থাকুক, আমি ওদের ঠকাবই। ওরা যত চালাকি খেলবে, আমিও তত বেশী ওদের কাছ থেকে চুরি করব। আটার বদলে ওদের দেব তুষ। নেকড়ে যেমন ঘোটকিকে বলেছিল, "শ্রেষ্ঠ পাদরিরাই শ্রেষ্ঠ

জ্ঞানী নয়।' ওদের পুঁথির বিদ্যাকে আমি থোরাই কেয়ার করি।"

সুযোগ বুঝে সে চুপচাপ দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেল, যাঁতা-কলের পিছনে গাছের নীচে ছাত্রদের ঘোড়াটা বাঁধা রয়েছে। আস্তে আস্তে পা ফেলে ঘোড়াটার কাছে পেঁছিই তাড়াতাড়ি সে লাগামটা খুলে দিল। ছাড়া পাওয়ামাত্রই ঘোড়াটা চিঁ-হিঁ-হিঁ করতে করতে বন বাদাড় ভেঙে ছুটল জলাভূমির দিকে, অনেক বন্য ঘোটকি সেখানে চড়ে বেড়ায়।

বাড়ি ফিরে যাঁতাওয়ালা ঘোড়া সম্পর্কে একটি কথাও না বলে কাজে বসে গেল। ছাত্রদের সঙ্গে হাসি-তামাসাও করল। সব শস্য পেষাই হয়ে গেলে বস্তায় ভরে মুখটা বেঁধে দেন বাইরে গিয়ে দেখে, ঘোড়া নেই। সে চেঁচিয়ে উঠল, "হায়, হায়! আমাদের ঘোড়া হারিয়ে গেছে এলান, ঈশ্বরের দোহাই শিগ্‌গির এস। ওয়ার্ডেনের জিন-বাঁধা ঘোড়া হারিয়ে গেছে।" এলান আটা-ময়দার কথা ভুলে গেল, চুরি ঠেকাবার কথা মন থেকে বেমালুম উবে গেল। চীৎকার করে বলল, "সে... কোন্ দিকে গেল?"

স্ত্রী দৌড়ে বাইরে এল। বলল, 'হায়রে, বুনো ঘোটকির সঙ্গে মিলতে তোমাদের ঘোড়া জলাভূমির দিকে ছুটে গেছে। ওটাকে যে বেঁধেছিল তারই তো দোষ। লাগামটা আরও ভাল করে বাঁধা উচিত ছিল।"

জন বলল, "হায় এলান, খৃস্টের যন্ত্রণার দোহাই, তলোয়ার নামিয়ে রাখ; আমিও তাই করছি। ঈশ্বর জানেন, আমি হরিণের মত দ্রুত ছুটতে পারি। ঘোড়াটা আমাদের নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। ঘোড়াটাকে কেন যে গোলাবাড়িতে রাখ নি? তোমার কপাল খারাপ এলান; ঈশ্বরের দিব্যি, তুমি একটা বোকা।"

বেচারি এলান ও জন জলাভূমির দিকে ছুটে গেল।

ওদের চলে যেতে দেখে যাঁতাওয়ালা তাদের আধ কুনকে ময়দা তুলে নিয়ে স্ত্রীকে বলল তা দিয়ে পিঠে বানাতে। বলল: "মনে হয় এখানে কি ঘটতে পারে সে বিষয়ে ওদের ভয় ছিল। কিন্তু যতই পড়া-লেখা জানা লোক হোক, একজন যাঁতাওয়ালা পাদরিদের উপরেও টেক্কা দিতে পারে। এবার ছুটতে থাকুক। দেখ, ওরা কোথায় গেছে! হ্যাঁ, ছেলেরা একটু খেলা করুক; আমার মাথার দিব্যি, সহজে ওরা ঘোড়াটাকে ধরতে পারবে না।"

বেচারা পাদরি দুটি এদিক-ওদিক ছুটতে ছুটতে চেঁচাতে লাগল,

"থাম্, থাম্! হেই, হেই! এখানে; পিছন ফিরে যাও; শিস দাও; এখানেই ওটাকে ধরব!" কিন্তু, সংক্ষেপে বলতে গেলে, ঘোড়াটা এত জোর ছুটতে লাগল যে অনেক চেষ্টার পর রাত হলে তবে একটা নালার মধ্যে সেটাকে ধরতে পারল।

ভিজে বেড়ালের মত শ্রান্ত হয়ে বেচারা জন ও এলান ফিরে চলল। জন বলল, "আমার জন্মের দিনটাকে ধিক! এখন কত ঠাট্টা-মস্করা আমাদের সইতে হবে। আমাদের খাবার চুরি হয়ে গেছে, সকলেই আমাদের বোকা বলবে— ওয়ার্ডেন আর বন্ধুরাতো বটেই, বিশেষ করে ঐ যাঁতাওয়ালা। হায়রে!"

ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে জন এইভাবে খেদ করতে লাগল। ফিরে দেখল, যাঁতাওয়ালা আগুনের পাশে বসে আছে। তখন বেশ রাত, কাজেই তারা ফিরে যেতে পারবে না। ঈশ্বরের ভালবাসার নামে তারা যাঁতাওয়ালাকে খাদ্য ও আশ্রয় দিতে অনুরোধ করে জানাল, এজন্য তারা দাম দেবে।

যাঁতাওয়ালা জবাব দিল, "খাবার কিছু থাকলে তোমরা তার ভাগ পাবে। আমার বাড়িটা ছোট, কিন্তু তোমরা দুজন তো অনেক পুঁথি পড়েছ: তোমরা তো যুক্তিশাস্ত্রের সাহায্যে কুড়ি ফুট জায়গাকে এক মাইল বানাতে পার। দেখা যাক এই জাগাটুকুতে তোমাদের কুলোয় কি না; না কুলোলে তোমাদের রীতি অনুযায়ী কথার মারপ্যাঁচে তাকে বড় করে নাও।"

জন বলল, "দেখ সাইমন, সেন্ট কুথবার্ট-এর নামে বলছি, তুমি একজন ভাল জোকার, আর জবাবটাও দিয়েছ খাসা। একটা কথা শুনেছি: 'যা পাওয়া যায় অথবা যা সঙ্গে আছে—এই দুটোর একটাকে বেছে নিতেই হবে।' কিন্তু প্রিয় গৃহস্বামী, তোমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, কিছু খাদ্য ও পানীয় এনে দাও, আর থাকবার মত একটা ব্যবস্থা করে দাও; যথেষ্ট অর্থ আমরা দেব। শূন্য হাতে তো আর বাজপাখি ধরা যায় না। চেয়ে দেখ, ব্যয় করবার মত অর্থ আমাদের আছে।"

যাঁতাওয়ালা রুটি ও বীয়ারের জন্য মেয়েকে গ্রামে পাঠিয়ে দিল; তাদের জন্য একটা হাঁস সিদ্ধ করল; এবং যাতে আবার পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখল। নিজের বিছানার দশ বারো ফুটের মধ্যে নিজেই চাদর ও কম্বল দিয়ে ওদের জন্য একটা বিছানা করে দিল। ছাত্ররা তার চাইতে ভাল কিছু করতে পারত না; ওর চাইতে বড় শোবার জায়গাও সে অঞ্চলে আর ছিল না। রাতের খাবার খেয়ে তারা আরামে গল্প-গুজব করল; তারপর ভাল

কড়া বীয়ার খেয়ে মাঝরাত নাগাদ সকলেই শুতে গেল।

যাঁতাওয়ালাকে খুব করে খাইয়েছিল। মদে চুর হয়ে সে লালের বদলে ফ্যাকাসে মেরে গেল। তার হিক্কা উঠতে লাগল, আর এমন নাকি সুরে কথা বলতে লাগল যেন সর্দি লেগেছে। সে শুতে গেল, আর তার স্ত্রীও সঙ্গে গেল। সেও যেন একটা দাঁড়কাকের মত খুসিতে ডগমগ। মা যাতে বাচ্চাটাকে দোলাতে বা দুধ খাওয়াতে পারে সেজন্য দোলনাটা বিছানার পায়ের কাছে রাখা ছিল। পাত্রে যতটা পড়ে ছিল সেটা পান করে তাদের মেয়েও শুতে গেল। এলান ও জনও শুতে গেল ঃ আর পানীয় ছিল না,—ঘুমের ওষুধও কারও দরকার ছিল না। যাঁতাওয়ালা এত বেশী মদ খেয়েছিল যে ঘুমের মধ্যে সে ঘোড়ার মত নাক ডাকাতে লাগল, আর অসারে বাতকর্ম করতে লাগল। তার স্ত্রীও সমানতালে এমনভাবে নাক ডাকাতে লাগল যে সিকি মাইল দূর থেকে সে শব্দ শোনা যেত। তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মেয়েটিও নাক ডাকাতে লাগল।

সেই ঐক্যতান শুনে এলান জনকে খোঁচা দিয়ে বলল, "ঘুমুলে নাকি? এমন সঙ্গীত এর আগে কখনও শুনেছ? এমন ঐক্যতান যারা বাজায় তাদের মড়ক লাগুক! এমন অদ্ভুত জিনিস কে কবে শুনেছে? হ্যাঁ, ওদের কপালে দুঃখ আছে। এই দীর্ঘ রাত তো ঘুমিয়ে কাটানো যাবে না। যাহোক, শেষ পর্যন্ত সব কিছুই ভাল হবে। শোন জন, আমি ঐ কুমারীর সঙ্গে শুতে যাচ্ছি। আইনত কিছু ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকার নিশ্চয়ই আমাদের আছে। আমাদের শস্য চুরি গেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ; সারাটা দিন কত কষ্টে কেটেছে। যেহেতু আমাদের ক্ষতি কেউ পূরণ করে দেবে না, নিজেই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করব। ঈশ্বরের আত্মার দিব্যি, তার অন্যথা হবে না!"

জন বলল, "এলান, কথা শোন ; যাঁতাওয়ালা সাংঘাতিক লোক। সে জেগে উঠলে আমাদের ক্ষতি করতে পারে।"

এলান জবাব দিল, "ওকে আমি থোরাই কেয়ার করি।" সে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে মেয়েটির বিছানায় চলে গেল। সে চিৎ হয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, কাজেই কী যে ঘটতে লাগল কিছুই বুঝতে পারল না ; যখন বুঝল তখন সাহায্যের জন্য চীৎকার করার পক্ষে অনেক দেরী হয়ে গেছে। সংক্ষেপে, অচিরেই তারা জোর কাজে লেগে গেল। এলান, তুমি তাহলে খেলা করতে থাক, আমি এবার জনের কথা বলি।

জন খুবই দুঃখিত অন্তরে কয়েক মিনিট চুপ করে রইল। মনে মনে বলল,

"হায়, একী নিষ্ঠুর তামাসা ; পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, আমি একটা বোকা ছাড়া কিছু নই। আমার বন্ধু যে কষ্ট পেয়েছে তার বিনিময়ে এখন কিছু পাচ্ছে : যাঁতাওয়ালার মেয়ের সঙ্গে সে এক বিছানায় শুয়ে আছে। ঝুঁকি নিয়ে সে যা চেয়েছিল তা পেয়েছে, আর আমি খড়ের বস্তার মত বিছানায় পড়ে আছি। ভবিষ্যতে এ কাহিনী যখন বলা হবে, তখন আমি হব একটা বোকা, একটা গাধা! যা থাকে কপালে আমিও উঠে পড়ে সুযোগ নেবই। লোকে বলে, 'ঝাঁপ না দিলে কূল মেলে না।" বিছানা ছেড়ে সে চুপি চুপি দোলনার কাছে গেল এবং সেটাকে তুলে নিয়ে আস্তে নিজের বিছানার পায়ের কাছে রেখে দিল।

একটু পরে স্ত্রীর নাক ডাকা বন্ধ হল। সে উঠে প্রস্রাব করতে গেল। ফিরে এসে দোলনা খুঁজে না পেয়ে এখানে ওখানে হাতড়াতে লাগল। বলল, 'হায়, হায়, আমি তো প্রায় ভুল করে বসেছিলাম—আমি তো প্রায় ছাত্রদের বিছানায় উঠেছিলাম। ওঃ! কপাল ভাল, তাহলে তো খুব খারাপ জায়গায় পড়তাম।" হাতড়াতে হাতড়াতে সে দোলনাটা পেয়ে গেল, এবং দোলনা থেকে পেয়ে গেল জনের বিছানা। সেটাকেই সে নিজের বিছানা বলে ভুল করল, কারণ দোলনাটা ছিল তারই পায়ের কাছে। চারদিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, কাজেই সে যে কোথায় আছে নিজেই ঠাহর করতে পারে নি। পা টিপে টিপে আস্তে সে জনের বিছানায় উঠল, কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর হয় তো ঘুমিয়ে পড়ত। তখনই জন লাফ দিয়ে উঠে সেই ভাল মেয়ে মানুষটির সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসা করতে লাগল। অনেক বছর এমন মজা সেও পায় নি।......জন যেন পাগল হয়ে উঠল। দুটি ছাত্র ভোর না হওয়া পর্যন্ত তাদের খেলা চালিয়ে গেল।

সারারাত কঠোর পরিশ্রম করে জন ভোরের একটু আগেই পরিশ্রান্ত হয়ে বলল, "বিদায় মলি, মিষ্টি মেয়ে! দিনের আলো ফুটেছে ; আর তো থাকতে পারি না। কিন্তু ভবিষ্যতে যেখানেই যাই যতদিন এদেহে প্রাণ থাকবে ততদিন আমি তোমারই অনুগত ছাত্র থাকব!"

মেয়েটি বলল, "প্রিয় প্রেমিক, যাও, বিদায়! কিন্তু যাবার আগে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই : বাড়ি ফিরবার পথে যাঁতা-কলের পাশ দিয়ে যাবার সময় সামনের দরজার পিছনে তাকালে একটা পিঠে দেখতে পাবে ; তোমাদের যে আধা কুনকে ময়দা চুরি করতে আমি বাবাকে সাহায্য করেছিলাম তাই

দিয়েই ওই পিঠেটা তৈরি করা হয়েছে। প্রিয়তম, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, তোমাকে পাহারা দিন।" এই কথা বলে সে প্রায় কাঁদতে লাগল।

এলান জেগে উঠে ভাবল, "ভোর হবার আগেই জনের পাশে বিছানায় শুয়ে পড়ব। দোলনাটা হাতে ঠেকতেই ভাবল, "হা ঈশ্বর, সব ভুলে বসে আছি। রাতের কাজের ফলে মাথাটা ঝিমঝিম করছে, আর সেই জন্যই ভুল জায়গায় এসে গেছি। দোলনা দেখেই বুঝতে পারছি ভুল হয়েছে। এ বিছানায় আছে যাঁতাওয়ালা ও তার স্ত্রী।" তদনুসারে যে বিছানায় যাঁতাওয়ালা ঘুমিয়ে আছে সেই দিকে সে এগিয়ে গেল—বিশ শয়তানের কপাল আর কি! যাঁতাওয়ালাকে পেয়ে তাকেই জন মনে করে তার গলা জড়িয়ে ফিস ফিস করে বলল, "জন, ওহে শুকর-মস্তিষ্ক. উঠে পড়, একটা মজার কথা শোন। সেণ্ট জেমসের দিব্যি, এই ছোট রাতটুকুতেই যাঁতাওয়ালার মেয়েকে আমি তিনবার চিৎকারে শুইয়েছি, আর তুমি এখানে কাপুরুষের মত পড়ে আছ।"

যাঁতাওয়ালা চীৎকার করে বলল. "ওরে অসাধু শয়তান. এই করেছিস? অসাধু বিশ্বাসঘাতক! অসাধু পণ্ডিত! ঈশ্বরের দোহাই. তুই মরবি। আমার এই সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ের এ রকম নির্লজ্জ অপমান করতে তুই সাহস করলি?" বলেই সে এলানের টুটি টিপে ধরল। সেও পাল্টা তাকে চেপে ধরে নাকের উপর বসাল এক ঘুঁসি। রক্তে যাঁতাওয়ালার বুক ভেসে যেতে লাগল। তখন দুজনে খাঁচায় বন্দী দুটো শুকর-ছানার মত মেঝেতে গড়াগড়ি যেতে লাগল। তাদের নাক মুখ থেঁতলে গেল। এই ওঠে. এই পড়ে যায়. এই রকম করতে করতে একসময় যাঁতাওয়ালা একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে তার স্ত্রীর গায়ের উপর চিৎ হয়ে পড়ে গেল। সে তো এই হাস্যকার লড়াইয়ের কিছুই শুনতে পায় নি। সারারাত জনের সঙ্গে প্রেম করে সে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিল। যাঁতাওয়ালা তার উপর পড়তেই সে আঁতকে ঘুম থেকে উঠে চীৎকার করে" উঠল, বাঁচাও। ব্রমহম-এর পবিত্র ক্রুশ. আমি তোমার আশ্রয় নিলাম। প্রভু, তোমাকে ডাকছি! সাইমন, জাগো. শয়তান আমার উপর ভর করেছে! আমার বুক ভেঙে গেছে; আমাকে বাঁচাও; আমাকে বুঝি মেরেই ফেলেছে! আমার পেট আর মাথা চেপে কে যেন শুয়ে পড়েছে। সাইমন. বাঁচাও. নকল ছাত্র দুটো লড়াই করছে!"

জন যত তাড়াতাড়ি পারল লাফ দিয়ে উঠে একটা লাঠির খোঁজে চারদিকের দেয়াল হাতড়াতে লাগল। ততক্ষণে স্ত্রীটিও উঠে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির

ভিতরকার খবর সে জনের চাইতে ভাল জানে, তাই অচিরেই সে একটা লাঠি পেয়ে গেল। দেয়ালের একটা ছিদ্র দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে; সেই আলোয় সে দুজনকে মেঝেতে দেখতে পেল। কিন্তু তাদের মধ্যে কে যে কোন্ জন তা বুঝতে পারল না; তার চোখে দুজনকেই দুটো সাদা বস্তু বলে মনে হল। সাদা জিনিস দেখেই সে ধরে নিল, ছাত্রটি সাদা টুপি পরেছিল এটা সেই। অমনি এলানকে মেরে লাট করে দেবার জন্য লাঠি নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। আসলে কিন্তু সে লাঠির বাড়ি মারল যাঁতাওয়ালার চুল-ভর্তি মাথায়। সে সটান পড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "বাঁচাও, আমি মরে গেলাম।" ছাত্র দুটিও তাকে বেদম মেরে সেখানে ফেলে রাখল। তারপর পোষাক পরে ঘোড়া ও ময়দা নিয়ে নিজেদের পথে চলে গেল। যাঁতা-কলের কাছ থেকে তাদেরই আধা কুন্‌কে ময়দায় তৈরি পিঠেটাও নিয়ে গেল।

এইভাবে দাম্ভিক যাঁতাওয়ালা বেদম মার খেল; গমপেষাইর মজুরির টাকাটা খোয়াল; আর এলান ও জনের রাতের খাবারের দরুন সব খরচও তাকেই বহন করতে হল। এলান ও জন তার স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে রাত কাটিয়ে তাকে আগাপাস্তলা পেটাল। দেখুন অসাধু যাঁতাওয়ালার কপালে কী ঘটল! কাজেই প্রবাদবাক্যে খাঁটি কথাই বলেছে: "খারাপ কাজ করে কখনও ভাল কিছু আশা করা উচিত নয়।" নিজে ঠক হলে লোকে তাকে ঠকাবেই। মাথার উপরে আছেন যে ঈশ্বর তিনি এই দলের ছোট-বড় সকলকে রক্ষা করুন। আমার গল্প দিয়ে যাঁতাওয়ালাকে উচিত জবাব দিয়েছি। নায়েব মশায়ের কাহিনী এখানেই শেষ হল।

রাঁধুনির কাহিনী

রাঁধুনির কাহিনীর প্রস্তাবনা: নায়েব যখন কথা বলছিল, তখন মনে হচ্ছিল লণ্ডনের রাঁধুনি বুঝি আনন্দে তার পিঠে নখ বসিয়ে দেবে। সে বলতে লাগল, "হা! হা! খৃস্টের দিব্যি, রাতের বেলায় থাকতে দিয়ে যাঁতাওয়ালার কী তিক্ত অভিজ্ঞতাই না হল। সোলমন খাঁটি কথাই বলেছে: 'যে কোন লোককে বাড়িতে ঢুকিও না।' কাউকে বাসস্থান দেওয়া খুব বিপজ্জনক ব্যাপার। কাকে বাড়িতে ঠাঁই দেওয়া হবে, সেটা খুব ভাল করে বিবেচনা করা উচিত। আমার নামকরণের পর থেকে এর চাইতে ভাল অবস্থার কোন যাঁতাওয়ালার কথা যদি

শুনে থাকি তাহলে ঈশ্বর যেন আমাকে দুঃখ-কণ্ট দেন। অন্ধকারে তাকে খুবই ঠকানো হল। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা যেন এখানেই থেমে না যাই। সুতরাং আপনারা যদি আমার মত একজন গরীব মানুষের কাছে একটা কাহিনী শুনতে চান, তাহলে এই শহরেরই একটি ছোট মজার ব্যাপারকে যথাসম্ভব ভালভাবে বলতে পারি।"

সরাইওয়ালা জবাব দিল: "তোমার অনুরোধ মঞ্জুর করলাম। বলতে শুরু কর রজার, কিন্তু দেখো গল্পটা যেন ভাল হয়। কারণ তুমি তো অনেক স্বাদহীন ঝোল আর দু'বার গরম-করা মাংসের পিঠে বিক্রি করেছ। তোমার নাড়া-খাওয়া হাঁসের মাংসের সঙ্গে তোমার তরকারির ঝোল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এমন অনেক তীর্থযাত্রীর কাছ থেকে তুমি খৃস্টের অনেক অভিশাপ কুড়িয়েছ। তোমার দোকানে তো মাছি ভন্ ভন্ করে ওড়ে। প্রিয় রজার, এটাই তো তোমার নাম, এবার বলে যাও; তবে মিনতি করছি আমার এই ঠাট্টায় যেন রাগ করো না; ঠাট্টার আমেজ থাকলে তবেই লোকে খাঁটি কথা বলে।"

রজার বলল, "ধর্মের দোহাই, তুমি খাঁটি কথাই বলেছ! ফ্লেমিংস্ বলেন, 'খাঁটি ঠাট্টা ঠাট্টাই নয়।' কাজেই হ্যারি বেইলি, তোমার ধর্মের নামে বলছি, আমার কাহিনী একজন সরাইওয়ালাকে নিয়ে হলেও এ স্থান ত্যাগ করবার আগে তুমি রাগ করো না। তথাপি, সেটা এখনই বলছি না; কিন্তু বিদায় নেবার আগে তোমাকে যুৎমত গল্প শুনিয়ে যাব।"

এই কথা বলে সে আনন্দে হাসতে হাসতে যে কাহিনী শুরু করল সেটা এখনই শুনতে পাবেন।

এবার রাঁধুনির কাহিনী শুরু করছি: এক সময় খাদ্য-ব্যবসায়ী সংস্থার একজন শিক্ষানবীশ আমাদের শহরে বাস করত। লোকটি বনের গায়ক পাখির মত হাসিখুসি, সরস ফলের মত তামাটে, দেখতে সুন্দর, ছোটখাট, পরিচ্ছন্নভাবে সিঁথি করা কালো চুল। সে এত ভাল নাচতে পারত যে তার নাম দেওয়া হয়েছিল স্ফূর্তিবাজ পার্কিন। মৌচাক যেমন মধুতে ভরা থাকে, সেও ছিল তেমনি ভালবাসা ও ব্যভিচারে ভরা। তার দেখা পাওয়া যে কোন কুমারীর পক্ষে ভাগ্যের কথা। প্রতিটি বিয়ের উৎসবে সে নাচত ও গাইত; দোকান অপেক্ষা মদের দোকানই সে বেশী ভালবাসত। যখনই "চীপসাইড"-এ কোন জমায়েত হত তখনই সে দোকান ছেড়ে সেখানে ছুটে যেত—সব কিছু দেখে ও

মনের সাধ মিটিয়ে নেচে তবে সে ফিরত—তাকে ঘিরে সাঙ্গপাঙ্গরাও নাচত, গাইত, ফুর্তি করত। সেখানেই তারা অমুক—অমুক রাস্তায় পাশা খেলার দিন ঠিক করে ফেলত। কারণ সারা শহরে আর কোন শিক্ষানবীশ পার্কিনের মত জুয়ার ঘুঁটি ফেলতে পারত না। ব্যক্তিগতভাবেও টাকাপয়সার ব্যাপারে সে খুব দিলখোলা। তার মনিব ব্যবসার ব্যাপারের সহজেই এটা ধরতে পেরেছিল, কারণ অনেক সময়ই সিন্দুক একেবারে শূন্য হয়ে থাকত। বাস্তবিক পক্ষে, যে ফুর্তিবাজ শিক্ষানবীশ জুয়া খেলা, হৈ-হুল্লোড় ও মেয়েদের ভালবাসে, তার মনিব নিজে ফুর্তিতে অংশ না নিলেও তাকেই নিজের দোকান থেকে তার জোগান দিতে হয়। শিক্ষানবীশটি গীটার বা বেহালা যত ভালই বাজাক, চুরি আর হৈ-হুল্লোড়ও পাশাপাশিই চলে। যে কেউই জানে, নীচু স্তরের মানুষের বেলায় হুল্লোড় আর খাঁটি চরিত্রে কখনও মুখ দেখাদেখি হয় না।

ফুর্তিবাজ শিক্ষানবীশটি তার মনিবের কাছে কিছুদিন কাটাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকতে পারল না। সকাল-সন্ধ্যে তাকে অনেক বকাবকি করা হল, এমন কি কয়েকবার "নিউ গেট" জেলে পর্যন্ত পাঠান হল। কিন্তু শেষটায় একদিন হিসাবের খাতা উল্টে প্রবাদ বাক্যের এই কথাগুলি মনিবের মনে পড়ে গেল: গুদামের সবগুলি আপেলকে পচতে না দিয়ে একটি পচা আপেলকে গুদামের বাইরে ফেলে দেওয়াই ভাল। "হুল্লোড়বাজ কর্মচারীর বেলায়ও তাই; কর্মস্থলের সবাইকে বখাতে না দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিলেই ক্ষতির পরিমাণ অল্প হয়। কাজেই তার মনিব বরখাস্তের নোটিশ জারি করে তাকে তার কণ্ঠ ও মন্দ ভাগ্য নিয়ে চলে যেতে বলল। এই ভাবে ফুর্তিবাজ শিক্ষানবীশটির চাকরি গেল। এখন সে ইচ্ছা করলে সারা রাত হৈ-হুল্লোড করে কাটাতে পারে।

যেহেতু সব চোরেরই এমন একজন সাকরেদ থাকে যে তাকে চুরি বা ধার করে পাওয়া অর্থ উড়িয়ে দিতে সাহায্য করে, এই শিক্ষানবীশটিও সঙ্গে সঙ্গে তার বিছানা ও জামা-কাপড় তারই মত এক সাকরেদের বাড়ি পাঠিয়ে দিল। সেও জুয়া খেলতে, হুল্লোড় করতে ও নাচ-গান করতে ভালবাসত। তার স্ত্রী শিক্ষানবীশদের জন্য একটা দোকান চালাত বটে, কিন্তু আসলে সবটাই সে নিজের জন্য জমিয়ে রাখত।

[চসার এই কাহিনীটি শেষ করেন নি। পাঠক ক্যান্টারবেরি কাহিনীতে মাঝে মাঝে যে সামঞ্জস্যহীনতা ও ধারাবাহিকতার অভাব লক্ষ্য করবেন, সেটা চসার কর্তৃক কাহিনী-সংকলনটি অসমাপ্ত রাখারই ফল।]

উকিলের কাহিনী

দলের প্রতি সরাইওয়ালার কথা ঃ সরাইওয়ালা বুঝতে পারল যে, উজ্জ্বল সূর্য তার দৈনিক পথ-পরিক্রমার এক-চতুর্থাংশ অপেক্ষা আধ ঘণ্টারও বেশী পার হয়ে গেছে, এবং এ সব ব্যাপারে অভিজ্ঞ না হলেও সে জানত যে দিনটা মে মাসের পূর্ববর্তী এপ্রিলের আঠারোই। সে আরও লক্ষ্য করল যে, প্রতিটি গাছের ছায়া সেই গাছের ঠিক সমান লম্বা। সুতরাং সেই ছায়া থেকে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, যেহেতু উজ্জ্বল সূর্য আকাশে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিতে আরোহণ করেছে, সেই দিন সেই লঘিমার জন্য সময় তখন বেলা দশটা। এবং দ্রুত সে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল।

সে বলল, "ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, প্রত্যেককে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি ঃ দিনের এক-চতুর্থাংশ সময় অতিক্রান্ত। ঈশ্বর ও সেণ্ট জনের ভালবাসার দিব্যি, একান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নষ্ট করবেন না। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, নদী যেমন পর্বত থেকে সমতলে অবতরণের পথে কখনও ফিরে তাকায় না, সেই রকম আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি অথবা জেগে থেকেও কর্তব্যে অবহেলা করি তখনও সময় বয়ে চলে এবং দিন ও রাত আমাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। সেনেকা ও অপরাপর দার্শনিকরা হারানো সোনা অপেক্ষা হারানো সময়ের জন্য যথার্থ কারণেই অধিকতর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, হারানো অর্থ ফিরে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু হারানো সময়ের কাছে আমরা পরাজিত। গণিকা যেমন স্বেচ্ছায় হারানো কুমারীত্ব আর ফিরে পায় না, ঠিক তেমনি হারানো সময় কখনও ফিরে আসে না। কাজেই আমরা যেন এভাবে আলস্যে কালহরণ না করি।

সে আরও বলল, "উকিল মশায়, যে হেতু আপনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ আশা করেন, আপনার স্বীকৃতি অনুসারে অবিলম্বে একটি কাহিনী বলুন। এ ব্যাপারে আপনি স্বেচ্ছায় আমার নির্দেশ মেনে চলতে স্বীকৃত হয়েছেন। এবার আপনার কথা রাখুন ; তাহলেই আপনার কর্তব্য করা হবে।"

উকিল উত্তরে বলল, "মালিক মশায়, ঈশ্বরের নামে বলছি, আমি সম্মত ; নিজের কথার খেলাপ করা আমার অভিপ্রায় নয়। প্রতিশ্রুতি ঋণতুল্য ; প্রতিশ্রুত প্রতিটি কথা আমি রাখতে চাই। এর চাইতে ভাল পরামর্শ আমি নিজেও দিতে পারি না। অন্য লোকের জন্য যে বিধান একজন দেয়, নিজে সে বিধান মেনে চলাই তো উচিত। এ বিষয়ে যেন আমরা সকলেই একমত হই।

তথাপি, ছন্দ ও পদ্যের সুকৌশল মিলের ব্যাপারে স্বয়ং অজ্ঞ হয়েও চসার প্রাচীন কালের যে সমস্ত কাহিনীকে ইংরেজি ভাষায় যথাসাধ্য বর্ণনা করেছেন বলে প্রত্যেকেই জানেন, সেগুলি ছাড়া বলবার মত আর কোন কাহিনী আমি সত্যি জানি না। প্রিয় বন্ধু, তিনি সেগুলিকে একখানা বইতে না বলে থাকলে অন্য বইতে বলেছেন। প্রাচীন লেখক ওভিড তার "হেরয়েড্‌স্‌" গ্রন্থে যত প্রেমিকের কথা উল্লেখ করেছেন তার চাইতে বেশী প্রেমিকের কথা চসার বলেছেন বিভিন্ন স্থানে। সেগুলি যখন বলা হয়েই গেছে, তখন আমি কেন সেগুলির পুনরাবৃত্তি করব ?

"তরুণ বয়সে চসার সিয়েক্স ও এলকিয়ন-এর কথা বলেছেন ; তার পর থেকে প্রায় সব মহিয়সি স্ত্রী ও তাদের প্রেমিকদের কথা বলেছেন। তার 'দি লিজেণ্ড অব কিউপিড্‌'স্‌ সেইন্ট্‌স্‌' নামক বিরাট পুঁথির পাতা যিনিই ওল্টাবেন তিনিই দেখতে পাবেন লুক্রেশে ও ব্যাবিলনবাসী থিস্‌বি-র গভীর ক্ষত ; বিশ্বাসঘাতিনী ঈনিয়াস-এর প্রতি ডিডো-র অস্ত্রাঘাত, ডিমোফেন-এর প্রতি ভালবাসার জন্য গাছের ডাল থেকে ফাইলিস-এর ফাঁসিতে ঝোলা ; ডেজানিরা, হারমিয়ন ও হিপ্‌সিপোল-এর অভিযোগ ; সমুদ্রের বৃক্ষহীন দ্বীপে একাকী এরিয়াড্‌নে ; হেরো-র জন্য লিয়েণ্ডার-এর জলে ডোবা, হেলেন-এর অশ্রুজল ; ব্রিসীস ও লাওডামিয়ার দুঃখ জ্যাসনের কপট ভালবাসার জন্য যার শিশুদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সেই রাণী মিডিয়ার নিষ্ঠুরতা ! হে হাইপার্মনেস্ট্রা, পেনেলোপি, এলসেস্টিস্‌—তোমাদের পত্নীব্রতকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলে প্রশংসা করেছেন।

যা হোক, নিজের ভাইয়ের প্রতি কানাস-এর পাপ ভালবাসার অশোভন গল্পের কথা তিনি নিশ্চয় একটি শব্দও লেখেন নি—ঐসব অশোভন গল্প আমিও মোটেই পছন্দ করি না। টায়ার-এর এপোলোনিয়াস-এর কথা, অভিশপ্ত রাজা এন্টিয়োকাস কেমন করে এপোলোনিয়াস-এর মেয়ের উপর বলাৎকার করেছিল, সে কথাও তিনি লেখেন নি ; সে গল্প পড়তে কী ভয়ংকর, বিশেষ করে যেখানে মেয়েটিকে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। কাজেই তার কাহিনীতে ঐ সব অস্বাভাবিক ঘৃণ্য বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু না লিখবার মত সংজ্ঞান চসারের ছিল। আমিও পারতপক্ষে সে সব কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করব না।

কিন্তু এবার আমার কাহিনী—কি কথা আজ বলব ? মানুষ যাকে পিয়েরাইডিস বলে সেই কবিতাদেবীর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে আমি একান্তই অনিচ্ছুক— আমি যা বলছি 'মেটামরফোসেস'-এই তার ব্যাখ্যা পাওয়া

যাবে। তথাপি চসারের তুলনায় আমার গল্প যদি খুবই সাদাসিধেও হয় তার জন্য আমি থোরাই কেয়ার করি। আমি গদ্যে বলছি ; তিনি কবিতা বানাতে থাকুন।"

এই কথা বলে উকিল মশায় কেমন গম্ভীর ভাবে কাহিনী শুরু করল সে তো আপনারা শুনতেই পাবেন।

উকিলের কাহিনীর প্রস্তাবনা ঃ হায়, দারিদ্র্যের ঘৃণিত অশুভ পরিবেশ! তৃষ্ণায়, শীতে ও ক্ষুধায় কাতর হলেও ভিক্ষা চাইতে তুমি অন্তরে লজ্জাবোধ কর! আবার সাহায্য না চাইলে তোমার অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে পড়ে যে একান্ত নিঃস্বতা তোমার সব লুকনো কষ্টকে প্রকাশ করে দেয়। মাথার ঝুঁকি নেওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনের তাগিদে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তোমাকে চুরি, ভিক্ষা বা ধার করতেই হয়!

তুমি খৃস্টকে দোষ দাও ; তীব্রভাষায় বল যে তিনি বোকার মত পার্থিব সম্পদ বিতরণ করে থাকেন। তুমি অন্যায়ভাবে তোমার প্রতিবেশীকে তিরস্কার করে বল, তার সব আছে আর তোমার কিছুই নেই। তুমি বল, "আমার ধর্ম-বিশ্বাসের দিব্যি, আগে হোক পরে হোক এর জন্য তাকে মূল্য দিতেই হবে ; আজ অভাবী লোককে উদারভাবে সাহায্য না করার জন্য সেদিন কয়লার আগুনে তার লেজ পুড়বেই।"

জ্ঞানীদের অভিমত শ্রবণ কর ঃ "দারিদ্র্যের মধ্যে বেঁচে থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়।" "তোমার প্রতিবেশী তোমাকে ঘৃণা করবে।" তুমি যদি গরীব হও, সব সম্মান তোমার ছেড়ে যাবে! জ্ঞানীদের এই উপদেশ গ্রহণ কর ঃ "দরিদ্রের কাছে সব দিনই খারাপ দিন।" কাজেই খুব সাবধান, সে অবস্থায় যেন তোমাকে পড়তে না হয়!

হায়! তুমি যদি দরিদ্র হও, তোমার ভাই তোমাকে ঘৃণা করবে ; সব বন্ধুরা তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে। হে ধনী বণিক ও উদার বিবেচক মানুষরা, এই কারণেই সকলেই তোমাদের ঈর্ষা করে! তোমাদের জুয়ার বাঁট ডবল-টেক্কার বদলে গোলামে ভরা ; সে তোমাদের কেবলই সৌভাগ্য এনে দেয় ; খৃস্টমাস দিবসে তোমরা আনন্দে নাচতে পার!

জলে-স্থলে তোমরা লাভ খুঁজে বেড়াও ; জ্ঞানী লোকদের মত সব রাজ্যের খবর তোমরা রাখ ; কি শান্তিতে কি যুদ্ধে, তোমরাই তো সংবাদ ও ঘটনা সৃষ্টি কর। এই মুহূর্তে আপনাদের বলবার মত কোন কাহিনীই আমি পেতাম না, যদি না অনেক বছর আগে জনৈক বণিক আমাকে একটা কাহিনী শিখিয়ে

দিত। সেই কাহিনীই শুনুন।

এবার উকিলের গল্প শুরু করছি ঃ এক সময়ে সিরিয়াতে একদল চিন্তাশীল ও নির্ভরযোগ্য বণিক বাস করত। তারা তাদের মশলা, সোনালি বস্ত্র ও বিচিত্র বর্ণের সাটিন দূর দূরান্তরে রপ্তানি করত। তাদের মালপত্র এতই মনের মত ও অসাধারণ ছিল যে সকলেই তাদের সংগে কেনা বেচা করতে চাইত। এদিকে হল কি, এই দলের প্রধানরা রোম-এ যাবার পরিকল্পনা করল। ব্যবসা বা প্রমোদ-ভ্রমণ উদ্দেশ্য যাই হোক, তারা স্থির করল কোন লোক না পাঠিয়ে নিজেরাই রোম চলে যাবে। সেখানে পেঁছে তারা কাজের পক্ষে সুবিধাজনক একটা সরাইখানায় বাসা নিল।

পরিকল্পনামত রোমে বেশ কিছুদিন কাটাবার পর সম্রাটের কন্যা লেডি কনস্ট্যান্সের অপূর্ব সুখ্যাতি দিনের পর দিন এই সব সিরিয় বণিকের কাছে এত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হতে লাগল যেটা আপনাদের বুঝিয়ে বলছি। সকলেরই এই এক অভিমত ঃ "আমাদের রোমের সম্রাটের—ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন—এমন গুণবতী ও রূপবতী এক কন্যা আছে যে রকমটি পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত আর কোথাও দেখা যায় নি। ঈশ্বর তার মর্যাদা রক্ষা করুন। সে যদি সারা ইওরোপের রাণী হত! তার রূপ আছে, গর্ব নেই; যৌবন আছে, অজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধিতা নেই; সব কাজে পুণ্যই তার আদর্শ; বিনয় তার অন্তরের সব অত্যাচারকে পরাভূত করেছে; সে ভদ্রতার দর্পণ; পবিত্রতা স্বয়ং তার অন্তরে বাস করে; তার হাত উদার দাক্ষিণ্যের প্রতিভূ।" এ সব মন্তব্যই ঈশ্বরের মত খাঁটি। কিন্তু এবার আমাদের গল্পে ফেরা যাক। পুনরায় জাহাজগুলি বোঝাই করে এই বিখ্যাত রাজকুমারীকে দেখে তারা সাগ্রহে সিরিয়া ফিরে গেল। সেখানে আগের মতই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে সুখে-সমৃদ্ধিতে বাস করতে লাগল। এ বিষয়ে আর বেশী কিছু আমি বলতে পারি না।

এখন হল কি, সিরিয়ার সুলতান এই বণিকদের খুব সুনজরে দেখত। তারা বিদেশ ভ্রমণ করে ফিরলেই সুলতান তাদের রাজকীয়ভাবে সম্বর্ধনা জানাত এবং তারা যে সব বিস্ময়কর জিনিস দেখেছে বা বিস্ময়কর কথা শুনেছে তা জানবার জন্য সাগ্রহে বিভিন্ন রাজ্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করত। এবার বণিকরা অন্য সব বিষয়ের সংগে লেডি কনস্ট্যান্সের কথাও জানাল; তার মহৎ গুণাবলীর

কথা তারা এতই জোর দিয়ে বলল যে সুলতান তাকে দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠল ; সারা জীবন তাকে ভালবাসাই তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠল।

হায় ! যে প্রকাণ্ড পুঁথিকে লোকে আকাশ বলে সেখানকার তারায় তারায় হয় তো তার জন্মকালেই লেখা হয়েছিল যে ভালবাসার জন্যই তার মৃত্যু হবে ; কারণ, ঈশ্বর জানেন, এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে যারাই পড়তে পারে তারা জানে যে, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুই তারার গায়ে কাচের মত স্পষ্টভাবে লেখা থাকে। হেক্টর, এ্যাকিলিস, পম্পে, ও সীজারের জন্মের অনেক বছর আগেই তাদের মৃত্যুর কথা তারাদের গায়ে লেখা হয়েছিল ; থিবিসের যুদ্ধ এবং হারকিউলিস, স্যামসন, টারনাস ও সক্রেটিসের মৃত্যুর কথাও অনুরূপ ভাবেই লেখা হয়েছিল। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এতই কম যে কেউই এই সব লেখা পুরোপুরি পড়তে পারে না।

সুলতান পারিষদবর্গকে ডেকে পাঠাল, এবং—একটা বড় গল্পকে ছোট করে বলতে গেলে—তার উদ্দেশ্য জানিয়ে দিয়ে বার বার বলতে লাগল যে, অদূর ভবিষ্যতে কন্সট্যান্সকে না পেলে সে নির্ঘাৎ মৃত্যুর সামিল হবে। তারপর সে পারিষদবর্গকে তার জীবন বাঁচাবার একটা উপায় বের করবার আদেশ দিল। নানা জন নানা কথা বলতে লাগল ; অনেক তর্ক-বিতর্ক হল ; অনেক রকম সূক্ষ্ম যুক্তির অবতারণা হল ; কেউ বা যাদুবিদ্যা ও প্রতারণার কথাও বলল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবাহ ছাড়া আর কোন সন্তোষজনক সমাধান তারা খুঁজে পেল না। সে ব্যবস্থায়ও অনেক অসুবিধা দেখা দিল। সুলতান ও কন্সট্যান্সের মধ্যে ধর্মের পার্থক্য এত বেশী যে পারিষদগণ বলল ঃ "আমাদের পয়গম্বর মহম্মদ আমাদের জন্য যে উৎকৃষ্ট বিধান দিয়ে গেছেন, কোন খৃস্টান রাজাই তদনুসারে তার কন্যার বিয়ে দিতে চাইবে না।"

সুলতান বলল, "কন্সট্যান্সকে হারানোর চাইতে আমি বরং খৃস্টান হব ; আমি তার হব ; অপর কাউকে আমি বেছে নিতে পারি না। আমি বলছি, তোমাদের যুক্তি থামাও। আমাকে বাঁচাও ; আমার জীবন এখন এই কন্যার হাতে ; কাজেই তাকে আনা চাই ; এ যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

আর বিস্তারিত বলার কি দরকার ? আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, সন্ধি স্থাপন করে, দূত পাঠিয়ে, এবং পোপ, গীর্জা ও সমস্ত নাইটদের মধ্যস্থতায় একটা সমঝোতায় আসা হল—তাতে যে মুসলমান ধর্মের ক্ষতি হল আর খৃস্টের

প্রিয় বিধানের লাভ হল সে কথা আপনারা শুনতেই পাবেন : সুলতান, তার প্রধানগণ, এবং অনুচরগণ সকলেই খৃস্টধর্ম গ্রহণ করবে ; বিনিময়ে সুলতান কন্সট্যান্সকে স্ত্রীরূপে পাবে এবং একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাবে ; তার সঠিক পরিমাণ আমি জানি না। উভয় পক্ষই এই সমঝোতা মেনে চলতে প্রতিজ্ঞা করল এবং জামিন রাখল। এবার, সুন্দরী কন্সট্যান্স, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে পথ দেখান!

কন্সট্যান্সের যাত্রার দিন এল ; আবার বলছি, যে দিনটিকে আর পেছানো গেল না সেই দুঃখময় মারাত্মক দিনটি এল। সকলেই প্রস্তুত। দুঃখে বিবর্ণ ও পরাভূত অবস্থায় কন্সট্যান্স যাত্রার জন্য সজ্জিত হল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, আর কোন পথ নেই। হায়! যে সাথীরা তাকে এত ভালবাসে তাদের ছেড়ে অনেক দূরে এক অজানা দেশে তাকে পাঠানো হচ্ছে ; যার সম্পর্কে সে কিছুই জানে না তারই সেবায় তাকে আত্মনিয়োগ করতে হবে ; কাজেই সে যে চোখের জল ফেলবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে? স্বামীরা সকলেই ভাল ; চিরদিন তাই হয়ে এসেছে ; স্ত্রীরাও তা জানে! এর চাইতে বেশী বলবার সাহস আমার নেই।

সে বলতে লাগল, "বাবা, আমার মাথার উপরে খৃস্টের পরেই আমার সব চাইতে আনন্দের ধন তুমি আমার মা, তোমাদের ভাগ্যহীনা সন্তান কন্সট্যান্স, তোমাদের অনেক আদরে প্রতিপালিত কন্যা, তোমাদের কৃপা ভিক্ষা করছে ; আমি সিরিয়ায় যাচ্ছি ; আর কোন দিন তোমাদের দেখতে পাব না। হায়, এখনই আমাকে বিদেশে যেতে হবে, কারণ সেটাই তোমাদের সিদ্ধান্ত। যে খৃস্ট আমাদের উদ্ধারের জন্য মৃত্যুকে বরণ করেছেন তিনি আমাকে শক্তি দিন, যেন তোমাদের নির্দেশ আমি পালন করতে পারি।"

কন্সট্যান্সের যাত্রাকালে রাজপ্রাসাদে যে রকম করুণ ক্রন্দন চলতে লাগল, ট্রয় অগ্নিদগ্ধ হবার আগে পিরাস যখন প্রাচীর অতিক্রম করে নগরে প্রবেশ করেছিল তখন সেখানে, বা থিবিসে, অথবা হ্যানিবল যখন তিনবার রোমবাসীদের পরাজিত করেছিল তখনও রোমে সে রকম ক্রন্দন-রোল উঠেছিল বলে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু গান করুক অথবা কাঁদুক, তাকে যেতেই হল।

হে নিষ্ঠুর চির-চলমান পৃথিবী, তোমার আহ্নিক পথ-পরিক্রমায় সব জিনিসকে তুমি পূর্ব থেকে পশ্চিমে সবলে নিক্ষেপ করে থাক, অথচ স্বাভাবিকভাবে তাদের বিপরীত দিকেই যাবার কথা ; তোমার যাদুমন্ত্রে এই ভয়ংকর যাত্রার প্রারম্ভেই

আকাশে এমন ব্যবস্থার সূত্রপাত হল যার ফলে নিষ্ঠুর মারস্ এই বিবাহকে ধ্বংস করে দিল। হায় বক্রগতিতে উত্থানরত ভাগ্যহীন মেশরাশি ; হায় তোমার প্রভু মারস্ তার অবস্থান থেকে অসহায়ভাবে একটা অসুবিধাজনক অবস্থায় পতিত হয়েছে ; হে মারস্, এ ব্যাপারে তুমি এক অশুভ প্রভাব ! হে দুর্বল চন্দ্র, তোমার গতিও দুঃখজনক ; একটা অবাঞ্ছিত স্থানে তোমার সংযোগ ঘটেছে ! তারপর সুবিধাজনক অবস্থান থেকে তুমি সরে গেছ। হায় অবিবেচক রোম-সম্রাট, তোমাকে সং পরামর্শ দেবার মত কোন দার্শনিক কি নগরে ছিল না ? তুমি কি জানতে না যে, এ সব ব্যাপারে দিন ক্ষণের পার্থক্য থাকে ; বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত বংশীয় যাদের কোষ্ঠি জানা থাকে তাদের যাত্রার জন্য শুভক্ষণ নির্বাচন করা উচিত ? হায়, হয় তুমি অজ্ঞ, নয় তো নির্বোধ।

মর্যাদানুযায়ী। জাঁকজমকের সঙ্গে বেচারি সুন্দরী কন্সট্যান্সকে জাহাজে নিয়ে যাওয়া হল। সে বলল, "এবার যীশুখৃষ্ট তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন।" শুধু এইটুকু কথা, আর তার জবাব ঃ 'বিদায়, প্রিয় কন্সট্যান্স !" অনেক কষ্টে সে হাসিখুশি ভাবটা বজায় রাখতে পেরেছিল। তার জাহাজ চলতে থাকুক, আমি আবার গল্পে ফিরে যাই।

সুলতানের কুটিলা মা স্পষ্ট বুঝতে পারল যে তার পুত্র চিরাচরিত ধর্ম থেকে নিজেকে বিচ্যুত করতে চলেছে, তৎক্ষণাৎ সে তার পারিষদগণকে ডেকে পাঠাল এবং তারা এলে স্বীয় মনোবাসনা তাদের জানাল। সকলে সমবেত হলে সে আসন গ্রহণ করে যা বলল তা শ্রবণ করুন ঃ

"ভূস্বামীগণ, আমার ছেলে আল্লার প্রতিনিধি মহম্মদের দেওয়া কোরাণের পবিত্র বিধানকে ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লার কাছে আমি শপথ করছি, মহম্মদের বিধান আমার হৃদয়কে ছেড়ে যাবার আগেই আমার নিঃশ্বাস আমার দেহকে ছেড়ে যাবে ! দাসত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া এই নতুন ধর্মে আমরা আর কি পাব ? বরং মহম্মদের প্রতি বিশ্বাসকে পরিত্যাগের ফলে আমাদের নরকগামী হতে হবে। কিন্তু ভূস্বামীগণ, আমরা যাতে চিরদিনের মত নিরাপদ হতে পারি এমন কোন পথ যদি আমি দেখাতে পারি, তাহলে আমার প্রস্তাবে কি আপনারা সম্মত হবেন ?"

প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞা করে সম্মতি জানিয়ে বলল, জীবনে ও মরণে তারা তার পাশেই থাকবে। প্রত্যেকে আরও প্রতিজ্ঞা করল, বন্ধুদের মধ্য থেকে তার সমর্থক সংগ্রহ করতে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তখন সে যে সব বিষয়ের

পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করল সেগুলি আপনাদের বুঝিয়ে বলছি। সকলকেই সে বলল ঃ

"প্রথমে আমরা সকলেই খৃস্টধর্ম গ্রহণের ভাণ করব—ঠাণ্ডাজলে আমাদের বিশেষ কষ্ট হবে না! তারপর আমি একটা বড় রকমের ভোজ ও হৈ-হল্লার ব্যবস্থা করব। প্রতিজ্ঞা করছি, সেই সময়ই সুলতানকে তার ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেব। অভিষেকের জলে তার স্ত্রী যত ফর্সাই হোক না কেন, তার লাল সাটিন ধোবার জন্য তাকে এক ঝর্ণাব চাইতেও বেশী জল সংগে নিয়ে আসতে হবে।'

হে সুলতানা, তুমি সব পাপের মূল! তুমি নারী হয়েও প্রকৃতিতে পুরুষ, তুমি দ্বিতীয় সেমিরামিস! হে স্ত্রীরূপিণী বিষধরী, তুমিই নরকে দৃঢ়বন্ধ সর্পিনী! হে প্রতারিকা নারী, সর্বপাপের বাসা, পুণ্য ও সাধুতার বিরুদ্ধে লড়তে যা কিছু প্রয়োজন তোমার ঈর্ষা সে সব কিছুই তোমার মধ্যে সঞ্চিত রেখেছে! হে শয়তান যেদিন তুমি মানুষকে জয় করতে ব্যর্থ হয়েছ সেদিন থেকেই তুমি ঈর্ষাপরায়ণ; স্ত্রীলোকদের মন টলাবার ফন্দি তুমি ভালই জান। ঈভকে দিয়ে তুমিই আমাদের দাসত্বের পথে ঠেলে দিয়েছ, আর এই খৃস্টীয় বিবাহকে তুমিই ধ্বংস করবে। হায়, এমনি করে যখনই গোলযোগ সৃষ্টির ইচ্ছা হয় তখনই তুমি স্ত্রীলোকদের নিয়োগ করে থাক।

এইভাবে আমি সুলতানার উপর দোষারোপ করলাম, তাকে অভিশাপও দিলাম। সে কিন্তু শান্তভাবে পারিষদগণকে বিদায় দিল। গল্পকে বাড়িয়ে আর কি হবে? একদিন সুলতানের কাছে গিয়ে সে জানাল, এতদিন বিধর্মী থাকায় সে অনুতপ্ত, কাজেই নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে পুরোহিতদের হাত থেকে সে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করবে। সব খৃস্টানদের জন্য একটি ভোজ-সভার আয়োজন করবার অনুমতি চেয়ে সে বলল, "তাদের সন্তুষ্ট করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।" সুলতান জবাবে 'তোমার অনুরোধ মঞ্জুর করলাম" বলে নতজানু হয়ে তার এই সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদ জানাল। সে এতই খুসি হয়েছিল যে কি যে বলবে বুঝতে পারছিল না। ছেলেকে চুম্বন করে সে নিজ মহলে চলে গেল। প্রথম অংশ শেষ হল।

দ্বিতীয় অংশ শুরু হল ঃ একটা প্রকাণ্ড জাঁকালো শোভাযাত্রাসহ খৃস্টানরা সিরিয়া দেশে পৌঁছল। সুলতান তৎক্ষণাৎ তার মায়ের কাছে এবং

রাজ্যের সর্বত্র দূত পাঠিয়ে খবর দিল, তার ভাবী পত্নী যে এসেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মাকে অনুরোধ করল রাজ্যের সম্মানরক্ষার্থে অশ্বারোহণে গিয়ে ভাবী রাণীকে অভ্যর্থনা জানাতে। সিরিয়াবাসী ও রোমবাসীরা যখন মিলিত হল তখন এক বিরাট সমৃদ্ধ জনসমাবেশ ঘটল। মূল্যবান সজ্জায় সুসজ্জিত হয়ে সুলতান-জননী মায়ের মতই পরমাদরে কন্সট্যান্সকে অভ্যর্থনা জানাল। তারপর যথাযোগ্য জাঁকজমকের সংগে তারা অশ্বারোহণে নিকটতম শহরে গেল। জুলিয়াস সীজারের যে বিজয়-যাত্রার কথা লুকান এত গর্বভরে বর্ণনা করেছে সেটা যে এই পুলকিত দলের সমাবেশ অপেক্ষা অধিক রাজকীয় বা অসাধারণ ছিল তা আমি মনে করি না। কিন্তু সেই বিষধরী, সেই পাপাত্মা সুলতানা সব স্তাবকতা সত্ত্বেও গোপনে মরণ-ছোবল দেবার আয়োজন করে রেখেছিল। কিছুক্ষণ পরেই সুলতান স্বয়ং বর্ণনাতীত বর্ণাঢ্যতার সঙ্গে সেখানে হাজির হল এবং আনন্দে-সুখে কন্সট্যান্সকে অভ্যর্থনা করল। আনন্দ-উৎসবের মধ্যে এখানেই তাদের ছেড়ে দিচ্ছি। এর ফলাফলেই আমার আসল আগ্রহ। কিছু সময় পরে সকলেই বুঝল, এবার হৈ হল্লা থামিয়ে শুতে যাওয়াই ভাল।

যথাসময়ে সুলতানা পূর্বর্বর্ণিত ভোজ-সভার দিন স্থির করল। যুবা-বৃদ্ধ সব খৃস্টান তাতে যোগ দিতে প্রস্তুত হতে লাগল। এই ভোজে সকলে এমন সব ভাল ভাল খাবার খেল যা আমি বলতেও পারি না। কিন্তু ভোজ-টেবিল ছাড়বার আগেই এ জন্য তাদের বড় বেশী মূল্য দিতে হল।

হায়, তিক্ততায় যে পার্থিব সুখের জন্ম তার পরেই আসে আকস্মিক দুঃখ। আমাদের সব পার্থিব চেষ্টায় অর্জিত সুখেরই পরিণতি আকস্মিক দুঃখে। নিজের কল্যাণের জন্যই এই উপদেশ শ্রবণ করুন: সুখের দিনে মনে রাখবেন যে তারপরেই আসছে অপ্রত্যাশিত দুঃখ বা ক্ষতি।

গল্পটা সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভোজের টেবিলেই একমাত্র কন্সট্যান্স ছাড়া সুলতানসহ অপর সব খৃস্টানবেই ছুরি মেরে কুপিয়ে কাটা হল। সমস্ত দেশটা নিজে শাসন করার বাসনায় অভিশপ্ত বৃদ্ধ সুলতানা বন্ধুদের সহায়তায় এই নৃশংস হত্যাকান্ড সাধন করল। সুলতানের অনুরোধে যে সব সিরিয়া-বাসীকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল তাদেরও সকলকে আসন ছেড়ে উঠবার আগেই হত্যা করা হল। তারপর অতি দ্রুত গতিতে ষড়যন্ত্রকারীরা কন্সট্যান্সকে নিয়ে একটা হালবিহীন নৌকায় তুলে দিয়ে কেমন করে সিরিয়া থেকে ইটালি পর্যন্ত

নৌকো চালান যায় সেটা শিখে নিতে বলল। একথা ঠিক, যে অর্থ সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সে সবই তারা তাকে দিয়ে দিল; আরও দিল প্রচুর খাদ্য ও পর্যাপ্ত বস্ত্র। এই ভাবে সে লবনাক্ত সমুদ্রে নৌকো ভাসাল। হে আমার কন্সট্যান্স, হে সম্রাটের প্রিয় তরুণী কন্যা, ভাগ্য-নিয়ন্তা প্রভু তোমার নক্ষত্র হোন।

কন্সট্যান্স ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে বেদনার্ত কণ্ঠে যীশুর ক্রুশের কাছে প্রার্থনা জানাল; "হে দয়ালু বেদী, যীশুর যে করুণ রক্ত পৃথিবীর সব পুরনো পাপ ধুয়ে দিয়েছিল তার দ্বারা রঞ্জিত হে পবিত্র ক্রুশ, আমি যেদিন সমুদ্রে ডুবে যাব সেদিন শয়তান ও তার নখর থেকে আমাকে রক্ষা করো। হে বিজয়ী বৃক্ষ, বিশ্বাসীদের আশ্রয়স্থল, সদা ক্ষত-বিক্ষত স্বর্গের রাজাকে বহনের উপযোগী একমাত্র বৃক্ষ, হে শ্বেত মেষ-শাবক স্বরূপ যীশু, তুমি লৌহ-শলাকায় বিদ্ধ হয়েছিলে,—যে সমস্ত নরনারীর উপরে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের উপর থেকে শয়তানকে তুমি বিদূরিত করেছিলে,—তুমি আমাকে রক্ষা করো, আমার জীবনকে সংশোধন করবার শক্তি দিও।"

এই ভাগ্যহীনা নারী বছরের পর বছর ভূমধ্যসাগরের বুকে ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত ঘটনা-ক্রমে জিব্রাল্টার যোজকে উপনীত হল। অনেক দিন সে সামান্য আহারে কাটিয়েছে, অনেকবারই সে মৃত্যুর আশায় দিন গুণেছে, তবু দুরন্ত ঢেউ একদিন তাকে তীরে পৌঁছে দিল। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, ভোজ-সভায় তাকেও কেন হত্যা করা হল না। কে তাকে রক্ষা করল? আর একটা প্রশ্ন দিয়ে আমি সে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি: সেই ভয়ংকর গুহায়, কোন রকম পালাবার সম্ভাবনার আগেই সকলেই যখন সিংহের হাতে নিহত হল তখন ড্যানিয়েলকে রক্ষা করেছিল কে? ড্যানিয়েলের বুকের মধ্যে ছিল ঈশ্বর; সেই ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নয়। আমরা যাতে ঈশ্বরের শক্তিমত্তার পরিচয় পেতে পারি, সেই জন্যই কন্সট্যান্স-এর মাধ্যমে ঈশ্বর তার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করলেন। খৃস্ট প্রতিটি ক্ষতের ধন্বন্তরীস্বরূপ। নানা উপায়ে তিনি এমন সব কাজ করেন যার উদ্দেশ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, কারণ অজ্ঞানতার জন্য তার সুবিবেচিত ব্যবস্থাকে আমরা বুঝতে পারি না। এ কথা পাদরিরা ভাল করেই জানে। ভোজ-সভায় তো তাকে হত্যা করা হল না; তারপরেই বা সমুদ্রে ডুবে যাওয়া থেকে কে তাকে বাঁচাল? নিনেভে-তে উৎসারিত জলের সঙ্গে বের হয়ে আসার আগে পর্যন্ত তিমি মাছের পেটের মধ্যে জোনা-কে রক্ষা

করেছিল কে ? শুকনো পায়ে সমুদ্র পার হবার সময় জলমগ্ন হওয়ার হাত থেকে হিব্রু জনতাকে যিনি রক্ষা করেছিলেন তিনি যে সেই পরম পুরুষ ছাড়া আর কেউ নন, সে কথা তো সকলেই ভাল জানে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম —জলে ও স্থলে মানুষকে বিপন্ন করবার ক্ষমতা আছে এই চার বাতাসের হাতে। সেই চার বাতাসকে কে আদেশ দিয়েছিল: "জল, স্থল, বা বৃক্ষ—কাউকে বিপন্ন করো না ?" বাস্তবিক পক্ষে তিনিই এই নির্দেশের কর্তা যিনি নিদ্রায়, জাগরণে এই নারীটিকে ঝড়ের হাত থেকে সতত রক্ষা করেছেন। তিন বছর বা তারও বেশী সময় এই নারী কোথায় পেল খাদ্য ও পানীয় ? তার খাদ্যবস্তু এতকাল ভাল থাকল কেমন করে ? মিশর দেশের মেরিকে গুহায় বা মরুভূমিতে কে খাদ্য জুগিয়েছিল ? নিঃসন্দেহে খৃস্ট ছাড়া অপর কেউ নয়। পাঁচখানা রুটি ও দুটো মাছ দিয়ে পাচ হাজার লোককে খাওয়ানোও তো অনুরূপ এক অলৌকিক কাণ্ড। এই নারীর প্রয়োজন মেটাতে ঈশ্বরই সব কিছু পাঠিয়েছিলেন।

ভাসতে ভাসতে সে আমাদের অতলান্তিক মহাসাগরে পড়ল ; তরঙ্গ-সংকুল ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ঢেউয়ের ধাক্কায় সে সুদূর নর্দাম্বারল্যাণ্ডের যে দুর্গের কাছে নিক্ষিপ্ত হল তার নাম আমি জানি না। তার জাহাজ বালিতে এমন ভাবে বসে গেল যে ভরা জোয়ারও তাকে নড়াতে পারল না। খৃস্টেরই ইচ্ছা যে সে সেখানেই থাকবে।

দুর্গ-রক্ষক ভাঙা জাহাজটা দেখতে নীচে নেমে এল। সমস্ত জাহাজটা খুঁজে সে এই পরিশ্রান্ত বিপন্ন স্ত্রীলোকটিকে পেল, আর পেল তার সঙ্গের ধনরত্ন। নিজের ভাষায় স্ত্রীলোকটি জানাল, তাকে সব দুঃখের হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্য তাকে যেন দয়া করে হত্যা করা হয়। এক ধরনের ভুল ল্যাটিন ভাষা বললেও তার কথা বুঝতে কারও অসুবিধা হল না। সব কিছু অনুসন্ধানের পর দুর্গ-রক্ষক অসহায় স্ত্রীলোকটিকে মাটিতে নামিয়ে নিল। তার এই দয়ার জন্য সে নতজানু হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল। কিন্তু মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে জেনেও অনেক ভীতি প্রদর্শন ও আশ্বাস সত্ত্বেও নিজের পরিচয় সে কাউকে দিল না। শপথ করে বলল, সমুদ্রের বুকে সে এতই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল যে তার স্মৃতি-ভ্রংশ ঘটেছে। দুর্গ-রক্ষক ও তার স্ত্রী তার প্রতি গভীর করুণায় চোখের জল ফেলতে লাগল। সে এতই ধৈর্যশীলা, সেখানকার প্রত্যেককে সেবা করবার, খুশি করবার এই শ্রান্তিহীন তার চেষ্টা, যে, যে-দেখে সেই তাকে

ভালবেসে ফেলে।

দুর্গ-রক্ষক, তার স্ত্রী ডেম হেরমেনগিল্ড এবং সে দেশের অন্য সব অধিবাসীই ছিল পৌত্তলিক। তথাপি হেরমেনগিল্ড কন্সট্যান্সকে নিজের প্রাণের মতই ভালবাসত। প্রার্থনা ও পবিত্র অশ্রুজলের ভিতর দিয়ে কন্সট্যান্স সেখানে অনেক দিন কাটিয়ে দেবার পরে খৃস্টের কৃপায় দুর্গ-রক্ষকের স্ত্রী ডেম হেরমেনগিল্ড খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হল। সে দেশের খৃস্টানরা কখনও জমায়েত হতে পর্যন্ত সাহস করত না। পৌত্তলিকরা উত্তর অঞ্চলের জলে-স্থলে সব জেলাগুলি দখল করে নিয়েছিল বলে সব খৃস্টান সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। আদি বৃটন যারা খৃস্টান হয়েছিল এবং ওই দ্বীপে বসবাস করছিল তারাও পালিয়ে ওয়েলস এ গিয়ে সেখানেই সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছিল। তথাপি খৃস্টান বৃটেনদের নির্বাসনের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি ছিল না। ফলে কেউ কেউ পৌত্তলিকদের ঠকিয়ে গোপনে খৃস্টের আরাধনা করত। এই রকম তিনজন বৃটেন দুর্গের নিকটেই বাস করত। তাদের মধ্যে একজন ছিল অন্ধ। কিন্তু অন্ধরা মনের চোখ দিয়ে দেখতে পায়।

একদা গ্রীষ্মকালের রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে দুর্গ-রক্ষক, তার স্ত্রী ও কন্সটান্স মনের সুখে একটু ঘোরা-ফেরা করবার জন্য সমুদ্রতীর পর্যন্ত হেঁটে গেল। হাঁটতে হাঁটতে সেই নুব্জদেহ বৃদ্ধ অন্ধ লোকটির সংগে তাদের দেখা হল। লোকটির দুটো চোখই শক্ত করে বোজানো।

অন্ধ লোকটি বলল, "খৃস্টের নামে বলছি, ডেম হেরমেনগিল্ড, আমার দৃষ্টি-শক্তি ফিরিয়ে দিন।" এ কথা শুনে মহিলাটি খুব ভয় পেল, পাছে তার খৃস্টান হবার কথা জানতে পেরে তার স্বামী তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলে। কিন্তু কন্সট্যান্স হেরমেনগিল্ডকে উৎসাহ দিয়ে খৃস্টীয় গীর্জার কন্যা হিসাবে তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করতে অনুরোধ করল।

দুর্গ-রক্ষক সব দেখে শুনে হতভম্ব হয়ে বলল "এসব কি ব্যাপার? কন্সট্যান্স জবাব দিল, "মহাশয়, খৃস্টের শক্তি মানুষকে শয়তানের ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে।" তখন সে এতদূর বিশ্বাসযোগ্য করে আমাদের ধর্মের ব্যাখ্যা করতে লাগল যে সন্ধ্যা হবার আগেই সে দুর্গ-রক্ষককে খৃস্টধর্মে বিশ্বাসী করে তুলল।

যে জেলাটার কথা আমি বলছি এবং যেখানে সে কন্সট্যান্সকে পেয়েছিল, দুর্গ-রক্ষক আসলে সেখানকার মালিক নয়। সারা নর্দাম্বারল্যান্ডের রাজা

এইলার শাসনাধীনে অনেক বছর ধরেই সে দুর্গটা অধিকার করে রয়েছে মাত্র। সকলেই জানে, এইলা খুব জ্ঞানীলোক ; স্কটদের বিরুদ্ধে সে সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছে। কিন্তু আমাকে তো গল্পের কথায় ফিরে যেতে হবে।

শয়তান সব সময়ই আমাদের ঠকাবার মতলবে থাকে। কন্সট্যান্স-এর সাফল্য দেখে কেমন করে তার ক্ষতি করবে তাই নিয়ে সে ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগল। সেই গ্রামের জনৈক তরুণ নাইটের মনকে সে এমন ভাবে কন্সট্যান্স-এর প্রতি উন্মত্ত প্রেমে ও অসৎ কামনায় পূর্ণ করে তুলল যে, সেই নাইট ভাবতে শুরু করল, অবিলম্বে কন্সট্যান্স-এর দেহকে অধিকার করতে না পারলে সে মারা যাবে। সে কন্সট্যান্স-এর প্রণয় ভিক্ষা করল, কিন্তু কোন ফল হল না। কন্সট্যান্স কোন রকম পাপের পথে যাবে না। তখন সেই নাইট বিদ্বেষবশে তার লজ্জাকর মৃত্যু ঘটাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল এবং সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। ইতিমধ্যে দুর্গ রক্ষক বাড়ি থেকে বাইরে চলে গেল। তখন একদিন রাতে সে গোপনে হেরমেনগিল্ডের ঘরে ঢুকল। অনবরত প্রার্থনা করার ফলে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে কন্সট্যান্স এবং হেরমেনগিল্ড দুজনই তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সেই সুযোগে শয়তান কর্তৃক প্রলুব্ধ হয়ে সেই নাইট চুপি চুপি বিছানার কাছে গিয়ে হেরমেনগিল্ডের গলা কেটে ফেলল; তারপরে রক্তাক্ত ছুরিখানা লেডি কন্সট্যান্স-এর পাশে রেখে চলে গেল। ঈশ্বর যেন তার শোচনীয় পরিণাম ঘটান।

কিছুক্ষণ পরেই দেশের শাসনকর্তা এইলাকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গ-রক্ষক বাড়ি ফিরল। সে দেখল, তার স্ত্রী নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছে ; হাত মুষড়ে মুষড়ে সে অনেক কাঁদল। বিছানায় লেডি কন্সট্যান্স-এর পাশে রক্তাক্ত ছুরিখানাও তার চোখে পড়ল। হায়, কন্সট্যান্স তখন কি বলবে ? অতি দুঃখে তার বুদ্ধি লোপ পেল।

রাজা এইলাকে সব ঘটনাই বলা হল— কিভাবে, কখন ও কোথায় জাহাজের মধ্যে কন্সট্যান্সকে পাওয়া গিয়েছিল সব—ঠিক যেমনটি আপনারা আগেই শুনেছেন। এমন একটি লাবণ্যময়ী মানবীকে দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে নিপতিত দেখে রাজার অন্তর করুণায় বিগলিত হল। কারণ নিষ্পাপ কন্সট্যান্স মৃত্যু-পথযাত্রী একটি মেষশাবকের মতই রাজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। যে অসাধু নাইট এই বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে সে শপথ করে বলল যে কন্সট্যান্স-ই এ কাজ করেছে। তথাপি সকলেই খুব দুঃখ করতে লাগল ; কন্সট্যান্স এ রকম

একটা জঘন্য কাজ করেছে এ কথা তারা কল্পনাও করতে পারছিল না। কারণ তার অনেক সংগুণ ও হেরমেনগিল্ডের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসা তারা চোখে দেখেছে। যে নাইট হেরমেনগিল্ডকে হত্যা করেছে সে ছাড়া উপস্থিত আর সকলেই নানাভাবে তার প্রশংসা করতে লাগল। এই সব সাক্ষ্য ও প্রশংসার কথা শুনে সদাশয় রাজার মন গলল; সে ভাবল, প্রকৃত সত্য জানবার জন্য এ ব্যাপারে আরও তদন্ত করাই সব চাইতে ভাল। হায়, কন্সট্যান্স, তোমার পক্ষ সমর্থন করবার কেউ নেই; নিজেও লড়তে পারবে না। অতএব হা হতোস্মি! কিন্তু আমাদের উদ্ধার করতে যিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন যিনি শয়তানকে আজও বন্দী করে রেখেছেন, আজ তিনিই হবেন তোমার সমর্থ সমর্থক। খৃস্ট যদি কোন অলৌকিক কিছু না ঘটান, তাহলে নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও আজ তোমার নিশ্চিত মৃত্যু। তখন কন্সট্যান্স নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল "অমর ঈশ্বর, তুমি মিথ্যা অপবাদ থেকে সুসান্না-কে রক্ষা করেছিলে, আর তুমি সেন্ট আনের কন্যা দয়াবতী কুমারী মেরি যাঁর পবিত্রা এসে তোমার সন্তানের স্তুতি-গান করেছিল, এ অপরাধ যদি আমি না করে থাকি তোমরা আমাকে রক্ষা করো; নতুবা আমার মৃত্যু হবে।"

ভীড়ের মধ্যে এমন কোন লোকের বিবর্ণ মুখ কি আপনারা কখনও দেখেন নি যাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অথচ ক্ষমা পাবার কোন আশাই যার নেই? তার মুখে এমন ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে যে অনেক লোকের ভীড থেকেও তার মুখ চিনে নেওয়া যায়। তেমনি মুখেই কন্সট্যান্স দাঁড়িয়েছিল। হে সমৃদ্ধিশালী রাণীগণ, ডিউকপত্নীগণ মহিলাগণ, এই বিপদে তাকে করুণা করুন। একটি সম্রাট-কন্যা একাকী দাঁড়িয়ে আছে, সাহায্য চাইবার মত তার কেউ নেই। হায় রাজরক্তধারিণী, তুমি ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, অথচ তোমার এই মহাবিপদের সময় তোমার বন্ধুরা রয়েছে অনেক দূরে।

তার প্রতি সহানুভূতিতে রাজা এইলা-র চোখে অশ্রু ঝরতে লাগল; দয়ালু হৃদয় চিরদিনই করুণায় পূর্ণ। সে বলল, "এখনই একখানা পবিত্র পুঁথি আনানো হোক; নাইট যদি শপথ করে বলে যে এই হেরমেনগিল্ডকে হত্যা করেছে, তখন আমরা স্থির করব কি বিচার হবে।" একখানি বৃটিশ ধর্মগ্রন্থ আনা হল, আর নাইট তংক্ষণাৎ সেই গ্রন্থ স্পর্শ করে জানাল যে কন্সট্যান্সই অপরাধী। কিন্তু সেই সময় একটি অদৃশ্য হাত তার কণ্ঠাস্থিতে এমন কঠোর আঘাত হানল যে সে তংক্ষণাৎ প্রস্তরখণ্ডের মত ভূপতিত হল। আর সমবেত

সকলের চোখের সামনে তার চোখ দুটি মাথার ভিতর থেকে ছিটকে বের হল।

সকলেই একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল: "ঈশ্বরের উপস্থিতিতে পবিত্র গীর্জার অনুগামী একটি নিষ্পাপ মেয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। তুমি এ কাজ করেছ, কিন্তু আমার শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে!" এই অলৌকিক ঘটনায় সমবেত সকলেই ভীত হয়ে পড়ল। কন্স্ট্যান্স ছাড়া অন্য সকলেই প্রতিশোধের ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বেচারি নিষ্পাপ কন্স্টান্সকে মিথ্যা সন্দেহ করেছিল বলে সকলেই মহাভয়ে অনুশোচনা করতে লাগল। এবং শেষ পর্যন্ত এই অলৌকিক ঘটনায় এবং কন্স্ট্যান্স-এর চেষ্টায় রাজা ও আরও অনেকে ধর্মান্তর গ্রহণ করল; ঈশ্বরের করুণার জয় হোক।

সঙ্গে সঙ্গে এইলা ঘোষণা করল, বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অসাধু নাইটকে হত্যা করা হবে। তার মৃত্যুতে কন্স্ট্যান্স খুবই বেদনা বোধ করল। তারপরে খৃস্টের দয়ায় এইলা পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে এই উজ্জ্বল পবিত্র কন্যাকে বিবাহ করল। এইভাবে খৃস্ট কন্স্ট্যান্স-কে রাণী করে দিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, এইলার নিষ্ঠুর মা ডানগিল্ড ছাড়া এ বিয়েতে আর কে দুঃখিত হবে? তার মনে হতে লাগল, তার ছেলে যা করেছে তাতে তার কুটিল হৃদয় ফেটে দুই ভাগ হয়ে যাবে, কারণ তার ছেলে এমন একটি অদ্ভুত জীবকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করাকে সে অপমানজনক বলেই মনে করে।

আমার এই কাহিনীতে শস্য-কণার উপর আমি যতটা জোর দিতে চাই, তুষ ও খড়ের উপর ততটা জোর দেবার ইচ্ছা আমার নেই। বিবাহে কোন্ কোন্ রাজা উপস্থিত ছিল, কি কি অনুষ্ঠান হয়েছিল, বা কে ভেঁপু বাজাল আর কে শিঙা বাজাল, সে সব কথা বলে কি হবে? সব গল্পেরই মোদ্দা কথা হল: তারা খেল, পান করল, নাচল, গাইল ও বাজাল। উচিতমতে এবং যুক্তিসংগত-ভাবেই নবদম্পতি শুতে গেল। কারণ স্ত্রীরা অতীব পবিত্র হলেও বিয়ের আংটি যারা দিয়েছে তাদের খুশির জন্য রাতের বেলায় প্রয়োজনীয় কাজকে ধৈর্যের সঙ্গে তাদের সহ্য করতেই হবে, এবং অল্প সময়ের জন্য তাদের পবিত্রতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবেই—তাছাড়া কোন উপায় নেই। কন্স্ট্যান্স গর্ভবতী হল। অভিভাবকরূপে জনৈক বিশপ ও দুর্গ-রক্ষকের কাছে তাকে রেখে স্বামী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে স্কটল্যান্ড চলে গেল। সুন্দরী, বিনীত, নম্র কন্স্ট্যান্স আসন্নপ্রসবা অবস্থায় খৃস্টের ইচ্ছার প্রতীক্ষায় নিজের ঘরে দিন কাটাতে লাগল।

যথাসময়ে সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল ; সকলে তার নামকরণ করল মরিস। এই শুভ সংবাদসহ অন্যসংবাদ জানিয়ে দুর্গ রক্ষক রাজা এইলা-কে চিঠি লিখল এবং একজন দূতকে চিঠি দিয়ে অশ্বারোহণে পাঠিয়ে দিল।

উপহার পাবার আশায়, দূত দ্রুতগতিতে রাজমাতার দরবারে ছুটে গেল। সসম্মানে বলল, "ম্যাডাম, সংবাদ শুনে আপনি খুশি হবেন এবং ঈশ্বরকে সহস্রবার ধন্যবাদ জানাবেন ঃ আমার কর্ত্রী রাণীর একটি সন্তান হয়েছে ঃ সারা রাজ্য আনন্দ করছে। এই দেখুন, সেই সংবাদসম্বলিত এই সিল করা চিঠি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ চিঠি আমি রাজাকে পৌঁছে দেব। আপনি যদি রাজাকে কিছু পাঠাতে চান দিনে ও রাতে সব সময়ই আমি আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত।'

ডোনগিল্ড বলল এখনই নয়, আমার ইচ্ছা আজ রাতটা তুমি এখানে থাক, আগামী কাল আমার কথা তোমাকে বলব।"

দূত প্রচুর পরিমাণে মদ ও বীয়ার খেল। তারপর সে যখন শূকরছানার মত ঘুমিয়ে পড়ল তখন তার থলে থেকে চিঠিখানা গোপনে চুরি হল। দূরভিসন্ধিমূলক আর একখানা চিঠি জাল করে লিখে তার স্থানে রেখে দেওয়া হল। সে চিঠিতে দুর্গরক্ষক সরাসরি রাজাকে যে বিবরণ পাঠাল তা আপনাদের বলছি। চিঠিতে বলা হল, রাণী এমন একটি ভয় কর পিশাচের মত জীব প্রসব করেছে যে দুর্গের কোন লোকই তার সঙ্গে বাস করতে সাহস করছে না। তার মা নিশ্চয় কোন উপদেবী ঘটনাচক্রে, মন্ত্রবলে বা যাদুর বলে পৃথিবীতে এসেছে ; এখানে সকলে তাকে ঘৃণা করে।

চিঠি পড়ে রাজা খুবই দুঃখিত হল, কিন্তু তার এই ভীষণ দুর্দশার কথা কাউকে বলল না। নিজের হাতে সে চিঠির জবাব লিখল ঃ "খৃস্টের বাণী আমি জেনেছি, কাজেই তাঁর ইচ্ছা এখন সর্বদাই আমার কাছে স্বাগত! দুর্গাধিপতি, তোমার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় আমার কাছে স্বাগত, আমার ইচ্ছা একান্তভাবেই তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম। আমি যতদিন গৃহে না ফিরি, ততদিন ভাল হোক মন্দ হোক এই শিশুকে ও আমার স্ত্রীকে তুমি রক্ষা করো। খৃস্টের যদি ইচ্ছা হয়, তিনি আমাকে অধিকতর সুন্দর ও মনোরম বংশধর পাঠাতে পারেন।' নীরবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাজা সেই চিঠি সিল করে তৎক্ষণাৎ দূতের হাতে দিয়ে দিল। সেও যাত্রা করল। আর তো কিছু করবার নেই।

ওহে দূত, মদের দাস, তোমার নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, তোমার পা টলছে, সব গোপন কথা তুমি ফাঁস করে দিয়েছ। তোমার স্মৃতি লুপ্ত, কাকের মত তুমি কা-কা করছ, তোমার মুখ সব সময়ই কুঁচকে রয়েছে। যেখানে মাতলামির রাজত্ব সেখানে গোপনীয়তা সম্ভব নয়।

হে ডার্নাগিল্ড, তোমার ঈর্ষা ও উৎপীড়নের বর্ণনা দেবার মত ইংরেজি ভাষা আমার জানা নেই! তাই তোমাকে আমি শয়তানের হাতে তুলে দিলাম; তোমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা সেই বলুক। ধিক মানুষ—ঈশ্বরের দোহাই, আমি ভুল বলেছি—ধিক পৈশাচিক আত্মা; কারণ আমি জোর গলায় বলছি, তুমি পৃথিবীতে পা ফেললেও তোমার আত্মা রয়েছে নরকে!

দূত ফিরে এসে রাজমাতার দরবারে ঘোড়া থেকে নামল। রাজমাতা তাকে সাদরে গ্রহণ করল, তাকে খুশি করবার জন্য সব কিছু করল। সে মদ খেল; বারকয়েক বেল্টটা ঢিল দিল! তারপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত সারারাত অস্বস্তিকর ভাবে নাক ডাকিয়ে ঘুমোল। পুনরায় চিঠি চুরি গেল এবং তার জায়গায় জাল চিঠি রাখা হল। তাতে লেখা: "রাজা নির্দেশ দিচ্ছে, তার দুর্গ-রক্ষক যেন অবিলম্বে—অন্যথায় কঠোর বিচারের পর তার ফাঁসি হবে—কন্সট্যান্সকে তিন দিন তিন ঘণ্টার বেশী থাকতে দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে: যে জাহাজে করে সে এসেছিল সেই জাহাজেই তাকে তার শিশুপুত্র ও অন্যান্য জিনিসসহ তুলে দিয়ে সমুদ্রে ঠেলে দিয়ে আর কখনও ফিরে না আসবার আদেশ দেয়।" হায় আমার কন্সট্যান্স, এই দুঃখের কথা ভাবতে ও স্বপ্ন দেখতে তোমার পক্ষে ভীত হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ এ সব বিশ্বাসঘাতকতাই ডার্নাগিল্ডের রচনা।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই দূত সোজা পথে দুর্গে ফিরে গিয়ে দুর্গ-রক্ষককে চিঠিটা দিল। এই দুঃসংবাদ পাঠ করে সে বার বার বলতে লাগল, 'হায়! আমার পোড়া অদৃষ্ট!" সে আরও বলল, "প্রভু খৃস্ট, সব জীবের মধ্যে যখন এত পাপ, তখনও এই পৃথিবী কেমন করে টিকে আছে? হে শক্তিমান ঈশ্বর, তুমি তো ন্যায়বিচারক, তাহলে তোমার হাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেমন করে তুমি নিষ্পাপকে মরতে দিচ্ছ, আর দুষ্টকে দিচ্ছ সুখে বাঁচতে? হায় কন্সট্যান্স, আমি দুঃখিত যে হয় আমি তোমার নির্যাতনকারী হব, না হয় তো নিজে অপমানকর মৃত্যু বরণ করব; আর কোন পথ নেই।"

রাজা এই অভিশপ্ত চিঠি পাঠিয়েছে শুনে ছোট বড় রাজ্যের সব মানুষই কাঁদতে লাগল। চতুর্থ দিনে কন্সট্যান্স মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে জাহাজে পৌঁছল।

খৃষ্টের ইচ্ছাকে সে ধৈর্যের সঙ্গেই মেনে নিয়েছে। সমুদ্র-সৈকতে নতজানু হয়ে সে বলল ঃ

"প্রভু, তোমার ইচ্ছাই চিরস্বাগত। পৃথিবীর মাটিতে থাকতে যিনি আমাকে মিথ্যা অপবাদ থেকে রক্ষা করেছিলেন, লবনাক্ত সমুদ্রেও তিনিই আমাকে সব ক্ষতি ও লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করবেন ; অবশ্য কেমন করে তিনি তা করবেন সেকথা আমি জানি না। তিনি আজও চিরদিনের মতই শক্তিমান। তিনি ও তাঁর প্রিয় জননীই আমার ভরসা ; তাঁরাই আমার জাহাজের পাল, আমার পথচলার নক্ষত্র।

শিশুটি তার কোলের মধ্যে কাঁদছিল ; নতজানু হয়ে করুণ গলায় তাকে বলল, "ছোট সোনা, শান্ত হও, তোমার কোন ক্ষতি আমি করব না।" এই কথা বলে মাথা থেকে রুমাল খুলে তার ছোট ছোট চোখ দুটির উপর রাখল। তাকে ভাল করে ঘুম পাড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল, "জননী, উজ্জ্বল কুমারী মেরি, এ-কথা সত্য যে নারীর প্ররোচনাতেই মানব জাতির পতন ঘটেছিল, তার অদৃষ্টে লেখা হয়েছিল মৃত্যু, আর সেই জন্যই তোমার সন্তান ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিল। নিজের চোখে তাঁর সব যন্ত্রণা তুমি দেখেছ ; কাজেই তোমার দুঃখের সঙ্গে পৃথিবীর কোন দুঃখেরই তুলনা হয় না। চোখের সামনে তোমার সন্তানকে নিহত হতে দেখেছ, আর আমার শিশু সন্তান তো এখনও বেঁচে আছে। এবার, উজ্জ্বল জননী, সব আর্তের তুমি একমাত্র আবেদনস্থল, স্ত্রী জাতির তুমি গর্ব, ন্যায়বতী কুমারী তুমি, তুমি দিবসের উজ্জ্বল নক্ষত্র, আমার সন্তানকে করুণা কর, কারণ পরম মমতায় সব আর্তকেই তো তুমি করুণা করে থাক।

"হায় ছোট্ট সোনা, তুমি তো এখনও কোন পাপ কর নি, তাহলে তোমার দোষ কোথায় ? কেন তোমার নিষ্ঠুর পিতা তোমার মৃত্যু চেয়েছে ? প্রিয় দুর্গ-রক্ষক, দয়া করুন, আমার সন্তান আপনার কাছেই থাকুন। তথাপি যদি ভয় পেয়ে আপনি তাকে রাখতে না চান, তাহলে তার পিতার নামে তাকে একবার চুম্বন করুন।

তারপর তীরভূমির দিকে তাকিয়ে সে বলল, "বিদায়, নিষ্ঠুর স্বামী!" সমুদ্রতীর ধরে সে এগিয়ে চলল জাহাজের দিকে। পিছনে সমবেত জনতা। সন্তানকে বার বার বলছে, কেঁদো না—কেঁদো না। তারপর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, পবিত্রভাবে ক্রুশচিহ্ন এঁকে জাহাজে উঠল।

দীর্ঘ দিন চলবার মত সব জিনিসই জাহাজে দেওয়া হয়েছিল। ঈশ্বরের অশেষ

করুণা, প্রয়োজনীয় সব জিনিসই প্রচুর দেওয়া হয়েছিল। হে ঈশ্বর, বাতাস ও সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত করুন, যাতে সে নিরাপদে গৃহে পৌঁছতে পারে। আমি শুধু বলতে পারি, সমুদ্রের বুকে তার জাহাজ অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্বিতীয় অংশ শেষ হল।

তৃতীয় অংশ শুরু হল ঃ এর কিছুদিন পরেই রাজা এইলা তার সেই দুর্গে ফিরে এসে স্ত্রী ও শিশু পুত্রের খোঁজ করল। দুর্গ-রক্ষক ভয়ে কাঠ হয়ে যা কিছু করেছে সব বলল—সে সব তো আপনারা একবার শুনেছেন; তার পুনরাবৃত্তি করলে তো আর গল্পটা আরও ভাল হয়ে উঠবে না। রাজার সিলসহ চিঠি তাকে দেখিয়ে দুর্গ রক্ষক বলল, "মৃত্যুদন্ডের ভয় দেখিয়ে আপনি আমাকে যা হুকুম করেছেন আমি তাই করেছি।" দূতকে পিটুনি দেবার পর যাতায়াতের পথে প্রত্যেকবার সে কোথায় রাত কাটিয়েছে তা খুলে বলল। এই ভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে স্পষ্টই বোঝা গেল, এই বিশ্বাসঘাতকতার মূলে কে ছিল। চিঠির হাতের লেখাও ধরা পড়ল এবং এই কুকাজের সব বিষয়ই প্রকাশ হয়ে পড়ল,— ঠিক কেমন করে হল আমি তা জানি না। ফলে এইলা তার মাকে হত্যা করল— এটা তো যে কেউই বুঝতে পারে—কারণ সে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এমনি করেই বৃদ্ধা ডার্নাগিল্ডের মৃত্যু হল; তার উপর অভিশাপ বর্ষিত হোক।

স্ত্রী ও সন্তানের জন্য এইলা দিন-রাত কী কষ্ট যে ভোগ করতে লাগল মুখে তা বলা যায় না। সুতরাং এবার আমি কন্সট্যান্স-এর কথায় ফিরে যাই। পাঁচ বছরের বেশী সময় ধরে অনেক দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে খৃষ্টের ইচ্ছামত সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে তার জাহাজ তীরে পৌঁছল।

অবশেষে সমুদ্র কন্সট্যান্স ও তার সন্তানকে ঢেউয়ের আঘাতে পৌত্তলিকদের একটা দুর্গের কাছে তীরভূমিতে ফেলে দিল; সে দুর্গের নাম আমার পুঁথির পাতায় পাই নি। সব মানুষের রক্ষাকর্তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কন্সট্যান্স ও তার ছেলেকে আশ্রয় দিন! আবার পৌত্তলিকদের হাতে পড়ে তাদের মৃত্যু যে আসন্ন হয়েছে সে কথা এখনই আপনাদের বলব।

জাহাজ আর কন্সট্যান্স-কে দেখতে দুর্গ থেকে অনেকেই নেমে এল। কয়েক রাত্রি পরে দুর্গাধিপতির ভান্ডারী—ঈশ্বরের অভিশাপ তার উপরে পড়ুক, সে আমাদের ধর্মত্যাগী চোর—একাকী জাহাজে এল এবং বলল যে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায়

হোক তাকে ভাণ্ডারীর সঙ্গিনী হতেই হবে। বেচারি কন্সট্যান্স তখন সত্যি বিপন্ন বোধ করল। সে করুণ সুরে কাঁদতে লাগল; তার সন্তানও কেঁদে উঠল। কিন্তু পবিত্র মেরি তাকে সাহায্য করল; কারণ কন্সট্যান্স এমন ভাবে তার সঙ্গে লড়াই করল যে সে হঠাৎ জাহাজ টপকে সমুদ্রে পড়ে ডুবে গেল। তার উচিত শাস্তিই হল। এইভাবে খৃস্ট কন্সট্যান্স-এর পবিত্রতা রক্ষা করলেন।

হায় কামনার ঘৃণ্য পাপ, দেখ তোমার পরিণতি! তুমি যে মানুষের মনকে দুর্বল কর তাই নয়, তুমি তার দেহকেও সম্পূর্ণভাবে দখল করে বসতে চাও। তোমার কর্মের বা অন্ধ কামনার পরিণতি হল বিনাশ। আমাদের চার পাশে কতজনকে দেখি, শুধু পাপ কাজের জন্যই নয়, পাপের বাসনা মনে পোষণ করার জন্যও নিহত বা ধ্বংস হয়। এই দুর্বলা নারী কেমন করে ঐ গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকটার হাত থেকে আত্মরক্ষার শক্তি অর্জন করল? হায় বিশালদেহ প্রকাণ্ড গোলিয়াথ, নিরস্ত্র তরুণ ডেভিড তোমাকে জয় করেছিল কেমন করে? তোমার ভয়ংকর মুখের দিকে তাকাবার সাহস সে পেল কোথায়? সহজেই বোঝা যায় এ সবই সম্ভব হয় একমাত্র খৃস্টের কৃপায়। হোলোফারনেস-কে তারই শিবিরে হত্যা করে ঈশ্বরের প্রিয় জনগণকে দুঃখ হতে উদ্ধার করবার সাহস ও শক্তি কে দিয়েছিল জুডিথ-কে? এই প্রসঙ্গে আমি বলি, ঐ সব ক্ষেত্রে যেমন নিজেদের অন্যায়ের হাত থেকে বাঁচার শক্তি ঈশ্বরই দিয়েছিলেন, সেই রকম তিনিই কন্সট্যান্সকে দিলেন শক্তি ও সামর্থ্য।

কন্সট্যান্স-এর জাহাজ জিব্রাল্টার ও সিউটার সংকীর্ণ মুখ ধরে সোজা এগিয়ে চলল,—কখনও পশ্চিমে, কখনও উত্তরে, কখনও দক্ষিণে, আবার কখনও পূবে। এইভাবে অনেক শ্রান্ত দিন পার হবার পরে খৃস্ট জননী—তাঁর জয় হোক—সীমাহীন দয়ার বশে কন্সট্যান্স-এর সব দুঃখের অবসান ঘটালেন।

এইখানে কিছুক্ষণের জন্য কন্সট্যান্স-কে ছেড়ে আমরা রোম-সম্রাটের কথা বলব। সিরিয়া থেকে প্রেরিত চিঠিপত্রে খৃস্টানদের হত্যা এবং এক অসাধু বিশ্বাসঘাতককর্তৃক তার কন্যার অসম্মানের কথা সবই সে জানতে পারল। অভিশপ্ত শয়তানী সুলতানা কর্তৃক ভোজসভায় উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলকে হত্যার কথাই আমি বলতে চাইছি। সুতরাং সিরিয়াবাসীদের উপর কঠোর প্রতিহিংসা গ্রহণের আদেশ দিয়ে সম্রাট বহুসংখ্যক ভূস্বামীসহ একজন সেনেটরকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়ে দিল। সেই রোমবাসীরা বহুদিন ধরে সিরিয়াবাসীদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিল, তাদের হত্যা করল, নানাভাবে তাদের বিপন্ন করে তুলল।

তারপর তারা রোমে ফিরবার আয়োজন করতে লাগল।

গল্পে আছে—বিজয়ী সেনেটর ধুমধামসহকারে জাহাজে করে ফিরবার পথে বেচারি কন্সট্যান্স-এর জাহাজটা দেখতে পায়। কে বা কেন তার এ অবস্থা হয়েছে, সে সব কিছুই সে জানে না; জীবন গেলেও কন্সট্যান্সও তার প্রকৃত অবস্থা কাউকে বলবে না। সেনেটর তাকে রোমে নিয়ে গেয়ে তাকে ও তার ছোট ছেলেকে নিজের স্ত্রীর হাতে তুলে দিল। সেও সেনেটরের পরিবারের একজন হয়ে গেল; এইভাবে খৃস্টজননী অন্য আরও অনেকের মতই কন্সট্যান্সকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। সর্বদা পুণ্যকর্মে নিয়োজিত থাকার সুনাম অর্জন করে কন্সট্যান্স অনেক দিন সেখানেই বাস করতে লাগল।

বোন-ঝিকে আগে কখনও না চিনলেও সেনেটরের স্ত্রী কন্সট্যান্স-এর মাসিমা হয়ে গেল। এসব কথা বিস্তারিত না বলে পূর্ববর্ণিত রাজা এইলার কাছে ফিরে যাব। স্ত্রীর জন্য সে অনেক কেঁদেছে, অনেক তিক্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। আর কন্সট্যান্স-কে রেখে যাব সেনেটরের আশ্রয়ে।

মাতৃহত্যাকারী রাজা এইলা অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চলে গেল রোমে। পোপের নির্দেশ মাথা পেতে নিয়ে সে সব দুষ্কর্মের জন্য যীশুখৃস্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। রাজা এইলা তীর্থযাত্রায় রোম-এ আসছে, এ খবর পূর্বগামী বার্তাবহদের মারফৎ আগেই শহরে প্রচার হয়ে গেল। তখন প্রথানুযায়ী সেনেটর সদলবলে অশ্বারোহণে এইলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলল; উদ্দেশ্য একদিকে নিজের জাঁকজমক প্রদর্শন করা, আর অন্যদিকে বহিরাগত রাজার প্রতি সম্মান দেখানো।

মহৎ সেনেটর এবং এইলা পরস্পরের প্রতি সম্ভাষণ বিনিময় করল। এখন হল কি, দু'একদিন পরেই এইলা এই রোমবাসীকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ করল এবং সেও কন্সট্যান্স-এর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে—আমি মিথ্যা বলছি না—ভোজসভায় গেল। অনেকে হয় তো বলবেন, কন্সট্যান্স-এর অনুরোধেই শিশুটিকে ভোজসভায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে সে সব বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারব না; তবে ব্যাপার যাই হোক, ছেলেটি সেখানে গেল। আসল সত্য এই যে, মায়ের নির্দেশ মত খাবার পরিবেশনের সময় ছেলেটি এইলার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

রাজা এইলা শিশুটিকে দেখে খুবই বিস্মিত হল এবং কিছুক্ষণ পরেই সেনেটরকে জিজ্ঞাসা করল, "ওখানে দণ্ডায়মান ওই সুদর্শন ছেলেটি কে?"

সেনেটর জবাব দিল, "ঈশ্বর ও সেণ্ট জনের নামে বলছি, আমি জানি না। ওর মা আছে, কিন্তু বাবা আছে বলে আমার জানা নেই"—এবং সংক্ষেপে অল্প কথায় ছেলেটিকে পাবার ঘটনাগুলো এইলাকে বলল। শেষটায় বলল, "ঈশ্বর জানেন, ওর মায়ের মত এমন পুণ্যবতী স্ত্রীলোক—কুমারী কি বিবাহিতা—আমি কখনও দেখি নি, তার কথাও কখনও শুনি নি। আমি জোর করে বলতে পারি সে বরং বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে তবু দুষ্টা নারী হবে না। কোন পুরুষই তাকে প্রলুব্ধ করতে পারবে না।"

এখন, এই শিশুটি দেখতে হুবহু কন্সট্যান্স-এর মত। লেডি কন্সট্যান্স-এর মুখ স্পষ্টভাবে এইলার মনে পড়ে গেল। নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ভাবল, আমার স্ত্রী এই শিশুর মা নয় তো। সংগে সংগে সে খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। মনে মনে চিন্তা করতে লাগল, "ধর্মের দোহাই, আমার মাথায় ভূত চেপেছে! বিচার-বুদ্ধি বলছে, আমার স্ত্রী সমুদ্রে ডুবে গেছে।" পরেই আবার উলটো কথা ভাবল: "খৃস্ট যেমন করে আমার স্ত্রীকে আমাদের দেশে নিয়ে এসেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবেই তিনি যে তাকে সমুদ্র পেরিয়ে এখানে নিয়ে আসেন নি তা আমি কেমন করে বলতে পারি?"

সেই দিন অপরাহ্নেই এই আশ্চর্য স্ত্রীলোকটিকে দেখবার বাসনায় সে সেনেটরের সংগে তার বাড়িতে গেল। সেনেটর নানা জাঁকজমকের সংগে এইলাকে অভ্যর্থনা জানাল এবং তৎক্ষণাৎ কন্সট্যান্স-কে ডেকে পাঠাল। আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ডাকের কারণ জানতে পেরে সে আর নাচতে চাইল না; কারণ তখন সে তার পা ঠিক রাখতে পারছিল না। স্ত্রীকে দেখেই এইলা তাকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানাল এবং এমন ভাবে কাঁদতে লাগল যে দেখলেও দয়া হয়। প্রথম দর্শনেই সে বুঝতে পেরেছিল যে, এই তার স্ত্রী। কিন্তু তার পূর্বেকার নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করে কন্সট্যান্স-এর অন্তর এতই যন্ত্রণাবিদ্ধ হল যে দুঃখে-শোকে সে কাঠের মত নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। দু-দু'বার সে তার সামনেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল; এইলাও চোখের জলে তার পূর্ব ব্যবহারের কথা করুণ ভাবে বুঝিয়ে বলতে লাগল: "স্বয়ং ঈশ্বর এবং তাঁর সব উজ্জ্বল দেবদূতেরা আমাদের আত্মাকে দয়া করেছেন; তাই তাদের নামে বলছি, তোমার কষ্টের ব্যাপারে আমি আমার ছেলে যার মুখ ঠিক তোমার মত দেখতে সেই মরিস-এর মতই নির্দোষ! আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি, তাহলে শয়তান আমাকে এখনই গ্রাস করুক।

দীর্ঘ সময় ধরে কেঁদে আর অনেক নির্মম যন্ত্রণা ভোগ করে তবে তাদের অন্তরের তিক্ত বেদনা দূর হল। তাদের আর্তনাদ শোনাও কষ্ট; যত কাঁদে কন্সট্যান্স-এর দুঃখ তত বাড়ে। যাহোক, আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি; দুঃখের কথা বলতে বলতে আমি এতই শ্রান্ত হয়ে পড়েছি যে তার কষ্টের কাহিনী আগামীকাল পর্যন্ত মুলতুবি রাখছি। শেষ পর্যন্ত যখন নিশ্চিতরূপে বোঝা গেল যে কন্সট্যান্স-এর দুঃখভোগের ব্যাপারে এইলার কোন হাত ছিল না, তখন—আমি শপথ করে বলছি—তারা পরস্পরকে একশ বার চুম্বন করতে লাগল। পুনরায় মিলিত হওয়ায় তারা এতই খুশি হল যে একমাত্র ভূমানন্দ ব্যতীত সেরূপ আনন্দ কেউ কখনও পায় নি, বা যতকাল পৃথিবী থাকবে ভবিষ্যতেও কেউ পাবে না। তখন কন্সট্যান্স সবিনয়ে এইলার কাছে প্রার্থনা জানাল, তার দীর্ঘ কষ্টভোগের কথা ভেবে তার বাবাকে যেন একান্তভাবে অনুরোধ করা হয়—তিনি যেন দয়া করে একদিন এইলার সঙ্গে বসে একত্রে আহার করে তাকে সম্মানিত করেন। সে এইলাকে আরও অনুরোধ করল, তার বাবাকে যেন তার কথা কিছুই না বলা হয়।

কেউ কেউ বলে থাকে, সম্রাটকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য বালক মরিসকেই তার কাছে পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু আমার মনে হয়, খৃস্টজগতের পুষ্পস্বরূপ একজন রাজার কাছে একটি ছেলেকে পাঠাবার মত অসৌজন্য এইলার ছিল না। বরং একথা বলাই ভাল যে এইলা নিজেই গিয়েছিল; সেটাই অধিক স্বাভাবিক।

এইলার আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করে সম্রাট মধ্যাহ্ন ভোজনে আসতে সম্মত হল এবং আমি পুঁথিতে পড়েছি, ছেলেটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে মেয়ের কথাই ভাবতে লাগল। এইলা সরাইখানায় ফিরে গিয়ে যথাসাধ্য সুচারুভাবে ভোজের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে ফেলল।

পরদিন এল। এইলা ও তার স্ত্রী সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সাজ-পোষাক পরল। তারপর আনন্দ ও খুশির সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। বাবাকে এগিয়ে আসতে দেখে কন্সট্যান্স ঘোড়া থেকে নেমে তার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ল। বলল, "বাবা, তোমার ছোট মেয়ে কন্সট্যান্স-কে তুমি একেবারেই ভুলে গেছ। কিন্তু আমি তোমার সেই মেয়ে কন্সট্যান্স যাকে তুমি অনেক দিন আগে সিরিয়ায় পাঠিয়েছিলে। বাবা, আমিই সেই যাকে একাকী সমুদ্রে ভাসিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল! বাবা, এবার তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে পুনরায় সেই পৌত্তলিকদের দেশে পাঠিও না।

আর আমার এই স্বামীকে তার দয়ার জন্য ধন্যবাদ দাও।"

এই তিনটি পুনর্মিলিত প্রাণীর গভীর সুখের কথা কে বর্ণনা করতে পারে? কিন্তু এবার তো আমার কাহিনী শেষ করতে হবে। সময় দ্রুত বয়ে যায়; কাজেই আমি আর অপেক্ষা করব না। এই সুখী মানুষরা মধ্যাহ্নভোজনে বসল। আমার বর্ণনার চাইতে হাজার গুণ বেশী আনন্দে ও সুখে তারা ভোজন করতে থাকুক।

পরবর্তীকালে শিশু মরিস পোপ কর্তৃক সম্রাটরূপে ঘোষিত হয়ে প্রকৃত খৃস্টীয় রীতিতে জীবনযাপন করতে লাগল। খৃস্টের গীর্জার প্রতি তার প্রভূত শ্রদ্ধা, কিন্তু তার কথা তো আমি বলব না—আমার গল্প প্রধানত কন্সট্যান্স-কে নিয়ে। প্রাচীন রোমের ইতিহাসেই মরিসের গল্প আপনারা পাবেন; সে সব আমার স্পষ্ট মনে নেই।

সুযোগ মত রাজা এইলা তার পুণ্যবতী মধুর পত্নী কন্সট্যান্সকে নিয়ে সোজা পথে ইংলণ্ডে ফিরে এল। সেখানে তারা সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল। তথাপি, আমি আপনাদের বলছি, এ পৃথিবীতে সুখ বড়ই ক্ষণস্থায়ী; দীর্ঘ সময় সে থাকে না; জোয়ার-ভাঁটার মতই দিন-রাত তার পরিবর্তন ঘটে। এমন কে আছে যে একদিন মহানন্দে বাস করলেও তারপরেই বিবেক, ক্রোধ, বাসনা, পারিবারিক গোলযোগ, ঈর্ষা, গর্ব, কামনা বা অপমানের দ্বারা ক্ষুব্ধ হয় নি? একথার উপর জোর দেবার একটিমাত্র কারণই এই যে, এইলা ও কন্সট্যান্স-এর এই সুখও খুবই ক্ষণস্থায়ী হল।

মনে হয় এক বছর পরেই উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলের পরিণামস্বরূপ মৃত্যু এসে এইলাকে পৃথিবী থেকে নিয়ে গেল; কন্সট্যান্সও ভীষণ দুঃখ পেল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তার আত্মাকে শান্তি দিন! শেষ পর্যন্ত লেডি কন্সট্যান্স রোমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সেখানে পেঁছে এই পুণ্যবতী রমণী তার বন্ধুদের বেশ হাসিখুশি দেখতে পেল। এতদিনে তার সব অভিযানের শেষ হয়েছে। বাবার কাছে পেঁছে সে তার পায়ে উপুড় হয়ে পড়ল। অন্তরের আনন্দের বেগে কাঁদতে কাঁদতে সে শত সহস্রবার ঈশ্বরের স্তুতি-গান করতে লাগল। এইভাবে পুণ্যে ও পবিত্র কর্মে নিযুক্ত থেকে একত্রে অনেক দিন কাটাবার পরে মৃত্যু এসে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিল।

এবার তাহলে বিদায়। আমার কাহিনী শেষ হল। যীশুখৃস্ট দুঃখের পর সুখ দেবার অধিকারী। তিনি আমাদের উপর সদয় হোন; আর এখানে আমরা

যারা রয়েছি তাদের সকলকে তিনি রক্ষা করুন। আমেন। উকিলবাবুর গল্প এখানেই শেষ হল।

উকিলবাবুর গল্পের উপসংহার: সরাইওয়ালা তৎক্ষণাৎ রেকাবে পা রেখে দাঁড়িয়ে বলে উঠল: "সজ্জনগণ, প্রত্যেকই শুনুন! এ কাহিনী বর্তমান অবস্থার খুবই উপযোগী হয়েছে! যাজকপল্লীর পুরোহিত মশায়, ঈশ্বরের কংকালের দিব্যি, এবার আপনার প্রতিশ্রুত কাহিনীটি বলুন। আমি ভালই জানি, ঈশ্বরের কৃপায় আপনারা শিক্ষিত জনেরা অনেক ভাল কথা জানেন!"

পুরোহিত জবাব দিল, "আশীর্বাদ করুন! এ লোকটির কি হল যে এমন পাপীর মত অভিশাপ দিচ্ছে?"

সরাইওয়ালা বলল, "কে ওখানে, জেংকিন নাকি? বাতাসে আমি সংস্কার পন্থীর (Lollard) গন্ধ পাচ্ছি! সজ্জনগণ, আমার কথা শুনুন। ঈশ্বরের যন্ত্রণার দিব্যি, মনোযোগ দিয়ে শুনুন, কারণ একটি সৎ উপদেশ আমরা শুনতে পাব; এই সংস্কারপন্থী আমাদের কাছে কিছু বাণী প্রচার করবেন।"

নাবিক বলে উঠল, "না, আমার বাবার আত্মার দিব্যি, তা হবে না। এখানে আমরা তাকে বাণী প্রচার করতে দেব না; ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা করতে বা নীতি শিক্ষা দিতে তাকে আমরা দেব না। শক্তিমান ঈশ্বরে আমাদের সকলেরই বিশ্বাস আছে। তিনি হয় কোন গোলযোগ পাকিয়ে তুলবেন, নয়তো আমাদের পরিষ্কার শস্যের মধ্যে আগাছা ঢুকিয়ে দেবেন। সুতরাং, মালিকমশায়, আপনাকে সতর্ক করে দিয়ে বলছি, আমি, এই আমুদে লোক আমিই আপনাদের একটি কাহিনী বলব; এমন আনন্দের সুরে ঠুন-ঠুন করে ঘণ্টা বাজাব যে দলের সকলেই জেগে উঠবে। কিন্তু আমি দর্শনশাস্ত্র, ভেষজশাস্ত্র, বা নতুন নতুন আইনের শব্দ-ভরা কোন কাহিনী বলব না। আমার পেটে ল্যাটিনের জ্ঞান থোরাই আছে।"

নাবিকের কাহিনী

এবার নাবিকের কাহিনী শুরু করছি: এক সময়ে সেণ্ট ডেনিসে একজন বণিক বাস করত। যেহেতু সে ছিল ধনী, তাই লোকে তাকে জ্ঞানী মনে

করত। তার স্ত্রী ছিল অতিরিক্ত সুন্দরী। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে হৈ-হল্লা করতে সে ভালবাসত। সুতরাং তার পিছনে যা ব্যয় হত তাতে ভোজ-সভায় ও নাচের আসরে সকলের যতই মনোযোগ ও সম্মান সে আকর্ষণ করুক না কেন তাতে খরচ পোষাত না। সব অভিনন্দন ও প্রশংসাই দেয়ালের উপরকার ছায়ার মত সরে সরে যায়; কিন্তু তার জন্য সব খরচের দায় যাকে বহন করতে হয় তার অবস্থাই হয় কাহিল। বেচারা স্বামীকেই সব খরচ করতে হয়। নিজের সম্মান বজায় রাখতেই আমাদের সাজ-পোষাকের সব জোগান তাকেই দিতে হয়, আর তাতে সেজেগুজে আমরা মনের সুখে নাচি। অবশ্য এমন যদি হয় যে এ সবই অপব্যয় ও অর্থনাশ মনে করে সে এ বাবদ অর্থব্যয় করতেই চাইল না, তখন অন্য কেউ সে খরচটা দিত বা টাকাটা ধার দিত; কিন্তু সেটা তো মারাত্মক।

এই ধনী বণিকের বাড়িটি ছিল সুন্দর। কিছুটা তার আতিথেয়তার জন্য, কিছুটা বা তার স্ত্রীর সৌন্দর্যের জন্য সব সময়ই তার বাড়িতে প্রচুর অতিথি সমাগম হত। কিন্তু আমার কাহিনীটা আগে শুনুন। ছোট-বড় সব রকম অতিথিদের মধ্যে একজন ছিল সন্ন্যাসী। সুদর্শন, সাহসী, বয়স যতদূর মনে হয় বছর ত্রিশ। সে প্রায়শই এ বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করত। এই তরুণ সন্ন্যাসীর আকর্ষণীয় চরিত্রের জন্য প্রথম দর্শনেই সে গৃহকর্তার সঙ্গে এতদূর বন্ধুভাবাপন্ন হয়েছিল যে এ বাড়িতে তাকে বন্ধুর অধিক স্বাধীনতা দেওয়া হত। তাছাড়া, ঐ বণিক ও সন্ন্যাসীর একই গ্রামে জন্ম হয়েছিল বলে সন্ন্যাসী দাবী করল যে সে ঐ বণিকের জ্ঞাতি ভাই। বণিক মুখে সে কথা না বললেও ভোরের আগমনে পাখি যেমন খুশি হয়, এ সংবাদে বণিকও তেমনি খুশি হল, কারণ এই বন্ধুত্বে মনে মনে সে খুবই আনন্দিত হয়েছিল। এইভাবে দুজনই চিরন্তন মৈত্রীবন্ধনে বাঁধা পড়ল এবং কথা দিল, আজীবন তারা ভাই-ভাই হয়েই থাকবে।

ডন জন ছিল খুবই উদার, বিশেষত টাকার ব্যাপারে; খরচ যাই হোক, বাড়ির লোকজনদের খুশি করতে সে সর্বদাই উদ্‌গ্রীব। বাড়ির সব চাইতে ছোট চাকরটাকেও সে বকশিস দিতে কখনও ভুল করত না। সে যখনই এ বাড়িতে আসত তখনই প্রথমে বাড়ির মালিককে এবং তার পর পদমর্যাদা অনুসারে অন্য সকলকেই উপযুক্ত উপহার দিয়ে খুশি করত। কাজেই সূর্যোদয় হলে পাখি যেমন খুশি হয়, সে এ বাড়িতে এলেও সকলেই খুব

খুশি হত। যাহোক, এ সব কথা তো অনেক হল ; এবার এ সব কথা থাক।

হল কি, একদিন বণিক স্থির করল, কিছু জিনিসপত্র কিনতে ব্রুজেস-এ যাবে। তাই সে প্যারিসে ডন জনকে চিঠি লিখল, তার ব্রুজেস-যাত্রার দু' একদিন আগে সে যেন অতি অবশ্য সেণ্ট ডেনিসে আসে। যে মহান সন্ন্যাসীর কথা আপনাদের বলছি সে ছিল সুবিবেচক ও মঠের একজন কর্মচারী ; মঠাধ্যক্ষের কাছ থেকে তার অনুমতি নেওয়াই ছিল, মঠের জমি ও বড় বড় গোলাবাড়ি পরিদর্শনের জন্য সে যখন যেখানে খুশি ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারত। কাজেই চিঠি পেয়েই সে সেণ্ট ডেনিসে চলে এল। আমাদের প্রিয় ভ্রাতা ডন জন ছিল অত্যধিক ভদ্র, সুতরাং তার মত স্বাগত আর কে হতে পারে ? এক জগ মিষ্টি মদ, এক জগ ভাল সাদা মদ ও কয়েকটা বন-মুরগী সে যথারীতি সঙ্গে নিয়ে এল। আপাততঃ দু' একদিন ধরে বণিক ও সন্ন্যাসী খাদ্য, পানীয় ও নাচ-গান নিয়েই থাকুক।

তৃতীয় দিনে বণিক ঘুম থেকে উঠেই ব্যবসার কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। খাজাঞ্চীখানায় ঢুকে যথাসম্ভব ভালভাবে গোণাগাথা করে বছরের হিসাব-নিকাশ করে ফেলল : কত টাকা খরচ হয়েছে ; কত লাভ হয়েছে ; তখন তার অবস্থাই বা কি। টাকা গোণবার টেবিলের উপরে সব হিসাবের খাতা ও টাকার থলেগুলো সাজিয়ে রাখল। সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ছিল অনেক ; কাজেই ঘরের দরজাটা খুব শক্ত করে বন্ধ করে দিল। হিসাব মেলাবার সময় কেউ তাকে বিরক্ত করুক, সে এটা চায় না। এই ভাবে ন'টা পর্যন্ত সে সেখানে কাটাল।

ডন জনও খুব সকালে উঠে প্রার্থনা উচ্চারণ করতে করতে বাগানে পায়চারি করছিল। বণিকের স্ত্রীও নীরবে বাগানে প্রবেশ করে তাকে সম্বর্ধনা জানাল। তার সঙ্গে একটি ছোট চাকরানি ছিল ; তাকে সে নিজের ইচ্ছামত চালাত। সে বলল, "ভাই ডন জন, তোমার কি এত ব্যথা যে এত ভোরে ঘুম থেকে উঠেছ ?"

সে জবাব দিল, "দিদি, রাতে পাঁচ ঘণ্টা ঘুমই যে কোন লোকের পক্ষে যথেষ্ট ; অবশ্য সে যদি বৃদ্ধ হয়, দুর্বল হয়, বা সেই সব বিবাহিত লোকদের মত হয় যারা ছোট-বড় কুকুরের ভয়ে ভীত গর্তে-ঢোকা শ্রান্ত খরগোসের মত বিছানায় কুঁকড়ে শুয়ে থাকে তো সে কথা আলাদা। কিন্তু দিদি, তুমিই বা এত বিবর্ণ কেন ? আমার তো মনে হচ্ছে, কাল রাতে তোমার স্বামী তোমাকে

এতখানি খাটিয়েছে যে এখন তোমার বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন।" এই কথা বলে সে মনের খুশিতে হাসতে লাগল, আর নিজের চিন্তায় নিজেই লাল হয়ে উঠল।

সুন্দরী স্ত্রীটি মাথা নেড়ে জবাব দিল, "দেখ, ঈশ্বর সবই বোঝেন। না ভাই, আমার বেলায় ব্যাপারটা তা নয়; যে ঈশ্বর আমাকে দেহ ও মন দান করেছেন তাঁর নামে বলছি, সারা ফরাসী রাজ্যে এমন আর কোন স্ত্রী নেই যে ঐ কাজে আমার চাইতে কম আনন্দ পায়। আমি বরং বলতে পারি, 'হায়, কেন আমার জন্ম হল।' কিন্তু আমার অবস্থা আমি কাউকে বলতে ভরসা পাই না। ভয়ে ও দুঃখে আমি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছি যে ভাবছি, হয় এ দেশ ছেড়ে যাব, আর না হয় তো আত্মহত্যা করব।"

সন্ন্যাসী স্ত্রীটির প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "হায় দিদি, দুঃখে বা ভয়ে তুমি আত্মহত্যা করবে, এমনটি যেন ঈশ্বর ঘটতে না দেন। তোমার দুঃখের কথা আমাকে বল। হয় তো তোমার দুঃখে কোন পরামর্শ দিতে পারি, বা সাহায্য করতে পারি। কাজেই, সব কথা আমাকে বল; সব আমি গোপন রাখব। প্রার্থনা-পুস্তকের নামে শপথ করছি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জীবনে কখনও তোমার কোন গোপন কথা আমি ফাঁস করব না।"

স্ত্রীটি জবাব দিল, "সেই একই কথা আমিও তোমাকে বলছি। ঈশ্বরের নামে ও এই ধর্ম পুস্তকের নামে শপথ করছি, মানুষ যদি আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েও ফেলে, বা আমার যদি নরকবাসও হয়, তাহলেও সরল মনে তুমি যা বলবে তার একটি কথাও আমি কখনও প্রকাশ করব না। আমাদের আত্মীয়তা বা পারিবারিক সম্পর্কের জন্য এ কথা বলছি না, বলছি ভালবাসা ও বিশ্বাসের খাতিরে।" এই ভাবে পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তারা ধর্ম পুস্তকখানি চুম্বন করল, এবং প্রত্যেকেই ইচ্ছামত তার বক্তব্য বলল।

স্ত্রীটি বলল, "ভাই, আমার হাতে এখন সময় নেই, বিশেষ করে এই স্থানে তো নেইই; কিন্তু থাকলে আমার জীবনের সব কথা আমি তোমাকে বলতাম—বিয়ের পর থেকে কী কষ্টে আমি আছি, আমার স্বামী তোমার ভাই হলেও সে কথা তোমাকে জানাতাম।"

সন্ন্যাসী উত্তর দিল, "না, ঈশ্বর ও সেণ্ট মার্টিনের নামে বলছি, ঐ গাছের পাতা যেমন আমার কেউ নয়, তেমনি তোমার স্বামীও আমার ভাই নয়।

সব স্ত্রীলোকের মধ্যে তোমাকেই আমি একান্তভাবে ভালবাসি, আর সেই জন্যই তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যেই তাকে আমি ভাই বলে ডেকেছি। আমার যাজকবৃত্তির নামে শপথ করে এ কথা তোমাকে বলছি। সে আসবার আগেই তোমার দুঃখের কথা আমাকে বল এবং বলা শেষ হলেই এখান থেকে চলে যাও।"

সে বলল, "আমার প্রিয়তম, আমার ডন জন, এ কথা আমি গোপন রাখতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু আজ তা বলতেই হবে, আর আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। জগৎ-সৃষ্টির পর থেকে যত মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, আমার প্রতি ব্যবহারে তার মধ্যে আমার স্বামীই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু আমি যে তার স্ত্রী, তাই তো কি শয্যায় কি অন্যত্র আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কারও সঙ্গে কোন রকম আলোচনা করা আমার পক্ষে উচিত নয়, আমি যাতে এ সব ব্যাপার নিয়ে কোন কথা না বলি, সেটাই ঈশ্বরের নির্দেশ। আমারও মনে হয়, স্বামীর গুণগান করা ছাড়া স্ত্রীর আর কিছু করা উচিত নয়। তোমাকে শুধু এইটুকুই বলতে চাইঃ ঈশ্বর যেন আমার সহায় হন, তার মূল্য একটা কানাকড়িও নয়। কিন্তু আমাকে সব চাইতে বেশী কষ্ট দেয় তার কৃপণতা। তুমি তো জান, সব স্ত্রীলোক আমার মতই ছ'টি জিনিস কামনা করেঃ তারা চায় তাদের স্বামীরা হোক সাহসী, জ্ঞানী ধনী, টাকা-পয়সার ব্যাপারে উদার, স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত, ও শয্যায় প্রাণবন্ত। কিন্তু, যে প্রভু আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁর নামে বলছি, আমার স্বামীর মর্যাদা রক্ষা করতে আগামী রবিবার যথাযোগ্য সাজসজ্জা করবার জন্য আমাকে একশ' ফ্রাঁ খরচ করতেই হবে; নইলে আমার আর রক্ষা নেই। কিন্তু আমি বরং না জন্মাতাম সেও ভাল, তথাপি কোন অসম্মানজনক বা ইতর কাজ আমি করতে পারব না, অথচ আমার স্বামী যদি এ কথা জানতে পারে তাহলেই আমি গেছি। তাই, তোমার কাছে অনুরোধ, ঐ টাকাটা তুমি আমাকে ধার দাও, নইলে আমি মারা যাব। ডন জন, আমি বলছি, ঐ একশ' ফ্রাঁ আমাকে ধার দাও। ঈশ্বরের দোহাই, আমি যা চাইছি সে কাজ করলে তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অভাব হবে না। কোন একদিন তোমার ঋণ আমি শোধ করে দেব; সে দিন তুমি যেমনটি চাইবে তেমনই সুখ ও সেবা তোমাকে আমি সাধ্যমত দেব। তা যদি না করি, তাহলে ঈশ্বর যেন আমার উপর সেই জঘন্য প্রতিশোধ নেন যেমনটি গ্যানেলন পেয়েছিল ফ্রাসের কাছ থেকে।'

বিনীত সন্ন্যাসী উত্তর দিল, "একান্তই আমার প্রিয় মহিলা, সত্যি তোমার জন্য এতই করুণা আমি অনুভব করছি যে, তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার স্বামী যখন ফ্ল্যান্ডার্স চলে গেছে তখন এই সমস্যা থেকে তোমাকে আমি উদ্ধার করবই ; একশ' ফ্রাঁ তোমাকে এনে দেব।" এই কথা বলে তার দুই জানু ধরে সজোরে আলিঙ্গণ করে বার বার তাকে চুম্বন করতে লাগল। বলল, "এবার নীরবে চলে যাও ; যত শীঘ্র সম্ভব খাবার আয়োজন কর। আমার সূর্য-ঘড়িতে এখন ন'টা বাজে। এখন যাও ; আমি যেমন তোমার প্রতি বিশ্বস্ত, তুমিও তেমনি হও।"

"ঈশ্বর করুন যেন তার অন্যথা না হয়", এই কথা বলে মুখর পাখির মত খুশিতে ডগমগ হয়ে সে চলে গেল। রাঁধুনিদের ডেকে বলল, তারা যেন চটপট এমন ব্যবস্থা করে দেয় যাতে তখনি সকলে খেতে বসতে পারে। তারপর স্বামীর কাছে গিযে সজোরে খাজাঞ্চীখানার দরজায় ধাক্কা দিল।

"Qui est la' (কে ওখানে) ?" সে প্রশ্ন করল।

স্ত্রী বলল, "পিটারের দোহাই, আমি। বলি, আর কতক্ষণ উপোস করে থাকবে? হিসেবপত্র আর জমা-খরচের সংখ্যা নিয়ে কত আর যোগ-বিয়োগ করবে? সব হিসেবের মুখে আগুন! ঈশ্বর জানেন, তাঁর দয়ায় তুমি অনেক পেয়েছ ; এখন চলে এস তো। টাকার থলেগুলো ওখানেই থাক। ডন জনকে সারা দিন উপোস করিয়ে রাখতে তোমার লজ্জা করে না? কি হল? এস, প্রার্থনা সেরে তারপর খেতে যাই।"

লোকটি জবাব দিল, "বৌ, আমাদের ব্যবসা যে কী কঠিন ব্যাপার সে তোমরা বুঝতে পারবে না। কারণ, ঈশ্বর ও সেন্ট ইভ নামক প্রভু আমার সহায় হোন, আমাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতি বারো জনে দু'জনও বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত একটানা উন্নতি করতে পারে কি না সন্দেহ। এ কথা ঠিক যে আমরা সব সময়ই হাসিখুশি থাকি, সব কিছু সাদা চোখে দেখি ; পৃথিবীকে তার নিজের পথে চলতে দিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত নিজেদের সব কথাই গোপন রেখে দি ; আর না হয় তো তীর্থযাত্রার নাম করে কোথাও চলে যাই। কিন্তু এই বিচিত্র পৃথিবীতে সব রকম খবর রাখা আমাদের খুবই দরকার ; কারণ ব্যবসায়ীদের ব্যবসার ব্যাপারে সব সময়ই ওঠা-পড়ার জন্য তৈরি থাকতে হয়।

"কাল ভোরে আমাকে ফ্ল্যান্ডার্সে যেতেই হবে ; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরব। তাই তোমাকে বলছি প্রিয়ে, আমার অনুপস্থিতিতে সকলকে মেনে

চলো, সকলের প্রতি বিনয়ী হয়ো, বিষয়-সম্পত্তির উপর কড়া নজর রেখো, এবং ঘরকন্নার কাজ সৎপথে ভাল ভাবে করো। হিসেব করে চললে যা আছে তাতেই তোমার সব কাজ চলে যাবে। জামা-কাপড় বা খাদ্যের কোন অভাব নেই ; টাকায়ও টান পড়বে না।" এই কথা বলে খাজাঞ্চীখানার দরজা বন্ধ করে সে তখনই নীচে নেমে গেল। তাড়াতাড়ি প্রার্থনা সেরে টেবিল সাজিয়ে সকলে খেতে বসল। বণিক সন্ন্যাসীকে ভুঁড়িভোজে আপ্যায়িত করল।

আহারাদির পর ডন জন গম্ভীরভাবে বণিককে একপাশে ডেকে নিয়ে গোপনে বলল, "ভাই, আমি জেনেছি যে তুমি ব্রুজেস যাচ্ছ। ঈশ্বর ও সেণ্ট অগাস্টিন তোমার যাত্রা দ্রুত করুন ও পথ দেখান। ভাই, খুব সতর্ক হয়ে ঘোড়া চালিও। আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সাবধান হয়ো, বিশেষ করে এই গরমে। আমাদের মধ্যে তো লৌকিকতার কোন দরকার নেই ; বিদায় ভাই ; ঈশ্বর তোমাকে সব আপদ থেকে রক্ষা করুন। দিনে হোক, রাতে হোক, আমার যদি কোন কাজ থাকে তো বলো, আমার সাধ্যে কুলোলে তোমার কথা মত সব কাজই করব।

"যাবার আগে তোমার কাছে আমার একটা কথা বলার আছে, ; সম্ভব হলে দু'এক সপ্তাহের জন্য আমাকে একশ' ফ্রাঁ ধার দাও ; কারণ একটা খামারের জন্য আমার কিছু গরু-ছাগল কিনতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আশা করি ঐ টাকাটা তোমার আছে। নির্দিষ্ট দিনে টাকাটা তোমাকে দিয়ে দেব, কোন মতে এক ঘণ্টাও দেরী হবে না। তোমাকে মিনতি করছি, কথাটা গোপন রেখো, কারণ আজ রাতেই দরদাম করে ওগুলো কিনতে হবে। প্রিয় ভাই আমার, এবার বিদায় ; তোমার উদারতা ও আনন্দ দানের জন্য ধন্যবাদ।"

উদার বণিক সঙ্গে সঙ্গে বিনীতভাবে বলল, "ভাই ডন জন, এটা তো খুবই তুচ্ছ অনুরোধ। প্রয়োজন হলে আমার সোনাদানা সবই তোমার ; শুধু সোনা নয়, জিনিসপত্র সবই। তোমার যা দরকার নাও ; ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমার কোন রকম কৃপণতার দরকার নেই। কিন্তু তুমি তো ভালই জান, ব্যবসায়ীদের কাছে একটা জিনিস খুব সত্য : টাকাই তাদের লাঙল। যতদিন সুনাম আছে, ততদিন আমাদের সব আছে। কিন্তু সোনাদানার অভাব হওয়া কোন কাজের কথা নয়। সুবিধা মত টাকাটা শোধ দিও। তোমাকে সুখী করতে এটুকু করতে পেরে আমি খুবই খুশি।"

বণিক তৎক্ষণাৎ একশ' ফ্রাঁ এনে গোপনে ডন জনের হাতে দিল। তারা

দ্'জন ছাড়া এই ধারের কথা পৃথিবীতে আর কেউ জানল না। তারা মদ খেল, কথা বলল, পায়চারি করল, খেলল, তারপর ডন জন তার গীর্জায় ফিরে গেল।

সকাল হতেই বণিক অশ্বারোহণে ফ্ল্যাণ্ডার্স যাত্রা করল। তার সহকারী তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। বেশ খুশি মনেই সে ব্রুজেস পেঁছিল। তারপর কেনা-কাটা ও ধার-কর্জের কাজে দিনরাত পরিশ্রম করতে লাগল। সে জুয়া খেলল না, নাচে যোগ দিল না ; এক কথায় ঠিক বণিকের মতই চলতে লাগল। সেখানেই তাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি।

বণিক চলে যাবার পরের রবিবার ডন জন আবার সেণ্ট ডেনিসে এল। মাথা ও দাড়ি পরিষ্কার করে কামানো। তার ফিরে আসায় ছোট শিশু থেকে আরম্ভ করে বাড়ির সকলেই খুব খুশি। এবং—তাড়াতাড়ি আসল কথায় চলি—একশ' ফ্রাঁর বিনিময়ে সুন্দরী স্ত্রী সারা রাত ডন জনের বাহুবন্ধনে শুয়ে থাকতে সম্মত হল। আর সে সম্মতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালনও করা হল। ভোর পর্যন্ত সারা রাত তারা আনন্দে কাটিয়ে দিল ; তারপর ডন জন সকলকে "বিদায়, শুভদিন!" জানিয়ে চলে গেল। বাড়ির বা শহরের কারও মনেই ডন জন সম্পর্কে কোন রকম সন্দেহের উদয় হল না। সে ঘোড়ায় চড়ে তার মঠে বা অন্য যেখানে খুশি চলে গেল, তার কথা আমি আর কিছু বলব না।

বাজার মেলা শেষ হলে বণিক সেণ্ট ডেনিস ফিরে এল এবং স্ত্রীকে নিয়ে ভোজনে-আনন্দে মেতে উঠল। তখন সে স্ত্রীকে বলল, তাকে এত সব দামী দামী জিনিসপত্র কিনতে হয়েছে যে এখনই আইনত কুড়ি হাজার মুদ্রা দিতে হবে, আর সেজন্য তার টাকা ধার করা প্রয়োজন সুতরাং। বণিক বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করবার উদ্দেশ্যে প্যারিস যাত্রা করল এবং কিছু টাকাও সংগে নিল। শহরে পেঁছে প্রথমেই সে বন্ধুর সংগে দেখা করবার জন্য ডন জনের কাছে গেল। বন্ধুর সংগে বন্ধুর দেখা হলে যেমন হয়ে থাকে ঠিক সেই ভাবে ডন জনের কুশল-সংবাদ জানতে এবং নিজের ব্যবসার খবর তাকে জানাতেই সে সেখানে গেল, টাকা চাইতে বা ধার করতে নয়। ডন জন খুব জাঁকজমক সহকারে তাকে ভোজে আপ্যায়িত করল। আর বণিক বার বার বিস্তারিতভাবে বলতে লাগল : ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার এই জিনিসপত্র কেনার অভিযান সার্থক হয়েছে ; শুধু নিজের সুবিধার জন্য এখনই তাকে একটা ধারের ব্যবস্থা করতে হবে ; তাহলেই সে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে।

ডন জন জবাব দিল ঃ "সত্যি, তুমি অনেক লাভ করে ফিরে এসেছ শুনে খুব খুশি হয়েছি। তবে মুক্তি যেমন আমার কাম্য সেইরূপ আমি যদি ধনী হতাম তাহলে এই কুড়ি হাজারের অভাব তোমার হত না, কারণ এই তো সেদিন তুমি দয়া করে আমাকে ধার দিয়েছ। ঈশ্বর ও সেণ্ট জেমসের নামে বলছি, সর্বান্তঃকরণে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে বলি, তোমার দেওয়া সেই স্বর্ণমুদ্রা আমি তোমার বাড়িতে বেঞ্চের উপরে তোমার স্ত্রীর কাছেই রেখে এসেছি। কতকগুলি ঘটনার কথা তাকে বললেই একথা তার অবশ্য মনে পড়বে। কিন্তু, তোমার অনুমতি নিয়েই বলছি, আর তো আমি এখানে থাকতে পারছি না। আমাদের মঠাধ্যক্ষ এখনই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, আর আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে। আমার মিষ্টি দিদি তোমার স্ত্রীকে আমার কথা বলো। বিদায় ভাই আবার দেখা হবে!"

সতর্ক ও বুদ্ধিমান বণিক টাকা ধার করে প্যারিসে তার যে টাকা ধার হয়েছিল সেটা জনৈক লোম্বার্ডিবাসীর হাতে দিয়ে তাদের কাছ থেকে হাত-চিঠিটা ফেরৎ নিয়ে নিল। তারপর শুকপক্ষীর মত আনন্দিত মনে সে বাড়ি ফিরে গেল, কারণ সে জানত এই ব্যবসায়িক লেন-দেনে খরচপত্র বাদেও তার হাজার ফ্রাঁর উপর লাভ হবে।

চিরাচরিত প্রথামতই তার স্ত্রী বাড়ির দরজায় সাগ্রহে তার সঙ্গে মিলিত হল। সারাটা রাত তারা আনন্দে কাটাল, কারণ সে তখন ধনী ও ঋণমুক্ত। ভোর হয়ে এলে বণিক পুনরায় স্ত্রীকে আলিঙ্গন করল; তার মুখ চুম্বন করে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল।

"না, আর নয়", স্ত্রী বলল, "ঈশ্বর জানেন, অনেক পেয়েছ!"

তারপর স্ত্রী নানাভাবে বণিককে খোঁচাতে লাগল। অবশেষে বণিক বলল, "ঈশ্বরের দোহাই, দুঃখের সঙ্গেই বলছি যে তোমার উপর আমার একটু রাগ হয়েছে বৌ। কেন তা কি জান? ঈশ্বরের দোহাই, ভাই ডন জন ও আমার মধ্যে তুমি একটা ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছ। আমি যাবার আগেই তোমার বলা উচিত ছিল যে সে তোমাকে এক শ' ফ্রাঁ দিয়েছে এবং একটা রসিদও নিয়েছে। তার কাছে টাকা ধারের কথা বলায় সে যেন একটু অপমানিত বোধ করেছে—অন্তত তার মুখের ভাব দেখে আমার তাই মনে হয়েছে। কিন্তু আমাদের স্বর্গের রাজা ঈশ্বরের নামে বলছি, তার কাছে কিছু চাইবার ইচ্ছা আমার মনেই ছিল না। তাই বলছি বৌ, এ রকম আর

কখনও করো না। আমার অনুপস্থিতিতে কোন খাতক টাকা ফেরৎ দিয়ে গেলে আমি কোথাও যাবার আগেই সে কথা আমাকে জানিয়ে দিও, অন্যথায় তোমার ত্রুটির জন্য যে টাকা কেউ ফেরৎ দিয়ে গেছে সেটাই হয় তো আমি আবার চেয়ে বসতে পারি।"

স্ত্রী কিন্তু কাঁপলও না, ভয়ও পেল না, বরং সঙ্গে সঙ্গে সে সাহসের সঙ্গে বলে উঠল, "কুমারী মেরির দোহাই, ওই ভণ্ড সন্ন্যাসীকে আমি গ্রাহ্যই করি না। ডন জন! তার রসিদের কথায় আমি তোয়াক্কা করি না। আমি ভাল করেই জানি, সে আমাকে কিছু অর্থ দিয়েছে—তার সন্ন্যাসীর কাঁথায় আগুন! কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমি ভেবেছিলাম আমাকে সম্মান জানাতে আমার উপকারের জন্য ভাই হিসাবে তোমার জন্যই ঐ অর্থ সে আমাকে দিয়েছিল। তাছাড়া, ভেবেছিলাম বারে বারে এখানে যে চমৎকার আতিথ্য সে পেয়েছে হয় তো তার বিনিময়েই ঐ অর্থ আমাকে দিয়েছিল। কিন্তু আমি যখন এই রকম একটা অবস্থায় পড়েছি, তখন সোজাসুজিই কথা বলব। তোমার তো এ রকম অনেক খাতক আছে যারা ধার শোধ করতে অনেক দেরী করে, কিন্তু আমি দিনে দিনে তোমার টাকা শোধ করে দেব, আর যদি নাই পারি, আমি তো তোমার স্ত্রী, আমার নামে টাকাটা লিখে রাখ, আমি যত তাড়াতাড়ি পারি শোধ করব। আমার কথায় বিশ্বাস কর, ও টাকার সবটাই আমি জামা-কাপড়ে খরচ করেছি, নষ্ট করি নি। আর যেহেতু তোমার মর্যাদা রাখার জন্যই টাকাটা আমি ভেবেচিন্তেই খরচ করেছি, আমি বলছি, ঈশ্বরের দোহাই, তুমি রাগ করো না, এস আমরা হাসি, ফূর্তি করি। আমার এই সুন্দর দেহটা তোমার কাছে বাঁধা রাখলাম, ঈশ্বরের নামে বলছি, বিছানায় ছাড়া তোমার ঋণ আমি শোধ করব না! ক্ষমা কর প্রিয় স্বামী, এদিকে পাশ ফেরো, আর ফূর্তি করো।"

বণিক দেখল এর আর কোন প্রতিকার নেই, তিরস্কার করাও বোকামি, কারণ ভুলের তাতে সংশোধন হবে না। সে বলল, "বৌ, তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম। কিন্তু তোমার জীবনের দিব্যি, আর কখনও এত হাত খুলে চলো না। আমি চাই, তুমি আমার টাকার সদ্ব্যবহার করবে।"

আমার কাহিনী এখানেই শেষ হল। যতদিন বেঁচে থাকব ঈশ্বর যেন আমাদের প্রতি করুণা করেন। আমেন। নাবিকের কাহিনী এখানেই শেষ হল।

মঠাধিকারিণীর কাহিনী

শুনুন, নাবিক ও মঠাধিকারিণীর প্রতি সরাইওয়ালার মজার কথাগুলি শুনুন : সরাইওয়ালা চেঁচিয়ে বলল : "প্রভুর দেহের দিব্যি, বেড়ে বলেছেন। মহান নাবিক, দীর্ঘকাল যেন আপনি সমুদ্রের কূলে কূলে পাল তুলে যেতে পারেন! সন্ন্যাসীর জন্য ঈশ্বর যেন পাঠান হাজার গাড়ি-বোঝাই দুর্বৎসর! ওহে ভাই সব! এ ধরনের চালাকি থেকে সাবধান! সেণ্ট অগাস্টিনের দিব্যি, সন্ন্যাসী ঐ লোকটিকে এবং তার স্ত্রীকেও বাঁদর বানিয়ে ছেড়েছে। কোন সন্ন্যাসীকে কেউ বাড়িতে স্থান দেবেন না।

"কিন্তু সে কথা থাক। এবার দেখা যাক, আমাদের দলের কে বলবেন পরবর্তী কাহিনী।" কথা শেষ করে কুমারী মেয়ের মত বিনীতভাবে সে আবার বলল : মাননীয়া মঠাধিকারিণী, আপনার অনুমতি নিয়ে এবং আপনার কষ্ট হবে না এ কথা ধরে নিয়ে আমি বলতে চাইছি, পরবর্তী কাহিনীটি আপনিই বলুন, অবশ্য আপনার যদি সে রকম ইচ্ছা হয়। মাননীয়া মহিলা, আমাদের প্রতি এটুকু সম্মান আপনি কি দেখাবেন?"

মঠাধিকারিণী বলল, "সানন্দে" এবং তারপর যা বলল আপনারা শুনুন।

মঠাধিকারিণীর কাহিনীর প্রস্তাবনা : Domine dominus noster. সে বলতে লাগল, "প্রভু, আমাদের প্রভু, এই পৃথিবীর সর্বত্র কী আশ্চর্যভাবে তোমার নাম ছড়িয়ে আছে। শুধু মর্যাদাসম্পন্ন মানুষরাই যে তোমার গুণ-গান করে তাই নয়, মাতৃস্তন্যপায়ী শিশুর মুখেও উচ্চারিত হয় তোমারই মহিমা। সুতরাং তোমার এবং যে শ্বেত পদ্ম তোমাকে জন্ম দিয়েও চিরকুমারী তাঁর নাম নিয়ে আমার সাধ্যমত একটি ভাল গল্প বলতে আমি চেষ্টা করব। এর দ্বারা যে তাঁর সম্মান বৃদ্ধি পাবে তা আমি মনে করি না, কারণ সেই তো সম্মানের প্রতিমূর্তি, সকল গুণের মূল, তাঁর পুত্রের পরেই তাঁর আসন, আর সকল আত্মার সে সান্ত্বনার কেন্দ্র।

"হে কুমারী মাতা! হে দয়াময়ী কুমারী মাতা! হে দগ্ধাতীত বনানী, মোজেসকে দেখেই তুমি প্রজ্বলিত হয়েছিলে, দেবাত্মা যখন তোমার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিল তখন একান্ত বিনয়ে ঈশ্বরের নিকট থেকে তাকে তুমি আকর্ষণ করে এনেছিলে, তিনি যখন তোমার অন্তরকে উদ্ভাসিত করেছিলেন তখন তাঁর

শক্তিতেই তুমি পরমপিতার জ্ঞানকে ধারণ করেছিলে, আজ তোমার সম্মানে এই গল্প বলতে তুমি আমাকে সাহায্য কর ! মাতা, তোমার গুণ, তোমার মহত্ত্ব, তোমার পুণ্য, আর তোমার মহতী নম্রতা কোন জিহ্বায় বা কোন জ্ঞানময় বাক্যে যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায় না। মাতা, অনেক সময়ই মানুষ তোমার কাছে প্রার্থনা জানাবার আগেই পরম মমতায় তুমি এগিয়ে গিয়ে তোমার প্রার্থনার দ্বারা তোমার প্রিয় পুত্রের কাছে যাবার পথের আলোক-বর্তিকা সংগ্রহ করে আনো।

"হে মহিমময়ী রাণী, তোমার শক্তিকে সম্যক প্রকাশ করার পক্ষে আমার ক্ষমতা এতই দুর্বল যে সে ভার আমি বহন করতে পারছি না। বারো মাস বয়সের বা তারও ছোট যে শিশু একটি কথাও বলতে পারে না আমি তার মতই কাজ করব। তাই তোমার কাছে প্রার্থনা জানাই, তোমার যে গান আমি গাইব সে গান তুমিই পরিচালনা করো।

এবার মঠাধিকারিণীর কাহিনী শুরু করছি ; এসিয়ার প্রধানত খৃস্টান-অধ্যুসিত কোন বড় শহরে তদ্দেশীয় প্রভু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ইহুদি সম্প্রদায় বাস করত। খৃস্ট ও তাঁর লোকজনরা যে সুদের ব্যবসা ও অতি-মুনাফাকে ঘৃণা করে সেই কারবার চালাবার অশুভ উদ্দেশ্যেই সম্প্রদায়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত ইহুদি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে যে কেউ ঘোড়ায় চড়ে বা পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে পারত, কারণ অঞ্চলটার দু'দিকই খোলা ও অর্গলমুক্ত। অঞ্চলের শেষ প্রান্তে খৃস্টানদের একটা ছোট বিদ্যালয় ছিল। বহু খৃস্টান ছেলেমেয়ে বছরের পর বছর ঐ বিদ্যালয়েই সেখানকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করত ; অর্থাৎ ছোট ছেলেমেয়েরা যে রকম করে থাকে সেই রকম একটু গাইতে ও পড়তে শিখত।

এই সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক বিধবার সাত বছর বয়সের একটি শিশু-গায়ক ছেলে ছিল। সে দিনের পর দিন স্কুলে যেত। পথে যেতে যেতে খৃস্টের মায়ের মূর্তি দেখলেই সেখানে নতজানু হয়ে Ave Maria মন্ত্র উচ্চারণ করা ছিল তার স্বভাব। খৃস্টের প্রিয় মাতাকে সব সময় ভজনা করবার এই শিক্ষা তার মাই ছেলেকে দিয়েছিল, আর ছেলেও কখনও সে শিক্ষা ভোলেনি, কারণ সুখী ছেলেমেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু শিখে ফেলে। তার কথা মনে হলেই সেণ্ট নিকোলাস যেন আমার সামনে এসে দাঁড়ান, কারণ তিনিও

ছোট বেলা থেকেই খৃস্টকে সম্মান করে চলতেন।

এই ছোট ছেলেটি যখন তার প্রাথমিক পুঁথি খুলে পড়াশুনা করছিল, তখন সে শুনতে পেল অন্য ছেলেরা প্রার্থনা-পুস্তক থেকে শেখা Alma Redemptoris গাইছে। সাহসে ভর করে সে একটু একটু করে তাদের কাছ ঘেঁসে বসল এবং মনোযোগ দিয়ে গানের কথা ও সুর শুনতে শুনতে প্রথম শ্লোকটা মুখস্ত করে ফেলল। তার বয়স খুবই অল্প, কাজেই ঐ ল্যাটিন শ্লোকের অর্থ সে কিছুই বুঝতে পারল না। একদিন স্কুলের একটি ছাত্রকে সে অনুরোধ করল, গানের অর্থটা তার ভাষায় বুঝতে দিতে এবং গানটা কি উদ্দেশ্যে করা হয় সেটাও বলে দিতে। এই ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলবার জন্য বার বার সে নতজানু হয়ে ছাত্রটিকে অনুরোধ করতে লাগল।

ছাত্রটি বয়সে তার থেকে বড়। সে এই ভাবে জবাব দিল: "আমি শুনেছি, আমাদের মহীয়সী মাতাকে অভিবাদন জানাতে এবং সব সময় আমাদের সাহায্য করবার ও মৃত্যুর পরে আমাদের উদ্ধার করবার প্রার্থনা জানাতেই এই সংগীত রচিত হয়েছিল। এর চাইতে ভাল করে আমিও ব্যাপারটা বোঝাতে পারব না। গানটা শিখেছি, কিন্তু আমিও তো ব্যাকরণ ভাল জানি না।"

সরল ছেলেটি প্রশ্ন করল, "তাহলে খৃস্টের মাতার সম্মানেই সংগীতটি রচিত হয়েছিল? তবে তো খৃস্টমাস শেষ হবার আগের ওর সবটাই আমাকে মুখস্ত করে ফেলতে হবে। পুঁথির পড়া না করবার জন্য আমাকে হয় তো শাস্তি পেতে হবে, এক ঘণ্টায় তিন তিন বার মার খেতেও হতে পারে, তথাপি আমাদের লেডির সম্মানে এ গান আমি শিখবই।"

দিনের পর দিন বিদ্যালয় থেকে বাড়ি যাবার পথে ছাত্রটি গোপনে তাকে গান শেখাতে লাগল এবং পুরো গানটাই তার মুখস্ত হয়ে গেল। তখন সে সুরে তালে মিলিয়ে অক্ষরে অক্ষরে গানটি পরিস্কারভাবে গাইতে শিখে গেল। বিদ্যালয়ে যেতে ও আসতে প্রত্যহ দু'বার করে সে গলা খুলে গানটি গাইতে লাগল। তার সারা মন খৃস্টের মাতার প্রতিই নিবদ্ধ রইল। আগেই বলেছি, ইহুদি অঞ্চলের ভেতর দিয়ে যেতে-আসতে ছোট ছেলেটি মনের সুখে গলা ছেড়ে নিয়মিতভাবে O Alma Redemptoris গাইতে লাগল। খৃস্টের মাতার মাধুর্য তার মনকে এতই ভরে দিয়েছিল যে পথে যেতে যেতে প্রার্থনা জানাতে গান ছাড়া আর কিছুই সে করতে পারত না।

আমাদের আদিম শত্রু সর্প-সমতুল শয়তানের বাসাই তো ইহুদিদের হৃদয়ে। রাগে গরগর করতে করতে সে বলল, "হে হিব্রু জনগণ, হায়! যে গান তোমাদের ধর্মের অপমানস্বরূপ সেই গান তোমাদের কানে কানে ছিটিয়ে দিয়ে এই যে একটা ছেলে যেখানে খুশি চলে বেড়াচ্ছে, এটা কি তোমাদের উপযুক্ত কাজ হচ্ছে?"

তখন থেকেই ইহুদিরা এই নিষ্পাপ ছেলেটিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তারা একটা ভাড়াটে খুনী ঠিক করল। সেও গলির মধ্যে লুকিয়ে রইল। ছেলেটি যেই সেখানে হাজির হল অমনি অভিশপ্ত ইহুদিটা তাকে টেনে নিয়ে চেপে ধরে তার গলাটা কেটে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। আমি বলছি, ছেলেটিকে ফেলে দিল পায়খানার মধ্যে যেখানে এই অভিশপ্ত ইহুদিরা পেট খালাস করত। হে হেরডের অভিশপ্ত অনুগামীরা, আবার তোমরা জন্ম নিয়েছ; এই পাপ অভিসন্ধি কি তোমাদের বাঁচাতে পারবে? খুন প্রকাশ পাবেই—তার অন্যথা হবে না, বিশেষ করে তার ভিতর দিয়েই যখন প্রচারিত হবে ঈশ্বরের মহিমা। তোমাদের এই অভিশপ্ত কাজের বিরুদ্ধে রক্তই কথা বলে উঠবে।

হে শহীদ, চিরকিশোর,—মঠাধিকারিণী বলল—এবার তুমি স্বর্গীয় শ্বেত মেষশাবকের দলে মিশে চিরকাল ধরে গান গাইবে। মহান প্রচারক সেন্ট জন "প্যাটমস"-এ তোমার কথাই তো লিখেছেন। তিনি বলেছেন, নারীদেহের অভিজ্ঞতা যার কোনদিন হয় নি সেই এই মেষশাবকের কাছে উপনীত হয়ে নিত্য নতুন গান করবে।

বেচারি বিধবা সারা রাত ছেলের জন্য অপেক্ষা করে রইল, কিন্তু সে ফিরল না। সুতরাং ভোর হতে না হতেই সে বিদ্যালয়ে গেল এবং এখানে-ওখানে অনেক খুঁজল। ভয়ে বিবর্ণ মুখ, বুকে চিন্তার ভার। শেষ পর্যন্ত সে জানতে পারল, ইহুদি অঞ্চলেই তাকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল। মায়ের দুঃখে বুক ভরে নিয়ে আধা পাগলের মত যেখানে যেখানে ছেলেকে পাওয়া যেতে পারে বলে তার মনে হল সেখানেই তাকে খুঁজতে লাগল। তারপর সে খৃস্টের দয়াবতী মাতাকে স্মরণ করে কাঁদতে লাগল। তাঁরই নির্দেশে সে অভিশপ্ত ইহুদিদের বাড়িতে তাকে খুঁজতে শুরু করল। সেখানকার প্রতিটি বাসিন্দার কাছে সে করুণভাবে ছেলের খোঁজ করতে লাগল। তারা বলল "না"; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যীশু করুণা করে এমন নির্দেশ দিলেন যাতে যে জায়গা থেকে

তার ছেলেকে গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেইখানে গিয়ে সে ছেলেকে ডাকতে লাগল।

হে মহান ঈশ্বর, নিষ্পাপের মুখেই তো তোমার স্তুতি উচ্চারিত হয়; এই তো তোমার শক্তির প্রকাশ দেখতে পেলাম! এই পবিত্রতার রত্ন, এই মরকত মণি, এই শহিদের পদ্মরাগ, গলা-কাটা অবস্থায় শুয়ে শুয়েই এমন উচ্চকণ্ঠে সে Alma Redemptoris গেয়ে উঠল যে সমস্ত স্থানটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সে পথ দিয়ে যাতায়াতকারী খৃস্টানরা বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে সেখানে জমা হতে লাগল। তৎক্ষণাৎ ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর পাঠানো হল। অবিলম্বে সেখানে হাজির হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট স্বর্গাধিপতি খৃস্ট, তাঁর মাতা ও মানুষের গুণকীর্তন করতে লাগল। তারপর সব ইহুদিদের গ্রেপ্তার করা হল।

করুণ ক্রন্দনের সঙ্গে ছেলেটিকে তোলা হল। তখনও সে গান করছে। বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে সসম্মানে তাকে নিকটবর্তী মঠে নিয়ে যাওয়া হল। তার মা শবাধারের পাশেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইল; এই দ্বিতীয় র‍্যাশেল-কে কেউই ছেলের পাশ থেকে সরিয়ে নিতে পারল না।

কাল বিলম্ব না করে যে সব ইহুদি এই খুনের কথা জানত তাদের সকলকেই ম্যাজিস্ট্রেট যন্ত্রণা ও অপমানকর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল। এ দুষ্কর্ম সে সহ্য করবে না। "অন্যায়কে তার ন্যায্য পাওনা পেতেই হবে।" কাজেই আদেশ হল, তাদের সকলকেই বুনো ঘোড়া দিয়ে টেনে নিয়ে আইনানুযায়ী ফাঁসি দেওয়া হবে।

উচ্চ বেদীর সামনে রক্ষিত শবাধারে নিষ্পাপ শিশুটি শুয়ে আছে। প্রার্থনা চলছে। তার পর মঠাধিকারী ও যাজকগণ এল তাকে সমাধি দিতে। তারা যখন পবিত্র বারি সিঞ্চন করতে লাগল ছেলেটি তখনও কথা বলছে; যখন সে বারি ঢেলে দেওয়া হল তখন সে গেয়ে উঠল O Alma Redemptoris Mater.

মঠাধিকারী ছিল শুদ্ধচিত্ত লোক—সন্ন্যাসীরা তাই হয়, অন্তত হওয়া উচিত। ছোট ছেলেটির কাছে সানুনয়ে সে বলল, "হে প্রিয় শিশু, পবিত্র ত্রয়ীর নামে তোমাকে অনুরোধ করছি, আমার চোখে যখন দেখছি যে তোমার গলা কাটা হয়েছে, তখনও কেমন করে তুমি গান করতে পারছ, আমাদের বুঝিয়ে বল।"

ছেলেটি বলল, "আমার গলার হাড় পর্যন্ত কেটে ফেলা হয়েছে; প্রাকৃতিক নিয়মে আরও আগেই আমার মৃত্যু হবার কথা। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই পুঁথিতে পড়েছেন, যীশুখৃস্টের এই ইচ্ছা যে তাঁর গৌরব চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হবে; তাঁর প্রিয় মাতার সম্মানেই আমি এখনও উচ্চকণ্ঠে স্পষ্টভাবে O Alma গাইতে সক্ষম হচ্ছি। করুণার কূপসম খৃস্টের মাতাকে আমি চিরদিন সাধ্যমত ভালবেসেছি। ঘটনাক্রমে যখন আমি জীবন হারালাম, তখন তিনি এসে আদেশ দিলেন, মৃত্যু হলেও আমি যেন এই গান করি। সে গান আপনারা শুনেছেন। গান শুরু করতেই আমার মনে হল তিনি যেন একটি ফলের শাঁস আমার জিভের উপর রেখে দিলেন। তারপর বললেন: 'আদরের শিশুটি, এই শাঁস যখন তোমার জিব থেকে সরানো হবে তখনই আমি তোমার কাছে আসব। ভয় পেয়ো না; আমি তোমাকে ছাড়ব না।"

পুণ্যাত্মা সন্ন্যাসী—আমি মঠাধিকারীর কথা বলছি—ছেলেটির জিভ টেনে বের করে শাঁসটা তুলে নিল। তখনই তার আত্মা শান্তভাবে চলে গেল। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে মঠাধিকারীর লবনাক্ত অশ্রু বৃষ্টিধারার মত ঝরে পড়তে লাগল। মাটিতে সটান শুয়ে সে এমন ভাবে পড়ে রইল যেন কেউ তাকে সেখানে বেঁধে রেখেছে। যাজকরাও খৃস্টের প্রিয় মাতার গুণ-কীর্তন করতে করতে সেই চত্বরে বসে কাঁদতে লাগল। তারপর উঠে শবাধার থেকে এই শহীদের দেহ বের করে তারা বাইরে চলে গেল। তার ছোট্ট মিষ্টি দেহটি স্বচ্ছ শ্বেত-মর্মরের সমাধিতে রাখল। আজও সে সেখানেই আছে—ঈশ্বর করুন তাকে যেন আমরা দেখতে পাই।

আহা, লিংকনের তরুণ হিউকেও অভিশপ্ত ইহুদিরাই হত্যা করেছিল। এ ঘটনা অনেক দিন আগেকার নয়, কাজেই সকলেরই জানা। হে লিংকনের হিউ, আমাদের মত পাপপ্রবন চঞ্চলমতি মানুষদের জন্য তুমি এই প্রার্থনা কর, দয়ালু ঈশ্বর যেন তাঁর মাতা মেরির সম্মানে আমাদের প্রতি তাঁর করুণাকে বহুগুণ বর্ধিত করেন। আমেন। মঠাধিকারিণীর কাহিনী এখানেই শেষ হল।

চসারের কাহিনী

শুনুন, চসারের প্রতি সরাইওয়ালার মজার কথাগুলি শুনুন: এই

অলৌকিক কাহিনী যখন শেষ হল তখন সকলেই এমন চুপচাপ হয়ে গেল যে আমাদের সরাইওয়ালা হাসিঠাট্টা শুরু করার আগে পর্যন্ত সে এক দেখবার মত অবস্থা। শেষটায় আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল : "আপনি কেমন ধারা লোক? সারাক্ষণ তো আপনাকে একদৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকতেই দেখছি ; দেখে মনে হয়, আপনি বুঝি খরগোসের খোঁজ করছেন। এগিয়ে আসুন ; হাসিমুখে তাকান। আপনারাও সকলে একে দেখুন ; একে একটু জায়গা করে দিন। এর কোমরটাও আমার মতই সুন্দর ; যে কোন সুন্দরী নারীর পক্ষেই সে একজন সুন্দর সংগী হতে পারে না কি? আমাদের কারও সঙ্গে কথা না বললেও তার মুখ দেখেই আমি বলতে পারি, ইনি সোজা চিজ নন। এবার আপনি আমাদের কিছু বলুন, কারণ এবার আপনার পালা ; এখনই একটা মজার কাহিনী বলুন।"

আমি বললাম, "মালিক, অনেক দিন আগে শেখা একটিমাত্র কাব্য-কাহিনীই আমি জানি ; কাজেই আপনারা যেন হতাশ হবেন না।"

সরাইওয়ালা বলল, "হ্যাঁ, সেই ভাল। ওর চোখ-মুখ দেখেই আমি বাজী রেখে বলতে পারি যে আমরা একটি বিরল কাহিনী শুনতে পাব।"

এবার শুরু হল চসার-বর্ণিত টোপাসের কাহিনী। প্রথম পর্ব : প্রভুগণ, মন দিয়ে শুনুন। একটি ফূর্তি ও আনন্দের গল্প আপনাদের শোনাব— যুদ্ধে ও ক্রীড়ানুষ্ঠানে ন্যায়নিষ্ঠ ও সদাশয় এক নাইটের গল্প। তার নাম স্যার টোপাস। সমুদ্রের ওপারে বহুদূরবর্তী দেশ ফ্ল্যাণ্ডার্সের অন্তর্গত পোপেরিঙগতে তার জন্ম হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার বাবা ছিল ধনবান ব্যক্তি, ও জেলার প্রভু। স্যার টোপাস যৌবনে উপনীত হল। তার মুখমণ্ডল সুন্দর সাদা দাড়ির মতই সাদা ; ঠোঁট দুটি গোলাপ-কুঁড়ির মত লাল ; অম্লান স্কারলেট ফুলের মত তার গাত্রবর্ণ, আর সত্যি বলছি তার নাকটাও খুব সুন্দর। তার জাফরানের মত চুল ও দাড়ি কোমর পর্যন্ত লম্বা। কর্ডোভান চামড়ার জুতো, ব্রুজেস থেকে কেনা বাদামী মোজা, আর বহুমূল্য রেশমের পোষাক। সে বুনো হরিণ শিকার করতে পারে। ধূসর রঙের পোষা বাজপাখিটাকে হাতে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নদীর ধারে ধারে বাজপাখি-শিকারেও যায়। সে খুব ভাল তীরন্দাজ। মল্লযুদ্ধেও তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। অনেক মনোরমা কুমারীই ঘুমের সময়ে খাসকামরায় বসে তার জন্য সাগ্রহে দীর্ঘশ্বাস ফেলে থাকে। কিন্তু

সে চরিত্রবান পুরুষ, লম্পট নয় ; যে কাঁটা-গাছের ডালে লাল লাল ফুল ধরে তার মতই সে পবিত্র।

খুব সঠিক ভাবে বলতে গেলে একদিন হল কি, স্যার টোপাস অশ্বারোহণে বের হবার মনস্থ করল। হাতে ছোট বর্শা নিয়ে, পাশে লম্বা তলোয়ার ঝুলিয়ে সে তার ধূসর ঘোড়াটায় চেপে বসল। সবুজ বনের ভিতর দিয়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। সে বনে নানা রকম বন্যপ্রাণী বাস করত—হ্যাঁ, এমন কি হরিণ আর খরগোস পর্যন্ত। উত্তরদিকে অগ্রসর হতে হতে তার পক্ষে একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটল। পথের দুধারে ছোট-বড় নানা ধরনের লতাপাতা জন্মেছিল ঃ যষ্টি মধু, আদা, লবঙ্গ, আর জায়ফল—যা পুরনো বা নতুন বীয়ারে মেশানো হয় এবং জামা-কাপড়ের তোরঙ্গেও রাখা হয়। পাখিরা গান করছিল, সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নেই, চড়াই আর জে-পাখির শিস তো শুনতেই সুখ। গান গাইছিল থ্রসল্-পাখি ; আর গাছের ডালে ডালে ঘুঘু ডাকছিল মধুর স্বরে।

থ্রসল্-পাখির গান শুনে স্যার টোপাসের মনে কাম-বাসনার উদ্রেগ হল ; সে পাগলের মত ঘোড়া ছোটাতে লাগল। তার সুন্দর ঘোড়াটা অবিরাম দ্রুত ছোটার ফলে এতদূর ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল যে মনে হয় কেউ বুঝি তার দেহটা নিঙড়ে জল বের করতে পারবে ; তার শরীরের দুটো পাশও রক্তাক্ত হযে উঠেছে। নরম ঘাসের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে স্যার টোপাসও এতই শ্রান্ত হয়ে পড়ল যে ঘোড়াটাকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিতে এবং তার দানাপানির ব্যবস্থা করতে সে সেখানে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল।

"হে সেণ্ট মেরি, আমাকে আশীর্বাদ কর! এ কোন্ প্রেম যা আমাকে এমনভাবে আঘাত করছে? ঈশ্বরের দিব্যি, কাল সারারাত আমি স্বপ্ন দেখেছি, কোন পরী-রাণী আমার অনুরাগিণী হয়ে আমার বহির্বাসের নীচে নিদ্রা যাবে। বাস্তবিক পক্ষে কোন পরী-রাণীকেই আমি ভালবাসতে চাই, কারণ এই পৃথিবীর কোন শহরেই আমার সঙ্গিনী হবার উপযুক্ত কোন স্ত্রীলোক নেই। তাই সব স্ত্রীলোককে পরিত্যাগ করে নানা উপত্যকায় ও প্রান্তরে পরী-রাণীকে খুঁজে বেড়াব!"

আবার জিনের উপর চেপে বসে সে বেড়া ডিঙিয়ে পাহাড় পেরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল পরী-রাণীর সন্ধানে। তারপর ঘোড়ায় চড়ে ও পায়ে হেঁটে অনেক পথ পেরিয়ে একটা গুপ্ত আবাসে পৌঁছে পরীদের রাজ্য পেয়ে গেল।

সে দেশে নারী বা শিশু কেউ তার কাছে আসতে সাহস করল না। অবশেষে স্যার অলিফাণ্ট নামক এক মস্ত বড় দৈত্য এগিয়ে এল। লোকটা ভারি সাংঘাতিক। সে বলল, "নাইট, টারমাগাণ্টের দিব্যি, তুমি যদি এই মুহূর্তে আমার রাজ্য ছেড়ে চলে না যাও তাহলে এই গদার আঘাতে তোমার ঘোড়াটাকে মেরে ফেলব। বীণা, বাঁশি আর মৃদঙ্গ সঙ্গে নিয়ে পরী-রাজ্যের রাণী এখানে বাস করে।"

নাইট জবাব দিল ঃ "যেহেতু আমি ভবিষ্যতের আশা রাখি তাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কাল তোমার সঙ্গে দেখা করব। আশা রাখি, তোমার ব্যবহারের জন্য এই বর্শামুখে কাল তোমাকে অনেক তিক্ত মূল্য দিতে হবে। যদি পারি, বেলা ন'টার আগেই তোমার উদর আমি বিদীর্ণ করে ফেলব, আর এখানেই হবে তোমার মৃত্যু।"

একটা ভয়ংকর গুলতির সাহায্যে দৈত্য তাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে লাগল; কিন্তু স্যার টোপাস দ্রুত সরে গিয়ে ঈশ্বরের দয়ায় ও নিজের সাহসিকতায় কোন রকমে পালিয়ে গেল।

লর্ডগণ, সকলে মন দিয়ে আমার গল্পটা শুনুন। এ গল্প বুলবুল পাখির চাইতেও আনন্দময়; স্যার টোপাস কেমন করে দলবল নিয়ে পর্বত ও প্রান্তর পার হয়ে আবার সেই শহরে এসে হাজির হল, সেই কথাই আপনাদের চুপি চুপি বলব। সে তার ফূর্তিবাজ লোকজনদের আদেশ দিল, তার জন্য খেলাধুলা ও ভোজের আয়োজন করতে, কারণ এক সুন্দরী উজ্জ্বল কন্যার ভালবাসা ও আলিঙ্গনের জন্য তাকে এক ত্রিশির দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।

সে বলল, "আমার চারনদের ও গল্পকারদের ডাক। তারা রাজকীয় রোম্যান্স, পোপ, কার্ডিন্যাল ও প্রেম-ভালবাসার গল্প বলুক; আর আমি ততক্ষণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হই।"

প্রথমে তারা কাঠের বাটিতে নিয়ে এল মিষ্টি মদ ও মধ্বাসব, তারপর মশলাদার আদা-রুটি, যষ্টি মধু ও চিনি-মেশানো জিরে। ধবধবে শরীরের উপর চাপালো সূক্ষ্ম কাপড়ের তৈরি শার্ট ও ব্রীচেস। শার্টের উপর টিউনিক এবং তার উপরে হৃদপিণ্ডকে অস্ত্রাঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্য তারের জাল লাগানো কোট। কোটের উপর জনৈক ইহুদির তৈরি শক্ত পাতের রক্ষাবরণী এবং তার উপরে রইল শ্বেতপদ্মের মত সাদা বর্ম যেটা পরে সে যুদ্ধ করবে।

তার ঢাল রক্তিম স্বর্ণে তৈরি ; তার উপরে একটি শূকরের মাথা খোদাই করা আর তার পাশে একটি মূল্যবান পাথর বসানো। তখন রুটি ও মদের নামে সে শপথ করল, যাই ঘটুক না কেন দৈত্যটা মরবেই! তার পদাবরণী শক্ত চামড়ায় তৈরি, তরবারির কোষ হস্তিদন্তে নির্মিত, আর মস্তকাবরণ উজ্জ্বল তামা দিয়ে বানানো ; তার জিন তিমির হাড় দিয়ে তৈরি আর ঘোড়ার রাস সূর্যের মত বা চন্দ্রকিরণের মত উজ্জ্বল। সাইপ্রেস বৃক্ষের তৈরি বর্শা সুতীক্ষ্ম অগ্রভাগে যুদ্ধই ঘোষণা করে, শান্তি নয়। তার ধূসর রঙের ঘোড়াটা শান্তভাবে সারা দেশময় কদমে চলে।

শুনুন ভদ্রমহোদয়গণ, প্রথম পর্ব এখানেই শেষ হল ; আপনাদের যদি আরও শোনবার ইচ্ছা থাকে, আমি আনন্দের সঙ্গে বলে যাব।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ ভদ্রমহোদয়গণ ও মাননীয়া মহিলাগণ, কৃপা করে কথা বলা বন্ধ করুন এবং আমার কাহিনী শুনুন ; অচিরেই আপনাদের শোনাব যুদ্ধ-বিগ্রহ, বীরধর্ম ও মহিলাদের ভাব-ভালবাসার কথা। লোকে কত বিখ্যাত রোম্যান্সের কথা বলে—হর্ণ চাইল্ড, ওয়াইপোটিস, বেভেস, স্যার গাই, স্যার লিবিয়ুস এবং প্লেণ্ডামুর-এর কথা—কিন্তু স্যার টোপাস সত্যি সত্যি রাজকীয় নাইটত্বের মুকুটমণি !

অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে সে জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড হতে উৎক্ষিপ্ত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত তার পথে ছুটে চলল। তার কুলচিহ্ন একটি দুর্গ-শিখর তাতে একটি শ্বেতপদ্ম বসানো। ঈশ্বর তার দেহকে সব আঘাত থেকে রক্ষা করুন। আর যেহেতু সে একজন অভিযাত্রী নাইট, কখনও সে ঘরের মধ্যে ঘুমোবে না, সব সময়ই নিজেকে ঢেকে রাখবে আলখাল্লা দিয়ে। উজ্জ্বল মস্তকাবরণীই তার উপাধান, আর তার ঘোড়ার খাদ্য পথের পাশে বিছিয়ে রাখা মিষ্টি লতাপাতা। সে নিজেই কুয়ো থেকে জল তুলে পান করে, যেমনটি করত সুসজ্জিত সুদর্শন নাইট পার্সিভাল ; তারপর একদিন—

এইখানে সরাইওয়ালা চসারের স্যার টোপাসের কাহিনীতে বাধা দিল ; সে বলে উঠল, "ঈশ্বরের দোহাই, এ কাহিনী আর নয়, কারণ আপনার এই সব স্রেফ বোকামির গল্প শুনে আমি এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, ঈশ্বর আমার আত্মার কল্যাণ করুন, আপনার বাজে বকবকানি শুনে আমার কান ঝালাপালা

হয়ে গেছে। তাই তো বলি, এমন কাব্যকে ভূতে ধরুক। এ যেন ঠিক অদ্ভুতুড়ে ছড়া।"

"তা কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম, "অন্যকে তো এভাবে থামান নি, তাহলে কাহিনীর মাঝখানে আমাকে থামিয়ে দিলেন কেন? আমি যা জানি এটাই তার মধ্যে সেরা কাব্য।"

সে বলল, "কারণ, ঈশ্বরের দিব্যি, সংক্ষেপে সোজা কথায় বলতে গেলে আপনার এই বাজে ছড়ার দাম এক চাবড়া ঘাসও নয়! সবই সময় নষ্ট করা মাত্র। এক কথায় বলি, মহাশয়, আর ছড়া কাটবেন না। দেখা যাক, আপনি কাব্যে ঐতিহাসিক কিছু বলতে পারেন কি না, অন্তত গদ্যেও এমন কিছু বলতে পারেন কি না যার মধ্যে কিছু প্রমোদ বা কিছু শিক্ষনীয় বস্তু থাকবে?"

আমি উত্তর দিলাম, 'ঈশ্বরের মধুর বেদনার নামে বলছি, আনন্দের সঙ্গেই বলব। আমি মনে করি, গদ্যে এমন একটি ছোট জিনিস বলব যা আপনাদের খুশি করবে; না হলে বুঝতে হবে আপনারা নিশ্চয়ই খুব একপেশে লোক। মূলতঃ এটা একটা নীতি-গল্প, কিন্তু আমি আপনাদের বুঝিয়ে দেব কেন বিভিন্ন লোক এটাকে বিভিন্নভাবে বলে থাকে। ব্যাপারটা এই রকম: আপনারা জানেন একজন ধর্ম-প্রচারক যখন যীশুখৃস্টের কষ্টভোগের কথা আমাদের বলেন তখন তিনি পরবর্তী ধর্ম-প্রচারকের সঙ্গে অনেক ব্যাপারেই একমত হন না. অথচ প্রত্যেকের বক্তব্যই সত্য: বক্তব্যের অর্থ-বিচারে সকলেই একমত, শুধু তাদের বলবার ধরণটাই আলাদা আলাদা। তাঁরা যখন প্রভুর ক্রুশ-বিদ্ধ হওয়ার বেদনার্ত কাহিনী বলেন, যেমন বলেছেন ম্যাথু, মার্ক, লুক ও জন, তখন তাঁদের কেউ বেশী বলেন, কেউ কম বলেন। কিন্তু তাদের বক্তব্যের তাৎপর্য যে একই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যদি মনে করেন যে, আমার বক্তব্যের সমর্থনে এই ছোট্ট কাহিনীতে আমি এমন সব প্রবাদ-বাক্য অন্তর্ভুক্ত করছি যা আপনারা আগে শোনেন নি, এবং যে সব শব্দ আপনারা শুনতে অভ্যস্ত তা যদি আমি ব্যবহার না করি, তাহলে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমাকে দোষ দেবেন না। কারণ আমি যে মজার কাহিনীটি বলতে যাচ্ছি তার অর্থের সঙ্গে এর মূলে যে ছোট গ্রন্থটি আছে তার অর্থের কোন পার্থক্য আপনারা পাবেন না। সুতরাং আমি যা বলি মন দিয়ে শুনুন, এবং দয়া করে আমার কাহিনীটি

শেষ পর্যন্ত বলতে দিন।"

মেলিবিয়ুসের কাহিনী : [স্বীয় প্রতিশ্রুতি মত চসার গদ্যে একটি নীতি-কাহিনী বলেন। এই দীর্ঘ কাহিনী সেই যুবক, শক্তিমান, ও ধনী মেলিবিয়ুসের কথা যে তার জ্ঞানবতী স্ত্রী প্রুডেন্স-এর পরামর্শ গ্রহণ করত ; যদিও মূল গল্পের মধ্যে চসার অনেক লেখকের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাকে পূর্ণ করেছিলেন।

একদিন মনের আনন্দে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে মেলিবিয়ুস দেখল, তার অনুপস্থিতিতে শত্রুরা বাড়ির ভিতরে ঢুকে তার স্ত্রী ও কন্যা সোফিকে মারধোর করে আহত করেছে। ক্রোধে পাগলপ্রায় হয়ে সে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু তার স্ত্রী বার বার বলে, ধৈর্য ধরে তার সব বন্ধুদের ডেকে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করুক সে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না শান্তিতে থাকবে, এবং তাদের পরামর্শ মতই সে চলুক। মেলিবিয়ুস সকলকে ডাকে, কিন্তু একেক জন একেক রকম পরামর্শ দেয়। সে তখনও যুদ্ধ করতে কৃতসংকল্প। তখন প্রুডেন্স নানাবিধ শাস্ত্র-বাক্য আউড়ে শত্রুদের সঙ্গে একটা গোপন বৈঠক ডাকার পরিকল্পনায় স্বামীকে সম্মত করাল। শত্রুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রুডেন্স খুব জোরের সঙ্গে শান্তির সুবিধা এবং মেলিবিয়ুসের ক্রোধের ন্যায্যতার কথা বলল। শত্রুরা তার কথা মেনে নিয়ে তার হাতেই নিজেদের ভাগ্য ছেড়ে দিল। প্রুডেন্স বাড়ি ফিরলে মেলিবিয়ুস যথাযোগ্যভাবে শত্রুদের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করল। তখন প্রুডেন্স তার আত্মীয় ও পুরনো বন্ধুদের ডেকে তাদের কাছে সব কথা খুলে বলল। তারাও শান্তির স্বপক্ষেই মত দিল। শত্রুরা মেলিবিয়ুসের করুণার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করল এবং সেও স্ত্রীর পরামর্শক্রমে শত্রুদের ক্ষমা করল।]

সন্ন্যাসীর কাহিনী

সন্ন্যাসীর প্রতি সরাইওয়ালার মজার কথা : আমার মেলিবিয়ুস ও প্রুডেন্স এবং তার দয়ার কাহিনী শেষ হলে সরাইওয়ালা বলল : "আমি স্ত্রীর অনুগত বলেই মেড্রিয়ানের মূল্যবান দেহের নামে বলছি, এক পিপে মদ ফেলেও

আমি চাই আমার স্ত্রী গুডলিফ যদি এ গল্পটা শুনত! কারণ মেলিবিয়ুসের পত্নী প্রুডেন্স-এর মত ধৈর্যশীলা সে নয়।

"ঈশ্বরের অস্থির দিব্যি! যখন আমি ছোকরা চাকরগুলোকে মারধোর করি তখন সে গুলি-পাকানো বড় বড় মুগুরগুলো এনে দিয়ে চেঁচাতে থাকে, 'সবগুলো কুকুরকে খুন করে ফেল, তাদের পিঠ আর হাড়গুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও!' আবার গীর্জায় গেলে কোন প্রতিবেশী যদি আমার স্ত্রীকে অভিবাদন না করে বা তাকে ঘাটাতে সাহস করে, তাহলে বাড়ি ফিরে গর্জাতে গর্জাতে সে আমাকে বকতে শুরু করে, "ভণ্ড ভীতু, স্ত্রীর অপমানের প্রতিশোধ নাও! ঈশ্বরের অস্থির দিব্যি, এখন থেকে আমি নেব তোমার ছুরি, আর তুমি আমার তকলি নিয়ে বসে বসে সুতো কাটবে।" দিন-রাত ঐ একই ভাব। কখনও বলে "পোড়া কপাল আমার! এমন লোকের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে যে মেয়েরও অধম, সে এমনই ভীতুর ডিম যে সব্বাই তাকে শাসিয়ে চলে! স্ত্রীর অধিকারটুকু রক্ষা করবার সাহসও তার নেই!"

"যদি ঝগড়াঝাটিতে না যাই, তাহলে এই আমার জীবন। আমিও তখন সিংহের মত মাথা নাড়তে নাড়তে গোঁয়ারগোবিন্দ ঢঙে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই; নইলে আর রক্ষা নেই। আমি ভাল করেই জানি, তার জন্য একদিন কোন প্রতিবেশীকে খুন করে আমাকে পালাতে হবে। ছুরি হাতে নিলে আমিও সাংঘাতিক লোক, যদিও স্ত্রীর সামনে মোটেই দাঁড়াতে পারি না, কারণ, সত্যি বলছি, তারও খুব হাত চলে। যে লোক তার বিরুদ্ধে কিছু বলবে বা করবে, সেই সেটা টের পাবে। কিন্তু এ বিষয় নিয়ে আর কথা নয়।

সে বলতে লাগল, "সন্ন্যাসী প্রভু, জেগে উঠুন, কারণ এবার আপনাকে একটি কাহিনী বলতে হবে। দেখুন, আমরা রোচেস্টারের কাছে পেঁছে গেছি! শুরু করে দিন প্রভু, আমাদের খেলাটা পণ্ড করবেন না। কিন্তু আমি তো আপনার নাম জানি না। কি বলে আপনাকে ডাকব—ডন জন, ডন টমাস, না ডন আলবান? আপনার পিতার আত্মার দিব্যি, আপনার পদ-মর্যাদাই বা কি? ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আপনার চেহারাটি খুব সুন্দর। যে মাঠে আপনি চরেন সেটা নিশ্চয় খুবই মুখরোচক। আপনি তপশ্চারী বা ভূতের মত নন; আমার তো মনে হয়, আপনি গীর্জার কোন পদস্থ কর্মচারী অথবা ভাণ্ডারী। আমার পিতার অস্থির দিব্যি, আপনাকে দেখেই মনে হয় স্বগৃহে আপনি প্রভু—কোন দরিদ্র মঠবাসী বা শিক্ষানবীশ

নন, একজন সুবিবেচক শাসনকর্তা ; মোট কথা, হাড়ে-মাংসে আপনি একজন সুদর্শন পুরুষ। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যে মানুষ আপনাকে প্রথম ধর্ম-জীবনের পথে টেনে এনেছিল তিনি তার বিভ্রান্তি ঘটিয়ে দিন। আপনি যেমন শক্তিমান সেই অনুপাতে সৃষ্টিকার্যে যদৃচ্ছা চলবার স্বাধীনতা যদি আপনার থাকত, তাহলে আপনি অনেক সন্তানের জন্ম দিতে পারতেন। হায়, এমন একটা ঝোলা কোট কেন আপনি পরেন? ঈশ্বর আমাকে যতই দুঃখ দিন, আমি যদি পোপ হতাম, তাহলে শুধু আপনি নন, প্রতিটি বীর্যবান মানুষের, তার মাথা যত পরিষ্কার করেই কামানো হোক, একটি করে স্ত্রী থাকত। পৃথিবী তো শেষ হতে বসেছে, কারণ সন্তানের জনক হবার মত সব ভাল মানুষগুলোকেই ধর্ম টেনে নিয়েছে, আর রয়েছি আমরা যত চিংড়ি মাছের দল। গাছ দুর্বল হলে তার ডালপালাও নড়বড়ে হয়। সেই জন্যই তো আমাদের বংশধররা এত কৃশ ও দুর্বল যে সহজে তাদের সন্তান হয় না। সেই জন্যই আমাদের স্ত্রীরা ধার্মিকদের দিকে মুখ ফেরায়, কারণ রতিদেবীর পাওনা আমাদের চাইতে আপনারাই ভাল মেটাতে পারেন ; ঈশ্বর জানেন, আপনারা কোন নকল মাল চালান না! কিন্তু আপনি রাগ করবেন না প্রভু, আমি তামাসা করছি মাত্র। তামাসার ছলেই অনেক সত্য কথা বলতে আমি শুনেছি!"

মাননীয় সন্ন্যাসী সব কিছু ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করে বলল : "পুণ্যের সীমার মধ্যে থেকে আপনাদের একটি, দুটি বা তিনটি গল্প বলতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনারা যদি শুনতে চান, আমি আপনাদের শোনাব সেন্ট এডোয়ার্ডের জীবন-কথা—অথবা তার চাইতেও ভাল, প্রথমে আপনাদের কিছু ট্র্যাজিডি বা বিয়োগান্ত ঘটনার কথা বলব ; আমার ঝুলিতে সে রকম একশ' ঘটনা আছে। ট্র্যাজিডি মানে হচ্ছে এমন একটি গল্প—যে ধরনের গল্প আমাদের প্রাচীন পুঁথিতে অনেক আছে—যাতে এমন লোকের কথা বলা হয় যে একদা সমৃদ্ধির শিখরে উঠেও পরে দুঃখে নিপতিত হয়ে অশেষ দুর্গতির মধ্যে বিনষ্ট হয়। সেগুলি সাধারণতঃ ষটপদী ছন্দ বলে বর্ণিত ছ'টি চরণবিশিষ্ট শ্লোকে লিখিত হয়ে থাকে। অনেকগুলি আবার গদ্যে বা অন্য ছন্দেও লেখা হয়। যা হোক, এই সংজ্ঞাই যথেষ্ট।

"যদি আপনাদের শোনবার ইচ্ছা থাকে তাহলে মন দিয়ে শুনুন। প্রথমেই একটা বিষয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার অজ্ঞানতার জন্য

পোপ, সম্রাট ও রাজাদের এই সব গল্পে আমি সময়ের ধারাবাহিকতা অনুসরণ না করে কতক আগে কতক পরে যখন যেমনটি মনে পড়বে তেমনটি বলে যাব।"

এবার শুরু হচ্ছে সন্ন্যাসীবর্ণিত বিখ্যাত মানুষদের পতনের কাহিনী: "যারা এক সময়ে উচ্চপদে আসীন থেকেও এতদূর অধঃপতিত হয়েছিল যে সে দুর্দশা থেকে উদ্ধারের আর কোন উপায়ই ছিল না, ট্র্যাজিডির প্রথা অনুসারে প্রথমেই তাদের দুর্দশার জন্য শোক প্রকাশ করছি। কারণ, ভাগ্য যখন দূরে চলে যায়, তখন কেউ তার গতিরোধ করতে পারে না। কাজেই অন্ধ সমৃদ্ধির উপর কেউ যেন ভরসা না করেন; এই সব প্রাচীন সত্য দৃষ্টান্ত থেকে সকলে সাবধান হোক।"

[সন্ন্যাসীর ঝুলির একশ'টি ট্র্যাজিডিকে বলবার অনুমতি নাইট তাকে দিল না। কিন্তু ট্র্যাজিডির সংজ্ঞার সঙ্গে মিল রাখতে এবং সমৃদ্ধির উপর অন্ধ বিশ্বাস রাখার বিরুদ্ধে সমবেত সকলকে সতর্ক করে দিতে সন্ন্যাসী সতেরোটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের ব্যবস্থা করে নিল। যে সব বিখ্যাত লোকের পতনের কাহিনী সন্ন্যাসী বলল তাদের তালিকা এইরূপ: লুসিফার, এডাম, স্যামসন, হারকিউলিস, নেবুচাডনেজার, বেলশাজার, জেনোবিয়া, স্পেনের রাজা পেড্রো, সাইপ্রাসের রাজা পিটার, লোম্বার্ডির বার্ণাবো, পিসার কাউন্ট উগোলিনো, নিরো, হোলোফার্ণেস, এন্টিয়োকাস, আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সীজার এবং ক্রুসাস। এই ট্র্যাজিডি-সংকলনের প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প হিসাবে সন্ন্যাসীবর্ণিত উগোলিনোর কাহিনীর তর্জমাটি এখানে দেওয়া হল।]

পিসার কাউন্ট উগোলিনো প্রসঙ্গে: হায় ভাগ্য! পিসার আর্ল উগোলিনোর তিলে তিলে মৃত্যুবরণের কাহিনী ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পিসার বাইরে একটু দূরেই একটা দুর্গ আছে। সেই দুর্গে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল; সঙ্গে ছিল তার তিন শিশু, তার মধ্যে জ্যেষ্ঠটির বয়স বড় জোর পাঁচ বছর। হায় ভাগ্য! এই সব পাখিদের অমন একটা খাঁচায় বন্দী করে রাখা কী নিষ্ঠুরতা! পিসার বিশপ রজারের মিথ্যা অভিযোগই তাকে ঐ কারাগারে মৃত্যুর দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ফলে জনসাধারণ ক্ষেপে গিয়ে তাকে ঐ কারাগারে বন্দী করেছিল, এ তো আপনারা আগেই শুনেছেন।

তাকে এত কম খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হত—এবং তাও এত নীচুমানের ও খারাপ—যে তা মোটেই যথেষ্ট নয়।

তারপর একদিন হল কি, রোজকার খাবার আসার সময় হতেই কারারক্ষী দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিল। উগোলিনো সব শুনল, কিন্তু কিছুই বলল না। সহসা তার মনে সন্দেহ দেখা দিল যে তার শত্রুরা নিশ্চয় তাকে অনাহারে মেরে ফেলতে চায়। সে বলল, "হায়! হায়! কেন যে আমার জন্ম হয়েছিল!" তার দুই চোখ ভরে জল পড়তে লাগল।

তিন বছরের ছেলেটি বলল, "বাবা, তুমি কাঁদছ কেন? কারারক্ষী কখন আমাদের স্যুপ এনে দেবে? কালকের এক টুকরো রুটিও কি নেই? এত ক্ষিধে পেয়েছে যে ঘুমুতেও পারছি না। ঈশ্বর যদি এমন করতেন যে আমি চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়তাম! তাহলে আর ক্ষুধা আমার পেটের মধ্যে ঢুকতে পারবে না। এক টুকরো রুটি ছাড়া আর কিছুই চাই না।"

এই ভাবে দিনের পর দিন কাঁদতে কাঁদতে একদিন ছেলেটি বাবার কোলের উপর ঢলে পড়ে বলল, "বিদায়, বাবা, এবার আমি মরব" বাবাকে সে চুম্বন করল, আর সেই দিনই মারা গেল।

শোকগ্রস্ত পিতা মৃত সন্তানকে দেখে দুঃখে হাত কামড়াতে কামড়াতে বলল, "হায় ভাগ্য, আমার কী দুঃখ! আমার সব দুঃখের জন্য তোমার মিথ্যা চক্রকেই আমি দোষী কর্বাছ।"

তার সন্তানরা ভাবল, দুঃখে নয়, ক্ষুধার জন্যই সে হাত কামড়াচ্ছে; তাই তারা বলল, "বাবা, ও রকম করো না। তার বদলে আমাদের মাংস খাও! আমাদের মাংস তুমিই দিয়েছো, এখন সে মাংস নিয়ে পেট ভরে খাও।" এ কথা তারা বলল বটে, কিন্তু দু' একদিন পরে তারাও তার কোলে মাথা রেখে মারা গেল। নৈরাশ্যে ও ক্ষুধায় সে নিজেও মারা গেল; এই ভাবে শক্তিমান পিসার আর্লের অবসান ঘটল।

ভাগ্যই এই লোকটিকে তার উচ্চ আসন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। এ ট্র্যাজিডির এইটুকু বললেই যথেষ্ট; যারা আরও বিবরণ জানতে চান তারা দান্তে নামক মহান ইতালীয় কবির লেখা পড়তে পারেন; একটিও কথা বাদ না দিয়ে তিনি সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন।

সন্ন্যাসিনীর পুরোহিতের কাহিনী

সন্ন্যাসিনীর পুরোহিতের কাহিনীর প্রস্তাবনা : নাইট বলল, "থামুন মশায়, এ গল্প আর নয়। আপনি যথেষ্ট বলেছেন, কিছুটা বেশীই বলেছেন, কারণ অধিকাংশ লোকের পক্ষে যৎসামান্য দুঃখই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। ব্যক্তিগত ভাবে আমি বলছি, যে সব মানুষের প্রচুর অর্থ ও সুখ-সম্ভোগের ব্যবস্থা ছিল তাদের হঠাৎ ভাগ্য-পরিবর্তনের কথা শোনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু এর বিপরীতটা আনন্দদায়ক ও সুখকর, যেমন একটা লোক যখন দরিদ্র অবস্থা থেকে উপরের দিকে উঠে সমৃদ্ধিশালী হয় এবং তদনুরূপভাবে জীবন যাপন করে। আমার কাছে তো এই ধরনের ঘটনাই আনন্দদায়ক বলে মনে হয় এবং এ ধরনের একটা কাহিনী কেউ বললে বেশ ভাল হত।"

"ঠিক,', সরাইওয়ালা বলল। "সেন্ট পলের ঘন্টার দিব্যি, আপনি সত্য কথাই বলেছেন ; এই সন্ন্যাসী বড় বেশী কথা বলেন। ভাগ্য কেমন করে মেঘে ঢেকে যায় তা তিনি বলেছেন ; একটা ট্র্যাজিডির কথাও আপনারা এই মাত্র শুনলেন। ঈশ্বর জানেন, যা ঘটে গেছে তা নিয়ে হা-হুতাশ করে তো কোন লাভ নেই। তাছাড়া, আপনিই তো বললেন, এই সব বিষণ্ণ কাহিনী শোনাও বেদনাদায়ক।

"সন্ন্যাসীপ্রভু, ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন! কিন্তু এ গল্প আর নয়। আপনার কাহিনী এ দলের সকলেরই বিরক্তি উৎপাদন করেছে। এ সব কথার এতটুকু মূল্য নেই, কারণ এতে না আছে গাম্ভীর্য, আর না আছে কৌতুক। সুতরাং সন্ন্যাসী প্রভু, বা ডন পিটার, যা আপনার নাম, অন্য কিছু বলতে আমি আপনাকে একান্ত ভাবে অনুরোধ করছি। সত্যি কথা বলতে কি, স্বর্গরাজ্যের যে রাজা আমাদের সকলের জন্য জীবনদান করেছেন তাঁর দোহাই, আপনার ঘোড়ার রাসের সঙ্গে যে সব ঘন্টা ঝুলছে তার ঠুন-ঠুন আওয়াজ না থাকলে আমি হয়তো অনেক আগেই ঘুমের জন্য ঘোড়া থেকে পড়ে যেতাম, যদিও পথের কাদা কোথাও খুব গভীর নয়। তাহলে তো আপনার গল্প বলাটাই বৃথা হয়ে যেত। কারণ, পাদরিরা যেমন বলে থাকেন, এ কথা তো নিশ্চিত যে কথা শোনবার শ্রোতাই যদি না থাকে তাহলে নিজের কথা প্রচার করে কি ফল হবে। অথচ আমি ভাল করেই জানি, ভাল ভাবে কিছু বলা হলে সেটা তারিফ করবার ক্ষমতা আমার আছে। তাই আপনাকে অনুরোধ

করছি, শিকারের বিষয়ে কিছু বলুন।"

সন্ন্যাসী বলল, "না, তামাসা করবার ইচ্ছা আমার নেই। আমার কাহিনী আমি বলেছি, আবার অন্য কেউ বলুন।"

তখন সরাইওয়ালা সাহসের সঙ্গে সরাসরি সন্ন্যাসিনীর পুরোহিতকে বলল, "পুরোহিত মশায়, কাছে আসুন; আপনি স্যার জন, এ দিকে আসুন। আমাদের হৃদয়কে আনন্দে ভরে দেবার মত কিছু আপনি বলুন। যদিও আপনি চড়েছেন একটা টাটুঘোড়ায়, তবু বেশ হাসিখুশি হয়ে উঠুন। আপনার ঘোড়া যদি নোংরা আর শুটকো হয় তাতে কি? সে যদি আপনার সেবা করতে পারে, তা হলেই হল। শুধু দেখবেন, মন যেন সব সময় খুশি থাকে।"

সন্ন্যাসিনীর পুরোহিত বলল, "ঠিক, ঠিক বলেছেন; আমি যদি হাসি খুশিতে কাজ করতে পারি, সে দোষ নিশ্চয় আমার।"

সঙ্গে সঙ্গে সে তার কাহিনী আরম্ভ করল; এই দয়ালু পুরোহিত, এই ভাল মানুষ স্যার জন নিম্নোক্ত কাহিনীটি আমাদের সকলকে বলল।

এবার শুরু করছি সন্ন্যাসিনীর পুরোহিত কর্তৃক বর্ণিত মোরগ ও মুরগি—চ্যান্টি-ক্লীয়ার ও পার্টলেট-এর কাহিনী: এক সময় এক দরিদ্র বিধবা পরিণত বয়সে কোন একটি ছোট উপত্যকায় অবস্থিত কুঞ্জবনের পাশে একখানি ছোট কুটিরে বাস করত। যে বিধবাকে নিয়ে আমার কাহিনী সে স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই ধৈর্যের সঙ্গে খুবই সাদাসিদে জীবন যাপন করছিল, কারণ তার সম্পত্তি ও অর্থ দুই ছিল সীমিত। ঈশ্বর তাকে যা দিয়েছেন তাকেই ভালভাবে পরিচালনা করে দুটি মেয়েকে নিয়ে সে নিজের সংসার চালাত।

তার ছিল তিনটে বড় শুয়োর, তিনটে গরু আর মলি নামক একটা ভেড়া। তার বসবার ঘর ছিল ঝুল-পড়া, আর যে খাস কামরায় সে অতি সাধারণ খাবার খেত তার অবস্থাও তথৈবচ। তার কোন রকম কড়া আচারের দরকার হত না; সুখাদ্য খাবার ছাড়াই তার চলে যেত; কারণ আয় বুঝেই সে ব্যয় করত। অতি ভোজনের ফলে সে কখনও অসুস্থ হত না; পরিমিত আহার, ব্যায়াম, আর সন্তুষ্ট মন—এই ছিল তার একমাত্র ওষুধ। বাতের দরুণ কখনও তার নাচ বন্ধ হত না, বা সন্ন্যাসরোগ তার মাথার কোন ক্ষতি করত না। লাল বা সাদা, কোন মদই সে খেত না; তার টেবিল সাজানো হত সাদায়-

কালোয়—দুধে আর কালো রুটিতে, অবশ্য এ দুটি জিনিসের কখনও অভাব হত না; আর থাকত ঝলসানো শুকর-মাংস, আর কখনও বা দু'একটা ডিম কারণ সে কিছুটা গোয়ালিনীর কাজও করত।

তার একটা খামার ছিল, চারদিক কঞ্চি দিয়ে বেড়া দেওয়া; তার বাইরে ছিল একটা শুকনো খানা, সেখানে থাকত একটা মোরগ, তার নাম চ্যাণ্টিক্লীয়ার কোক্কড়-কো ডাকের বেলায় এই অঞ্চলে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। গীর্জার প্রার্থনা-সভায় যে অরগ্যান বাজে তার চাইতেও মিষ্টি তার গলার স্বর, আর বাসায় বসে যখন সে ডাকে তখন সেটা যে কোন বড় ঘড়ি বা মঠের ছোট ঘড়ির চাইতে অধিক নির্ভরযোগ্য। সে অঞ্চলের সমদিনরাত্রি চক্রের প্রতিটি আবর্তন সে প্রবৃত্তিগত ভাবেই বুঝতে পারত, কারণ পনেরো ডিগ্রি উঠলেই সে এমন সঠিকভাবে ডেকে উঠত যে তার চাইতে ভাল আর কিছু হতে পারে না। তার ঝুঁটিটা ভাল প্রবালের চাইতেও লাল আর দুর্গ-প্রাচীরের মত গম্বুজওয়ালা, তার ঠোঁট ঘণ কাল আর উজ্জ্বল, ঠ্যাং আর পায়ের রং আকাশী। নখগুলো পদ্মের চাইতেও সাদা, আর পালকগুলো বার্নিশ-করা সোনার মত। এই সুন্দর মোরগটির ছিল সাতটি মুরগি; তার আদেশ মত তার সব কাজ তারা করে দিত; তারা ছিল তার বোন ও প্রণয়িনী; সকলেরই রং হুবহু তার মত।

সব চাইতে সুন্দর গলার রং যে মুরগিটার তার নাম ছিল সুন্দরী দিময়জেল পার্টলেট। সে বিনয়ী, বিচারশীলা, রুচিসম্পন্না ও উপযুক্ত সঙ্গিনী; মাত্র সাত রাত বয়স থেকেই তার আচার-আচরণ এত ভাল যে চ্যাণ্টিক্লীয়ারের হৃদয় সে যেন তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। নিজের ভালর জন্যই মোরগটা তাকে ভালবাসত। যখন উজ্জ্বল সূর্য উঠতে থাকে তখন তাদের মধুর দ্বৈত সঙ্গীত "আমার ভালবাসা চলে গেছে!" শোনা একটা আনন্দের ব্যাপার। শুনেছি, সেকালে পশু ও পাখিরা কথা বলতে ও গান গাইতে পারত।

এখন হল কি, একদিন ভোরে চ্যাণ্টিক্লীয়ার যখন পত্নীপরিবৃত হয়ে পার্টলেটকে ঠিক ডাইনে নিয়ে হল-ঘরের দাঁড়ে বসেছে, এমন সময় দুঃস্বপ্ন দেখে মানুষের গলার মধ্যে যেমন ঘড় ঘড় আওয়াজ হয়, চ্যাণ্টিক্লীয়ারও সেই রকমভাবে আর্তনাদ করতে লাগল। তার আর্তনাদ শুনে পার্টলেট ভীত হয়ে বলল "হৃদয়েশ্বর, তোমার কি হয়েছে যে এ ভাবে আর্তনাদ করছ? তুমি তো ভালই ঘুমিয়েছ; ধিক, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত!"

সে বলল, "ম্যাডাম, আমি অনুরোধ করছি আমাকে ভুল বুঝোনা। ঈশ্বরের দিব্যি, এইমাত্র আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি খুব বিপদে পড়েছি, আর তাই তো আমার বুকটা এখনও ভীষণভাবে কাঁপছে। ঈশ্বর, তুমি আমার স্বপ্নের একটা ভাল ব্যাখ্যা দাও এবং আমার দেহকে একটা জঘন্য কারাগার থেকে রক্ষা কর! আমি স্বপ্ন দেখলাম—আমাদের খামারের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময় শিকারী কুকুরের মত একটা জন্তু আমাকে জড়িয়ে ধরে মেরে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। তার রং হলুদ আর লালের মাঝামাঝি। তার লেজ আর কান দুটোয় কালো ফুটোক থাকায় সারা দেহ থেকে পৃথক। তার নাক-মুখ ছোট, আর চোখ দুটো যেন জ্বলছিল। তাকে দেখে আমি ভয়েই মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলাম। সন্দেহ নেই যে সেই জন্যই আমি ওভাবে আর্তনাদ করেছি।"

পার্টলেট বলল, "বলে যাও! দুর্বল-হৃদয়, তোমাকে শত ধিক! হায়, মাথার উপরে ঈশ্বর জানেন, আজ থেকে তুমি আমার হৃদয় হারালে, আমার ভালবাসা হারালে। ধর্মের দিব্যি, একটা কাপুরুষকে আমি ভালবাসতে পারি না! স্থির জেনো, অন্য কেউ যাই বলুক, আমরা সকলেই কামনা করি, আমাদের স্বামী যেন সাহসী, জ্ঞানী, উদার এবং বিশ্বস্ত হয়; কখনও যেন কৃপণ না হয়, বোকা না হয়, যে কোন অস্ত্র দেখে ভীত না হয়, এবং ঈশ্বরের নামে বলছি, যেন দাম্ভিক না হয়। যে কেউ তোমাকে ভয় দেখাতে পারে, লজ্জার মাথা খেয়ে তোমার প্রিয়ার কাছে এ কথা তুমি বললে কেমন করে? তোমার কি মানুষের হৃদয় নেই? তোমার কি দাড়ি গজায় নি?

"হায়, এও কি হতে পারে যে তুমি স্বপ্ন দেখে ভয় পাও? ঈশ্বর জানেন, স্বপ্নে ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। স্বপ্ন সৃষ্টি হয় অতিভোজন থেকে, শরীরের মধ্যে গ্যাস বা বিভিন্ন ভৌত দ্রব্যের সংযোজনের ফলে যখন মানুষের দেহে রসের আধিক্য ঘটে। আজ রাতে তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ সেটা নিশ্চয় তোমার অতিশয় পিত্তাধিক্যের ফল; পিত্তাধিক্য ঘটলেই লোকে স্বপ্নের মধ্যে তীর দেখে, রক্তিম অগ্নিশিখা দেখে, আক্রমণোদ্যত লাল পশু দেখে, আর দেখে কলহ এবং ছোট-বড় কুকুর। ঠিক সেই ভাবে বিষাদ-রসের আধিক্য ঘটলে কালো ভালুক বা কালো ষাঁড়ের ভয়ে, অথবা কালো দৈত্য বুঝি ধরে ফেলবে এই ভয়ে মানুষ ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে। আর যে যে রসের জন্য মানুষ ঘুমের মধ্যে কষ্ট পায় সে সবও বলতে পারি, কিন্তু খুব

সংক্ষেপেই সে সব শেষ করছি। কিন্তু ক্যাটোর কথা মনে কর, তিনি কি বলেন নি ঃ "স্বপ্ন নিয়ে ভেবো না ?"

তারপর সে বলল, "ঈশ্বরের দোহাই, আমরা এই আড্ডা থেকে নীচে নামলেই একটা বিরেচক ওষুধ খেয়ে ফেলো। আমার আত্মা ও জীবনের নাম নিয়ে বলছি, কাজেই মিথ্যে বলব না, খিটখিটে মেজাজ বা বিষণ্ণতা দেখা দিলেই কোষ্ঠ পরিষ্কার করবে। যেহেতু এ কাজটা আর ফেলে রাখা উচিত নয়, এবং যেহেতু এই শহরে কোন ভেষজবিদ্ নেই, সেই জন্য তোমার স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য আমি তোমাকে কিছু গাছ-গাছড়া চিনিয়ে দেব। আমাদের খামারেই এমন সব গাছ-গাছড়া আছে যাতে নীচ ও উপর দু'দিক থেকেই বিরেচনের কাজ হয়। ঈশ্বরের ভালবাসার দোহাই, এ কথা ভুলো না। তোমার মেজাজ পারোপুরি খিটখিটে ; সূর্য যখন মাথার একেবারে উপরে উঠে আসে, খবরদার তখন যেন পাকস্থলী উষ্ণরসে পূর্ণ না থাকে। তা যদি থাকে তাহলে রুপোর মুদ্রা বাজী রেখে বলতে পারি, একদিন পরপর তোমার জ্বর হবে, অথবা এমন যন্ত্রণা হবে যে তার ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। আগে দু'একদিন হজমের ওষুধ খাবে, তারপর খাবে বিরেচক—যেখানে যেমন পাবে গাছ-গাছড়াগুলো সেখান থেকে তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলবে। তোমার বাবার আত্মার দিব্যি, আনন্দে থাক স্বামী। স্বপ্ন নিয়ে ভয় পেয়ো না ; এর বেশী কিছু তোমাকে বলতে পারব না।"

সে বলল, "তোমার জ্ঞানগর্ভ উপদেশের জন্য ধন্যবাদ ম্যাডাম। তবে জ্ঞানী কেটো সম্পর্কে বলি, যদিও তার জ্ঞানের খ্যাতি প্রচুর, এবং যদিও তিনি স্বপ্নকে ভয় না করতে বলেছেন, তথাপি, ঈশ্বরের দিব্যি, কেটোর চাইতেও বড় বড় লেখকদের পুরনো পুঁথি পড়লে জানা যায় ঠিক বিপরীত অভিমত। তারা বলেন, অনেক অভিজ্ঞতার ফলে জানা গেছে যে, এই জীবনে মানুষকে যে সুখ বা দুঃখ ভোগ করতে হয় স্বপ্ন তারই নির্দেশক। এ নিয়ে তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন ; ঘটনাই সব চাইতে বড় প্রমাণ।

"যে সব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারদের রচনা লোকে পড়ে তাদের একজন বলেছেন, এক সময়ে দুজন লোক সদুদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রায় গিয়েছিল। এখন হল কি, একদিন তারা এমন একটা শহরে উপনীত হল যেখানে এত লোকের ভীড় এবং বাসস্থানের সংখ্যা এত অল্প যে দুজন থাকবার মত একটা ঘর তারা যোগাড় করতে পারল না। কাজেই সে রাতের মত তারা আলাদা হয়ে গেল এবং প্রত্যেকে

যার যার সরাইখানায় একটা আস্তানা খুঁজে নিল। একজন আশ্রয় নিল অনেক দূরের একটা হালের বলদওয়ালা খামারবাড়ির আস্তাবলে, আর অন্যজন সর্বজননিয়ন্তা ভাগ্যের গুণে থাকবার বেশ ভাল ব্যবস্থা পেয়ে গেল।

"এদিকে হল কি, ভোর হবার অনেক আগে দ্বিতীয় লোকটি স্বপ্ন দেখল, সে যেন বিছানায় শুয়ে আছে আর তার বন্ধু তাকে ডেকে বলছে, 'হায়, আজ রাতে ষাঁড়ের আস্তাবলে ঘুমের মধ্যে আমাকে খুন করা হবে। ভাই, তুমি আমাকে বাঁচাও, নইলে আমি মারা যাব। সত্বর আমার কাছে চলে এস!"

"স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে সে ঘুম থেকে উঠে বসল। কিন্তু জেগে উঠে তার মনে হল, এ সবটাই বাজে ব্যাপার; তাই সে স্বপ্নটাকে কোন রকম আমল দিল না। দ্বিতীয়বারও সেই একই স্বপ্ন সে দেখল। তৃতীয় বারে স্বপ্নে দেখল, তার বন্ধু যেন হাজির হয়ে বলছে, 'এখন আমি খুন হয়েছি। আমার শরীরের বড় বড় গভীর রক্তাক্ত ক্ষতগুলি দেখ। খুব ভোরে উঠে শহরের পশ্চিম দরজায় গেলে একটা সার-বোঝাই গাড়ি দেখতে পাবে; তার মধ্যেই আমার মৃতদেহ লুকনো থাকবে। সাহস করে গাড়িটা থামাবে। সত্যি কথা বলতে কি, অর্থই আমার মৃত্যুর কারণ।' তারপর করুণ বিবর্ণ মুখে বন্ধু মৃত্যুর আনুপূর্বিক বিবরণ তাকে বিস্তারিতভাবে বলল। আর, বিশ্বাস করুন, সে দেখতে পেল, তার স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কারণ পরদিন ভোর হতেই সে বন্ধুর সরাইখানায় গেল এবং ষাঁড়ের আস্তাবলে পৌঁছে বন্ধুকে ডাকতে লাগল।

সরাইখানার মালিক সঙ্গে সঙ্গে বলল, "মশায়, আপনার বন্ধু চলে গেছে। দিন হতে না হতেই তিনি শহর ত্যাগ করেছেন।"

স্বপ্নের কথা মনে করে তার সন্দেহ হল এবং আর অপেক্ষা না করে শহরের পশ্চিম দরজায় চলে গেল। সেখানে সে একটা সারের গাড়িও দেখতে পেল, মৃত লোকটি যেমন যেমন বলেছিল ঠিক সেই রকম কোন মাঠে সার ছড়িয়ে দেবার জন্যই যেন সেটা যাচ্ছিল।

"তখন সাহসে ভর করে সে এই দুষ্কার্যের প্রতিশোধ ও ন্যায়বিচারের জন্য চীৎকার করতে লাগল। সে বলতে লাগল, 'গত রাতে আমার বন্ধুকে খুন করা হয়েছে; এই গাড়িতে সে মরে কাঠ হয়ে আছে। যারা এই শহরের রক্ষক ও শাসক তাদের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি। আমাকে সাহায্য

করুন। হায়! এইখানে আমার বন্ধু খুন হয়ে পড়ে আছে।'

"হে পরমেশ্বর, তুমি তো ন্যায়পরায়ণ ও সৎ, তুমি তো সব সময়ই খুনের কিনারা করে থাক। খুন প্রকাশ পাবেই; সে তো আমরা প্রতিদিনই দেখতে পাই। হত্যামাত্রই জঘন্য এবং ঈশ্বরের কাছে ঘৃণার্হ, কারণ ঈশ্বর ন্যায়বান ও যুক্তিবান; কাজেই এক, দুই, বা তিন বছর চাপা থাকলেও ঈশ্বর চিরকাল কোন খুনকে লুকিয়ে রাখতে দেবে না। খুন প্রকাশ পাবেই; এই আমার শেষ কথা। তৎক্ষণাৎ সরকারী কর্মচারীরা গাড়োয়ানকে গ্রেপ্তার করল এবং তাকে ও সরাইওয়ালাকে এমন ভীষণ মারধোর করল যে তারা অপরাধ স্বীকার করল এবং তাদের ফাঁসি হয়ে গেল।

"এই গল্প থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, স্বপ্নকে ভয় করবার কারণ আছে। প্রকৃত পক্ষে, ঐ একই বইয়ের ঠিক পরের অধ্যায়ে আমি পড়েছি—যেহেতু আমি সুখ ও আনন্দের আশা রাখি, তাই বাজে কথা বলব না—কোন বিশেষ কারণে বিদেশে যাবার জন্য দুটি লোকের সমুদ্র পার হবার বাসনা হল। কিন্তু বাতাস অনুকূল না থাকায় একটি পোতাশ্রয়ের পাশে অবস্থিত কোন শহরে তাদের অপেক্ষা করতে হল। তারপর একদিন সন্ধ্যার দিকে বাতাস গতি পরিবর্তন করে তাদের মনোমত দিকে বইতে লাগল। তারাও খোশ মেজাজে শুতে গেল; স্থির করল পরদিন ভোরে উঠেই যাত্রা শুরু করবে। কিন্তু তাদের একজনের পক্ষে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটল: ঘুমের মধ্যে সে পরের দিন সম্পর্কে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল। তার মনে হল, কেউ যেন তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে অপেক্ষা করবার আদেশ জানিয়ে বলছে: কাল সমুদ্রযাত্রা করলে তুমি ডুবে মরবে; আমার কথা শেষ হল।

"ঘুম থেকে উঠে সে সঙ্গীকে স্বপ্নের কথা জানিয়ে অনুরোধ করল, যাত্রা স্থগিত রাখা হোক, সেদিন যাত্রা করা হবে না। সঙ্গী পাশের বিছানায়ই শুয়েছিল। সে হাসতে হাসতে ঠাট্টা করে বলে উঠল, 'স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে ব্যবস্থা পাল্টাবার লোক আমি নই। তোমার স্বপ্ন আমি মোটেই কেয়ার করি না; স্বপ্ন তো বোকামি আর তামাসার ব্যাপার। মানুষ তো প্যাঁচা, বাদুর ও আরও অনেক জটিল জিনিস স্বপ্নে দেখে; মানুষ এমন সব জিনিস স্বপ্নে দেখে যা কোন দিন ছিল না বা থাকবেও না। কিন্তু যেহেতু বুঝতে পারছি যে, তুমি এখানে অপেক্ষা করে ইচ্ছা করে এই অনুকূল বাতাসটা হারাতে চাও, তখন, ঈশ্বর জানেন, আমি দুঃখিত; তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি।'

"তখন বন্ধুকে রেখে সে একাই যাত্রা করল। কিন্তু অর্ধেক পথ যাবার আগেই—কেন হল তাও জানি না, আর কি দুর্ঘটনা ঘটল তাও জানি না—সেই জাহাজের তলাটা হঠাৎ ফেঁসে গেল এবং কাছাকাছি আর যে সব জাহাজ ঐ একই জোয়ারে পাল তুলে দিয়েছিল তাদের চোখের সামনেই সব যাত্রীসমেত জাহাজটা ডুবে গেল। কাজেই সুন্দরী পার্টলেট, এই সব প্রাচীন দৃষ্টান্ত থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ কর যে কোন মানুষেরই স্বপ্ন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হওয়া উচিত নয়; কারণ আমি নিঃসন্দেহে বলছি, অনেক স্বপ্নকেই যথেষ্ট ভয় করা উচিত।

"দেখ, মার্সিয়ার মহান রাজা চেনউল্‌ফ-এর পুত্র সেন্ট চেনহেম-এর জীবনীতে তার একটি স্বপ্নের ঘটনা আমি পড়েছি। খুন হবার কিছুদিন আগেই সে স্বপ্নে খুনীকে দেখতে পেয়েছিল। তার ধাই স্বপ্নটাকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে কোন রকম ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাকে খুবই সতর্ক থাকতে বলেছিল। কিন্তু তখন তার বয়স মাত্র সাত বছর, আর তার হৃদয়ও ছিল পবিত্র, তাই সে স্বপ্নের ব্যাপারে কোন রকম মনোযোগ দিল না। ঈশ্বরের দিব্যি, আমার মত তুমিও যদি গল্পটা পড় তাহলে আমার শার্টটা তোমাকে দিয়ে দেব।

"পার্টলেট মহোদয়া, সত্যি সত্যি বলছি, আফ্রিকার মহান সিপিও স্বপ্নে যা দেখেছিলেন তার বর্ণনা আছে ম্যাক্রোবিয়ুসের লেখায়। স্বপ্নকে সমর্থন করে তিনি লিখেছেন, ভবিষ্যতে মানুষ যা দেখতে পাবে স্বপ্ন তারই সতর্কবাণী। তাছাড়া, তোমাকে আরও অনুরোধ করছি, যত্নসহকারে ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়ে দেখো, ড্যানিয়েল স্বপ্নকে অর্থহীন মনে করেন কিনা। যোসেফ সম্পর্কে পড়লেও দেখতে পাবে, স্বপ্ন অনেক সময়ই—সব সময় বলে আমি দাবি করছি না—ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাষ হয়ে থাকে। মিশরের রাজা ফারাও, তার রাঁধুনি এবং খানসামার দিকে তাকালেই দেখতে পাবে তারাও স্বপ্নের অনুরূপ ফল পেয়েছিল। বিভিন্ন রাজত্বের ইতিহাস আলোচনা করলে স্বপ্নের অনেক আশ্চর্য ঘটনাই পাওয়া যাবে। লিডিয়ার রাজা ক্রুয়েসাসের দিকে তাকাও, তিনি কি স্বপ্নে দেখেন নি যে তিনি একটা গাছের উপর বসে আছেন? আর তার অর্থই হল যে তার ফাঁসি হবে। হেক্টরের স্ত্রী অ্যান্ড্রোমেকের কথাও ভাব; হেক্টরের যেদিন মৃত্যু হবে তার আগের রাত্রে স্ত্রী স্বপ্ন দেখেছিল, সেদিন যুদ্ধে গেলে হেক্টরের মৃত্যু ঘটবে। স্ত্রী সতর্ক করেছিল, কিন্তু কোন

ফল হল না, সে তথাপি যুদ্ধে গেল এবং একিলিসের হাতে নিহত হল। কিন্তু এ গল্প বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে; এদিকে দিনের আলো ফুটে উঠছে; কাজেই আমাকে থামতে হচ্ছে। সংক্ষেপে, উপসংহারে আমি বলতে চাই, এই স্বপ্ন থেকেই আমাব বিপদ ঘটবে; আরও বলি, বিরেচক ওষুধ আমি রাখি না, কারণ আমি ভাল করেই জানি যে সে গুলি বিষ; ও সবের তোয়াক্কা আমি করি না; ও গুলো আমি মোটেই পছন্দ করি না।

"এসব কথা থাক; এবার খুশির বিষয়ে কথা হোক। ম্যাডাম পার্টলেট, জীবনের আশা আমি রাখি, তাই এক বিষয়ে ঈশ্বর আমাকে দয়া করেছেন; রক্ত লাল দুটি চোখ বসানো তোমার মুখের শোভা যখন দেখি, তখনই আমার সব ভয় দূর হয়ে যায়। এ কথা বেদ-বাক্যের মতই সত্য যে Mulier est hominis Confusio—ম্যাডাম, এই ল্যাটিন-বাক্যের অর্থ হল, 'নারীই পুরুষের আনন্দ ও পরম সুখ।' কারণ রাত্রে তোমার নরম দেহের স্পর্শ যখন পাই, তখন দাঁড়টা সংকীর্ণ হওয়ায় আমি তোমার উপরে সওয়ার হতে না পারলেও আমার মন আনন্দে ও আরামে এতই ভরে ওঠে যে স্বপ্ন ও অলৌকিক দৃশ্য আমি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করি!"

এই কথা বলেই সে সবগুলি মুরগিসহ আড়া থেকে নীচে নেমে পড়ল কারণ তখন দিন শেষ হয়ে গেছে; খামারে যে সব খাদ্যের দানা পড়ে ছিল সেগুলো দেখতে পেয়ে সে কোকোড়-কোঁ বলে সবাইকে সেখানে ডাক দিল। সে তখন রাজা; ভয় দূরে চলে গেছে। ন'টার আগেই সে কুড়িবার পার্ট-লেটের পালক পরিষ্কার করে দিল এবং ততবারই তার উপর চড়াও হল। নখের উপর ভর দিয়ে সে যখন ঘুরে বেড়াতে লাগল তখন তাকে গম্ভীর সিংহের মতই মনে হচ্ছিল; গর্বে তার পা যেন মাটিতেই পড়ে না। কোথাও খাদ্যের দানা দেখলেই সে ডেকে ওঠে, আর মুরগিগুলো দৌড়ে তার কাছে হাজির হয়। চ্যাণ্টিক্লীয়ারকে রাজপ্রাসাদের রাজপুত্রের মত রাজ-মহিমায় তার খামারেই ছেড়ে দিচ্ছি; তার অভিযানের কথা পড়ে বলব।

মার্চ বলে কথিত যে মাসে পৃথিবীর শুরু এবং যে মাসে ঈশ্বর প্রথম মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন, সে মাস পার হয়ে গেল; তার পরে আরও বত্রিশ দিন কেটে গেল। সাত পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে সগর্বে পা ফেলতে ফেলতে চ্যাণ্টি-ক্লীয়ার উজ্জ্বল সূর্যের দিকে তাকাল। সূর্য তখন বৃষ রাশিতে একুশ ডিগ্রির সামান্য একটু বেশী সঞ্চার লাভ করেছে। ন'টা যে বেজেছে এটা প্রবৃত্তিবশেই

বুঝতে পেরে সে সানন্দে ডেকে উঠল। বলল, 'সূর্য আকাশ-পথে একচাল্লশ ডিগ্রির কিছু বেশী উঠেছে ; ম্যাডাম পার্টলেট, আমার জগতের সর্বসুখ তুমি, শোন, পাখিরা কেমন আনন্দে গান করছে ; দেখ, নতুন ফুলেরা কেমন ফুটেছে ; আমার মনও ফূর্তিতে ও আনন্দে ভরে উঠেছে !"

কিন্তু হঠাৎ একটা দুঃখজনক ঘটনা তাকে অভিভূত করে ফেলল। সুখ সব সময়ই দুঃখে পরিণতি লাভ করে। ঈশ্বর জানেন, পার্থিব সুখ বড়ই ক্ষণস্থায়ী ; কোন অলংকারশাস্ত্রকার যদি ভাল লিখতে পারতেন, তাহলে তিনি এই ধারণাটাকে অনায়াসে একটি গভীর সত্য হিসাবে লিপিবন্ধ করতে পারতেন। এবার জ্ঞানীজনরা সকলে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন, আমি বলছি, "ল্যান্সিলট অব দি লেক" নামক যে পুঁথিকে স্ত্রীলোকরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে থাকে, আমার এই গল্প তার মতই বাস্তব সত্য। এখন আবার আমার কাহিনীতে ফিরে যাচ্ছি।

একটি কালো ফুটকি-দেওয়া চতুর দুষ্ট শেয়াল ঐশ্বরিক শক্তির বলে আগে থেকেই সব জানতে পেরে তিন বৎসর যাবত সেই বনে বাস করত। কিন্তু যে খামারে সুদর্শন চ্যান্টিক্লীয়ার তার স্ত্রীদের নিয়ে যাতায়াত করত, সে রাতে শেয়াল বেড়া ভেঙে সেই খামারে ঢুকে পড়ল। খুনীরা যে রকম মানুষকে খুন করবার জন্য নিঃশব্দে লুকিয়ে থাকে, শেয়ালও সেদিন দুপুর পর্যন্ত চ্যান্টিক্লীয়ারকে আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় ঘাসের বিছানায় চুপচাপ শুয়ে রইল।

ওঃ কপট খুনী, তুমি আস্তানায় লুকিয়ে রয়েছ ! ওঃ দ্বিতীয় ইস্কেরিয়ট ; আর এক কপট গ্যানেলন ! ওঃ, গ্রীক সাইনন, তোমার জন্যই ট্রয় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছিল ! ওঃ, চ্যান্টিক্লীয়ার, কী কুক্ষণেই আড়া থেকে উড়ে খামারে এসেছিলে ! এ দিনটা তোমার পক্ষে বিপজ্জনক, এ বিষয়ে তো স্বপ্নে তোমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের যা বিধান তা তো ঘটবেই, যে কোন গীর্জার লোকরা তো এই কথাই বলেন। কিন্তু যে কোন পণ্ডিত লোক নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, এ বিষয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে বিতর্ক ও মতানৈক্য আছে, হাজার হাজার লোকের মধ্যেও সেরূপ মতবিরোধ দেখা যায়। কিন্তু আমি তো মহাত্মা ডক্টর অগাস্টিনের মত, বা বোয়েথিয়ুস, অথবা বিশপ ব্র্যাড-ওয়ার্ডিনের মত তলিয়ে এ প্রশ্নের বিচার করতে পারব না : ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার দরুন কোন কিছু করতে আমি অনিবার্যভাবে বাধ্য হই কিনা—অবশ্য

"অনিবার্যতা" বলতে আমি এখানে সরল অনিবার্যতাই বোঝাতে চেয়েছি—অথবা কাজটি করবার আগেই সেটা ঈশ্বরের গোচরীভূত থাকলেও সেই কাজটি করার বা না করার স্বাধীনতা আমাকে দেওয়া হয় কিনা ; অথবা ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা শর্তাধীন অনিবার্যতায় আমাকে কাজটি করতে বাধ্য করে, কিনা—এ সব বিতর্কে যাবার কোন প্রয়োজন আমার নেই। আপনারা তো শুনলেনই, আমার গল্প এমন একটি মোরগকে নিয়ে যে দুর্ভাগ্যবশতঃ স্ত্রীর পরামর্শে যে-স্বপ্নের কথা আপনাদের আগেই বলেছি সে-স্বপ্ন দেখা সত্ত্বেও সেদিন সকালে খামার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

স্ত্রীলোকের পরামর্শ প্রায়শই অসুবিধা ঘটিয়ে থাকে। যে স্বর্গে আদম সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যেই ছিল সে স্বর্গ ছাড়তে সে বাধ্য হয়েছিল এবং ফলে মানুষের জীবনে দুর্ভাগ্যের প্রথম সূচনা হয়েছিল স্ত্রীলোকের পরামর্শেরই ফলে। কিন্তু স্ত্রীলোকের পরামর্শে দোষ ধরলে কে আবার গোঁসা হবেন জানি না ; কাজেই সে কথা থাক, ওটা আমি তামাসা করেই বলেছি। এ বিষয় নিয়ে যারা লিখেছেন তাদের বই পড়ুন, তাহলে স্ত্রীলোকের সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে পারবেন। এ সবই মোরগের কথা, আমার নয় ; আমি তো স্ত্রীলোকের কোন দোষের কথা কল্পনাই করতে পারি না।

পার্টলেট তার ভগ্নিগণসহ সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে মনের সুখে বালির উপর শুয়ে রোদ পোয়াতে লাগল ; আর মহামহিম চ্যান্টিক্লীয়ার সমুদ্রের জল-পরীদের চাইতেও অধিকতর আনন্দে গান করতে লাগল ; ল্যাটিন পুঁথি Phy siologus-এ লেখা আছে যে জলপরীরা মনের আনন্দে চমৎকার গান গায়। এখন হয়েছে কি, লতাপাতার মধ্যে একটা প্রজাপতির উপর চোখ পড়তেই সেখানে লুকিয়ে থাকা শেয়ালের কথা সে জেনে ফেলল। তখনই ডেকে ওঠার ইচ্ছা তার ছিল না, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ "কক্! কক্" বলে চীৎকার করে শত্রু-ভয়ে ভীত মানুষের মত চমকে উঠল। কারণ অদৃষ্টপূর্ব কোন জীবনকে দেখামাত্রই যে কোন জন্তু প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই তার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চায়।

চ্যান্টিক্লীয়ারও হয় তো শেয়ালকে দেখেই পালিয়ে যেত, যদি না শেয়াল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠত ঃ "হায় প্রিয় মহাশয়, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? আমি আপনার বন্ধু, অথচ আমাকে দেখে আপনি ভয় পাচ্ছেন ? সত্যি বলছি, আমি যদি আপনার কোন ক্ষতি করি বা আপনার প্রতি কোন রকম অন্যায় আচরণের

চেষ্টা করি, তাহলে তো আমি শয়তানেরও অধম ! লুকিয়ে আপনার গোপন কাজকর্ম দেখতেও আমি আসিনি ; আমার আসার একমাত্র কারণ আপনার গান শোনা। কারণ, সত্যি বলছি, স্বর্গের যে কোন পরীর মতই মধুর আপনার গলার স্বর। কি বোয়িথিয়ুস, কি অন্য যে কোন গায়ক, আপনার গানের আবেগ সকলের চাইতে বেশী। আমার প্রভু আপনার পিতা—ঈশ্বর তার আত্মাকে আশীর্বাদ করুন—এবং আপনার বিনয়ী মাতা আমার বাড়িতে পদার্পণ করে আমাকে ধন্য করেছেন, তাই, মহাশয়, আপনার তৃপ্তি বিধান করতে আমি অত্যন্ত ব্যাকুল। কিন্তু গানের ব্যাপারে বলতে হলে, দুটি চোখ ভরে সব কিছু দেখতে চাই বলেই আমি বলতে বাধ্য যে প্রাতঃকালে আপনার পিতা যেমনটি গাইতেন তেমনটি আমি আর কখনও শুনি নি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি অন্তর দিয়ে গান করতেন। গলার স্বরকে জোরদার করবার জন্য খুব উচ্চগ্রামে গান করবার সময় তাকে এত পরিশ্রম করতে হত যে তিনি দুটি চোখই বন্ধ করে ফেলতেন। আর দুই পায়ের গোড়ালির উপর দাঁড়িয়ে তার লম্বা সরু গলাটাকে উপরের দিকে তুলে ধরতেন। তার বিচার-ক্ষমতাও এত ভাল ছিল যে সঙ্গীতে বা জ্ঞানে তাকে অতিক্রম করতে পারে এমন কেউ কোন দেশে ছিল না। কাব্যের মধ্যে Sir Brunellus the Ass-এ আমি যত্নসহকারে পড়েছি যে, কোন পুরোহিতের বোকা ছোট ছেলে একটি মোরগের পায়ে আঘাত করার জন্য পুরোহিত তার বৃত্তির স্বার্থ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু আপনার পিতার জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির সঙ্গে ঐ মোরগের চতুরতার কোন তুলনাই হয় না। মহাশয়, এবার গান শুরু করুন, দেখি আপনিও পিতার মতই গাইতে পারেন কি না।

তোষামোদে মোহিত মানুষ যেমন শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতা ধরতে পারে না চ্যান্টিক্লীয়ারও তেমনি পাখা ঝাপটাতে লাগল।

হায়, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সভায়ও যে লোক সত্য কথা শোনায় তার চাইতে অনেক বেশী লোকই মিথ্যা স্তাবকতা করে, বা অনেক দুষ্ট লোকই মুখে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে আপনাদের খুশি করে থাকে। স্তাবকতা প্রসঙ্গে Ecclesiasticus গ্রন্থটি পড়বেন, মহাশয়গণ, বিশ্বাসঘাতক স্তাবকদের থেকে সাবধান।

চ্যান্টিক্লীয়ার নখে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়াল, গলাটা উপরের দিকে বাড়িয়ে দিল, চোখ দুটি বুজল, এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগল। তখন সেই শেয়াল

স্যার রাসেল এক লাফে চ্যাণ্টক্লীয়ারের গলাটা চেপে ধরে তাকে পিঠের উপরে ফেলে জঙ্গলের দিকে ছুটে দিল ; তখনও কেউ তাকে তাড়া করে নি।

হায় নিয়তি, তোমার হাতে কারও রেহাই নেই! হায়, কেন যে চ্যাণ্টক্লীয়ার আড়া থেকে নীচে নেমে এসেছিল! হায়, কেন যে তার স্ত্রী স্বপ্নের কথায় কান দিল না! আর এ সব বিপদই ঘটল শুক্রবারে। হায় সুখের দেবী ভেনাস, চ্যাণ্টক্লীয়ার তো আপনার দাস, নিজের সুখ অপেক্ষা জাতি রক্ষার প্রয়োজনেই সে সাধ্যমত আপনার সেবা করেছে, তবু আপনারই দিবসে কেন আপনি তাকে মরতে দেবেন ?

হে জিওফ্রে, প্রিয় প্রভু, আপনার মহান রাজা রিচার্ড গুলিবিদ্ধ হলে আপনি তাঁর শোক প্রকাশ করেছিলেন, আজ আপনার মত করে শুক্রবারকে দোষী ঘোষণা করবার মত শক্তি ও শিক্ষা কেন আমার নেই? কারণ তিনিও তো শুক্রবারেই নিহত হয়েছিলেন। তা যদি থাকত তাহলে আপনাকে দেখিয়ে দিতাম, চ্যাণ্টক্লীয়ারের ভয় ও ব্যথার জন্য আমি কতখানি শোক প্রকাশ করতে পারি।

চ্যাণ্টক্লীয়ারকে গ্রেপ্তার হতে দেখে খামারের সমস্ত মুরগি এমন ভাবে চীৎকার করতে করতে শোক প্রকাশ করতে লাগল যে, Aeneid-এ কথিত ট্রয়-বিজয়ের পরে পিরাস যখন উদ্যত অসিহস্তে প্রায়ামকে দাড়ি ধরে টেনে হত্যা করেছিল তখনও পুরনারীরা তেমনভাবে শোক প্রকাশ করে নি। রোমানরা কার্থেজকে অগ্নিদগ্ধ করবার সময় হাস্ড্রুবালকে হত্যা করলে তার স্ত্রী যে ভাবে কেঁদেছিল তার চাইতে উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করতে লাগল রাণী পার্টলেট। ক্ষোভে ও যন্ত্রণায় সে এতই অভিভূত হয়েছিল যে, স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সে অকম্পিত হৃদয়ে পুড়ে মরল।

হায় অভাগিনী মুরগীরা, নীরো যখন রোম নগরীকে আগুনে পুড়িয়েছিল তখন নিরপরাধ সেনেটরগণ নীরোর হাতে নিহত হলে তাদের স্ত্রীরা যেভাবে কেঁদেছিল, তোমরাও তেমনই কেঁদেছ। এবার আমার কাহিনীতে ফিরে যাই।

দরিদ্র বিধবা ও তার দুই মেয়ে মুরগিদের শোকার্ত কান্না শুনে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারা দেখতে পেল, মোরগটাকে পিঠের উপর ফেলে শেয়ালটা জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে। তারা চেঁচিয়ে উঠল, "বের হও! সাহায্য কর! হায় কপাল! দেখ, একটা শেয়াল!" বলতে বলতে তারা

শেয়ালটাকে তাড়া করল ; অন্য অনেক লোকও লাঠি নিয়ে ছুটে এল। কুকুর কোলে আর ট্যালবট, গারল্যাণ্ড ও মালকিন তকলি হাতে নিয়ে পিছন পিছন ছুটতে লাগল। কুকুরের চীৎকারে এবং মানুষজনের হৈ-হল্লায় গরু, বাছুর আর শুয়োরগুলোও তার পিছনে ছুটতে লাগল। সবাই এত জোরে ছুটতে লাগল যেন তাদের বুক ফেটে যাবে। নরকের শয়তানের মত তারা চেঁচাতে লাগল, পাতি হাঁসগুলো এমনভাবে প্যাঁক প্যাঁক করতে লাগল যেন তাদের জবাই করা হবে, রাজহংসীগুলো ভয়ে গাছের উপর উড়ে গেল, এত জোর শব্দ হতে লাগল যে মৌমাছিরা ঝাঁক বেঁধে চাক ছেড়ে উড়ে গেল। ওরে বাপরে! সত্যি, সেদিন শেয়ালের পিছনে যেরকম শোরগোল উঠল, ফ্লেমিংকে হত্যা করবার সময় জ্যাক স্ট্র ও তার দলবল বোধ হয় তার অর্ধেক চেঁচামেচিও করে নি। পিতল, কাঠ, শিং ও হাড়ের তৈরি নানা রকম বাদ্যযন্ত্র এনে তারা বাজাতে শুরু করল ; সঙ্গে সঙ্গে তাদের হৈ-হল্লা ও লাফালাফিরও শেষ নেই। মনে হতে লাগল, আকাশ বুঝি ভেঙে পড়বে।

সজ্জনগণ, দয়া করে মন দিয়ে শুনুন। দেখুন, ভাগ্যদেবীর হাতে তার শত্রুর আশা ও গর্ব কেমন করে হঠাৎ উল্টে যায়। শেয়ালের পিঠের উপর শুয়ে থেকে মোরগটি ভয়ে ভয়ে তাকে বলল : "মশায়, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি যদি আপনার অবস্থায় পড়তাম তাহ'লে বলতাম, 'গর্বিত চাষীর দল, ফিরে যাও! তোমাদের সকলের মহামারী হোক। আমি বনের ধারে পৌঁছে গেছি ; মোরগটা এখানেই থাকবে ; ঠিক জেনো, তোমরা যতই যা কর, ওটাকে আমি খাবই, আর তাতে দেরীও করব না।

শেয়াল জবাব দিল, "ঠিক তাই হবে।" এই কথা ক'টি বলামাত্রই মোরগটি আস্তে তার মুখ থেকে গলে গিয়ে একটা উঁচু গাছে উড়ে গেল।

মোরগটাকে উড়ে যেতে দেখে শেয়াল বলল : "হায়! ওহে চ্যাণ্টিক্লীয়ার, হায়! তোমাকে ঝাপটে ধরে খামার থেকে নিয়ে আসবার সময় তোমাকে ভয় পাইয়ে আমি খুব খারাপ কাজ করেছি। কিন্তু মশায়, আমার কোন খারাপ অভিপ্রায় ছিল না। নীচে নেমে এস, আসল কারণটা তোমাকে বলছি। ঈশ্বর আমার সহায় হোন, এবার তোমাকে সত্যি কথাই বলব।"

চ্যাণ্টিক্লীয়ার বলল, "না, না ; আমাদের দুজনকেই আমি অভিশাপ দিচ্ছি ; কিন্তু এর পরেও যদি তুমি আমাকে বোকা বানাতে পার, তাহলে আমি আমাকেই অভিশাপ দেব—আমার অস্থি ও রক্ত সব কিছুকে। খোসামোদ করে আর

কখনও আমাকে চোখ বুজে গান করাতে পারবে না। কারণ চোখ মেলে যখন দেখবার কথা তখন যদি কেউ ইচ্ছা করে চোখ বুজে থাকে, তাহলে ঈশ্বর যেন কখনও তার উন্নতিবিধান না করেন।"

শেয়াল বলল, "না; তবে যখন মুখ বন্ধ করে রাখার কথা তখন আত্ম-সংযমে উদাসীন হয়ে যে বক্‌বক্‌ করে, ঈশ্বর তাকে দুর্ভাগ্যই দান করুন।"

দেখুন, অসতর্ক হওয়া, কর্তব্যে অবহেলা করা ও তোষামোদে বিশ্বাস করার এই ফল।

কিন্তু আপনারা সজ্জনগণ যদি মনে করেন যে এটা শেয়াল, মোরগ ও মুরগিকে নিয়ে একটা বোকামির গল্প মাত্র, তাহলে এর নীতি-বাক্যটা স্মরণ রাখবেন। কারণ সেন্ট পল বলেন, যা কিছু লেখা হয় আমাদের শিক্ষার জন্যই লেখা হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; তুঁষ ফেলে দিয়ে শাঁসটা গ্রহণ করো।

এবার, প্রিয় ঈশ্বর, তোমার যদি ইচ্ছা হয় আমাদের সকলকে সজ্জন করো এবং স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর! আমেন। সন্ন্যাসিনীর পুরোহিতের গল্প এখানেই শেষ হল!

সন্ন্যাসিনীর পুরোহিতের গল্পের উপসংহার: সরাইওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, সন্ন্যাসিনীর পুরোহিত মশায়, আপনার পাজামা ও পাথরের জয় হোক! চ্যান্টিক্লীয়ারের গল্পটি বেশ মজার। সত্যি বলছি, সাধারণ লোক হলে আপনি একটি ভাল মোরগ হতে পারতেন। কারণ আমি তো মনে করি আপনার যেমন শক্তি আছে, ঠিক সেই রকম মনের জোর থাকলে সত্যি আপনার মুরগির দরকার; হ্যাঁ, সতেরোর সাতগুণেরও বেশী সংখ্যায়। আপনারা দেখুন, এই শান্ত পুরোহিতের দেহটা কেমন পোক্ত। কী কাঁধ, কী চওড়া বুক! চড়ুই-বাজপাখির মত তার চোখের দৃষ্টি; লাল রং বা পর্তুগাল থেকে আনা লাক্ষা দিয়ে শরীর রঞ্জিত করবার কোন প্রয়োজন তার নেই। আপনার কাহিনীর জন্য আপনার সৌভাগ্য কামনা করি!"

তারপর সরাইওয়ালা খোশমেজাজে অপর একজনকে কি বলল সেটা আপনারা এখনই শুনতে পাবেন।

"ম্যাডাম, যদি অভয় দেন তো আপনাকে একটা কাহিনী বলতে বলব; তাহলেই আপনি আমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করবেন।"

মহিলা বলল, "আপনাদের—আপনাকে ও এই সুধীবৃন্দকে—খুশি করবার

জন্য সানন্দেই বলব।"

তখন সে গম্ভীরভাবে নিম্নমত কাহিনীটি শুরু করল।

বাথ্-বাসিনীর কাহিনী

বাথ্-বাসিনীর কাহিনীর প্রস্তাবনা ঃ "পৃথিবীতে বিবাহ-বিষয়ে বলবার মত যোগ্য ব্যক্তি অপর কেউ না থাকলেও আমার অভিজ্ঞতাই বিবাহের বিপদ সম্পর্কে কথা বলবার অধিকার আমাকে দিয়েছে; কারণ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, সনাতন ঈশ্বরের কৃপায় বারো বছর বয়স থেকে আজ পর্যন্ত আমি পাঁচটি স্বামী পেয়েছি,—জানি না এত ঘন ঘন বিয়ে করা আইনসম্মত কিনা—এবং তারা সকলেই বেশ ভাল লোক। কিন্তু কিছুদিন আগে আমি বুঝতে পেরেছি, যেহেতু খৃস্ট গ্যালিলি-র অন্তর্গত কানা-তে একটিমাত্র বিবাহ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সেই হেতু দৃষ্টান্ত দেখিয়েই তিনি আমাকে শিখিয়েছেন যে, বিবাহ একবারই হওয়া উচিত। এ বিষয়ে একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ যীশু কুয়োর ধারে সামারিটানকে যে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন তাও আপনারা শ্রবণ করুন। তিনি বলেছিলেন, তোমার পাঁচটি স্বামী, আর এখন যে মানুষটি তোমার কাছে আছে সে তোমার স্বামী নয়।' এ কথাগুলি তিনি নিশ্চয় বলেছিলেন; কিন্তু এর দ্বারা তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আমি বলতে পারি না। তবু জিজ্ঞাসা করি, পঞ্চম লোকটি সামারিটান-এর স্বামী নয় কেন? তাকে ক'বার বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল? আমাদের কালে বিয়ের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা তো আমি শুনি নি। ধর্মগ্রন্থের নানা রকম টাকা-টিপ্পনী মানুষ করতে পারে, কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, ঈশ্বর স্পষ্ট ভাষায় আমাদিগকে বংশবৃদ্ধি করতে বলেছেন; ঐ মধুর গ্রন্থ আমি সহজেই বুঝতে পারি। এ কথাও আমি নিঃসন্দেহে জানি, তিনি বলেছেন যে পিতা-মাতাকে পরিত্যাগ করে স্বামীর উচিত আমার সঙ্গে বাস করা। কিন্তু তিনি কোন সংখ্যা, বা দ্বিবিবাহ, বা অষ্টবিবাহের কথা উল্লেখ করেন নি। তাহলে মানুষ কেন সে কাজকে খারাপ বলবে?

"বিজ্ঞ রাজা লর্ড সলোমন-এর দিকে তাকান ঃ আমার বিশ্বাস তার একাধিক পত্নী ছিল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যত বার নতুন করে জীবনকে ভোগ করেছেন তার অর্ধেক সুযোগও যদি আমি পেতাম।

সব স্ত্রীদের বেলায়ই ঈশ্বরের কী দানই না তিনি পেয়েছিলেন। এখন জীবিত কোন মানুষই তা পায় না। ঈশ্বর জানেন, আমার তো মনে হয় এই মহান রাজা তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রথম রাত্রিটা বেশ মজায়ই কাটিয়েছেন। এমনি করেই তার জীবন কেটেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি পাঁচটি বিয়ে করেছি! ষষ্ঠ যখন আসবে তাকেও স্বাগত জানাব। সত্যি বলছি, ও ধরনের সতী হতে আমি চাই না। আমার স্বামী যখন পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে তখনই কোন খৃস্টান পুরুষ আমাকে বিয়ে করবে, কারণ যীশু-শিষ্যের কথা অনুযায়ী তখন আমি যাকে খুশি -বিয়ে করতে পারি। তিনি বলেছেন, বিয়ে করা পাপ নয়; জ্বলে-পুড়ে মরার চাইতে বিয়ে করা ভাল। অভিশপ্ত লেমেক ও তার দ্বিতীয় বিবাহকে যদি লোকে খারাপ বলে তাতে আমার কি? আমি ভাল করেই জানি, আব্রাহাম একজন পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন; যতদূর বলতে পারি, জ্যাকবও তাই; তাদের প্রত্যেকেরই দুজনের বেশী স্ত্রী ছিল; আরও অনেক পুণ্যাত্মা লোকেরও তাই ছিল। আপনারা কি এমন কোন যুগের কথা বলতে পারেন যখন পরমেশ্বর বিবাহকে খোলাখুলিভাবে নিষিদ্ধ করেছেন? আপনারা এ প্রশ্নের জবাব দিন। কোথায়ই বা তিনি সতীত্ব দাবী করেছেন? আপনারা যেমন জানেন তেমনি আমিও জানি—এটা কোন গোপন কথা নয়—যে কুমারীত্ব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যীশু-শিষ্য বলেছেন যে এ বিষয়ে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কোন স্ত্রীলোককে কুমারী থাকতে পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু পরামর্শ তো অনুজ্ঞা নয়। এ ব্যাপারটা ঈশ্বর আমাদের বিচারের উপর ছেড়ে দিয়েছেন, কারণ তিনি যদি সতীত্বের আদেশ প্রচার করতেন, তাহলে নিশ্চয় বিবাহের নিন্দা করতেন। তাছাড়া, এ কথা তো ঠিক যে কোন বীজই যদি বপন করা না হয় তাহলে কুমারীরা আসবে কোথা থেকে? যে বিষয়ে প্রভু কোন নিয়ম বেঁধে দেন নি, পল নিশ্চয় সেরূপ আদেশ প্রচারে সাহসী হবেন না। সতীত্বের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে; যে পারে সে পুরস্কার জিতে নিতে পারে; দেখা যাক, কে সব চাইতে ভাল দৌড়তে পারে।

"কুমারীত্বের আদর্শ সকলের জন্য নয়; ঈশ্বর যখন নিজ শক্তিবলে এ আদর্শ কাউকে দান করেন তখনই তা গ্রহণীয়। আমি ভালভাবেই জানি, যীশু-শিষ্য স্বয়ং চিরকুমার ছিলেন; যদিও তিনি লেখায় এবং কথায় চেয়েছেন যে সবাই তাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করুক, তথাপি তিনি কৌমার্যের পরামর্শই

শুধু দিয়েছেন। আর আমাকে তিনি দিয়েছেন স্ত্রী হবার পূর্ণ অনুমতি, কাজেই বিবাহ পাপ নয়; এমন কি স্বামীর মৃত্যু হলে আমি যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে করি তাও নয়। যদিও তিনি বলেছেন, কোন পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করাই ভাল, এ কথা তিনি শয্যায় বা অন্য আসনের বেলাতেই বলেছেন, কারণ আগুন ও দাহ্য পদার্থের সংযোগ বিপজ্জনক—এ তুলনার অর্থ আপনারা সকলেই জানেন। এক কথায় বলতে গেলে ঃ বিবাহের দুর্বল আপোস অপেক্ষা কৌমার্যকেই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন। যে সব নরনারী সারা জীবন কৌমার্য অবলম্বন করতে চায়, তাদেরই আমি বিয়ের পক্ষে দুর্বল বলে মনে করি।

"একাধিক বিবাহ অপেক্ষা কৌমার্যকে যারা বাঞ্ছনীয় মনে করে, কোন রকম ঈর্ষা না করেই তাদের সে অধিকার আমি স্বীকার করছি। দেহে ও মনে নিষ্কলংক থাকাতেই তাদের আনন্দ, আমি অবশ্য সে গর্ব করি না। আপনারা সকলেই জানেন, কোন লর্ড-পরিবারেই সবগুলো থালা সোনার হয় না; কতক কাঠেরও হয়; তবু সেগুলি খুব কাজে লাগে। ঈশ্বর মানুষকে নানাভাবে ডাক দেন, তাঁর ইচ্ছামত প্রত্যেকের জন্য তিনি একটি বিশেষ উপহার দান করেন—কাউকে এটা, কাউকে ওটা।

'সতীত্ব, জিতেন্দ্রিয়তা ও আনুগত্যই শ্রেষ্ঠ গুণ, কিন্তু পূর্ণতার নির্ঝর ঈশ্বর কখনও এমন নির্দেশ দেন নি যে প্রত্যেকেই যথাসর্বস্ব বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দরিদ্রকে দান করে তাঁর পদাংক অনুসরণ করবে। যারা পূর্ণ জীবন যাপন করতে চায় তাদের প্রতি তিনি বাণী দিয়েছেন। ভদ্রমহিলা ও ভদ্র-মহোদয়গণ, আপনাদের অনুমতি নিয়ে বলছি, সে মানুষ আমি নই। আমার জীবনের ফুলগুলিকে আমি বিবাহের কর্মে ও ফলেই অর্পণ করব।

"আমাকে আরও বলে দিন, আমাদের জননেন্দ্রিয় আছে কেন, আর বর্তমান স্বরূপেই বা আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল কেন? নিশ্চয় জানবেন, অকারণে তাদের সৃষ্টি হয় নি। যার যেমন খুশি ব্যাখ্যা করুক, চিরকাল ধরে যতই বলুক যে মূত্রত্যাগ এবং স্ত্রী ও পুরুষকে পৃথক করে চিহ্নিত করাই এই ইন্দ্রিয়ের উদ্দেশ্য—আপনারা কি ভিন্ন মত পোষণ করেন না? অভিজ্ঞতা স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দেয় যে তাদের কথা ঠিক নয়। মঠের পণ্ডিতরা যাতে আমার উপর ক্রুদ্ধ না হয় সেজন্য বলি, দুটো উদ্দেশ্যে ঐ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছিল; অর্থাৎ কাজের জন্য এবং গর্ভসৃষ্টির আনন্দের জন্য; কাজেই

তাতে ঈশ্বর কখনও অসন্তুষ্ট হন না। নইলে গ্রন্থকাররা কেন তাদের বইতে লিখেছে যে, স্ত্রীর ঋণ শোধ করা স্বামীর কর্তব্য? আর তার সামান্য যন্ত্রের ব্যবহার ছাড়া আর কি ভাবেই বা সে এই ঋণ শোধ করতে পারে? সুতরাং মূত্রত্যাগ এবং গর্ভসৃষ্টির জন্যই এই দেহযন্ত্রকে ব্যক্তির অঙ্গ হিসাবে গড়া হয়েছিল।

"কিন্তু আমি বলছি না, এই সব উল্লেখিত দেহযন্ত্র যার আছে সেই গর্ভাধানের জন্য সেটা ব্যবহার করতে বাধ্য। তা যদি হত, তাহলে তো চারিত্রিক সততার কথা কেউ বলতই না! মানবদেহধারী হলেও খৃস্ট ছিলেন চিরকুমার এবং সৃষ্টির আদি কাল থেকে বহু সাধু-সন্তই চিরকুমার ছিলেন; এবং তারা পূর্ণ চারিত্রিক সততা নিয়েই বেঁচে ছিলেন। চারিত্রিক সততার বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ নেই। সাদা রুটির মত পবিত্র যারা থাকতে চান থাকুন; আমরা স্ত্রীরা না হয় যবের রুটিই হলাম; তথাপি মার্ক আমাদের বলেছেন যে, প্রভু যীশু অনেক মানুষকেই যবের রুটি দিয়েই তুষ্ট করেছেন। ঈশ্বরের অভিপ্রেত জীবনযাত্রাই আমি চালিয়ে যাব। আমি রুচিবাগীশ নই। ঈশ্বর যখন আমাকে একটি দেহযন্ত্র দিয়েছেন, তখন স্ত্রী হিসাবে সেটিকে আমি ইচ্ছামতই ব্যবহার করব। আমি যদি অতিগর্বিত হয়ে থাকি, ঈশ্বর যেন আমাকে দুঃখ দেন। স্বামী যখনই আমার কাছে এসে ঋণ শোধ করতে চাইবে, সকাল-সন্ধ্যে সব সময়ই সে আমাকে পাবে। আমি যে স্বামীকে খাতক ও দাস করে রাখতে চাই তা অস্বীকার করছি না; যতদিন আমি তার স্ত্রী, ততদিন তাকে দৈহিক ক্ষতি সহ্য করতেই হবে। তার উপরে নয়, কিন্তু সারা জীবন তার দেহের উপর আমার শাসন আমি অক্ষুন্ন রাখব। যীশুশিষ্য ঠিক এই শিক্ষাই আমাকে দিয়েছেন, স্বামীদেরও তিনি বলেছেন আমাদের খুব ভালবাসতে। তাঁর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।"

পোপের পেশকার হঠাৎ বলে উঠল, "দেখুন ম্যাডাম, ঈশ্বর ও সেন্ট জনের নামে বলছি, এ বিষয়ে আপনি একজন মহান প্রচারক। আমি একটি পত্নী গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়েছিলাম, কিন্তু হায়! আমার দেহকে এত কঠোর শাস্তি দেব কেন? আমি বরং কখনও পত্নী গ্রহণ করব না!"

স্ত্রীলোকটি বলল, "আপনি অপেক্ষা করুন! আমার গল্প এখনও শুরু হয় নি। না, সে গল্প শেষ হবার আগেই আপনি এমন আর একটি

পিপে থেকে পান করবেন যার স্বাদ মদের চেয়েও খারাপ। যে বিবাহবিষয়ে সারা জীবন ধরে আমি একজন বিশেষজ্ঞ সেই বিবাহের অসুবিধার যে গল্প আমি বলব সেটা শেষ হলে আমি যে পিপের মুখ খুলব তা থেকে আপনি পান করবেন কিনা সেটা আপনি নিজেই বিচার করতে পারবেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করবার আগে খুব সাবধান, কারণ আমি দশটিরও বেশী দৃষ্টান্ত দেব। 'অন্যের কথায় যে লোক সতর্ক হয় না, তার কাছ থেকে যেন অন্যরা সতর্ক থাকে।' এ কথাগুলি লিখেছেন টোলেমি, তাঁর Almageste পড়বেন, তাহলেই কথাগুলি পাবেন।"

পেশকার বলল, "ম্যাডাম, আপনার যদি তাই ইচ্ছা তাহলে গল্পটি যে ভাবে শুরু করেছেন সেই ভাবেই বলে যেতে আপনাকে অনুরোধ করছি। কাউকে রেহাই দেবেন না; আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মত যুবকদের শিক্ষা দিন।"

স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, "আপনারা চাইলে সানন্দে বলব। তবে এই দলের সকলের কাছেই মিনতি জানাচ্ছি, আমি যদি আমার কল্পনা অনুসারে কথা বলি তাহলে কেউ যেন বিরক্ত হবেন না, কারণ সকলকে আনন্দ দানই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। মহাশয়গণ, এবার আমার গল্প বলছি।

"যেহেতু আমি সব সময়ই মদ বা যবসুরা পানর আশা রাখি, আমি সত্য কথাই বলব: যে স্বামীদের আমি বিয়ে করেছি, তার মধ্যে তিন জন ছিল ভাল, আর দুজন মন্দ। ভাল তিনজন ছিল ধনী ও বৃদ্ধ; যে চুক্তিতে তারা আমার কাছে আবদ্ধ ছিল তা তারা রক্ষা করতে পারতই না। ঈশ্বরের দিব্যি! আমি কি বলতে চাইছি তা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সুতরাং ঈশ্বর আমার সহায় হোন, রাত্রিবেলা যখন তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতাম তখন তাদের এমন করুণ অবস্থা হত যে সে ভাবলে এখনও আমার হাসি পায়। আমার ধর্মের দিব্যি, আমার কাছ থেকে কোন প্রশংসা তারা পেত না। তাদের জমি-জমা বিষয়-সম্পত্তি সব আমাকে দিয়েছিল; কোন রকম পরিশ্রম করবার বা তাদের ভালবাসা পাবার জন্য শ্রদ্ধাশীল হবার কোন প্রয়োজন আমার ছিল না। তারা আমাকে এত ভালবাসত যে ঈশ্বরের নামে বলছি, তাদের ভালবাসার কোন মূল্যই আমি দিতাম না। যখন প্রেমিক না থাকে তখন যে কোন বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক একজন প্রেমিক জোটাতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকে; কিন্তু যেহেতু তারা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল এবং তাদের সব সম্পত্তি আমাকে দিয়েছিল,

তখন আমার লাভ ও সুখের জন্য ছাড়া তাদের তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করার আমার কি দরকার থাকতে পারে? অনেক রাতেই আমি তাদের এমন ভাবে কাজে লাগাতাম যে তারা 'গেলাম-গেলাম!' রব তুলত! আমি আপনাদের নিশ্চিত করেই বলছি, এসেক্স-এর অন্তর্গত ডানমো-তে কিছু বিবাহিত লোক যে নোনা শূকরমাংস পুরস্কার পেয়ে থাকে, তারা তাও পেত না। কিন্তু আমার নিজস্ব বিধিমতে তাদের আমি এমন ভাবে চালাতাম যে তারা প্রত্যেকেই খোশমেজাজে থাকত এবং মেলা থেকে ভাল ভাল জিনিস আমাকে এনে দিত। যখনই তাদের সঙ্গে আদর করে কথা বলতাম তখনই তারা আহ্লাদে গলে পড়ত, কারণ, ঈশ্বর জানেন, আমি তাদের নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রূপ করতাম।

"এবার যে সব বুদ্ধিমতী পত্নীরা আমার কথা বুঝবেন তারা শুনুন, কেমন বিবেচনার সঙ্গে আমি নিজে চলি। আপনারাও স্বামীদের সঙ্গে সেইভাবে কথা বলবেন এবং তাদের ভুল পথে চালাবেন, কারণ যে কোন স্ত্রীলোকের তুলনায় অর্ধেক জোরের সঙ্গেও দিব্যি করতে ও মিথ্যা বলতে কোন পুরুষ পারবে না। যে সব বুদ্ধিমতী পত্নী কু-পরামর্শ দ্বারা চালিত তাদের জন্যই এ কথাগুলি আমি বলছি। যে বুদ্ধিমতী স্ত্রী নিজের ভাল বোঝে সে তার স্বামীকে সহজেই বোঝাতে পারবে যে গুজব যা রটেছে তা নেহাৎই পাগলামি, আর সে জন্য নিজের দাসীকেও সে অনায়াসে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করাতে পারবে। কিন্তু আমি ব্যাপারটা কি রকম করেছিলাম তা শুনুন:

"হায় বুড়ো বোকা, এই তোমার কাজ? আমার প্রতিবেশীর স্ত্রী এত খুশি কেন? যেখানে যায় সেখানেই তার প্রশংসা, আর একটাও ভাল পোষাক না থাকাতে আমি বাড়িতে বসে থাকি। প্রতিবেশীর বাড়িতেই বা তুমি কর কি? সে কি এতই সুন্দরী? তোমার কি এতই পিরীত? আমাদের দাসীর কানে কানেই বা তুমি কি বল? বুড়ো ভাগাড়! এ সব চালাকি বন্ধ কর। আবার আমি যদি সরল মনে কোন বন্ধু বা পরিচিত জনের বাড়ি যাই বা একটু আমোদ করি, তাহলেই তুমি শয়তানের মত আমাকে বকাঝকা কর। মদে চুর হয়ে বাড়ি ফিরে বড় বড় কথা বল, তোমাকে ধিক! তুমি বল, গরীব মেয়েকে বিয়ে করা মহা ভুল, কারণ তার পিছনে অনেক খরচ, আবার বল, বৌ যদি বড় ঘরের ধনীর মেয়ে হয় তাহলেও তার গর্ব আর মেজাজ সহ্য করা মহা কষ্ট। আবার সে যদি সুন্দরী হয়, তাহলে তোমাদের মত বুড়ো শয়তানেরা

বলে, যে কোন লম্পটই তাকে বাগাতে পারে, কারণ চারদিক থেকে তাড়া খেলে কোন মেয়েই সতী থাকতে পারে না।

"তুমিই বল, কেউ আমাদের চায় টাকার জন্য, কেউ চায় দেহের জন্য, কেউ সৌন্দর্যের জন্য, কেউ বা নাচগানের জন্য, কেউ চায় আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আকর্ষণের জন্য, আবার কেউ বা বাহুবন্ধনের জন্য, কাজেই তোমার মতে, আমরা সকলেই নরকের যাত্রী। তুমিই বল, দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থাকলে কোন দুর্গই অজেয় থাকতে পারে না।

"আবার কোন স্ত্রীলোক যদি কুৎসিত হয়, তাহলে বল, সে যে-পুরুষকে দেখে তাকেই কামনা করে এবং যতক্ষণ কাজ না হয় ততক্ষণ তার পিছনে কুকুরের মত হ্যাংলা হয়ে ছোটে। আর তোমার মতে, সরোবরে এমন বোকা হাঁস কেউ নেই যে ইচ্ছা করে সঙ্গিনী ছাড়া দিন কাটাবে। তুমি বল, যে স্বেচ্ছায় না চায় তাকে বশে রাখা খুব শক্ত। তোমাদের মত দুরাত্মারা বিছানায় গেলেই এই কথা বলে যে, কোন জ্ঞানী বা স্বর্গকামী লোকেরই বিয়ে করার দরকার নেই। বজ্র ও বিদ্যুৎ নেমে এসে তোমার আব-ওয়ালা ঘাড়গুলো ভেঙে দিক!

"তুমি বল, ভগ্ন গৃহ, ধোঁয়া আর মুখরা স্ত্রীর হাত থেকে বাঁচবার জন্যই মানুষ বাড়ি ছেড়ে পালায়; হায় কপাল, তোমার মত বুড়োর সে ভাবে চলে যেতে কিসের কষ্ট?

"তুমি বল, নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত আমরা স্ত্রীরা আমাদের দোষ ঢেকে রাখি এবং তারপরে প্রকাশ করি। এ সবই নির্ঘাৎ কোন দুষ্ট পুরুষের প্রবাদ কথা।

"তুমি বল, ষাঁড়, গাধা, ঘোড়া, কুকুর সব কিছুই কেনবার আগে ভাল করে পরীক্ষা করা হয়; মুখ ধোবার পাত্র, চামচে, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য পাত্র, জামা-কাপড়, অলংকারাদির বেলায়ও তাই করা হয়; কিন্তু বিয়ের আগে মানুষ তার স্ত্রীকে পরীক্ষা করে দেখতে পারে না। হায় বুড়ো শয়তান! তারপরেও বলবে যে আমাদের দোষ আমরা প্রকাশ করি।

"তুমি আরও বল, তুমি যদি আমার রূপের প্রশংসা না কর, সব সময় আমার মুখের দিকে চেয়ে না থাক, সকলের সামনে আমাকে "সুন্দরী" না বল, আমার জন্মদিনে ভোজসভার আয়োজন না কর, আমাকে খোশমেজাজে না রাখো, আমার জন্য সখী-সঙ্গিনী না রাখো এবং আমার বাবার আত্মীয়-বন্ধুদের সম্মান না দেখাও, তাহলেই আমি অসন্তুষ্ট হই—বুড়ো মিথ্যের পিপে!

তুমি এ সব কথাই বলে থাক।

"আমাদের সহকারী জেংকিনকে তুমি মিথ্যা সন্দেহ কর, কারণ তার চুল কোঁকড়ানো, সোনার মত চকচকে, এবং কোথাও যেতে-আসতে সে আমার সংগে যায়। কাল যদি তুমি মারা যাও, তাহলে তো আর সে আমার কোন কাজে লাগবে না!

"কিন্তু একটা কথার জবাব দাও ; হে মন্দভাগ্য, তোমার সিন্দুকের চাবি আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখ কেন? ঈশ্বর জানেন, ও টাকা তো তোমার-আমার দুজনের। তুমি কি মনে কর তোমার স্ত্রী একটি হাবা? সেণ্ট জেমস নামে খ্যাত প্রভুর নামে বলছি, পাগল হলেও তুমি আমার দেহ ও আমার টাকা দুইয়েরই মালিক হতে পার না। যে কোন একটা ছাড়তেই হবে। আমাকে সন্দেহ করে চোখে-চোখে রেখে কি লাভ হবে? আমার তো মনে হয়, পারলে আমাকে লোহার সিন্দুকেই বন্ধ করে রাখতে! বরং তোমার বলা উচিত, "বৌ, যেখানে মন চায় যাও ; ফুর্তি কর, কোন গুজবে আমি কান দেব না। আমি জানি তুমি সতী স্ত্রী, ডেম এলিস।" যে পুরুষ আমাদের গতিবিধির উপর নজর রাখে তাকে আমরা পছন্দ করি না ; আমরা স্বাধীনতা চাই।

"বিজ্ঞ জ্যোতিষী টোলেমিকে প্রত্যেকেরই প্রশংসা করা উচিত, কারণ তার Almageste-তে-এই প্রবাদ-বাক্যটি আছে : "পৃথিবীটা কে শাসন করছে তা নিয়ে যে মাথা ঘামায় না সেই হচ্ছে বিজ্ঞতম মানুষ।" এই প্রবাদ-বাক্য থেকে তোমাদের শেখা উচিত : তোমার যদি যথেষ্ট থাকে, তাহলে অন্য লোক কতটা সুখী তা নিয়ে তুমি অশান্তি ভোগ করবে কেন? আরে বাহাত্তুরে বুড়ো, রাতের বেলায় তো আমার কাছে তুমি যা চাও তাই পেতে পার। যে লোক নিজের লণ্ঠন থেকে অপরকে একটা মোমবাতি জ্বালাতে দেয় না, সে তো কঞ্জুস ; ঈশ্বরের দিব্যি, তাতে তার আলো তো কিছু কমে যাচ্ছে না। যতক্ষণ নিজের যথেষ্ট আছে, ততক্ষণ কোন অভিযোগ থাকা উচিত নয়।

"তুমি আরও বল, দামী পোষাক-পরিচ্ছদে সাজলে সতীত্ব বিপন্ন হয় ; তোমার ভাগ্য মন্দ তাই যীশু-শিষ্যের নিম্নোক্ত বাণী দিয়ে তোমার যুক্তিকে সমর্থন করতে পার : "নানা ছাঁদে চুল বাঁধা, বা সোনাদানা, মণি-মুক্তোর ঝকমকে অলংকার পরা বা মূল্যবান পোষাক পরা—এ সব না করে পবিত্রতা ও নম্রতার অনুরূপ সাজসজ্জা করাই স্ত্রীলোকের কর্তব্য।" তোমার এই

পর্ণথির কথামত বা তোমার ব্যাখ্যা মত কাজ আমি কোন মতেই করব না।

"তুমি বলেছ, আমি নাকি বিড়ালের মত, যে তার লোম পর্ড়িয়ে দেবে তার সঙ্গেই থাকবে : বিড়ালের লোম যদি চিক্কণ আর ঝকঝকে হয়, তাহলে সে আধা দিনও বাড়িতে থাকবে না, ভোর হতে না হতেই লোম দেখাতে বাইরে চলে যাবে এবং মিউ মিউ করে ডাকতে থাকবে। অর্থাৎ, মদমেজাজী কর্তা, তুমি বলতে চাও, ভাল পোষাক পরলেই আমি সেটা দেখাতে বাইরে দৌড় দেব।

"আরে বোকা বর্ড়ো, আমার উপর নজর রেখে কি হবে? তুমি যদি শতচক্ষর্ আরগাস-কেও আমার দেহরক্ষী রাখতে পার, তাহলে তার সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও আমি না চাইলে সে আমাকে পাহারা দিতে পারবে না। তুমি স্থির জেন, তোমাকেও আমি ফাঁকি দিতে পারি!

"তর্মি আরও বলেছ, এই পৃথিবী ত্রি-তাপে তাপিত, চতর্থ কোন যন্ত্রণা কেউ সহ্য করতে পারে না। হে আমার প্রিয় হর্চন্দ্র কর্তা, যীশর্ তোমার দিনগর্লো ছেটে দিন! তর্মি সর্বদাই বল, ঘৃণিত স্ত্রী হচ্ছে সেই চতর্থ দর্ভাগ্য। তোমার নীতি-গল্পে বেচারী স্ত্রী ছাড়া আর কাউকে কি উপমা হিসাবে ব্যবহার করতে পার না?

"স্ত্রীলোকের ভালবাসাকে তর্মি তর্লনা কর নরকের সঙ্গে, যে অনর্বর মাটিতে জল দাঁড়াতে পারে না তার সঙ্গে, যে দাবানল যত জর্লে ততই সব কিছর্ পোড়াতে চায় তার সঙ্গে। তর্মি বল, কীট যে রকম গাছকে ধর্ংস করে, স্ত্রীও সেই রকম স্বামীকে ধর্ংস করে, আর স্ত্রীর সাথে বাঁধা যে কোন মানর্ষই তা জানে।

"ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, এই ভাবে আমার বৃদ্ধ স্বামীরা মাতাল অবস্থায় কি কি বলে থাকে সে কথা তাদের শর্নিয়ে দিতাম, যদিও এ সবই মিথ্যা। কিন্তর্ জেংকিন ও আমার বোন-ঝি এ ব্যাপারে আমার হয়ে সাক্ষী দিত। আহা প্রভু, স্বামীদের আমি কত দর্ঃখ-কষ্টই না দিয়েছি, অথচ ঈশ্বরের মধর্র বেদনার নামে বলছি, তারা সম্পর্ণ নির্দোষ। কারণ আমি ঘোড়ার মত কামড়াতে ও ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতে পারতাম। নিজে দোষী হয়েও আমিই পাল্টা অভিযোগ করতাম; নইলে অনেক বারই আমি মারা পড়তাম। যেমন কুকুর, তেমন মর্গর্র: আমিই প্রথম নালিশ জানাতাম, আর তাতেই কেল্লা ফতে। জীবনে যে সব অপরাধ তারা করে নি, অতি ব্যস্ত হয়ে তার জন্যই ক্ষমা

চেয়ে নিয়ে তারা খুশিতে ভরে উঠত।

"স্বামী যখন এতই রুগ্ন যে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না তখনও তাকে লাম্পট্যের দায়ে উত্যক্ত করতাম। কিন্তু তাতেই সে মনে মনে খুশি হত, কারণ সে ভাবত এটা তার প্রতি আমার গভীর ভালবাসার লক্ষণ! আমি শপথ করে বলতাম, যে সব চাকরানিদের নিয়ে সে রাত্রে ঘুমোয় তাদের উপর নজর রাখবার জন্যই আমি রাতে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াই। এই ফন্দির ফলেই আমি অনেক মজা করবার সুযোগ পেয়ে যেতাম; আর এ ধরনের ফাঁকিবাজী তো আমাদেব জন্মগত অধিকার। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ঠকাবার, কাঁদবার ও ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলবার প্রবৃত্তিগত দক্ষতা ঈশ্বরই স্ত্রীলোকদের দিয়েছেন। আর তার ফলেই একটা ব্যাপারে আমি গর্ব করতে পারি ফন্দি করে, জোর খাটিয়ে, অথবা অনবরত নালিশ করে আর ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে অবশেষে আমার শ্রেষ্ঠ স্বামীটিকে পেয়েছি। বিশেষ করে শোবার সময় তাদের কপাল ছিল বড় মন্দ, সেখানে তাদের আমি উত্যক্তই করতাম, কিন্তু সুখ দিতাম না। যতক্ষণ আমাকে ঘুষ না দিত ততক্ষণ স্বামী আমাকে জড়িয়ে ধরলেই আমি বিছানা ছেড়ে চলে যেতাম; অবশ্য ঘুষটা পেলে তাকে তার কাজ করতে অনুমতি দিতাম। কাজেই সকলকেই আমি এই উপদেশ দেই: সব কিছুই যখন পণ্য, তখন সকলেরই লাভ করা উচিত, শূন্য হাতে কেউ বাজপাখিকে ভুলিয়ে কাছে আনতে পারে না। বুড়ো মানুষকে আমি দেখতে পারি না, তাই তো সব সময় তাদের উত্যক্ত করি; কিন্তু লাভের জন্য তার সব কামনা পূরণ করে সুখের ভান করতে আমি রাজী। কিন্তু পোপও যদি তাদের পাশে বসে থাকে, তাহলেও আমার কাছে তাদের রেহাই নেই। আমার ধর্মের নামে বলছি, তাদের সব কথার উচিত জবাব আমি দিয়েছি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমার সহায় হোন, আমার শেষ কথা যদি এখনই বলতে হয় তাহলে বলি, তাদের কাছে কোন কথার ঋণ আমি রাখি নি। দুষ্টু বুদ্ধির সাহায্যে আমি এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তারা বুঝে নিয়েছিল যে কথা কাটাকাটি না করাই ভাল, অন্যথায় শান্তি ভঙ্গ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কারণ যদিও আমার স্বামী প্রথমে ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জে উঠত, শেষটায় সে আমার কথাতেই সায় দিত।

"তখন আমি বলতাম: 'প্রিয়তম, দেখ আমাদের উইলকিন নামক ভেড়াটি কী শান্ত! কাছে এস স্বামী, আমি তোমার গালে চুমু খাই! জোব-এর

ধৈর্যের কথা যখন তুমি এত বল, তখন তোমারও উচিত শান্ত ও ধৈর্যশীল হওয়া এবং মিষ্টি নরম মেজাজ বজায় রেখে চলা। যেহেতু তুমি এত ভাল প্রচার করতে পার, তোমাকে সব কিছু সহ্য করতে হবে। তা যদি না কর, স্ত্রীকে শান্ত রাখা যে কত ভাল তা আমি তোমাকে শিক্ষা দেব। এটা তো নিঃসন্দেহ যে আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে মাথা নোয়াতেই হবে, আর যেহেতু স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষই অধিক বিবেচক, কাজেই তোমাকেই সব ধকল সইতে হবে। তোমার কি হয়েছে যে এমন গোঁ-গোঁ করছ? আমার শরীরটা তুমি একাই ভোগ করতে চাও বলেই কি? বেশ তো, সবই নাও! এই নাও, সব কিছু নাও! সেণ্ট পিটারের দিব্যি, আমার দেহটাকে তুমি যদি ভাল না বাসতে তাহলে আমি তোমাকে কেয়ারই করতাম না। কারণ আমার এই সুন্দর দেহটা যদি বেচতে চাইতাম, তাহলে নিজেকে ফুলের মত তাজা রাখবার জন্য অনেক টাকা আমি পেতাম। কিন্তু তোমার মিষ্টি কামড়ের জন্যই তো সব রেখেছি। ঈশ্বরের দিব্যি, দোষ তো তোমারই; এই সাফ কথা!'

"আমাদের মধ্যে এই রকম কথাবার্তাই হোত। এবার আমার চতুর্থ স্বামীর কথা আপনাদের বলব। সে ছিল লম্পট; অর্থাৎ তার একটি রক্ষিতা ছিল। আমি ছিলাম যুবতী ও কামপরায়ণা, একগুঁয়ে ও শক্ত, পাখির মত খোশমেজাজ। যখন জীবনে অনেক মিষ্টি মদ খেয়েছি, তখন একটা ছোট বীণার তালে নাচতে, বা নাইটিঙ্গেল পাখির মত গাইতে যাব কেন! স্ত্রী মদ খেয়েছিল বলে নোংরা শুয়োর মেটেলিয়ুস লাঠিপেটা করে স্ত্রীকে মেরে ফেলেছিল—আমি যদি তার স্ত্রী হতাম, তাহলে ভয় দেখিয়ে সে আমাকে মদ ছাড়াতে পারত না। মদ খেলেই আমার ভেনাসকে মনে পড়ে, কারণ ঠাণ্ডা পড়লেই যেমন শিলাবৃষ্টি হয়, তেমনি মুখে মদ পড়লেই কাম-প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। লম্পটরা অভিজ্ঞতা থেকেই জানে—মাতাল মেয়েমানুষ কখনও বাধা দেয় না।

"প্রভু খৃস্ট! আমার যৌবন ও ফূর্তির কথা যখন ভাবি, তখন আমার বুকের ভিতরটা সুরসুর করতে থাকে। সময়কালে পৃথিবীটাকে ভোগ করেছি, এ কথা ভাবলে আজও আমার মেজাজ খুশি হয়ে ওঠে; কিন্তু হায়, বয়স তো সব কিছুকেই বিষাক্ত করে; আমাকেও সে রূপ ও রস থেকে বঞ্চিত করেছে। যা গেছে তা যাক, বিদায়! শয়তান সব নিক! ময়দাই যখন নেই তার আর

বলার কিছু নেই ; এখন যত বেশী দামে পারি তুষই বেচতে হবে। তবু, যতটা সম্ভব সুখী হতে হবেই। এবার চতুর্থ স্বামীর কথা বলি।

"যা বলছিলাম, সে অপর স্ত্রীলোকে সুখ পায় জেনে আমার ঈর্ষা হল। কিন্তু ঈশ্বর ও সেণ্ট জোসের দিব্যি, তাকে আমি মুখের মত জবাবই দিয়েছি। একই কাঠ দিয়ে তার জন্যও ক্রুশ তৈরি করেছি ; কোন রকম জঘন্য দৈহিক পাপের দ্বারা নয়, অন্যের চোখে আমি এতই মনোরমা ছিলাম যে, ক্রোধে ও ঈর্ষায় নিজের জ্বালায়ই সে জ্বলতে লাগল। ঈশ্বরের দিব্যি, পৃথিবীতেই তার কাছে আমি নরকতুল্য হয়ে উঠলাম ; আশা করি তার ফলে আজ তার আত্মা গৌরব বোধ করছে। কারণ ঈশ্বর জানেন, তার পায়ে যখন জুতোর কাঁটা বিঁধে যন্ত্রণা দিত, সে তখন প্রায়ই বসে বসে গান করত। একমাত্র সে আর ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ জানে না, কত রকম ভাবে কত নিষ্ঠুর যন্ত্রণা আমি তাকে দিয়েছি। আমি জেরুজালেম থেকে ফিরে এলে সে মারা যায় ; গীর্জায় তাকে কবর দেওয়া হয়, অ্যাপেলেস যেমন সুকৌশলে ডারিয়ুসের জন্য কবর তৈরি করেছিল, তেমন কোন কবর অবশ্য তার জন্য তৈরি করা হয় নি, কারণ অনেক খরচপত্র করে তাকে কবর দিলে তাতে শুধু অকারণ অর্থব্যয়ই হত। তার ভাল হোক ; ঈশ্বর তার আত্মাকে শান্তি দিন ! সে এখন তার কবরের মধ্যে শবাধারে শুয়ে আছে।

এবার আমার পঞ্চম স্বামীর কথা বলব। ঈশ্বর করুন, তার আত্মা যেন কখনও নরকে প্রবেশ না করে। তথাপি সেই আমার প্রতি সব চাইতে খারাপ ব্যবহার করেছে ; একটি একটি করে আমার পাঁজরার প্রতিটি হাড়ে তার সাক্ষী রয়েছে, মৃত্যুর দিন পর্যন্তও থাকবে। কিন্তু বিছানায় সে এতই চটপটে ও আমুদে ছিল, আর যখন সে আমার সুন্দর দেহটাকে চাইত তখন সে এমন ভাবে আমার তোষামোদ করত যে পিটিয়ে আমার হাড় ভেঙে দিলেও সে সঙ্গে সঙ্গে আমার ভালবাসাকে পুনরায় জয় করে নিত। আমার তো মনে হয়, সে আমার প্রতি উদাসীন ছিল বলেই আমি তাকে সব চাইতে বেশী ভালবাসতাম। সত্যি কথা বলতে কি এ ব্যাপারে মেয়েদের একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া আছে : যে বস্তু আমরা সহজে পাই না তার জন্যই আমরা সারা দিন কাঁদি আর তার পিছনে ছুটি। যে জিনিস আমাদের নিষেধ করা হবে তার প্রতিই আমাদের ঝোঁক বাড়বে। আমাদের পিছনে কেউ যত ছুটবে, ততই আমরা ছুটে পালাব। আর যেখানে পাব ঘৃণা, সেখানেই সব কিছু খুলে দেখাব। বাজারে ভীড় বাড়লেই

জিনিসের দাম বাড়ে, আর বেশী দরদাম করে কোন লাভই হয় না। প্রতিটি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকই একথা জানে।

'আমার পঞ্চম স্বামীকে—ঈশ্বর তার আত্মাকে আশীর্বাদ করুন—বিয়ে করেছিলাম ভালবেসে, টাকার জন্য নয়। এক সময়ে সে ছিল অক্সফোর্ডের একজন বিদ্যার্থী। সে স্কুল ছেড়ে আমাদের শহরেরই আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধুর বাড়ি এসে উঠল। তার নাম এলিসন, ঈশ্বর তার আত্মাকে আশীর্বাদ করুন। আমার মনের সব গোপন খবর গ্রাম্য পুরোহিতের চাইতে সেই বেশী জানত। সব কথাই তাকে খুলে বলতাম। এমন কি আমার স্বামী যদি দেযালে প্রস্রাব করত, অথবা এমন কোন কাজ করত যাতে তার প্রাণসংশয় হতে পারে, সব কথাই তাকে এবং আমার অত্যন্ত আদরের বোন-ঝিকে বিস্তারিতভাবে বলতাম। ঈশ্বর জানেন, প্রায়ই আমি এ রকম করতাম; অনেক সময়ই তার চোখ-মুখ লজ্জায় লাল ও গরম হযে উঠত। তখন সে এত সব গোপন কথা আমাকে বলেছে বলে নিজেকেই দোষী মনে করত।

"আমি প্রাযই আমার বন্ধুর সংগে দেখা করতে যেতাম, কারণ আমি সব সময়ই আমোদ-ফুর্তি নিয়ে থাকতে এবং মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নানা রকম গল্প শুনতে ভালবাসতাম। এখন হল কি, একবার চল্লিশ দিনব্যাপী লেণ্ট উৎসবের সময় এই বিদ্যার্থী জেংকিন, আমার বন্ধু ডেম এলিসন ও আমি মাঠে বেড়াতে গেলাম। সে সময়ে আমার স্বামী ছিল লণ্ডনে। ফলে খেলাধুলো করবার, অবিবাহিত যুবকদের দেখবার ও নিজেকে তাদের দেখাবার মত প্রচুর সময় আমার হাতে ছিল। কাজেই আমি উৎসবের অধিবাসের রাত্রে, শোভাযাত্রায়, ধর্ম-সভায়, তীর্থযাত্রায়, নানা রকম অলৌকিক নাটকের মঞ্চে এবং বিবাহ-সভায় মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াঁতে লাগলাম। সব সময়ই আমি লাল রঙের পোশাকটাই পরতাম। আমি শপথ করে বলছি, পোকা-মাকড় বা কীট-পতঙ্গ সে জামাটাকে কেটে ফুটো করতে পারে নি। কেন জান কি? যেহেতু আমি সব সময়ই সেগুলো পরতাম।

"এবার বলছি তারপর আমার কি হল। আগেই বলেছি, আমরা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতাম। তখন এই বিদ্যার্থী আর আমার মধ্যে এতদূর ভাব হযে গেল যে কিছুদিন পরেই যথেষ্ট দূরদৃষ্টির সংগে তাকে বললাম যে, আমি যদি বিধবা হতাম তাহলে সে আমাকে বিয়ে করতে পারত। এটা কোন গর্বের কথা নয়, সত্যি বলছি যে বিয়ের ব্যাপারে বা অন্য যে কোন

ব্যাপারে আমার কখনও দূরদৃষ্টির অভাব ঘটে না। আমি মনে করি, যে-ইঁদুরের একটিমাত্র পালাবার গর্ত থাকে, তার মূল্য একটা কানা কড়িও নয়; কারণ সেখানে পেঁছিতে না পারলেই সে গেল।

"তাকে বোঝালাম যে সে আমাকে মোহিত করেছে—এ ফন্দিটা আমার মা আমাকে শিখিয়েছিল। আরও বললাম, সারারাত আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি—যেন আমি চিৎ হয়ে শুয়ে আছি আর সে আমাকে খুন করতে এসেছে; বিছানা রক্তে ভেসে যাচ্ছে; তবু আমি আশা করছি যে সে আমার সৌভাগ্য বহন করে আনবে, কারণ আমি শিখেছি, এক্ষেত্রে রক্তের অর্থই সোনাদানা। আসলে এ সবই কিন্তু মিথ্যা। এ রকম কোন স্বপ্নই আমি দেখি নি; অন্য অনেক ব্যাপারের মতই এ ব্যাপারেও আমি মার কথামতই কাজ করেছি মাত্র।

"আচ্ছা, এবার তাহলে কি বলব বলুন তো? ও, হ্যাঁ; ঈশ্বরের দিব্যি আমার গল্পটাই আবার শুরু করছি।

"আমার চতুর্থ স্বামী যখন শবাধারে শয়ন করল, তখন আমি অন্য সব স্ত্রীদের মতই বিষণ্ণ বদনে কাঁদতে লাগলাম, কারণ সেটাই রীতি; আমার মুখও রুমাল দিয়ে ঢাকলাম। কিন্তু সত্যি কথাই বলি, তখন তো আমি আর একটা স্বামীর ব্যবস্থা করেই ফেলেছি, কাজেই খুব সামান্যই কাঁদলাম।

"পরদিন সকালে আমার স্বামীকে গীর্জায় নিয়ে যাওয়া হল, প্রতিবেশীরা শোক প্রকাশ করতে তার সঙ্গে গেল; আমাদের বিদ্যার্থী জেংকিনও সে দলে ছিল। ঈশ্বর আমার সহায় হোন, তাকে যখন শবাধারের পিছনে হেঁটে যেতে দেখলাম, তখন তার পা ও পায়ের পাতা আমার কাছে এতই পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য মনে হল যে আমার সমস্ত মন তাকে সমর্পণ করে বসলাম। যতদূর মনে হয়, তখন তার বয়স বিশ বছর এবং সত্য কথা বললে আমার বয়স চল্লিশ বছর; কিন্তু আমার দাঁত ছিল ঘোড়ার বাচ্চার মত। আমার দাঁত ছিল ফাঁক-ফাঁক, আর সেইটেই ভাল, কারণ সেন্ট ভেনাস তার জন্ম-তিলক এঁকে দিয়েছিল আমার মুখে। কাজেই, ঈশ্বর আমার সহায় হোন, আমি ছিলাম স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী ও ধনী, যুবতী ও সুগঠনা। তাছাড়া, আমার স্বামীরাই বলত, আমার দেহটা নাকি যতদূর সম্ভব সুন্দর। একথা খুবই ঠিক যে আমার হৃদয় দিয়েছেন ভেনাস, আর শক্তি দিয়েছেন মারস্। ভেনাস আমাকে দিয়েছেন কামনা-বাসনা, আর মারস্ দিয়েছেন কঠোর শক্তি।

আমার জন্ম-লগ্নে বৃষরাশি ছিল তুঙ্গে, আর সেখানে মারসের সঞ্চার হয়েছিল। হায়, হায়, ভালবাসা কি কখনও পাপ হয়! যে গ্রহ-সমাবেশে আমার জন্ম হয়েছিল তার প্রভাব আমি সব সময় মেনে চলেছি ; ফলে কোন ভাল মানুষের ভালবাসার ডাক আমি প্রত্যাখ্যান করি না। কিন্তু মারসের চিহ্ন রয়েছে আমার মুখে ও অপর একটি গোপন স্থানে। যেহেতু আমি আশা করি যে ঈশ্বরই আমার মুক্তি, সেজন্য হিসাব-নিকাশ করে আমি ভালবাসি না, ভালবাসতে চাই বলেই ভালবাসি। সে বেঁটে কি ঢ্যাঙা, কালো কি সাদা, সে কতটা গরীব বা কি তার পদমর্যাদা, তাতে আমার কি। সে যদি আমাকে খুশি করতে পারে তাহলেই হল।

"কি আর বলব? একমাস পরেই সেই ফূর্তিবাজ মনোরম বিদ্যার্থী জেংকিন মহাসমারোহে আমাকে বিয়ে করল! আমিও এর আগে যত জমিজমা ও সম্পত্তি পেয়েছিলাম সব তাকে দিলাম। কিন্তু এ জন্য পরে আমাকে খুবই অনুশোচনা করতে হয়েছিল, আমি যা কিছু চাইতাম তাতেই সে আপত্তি করত। ঈশ্বরের দিব্যি, একবার তার বইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে নেওয়ায় সে আমার মাথার এক পাশে এত জোরে মেরেছিল যে আমার সে কানটা কালা হয়ে গেল। কিন্তু আমিও ছিলাম সিংহীর মত একরোখা, আর আমার জিভও ছিল উগ্রচণ্ডীর মত ; তাই তার নিষেধ সত্ত্বেও আমি আগেকার মতই বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এ জন্য সে আমাকে প্রায়ই নীতি-বাক্য শোনাত এবং প্রাচীন রোমের ইতিহাস থেকে আমাকে শেখাত · কি ভাবে স্ত্রীকে একবার মাত্র খোলা মুখে দরজা দিয়ে বাইরে তাকাতে দেখেই সালপিসিয়াস গ্যালাস তার স্ত্রীকে চিরদিনের মত ত্যাগ করেছিল। রোমের আর একটি ভদ্রলোকের নামও সে আমাকে বলেছিল যে বিনা অনুমতিতে গ্রীষ্মকালীন পার্টিতে গিয়েছিল বলে স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিল। তারপর সে বাইবেল খুলে সেই প্রবাদ-বাক্যটি খুঁজে বের করত যাতে গীর্জা-কর্তৃপক্ষ কঠোর ভাবে বিধান দিয়েছে যে, কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে যেখানে সেখানে যেতে দেবে না। নিম্নোক্ত প্রবাদ-বাক্যটিও সে সব সময় উদ্ধৃত করত : 'যে লোক গাছের পল্লব দিয়ে ঘর বানায়, উঁচু-নীচু জমিতে কানা ঘোড়া চালায়, এবং স্ত্রীকে তীর্থযাত্রার অনুমতি দেয়, তার ফাঁসি হওয়া উচিত!' কিন্তু সব বৃথা, তার প্রবাদ-বাক্য বা প্রাচীন উক্তির কোন ধারই আমি ধারতাম না ; আমি সব সংশোধনের বাইরে। যে লোক আমার দোষ ধরে তাকে আমি ঘৃণা করি ; ঈশ্বর জানেন, আমি ছাড়া অন্য স্ত্রীলোকরাও তাই করে। ফলে সে

আমার উপর ভয়ানক রেগে গেল ; আমিও তার সঙ্গে বনিবনাও করে থাকব না।

"সেণ্ট টমাসের দিব্যি, এবার আপনাদের সত্য কথাই বলব, কেন তার বইয়ের পাতা ছিঁড়েছিলাম যার ফলে সে আমাকে মেরে কালা করে দিয়েছিল। তার একখানা বই ছিল যা সে মনের সুখে দিনরাত সাগ্রহে পড়ত। সেখানার নাম সে বলত 'ভ্যালেরিয়াস ও থিয়োফ্র্যাস্টাস।' বইখানা পড়তে পড়তে সে প্রাণখুলে হাসত। তাছাড়া একসময়ে রোমে সেণ্ট জেরোম নামক পোপের মন্ত্রণা-সভার একজন সদস্য ছিলেন। তিনি জোভিনিযানের বিরুদ্ধে একখানি বই লিখেছিলেন। সেই বইতে টার্টুলিযান, ক্রিসিপ্পাস এবং প্যারিসের অদূরবর্তী এক মঠের হেলোয়েস নাম্নী এক কর্ত্রীর কথা আছে। এ ছাড়াও ছিল সলোমনের নীতি-গল্প, ওভিডের Art of Love এবং আরও অনেক কিছু; এসব বই একত্রে বাঁধানো ছিল। তার কাজই ছিল প্রতিটি দিনে ও রাতে সময় পেলেই এবং জাগতিক কাজকর্ম থেকে রেহাই পেলেই ঐ বই থেকে দুষ্ট স্ত্রীদের বিষয় পড়াত। বাইবেল-এ বর্ণিত সতী স্ত্রীদের চাইতে দুষ্ট স্ত্রীদের গল্প আর জীবনী সে অনেক বেশী জানত। আপনারা নিশ্চিত জানবেন, একমাত্র পবিত্র সন্তদের জীবনীতে ছাড়া কোন বিদ্যার্থীর পক্ষে কোন স্ত্রী সম্পর্কে ভাল কথা বলা একেবারেই অসম্ভব। সিংহের নীতি-গল্প কে লিখেছিল? বলুন, কে লিখেছিল? ঈশ্বরের দিব্যি, বিদ্যার্থীরা যেমন লিখেছে তেমনি মেয়েমানুষরা যদি গল্প লিখত তাহলে আদমের সন্তানদের মধ্যে যারা ভাল তাদের ফেলে মন্দ লোকদের কাহিনীই বেশী করে লিখত। মার্কারি ও ভেনাসের সন্তানদের মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত ; মার্কারি ভালবাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আর ভেনাস ভালবাসে খেলাধুলো আর আবেগ। এই বিপরীতমুখিতার জন্যই একজনের উত্থান হলে অপর জনের পতন ঘটে। সুতরাং, ঈশ্বর জানেন, মৎস রাশিতে ভেনাস যখন পূজিত, মার্কারি তখন সঙ্গীহীন ; আবার মার্কারির যখন উত্থান, ভেনাসের তখন পতন। ফলে কোন বিদ্যার্থী কখনও স্ত্রীলোকের প্রশংসা করে না। বিদ্যার্থী যখন বুড়ো বয়সে তিলমাত্রও ভেনাসের কার্য সম্পাদন করতে পারে না, তখন সে বসে বসে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে লেখে যে, স্ত্রীলোকরা বিবাহের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে না।

কিন্তু একটা বইয়ের জন্য কেন আমি মার খেয়েছিলাম সেই কথায় ফিরে যাই। একদিন রাতে আমার স্বামী জেংকিন আগুনের পাশে বসে বই পড়ছিল।

প্রথমেই ঈভের কথা—যার দুষ্টবুদ্ধির জন্য সমগ্র মানব জাতির মাথায় নেমে এসেছিল দুঃখের ভার, যার ফলে নিজের রক্ত দিয়ে আমাদের উদ্ধার করতে স্বয়ং যীশুখৃস্ট নিহত হয়েছিলেন। আপনারাই দেখুন, এখানেও খোলাখুলিভাবে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের প্রথম ক্ষতি স্ত্রীলোকই করেছিল। তারপর স্যামসন কি ভাবে তার মাথার চুল খোয়ালো সে কাহিনী আমাকে পড়ে শোনাল: তার রক্ষিতা ঘুমের মধ্যে কাঁচি দিয়ে সব চুল কেটে দিল, আর সেই বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলেই সে তার চোখ দুটি হারাল। তারপর, যদি আমি ভুল না করে থাকি, সে পড়ে শোনাল হারকিউলিস ও ডেজানিরার কথা, কেমন করে ডেজানিরার জন্য সে নিজের দেহে আগুন ধরিয়েছিল। দুই স্ত্রী নিয়ে সক্রেটিসের যে কত দুঃখ-কষ্ট ছিল সে কাহিনী পড়তেও সে ভোলে নি; জ্যান্তিপে গরম জলের পাত্র তার মাথায় ঢেলে দিল, আর সে বেচারি মরার মত চুপচাপ থেকে মাথাটা মুছে সাহস করে শুধু বলেছিল, 'বজ্র থামবার আগেই বৃষ্টি নামল।' তারপর ক্রীটের রাণী প্যাসিফি-র কথাও অভিশপ্ত লোকটি মনে করল, কী চমৎকার—ধিক, আর বলব না—কী ভীষণ কথা, রাণীর অশোভন কামনা আর লাম্পট্যের কাহিনী।

"যে ব্যভিচারিণী ক্লাইটেমনেস্ট্রা তার স্বামীকে খুন করেছিল তার কাহিনীও সে গভীর আবেগের সঙ্গে পড়তে লাগল। অ্যাম্ফিয়ারস্ কেন থিবিসে প্রাণ হারাল তাও সে আমাকে বলল। তার স্ত্রী এরিফাইলি একটা সোনার ব্রোচের জন্য তার স্বামী কোথায় লুকিয়ে আছে সে কথা গোপনে গ্রীকদের বলে দিয়েছিল এবং তারই ফলে থিবিসে তাকে হত্যা করা হয়েছিল—এ গল্প আমার স্বামী জানত। লিভিয়া এবং লুসিলিয়ার কথাও সে আমাকে বলল, তারা দুজনই তাদের স্বামীকে হত্যা করেছিল, একজন ভালবাসার জন্য, অপরজন ঘৃণার জন্য। একদিন সন্ধ্যার পরে লিভিয়া তার স্বামীকে বিষ খাইয়েছিল, কারণ সে তাকে ঘৃণা করত, কামনাময়ী লুসিলিয়া স্বামীকে এত বেশী ভালবাসত যে সে তাকে এমন একটা প্রেম-পানীয় খাওয়াল যাতে সে সব সময় তার কথাই ভাবে; কিন্তু তার ফলে সকালের আগেই তার মৃত্যু হল। কাজেই যে ভাবেই হোক স্বামীরাই নির্যাতিত হয়।

"তারপর সে আমাকে বলল, কেমন করে ল্যাটামিয়ুস তার বন্ধু আরিয়ুসের কাছে বলেছিল যে, তার বাগানে এমন একটা গাছ জন্মেছিল যেখান থেকে তার তিনটি স্ত্রী ভগ্ন হৃদয়ে গলায় ফাঁস দিয়েছিল। আরিয়ুস বলল, 'প্রিয় ভাই,

ঐ পবিত্র গাছের একটা শেকড় আমাকে দাও, আমার বাগানে পুঁতব।' পরবর্তীকালের স্ত্রীদের কথাও সে আমাকে পড়ে শোনাল; কেউ কেউ স্বামীদের বিছানায় খুন করেছে, তারপর মৃতদেহকে মেঝের উপর চিৎ করে ফেলে রেখে প্রেমিকদের নিয়ে সারারাত ঘুমিয়েছে। কেউ বা ঘুমন্ত স্বামীদের মাথায় পেরেক ঠুকে তাদের খুন করেছে। কেউ স্বামীকে পানীয়ে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। এই সব বিষয় নিয়ে সে আমাকে এমন ভয়ংকর সব গল্প বলেছে যে আপনারা তা কল্পনাও করতে পারবেন না। তাছাড়া, পৃথিবীতে যত ঘাসের শিস বা লতাপাতা আছে তার চাইতে অনেক বেশী প্রবাদ-বাক্যও সে জানত।

"সে বলত, প্যানপেনে স্ত্রীলোক অপেক্ষা সিংহ বা ভীষণ ড্রাগনের সঙ্গে বাস করাও ভাল, অথবা কোপন স্ত্রীর সঙ্গে বাড়িতে বাস করার চাইতে ছাদের উপরে থাকাও ভাল; এই সব স্ত্রীলোক এতই দুষ্ট আর বিপরীত স্বভাবের যে স্বামীরা যা কিছু ভালবাসে তাই তারা ঘৃণা করে।' অথবা সে বলত, 'স্ত্রীলোক যখন বহির্বাস ছাড়ে তখনই তার চরিত্রও ছাড়ে।' অথবা, 'সুন্দরী নারী যদি সতী না হয় তাহলে সে শূকরীর নাকে সোনার আংটির মত।' এ সব কথা শুনে আমি যে কত দুঃখ আর যন্ত্রণা পেতাম সে কথা কে ভাবতে বা কল্পনা করতে পারে?

"যখন দেখলাম যে ঐ অভিশপ্ত বই পড়া সে সারা রাতেও থামাবে না, তখন হঠাৎ আমি বইয়ের তিনটে পাতা ছিঁড়ে নিলাম এবং তার গালে এত জোরে ঘুষি মারলাম যে সে আগুনের মধ্যে চিৎ হয়ে ছিটকে পড়ল। তারপরই ক্রুদ্ধ সিংহের মত লাফিয়ে উঠে এত জোরে সে আমার মাথায় ঘুষি মারল যে আমি মেঝের উপর মরার মত সটান পড়ে গেলাম। আমাকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে দেখে সে ভয় পেয়ে গেল এবং হয় তো পালিয়েই যেত; কিন্তু সেই সময় মূর্ছা ভেঙে যেতেই আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'ওরে ভণ্ড চোর, তুমি কি আমাকে খুন করেছ? আর খুন করেছ আমার জমিজমার জন্য? মরবার আগে, আমি তোমাকে চুম্বন করতে চাই।'

"সে কাছে এসে ধীরে ধীরে নতজানু হয়ে বলল, 'প্রিয় এলিস, ঈশ্বর যেন আমার সহায় হন; আর কখনও তোমাকে মারব না। যা করেছি তার জন্য তুমি নিজেই দায়ী। মিনতি করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর!' তখন আমি পুনরায় তার গালে আঘাত করে বললাম, 'চোর, মারের বদলে মার; এবার

আমি মরব, কারণ আমি আর কথা বলতে পারছি না।'

"কিন্তু অনেক গোলযোগের পর শেষপর্যন্ত সব মিটমাট হয়ে গেল। আমাদের সম্পত্তি ও বাড়ি ঘর এবং তার কথা ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা সে আমার হাতে ছেড়ে দিল। আমিও তাকে দিয়ে তৎক্ষণাৎ সে বইখানা পোড়ালাম। এই মোক্ষম আঘাতের ফলে আমি যখন সব ক্ষমতা হাতে পেলাম এবং সে যখন বলল, 'আমার সত্যিকারের একান্ত স্ত্রী, তুমি সারা দিন যা ইচ্ছা তাই কর; তোমার সম্মান ও আমার মর্যাদা তুমিই রক্ষা কর', তার পর থেকে আমাদের মধ্যে আর কখনও ঝগড়া-ঝাটি হয় নি। কাজেই ঈশ্বর আমার সহায় হোন, ডেনমার্ক থেকে ভারত পর্যন্ত যেখানে যত স্ত্রী আছে তাদের মতই আমি তার প্রতি সদয়; আর সে যেমন আমার প্রতি বিশ্বস্ত, ঊর্ধ্বে সমাসীন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁর করুণায় তিনি তার আত্মাকে আশীর্বাদ করুন। এবার আপনারা যদি শুনতে চান, তাহলে আমার কাহিনী বলব।"

আদালতের পেয়াদা ও ফকিরের কথোপকথন শুনুন এই সব শুনে ফকির হেসে বলল, 'দেখুন ম্যাডাম, আনন্দ ও মুক্তির আশা করি বলেই বলছি, কাহিনীর পক্ষে প্রস্তাবনাটি বড়ই দীর্ঘ হয়ে গেছে!'

ফকিরের কথা শুনে আদালতের পেয়াদা বলে উঠল, 'ঈশ্বরের দুই বাহুর দিব্যি, ফকির মাত্রই সব কিছুতে নাক গলাতে চায়! শুনুন সজ্জনগণ, ফকির হচ্ছে মাছির মত, সব পাতেই পড়বে, সব কথাতেই থাকবে। প্রস্তাবনার কথা কেন বলছেন? ঘোড়া কদমেই চলুক, আর দুলকি চালেই চলুক, আটকই রাখা হোক, আর শুয়েই পড়ুক—তাতে তফাৎটা কি? আপনি আমাদের আনন্দে বাধার সৃষ্টি তো করছেন!"

ফকির বলল, "ওঃ, তাই নাকি পেয়াদা মশায়? তাহলে আমার ধর্মের নামে বলছি, এখান থেকে যাবার আগে জনৈক পেয়াদাকে নিয়ে এমন দু'একটা গল্প আমি বলব যা শুনে এখানকার সকলেই হাসবেন।"

পেয়াদা বলল, "দেখুন ফকির সাহেব, আপনার মুখকে ধিক, আর সিটিংবোর্ণ-এ পৌঁছবার আগে যদি আমি ফকিরদের নিয়ে এমন দু' তিনটে গল্প না বলি যাতে আপনার মনে জ্বালা ধরে তাহলে আমাকেও ধিক। কারণ আমি জানি, আপনি সব ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন।"

সরাইওয়ালা চেঁচিয়ে বলল, "থামুন! এক্ষুণি থামুন! স্ত্রীলোকটিই তার গল্পটা বলুন। আপনারা তো মাতালের মত ব্যবহার করছেন। শুরু করুন ম্যাডাম, আপনার গল্পটি বলুন; সেই সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা।"

স্ত্রীটি জবাব দিল, "ঠিক আছে মশায়। আপনার যেমন ইচ্ছা, অবশ্য এই ফকির সাহেবের অনুমতি যদি মেলে।'

ফকির বলল, "ঠিক আছে ম্যাডাম। বলে যান। আমি শুনছি।" বাথ্-বাসিনীর প্রস্তাবনা এখানেই শেষ হল।

বাথ্-বাসিনীর কাহিনী শুরু করছি : যার সম্পর্কে ব্রিটনরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলে প্রাচীন কালের সেই রাজা আর্থারের সময়ে এ দেশ অলৌকিক প্রাণীতে ভরপুর ছিল। পরীদের রাণী দলবল নিয়ে প্রায়ই সবুজ প্রান্তরে নেচে বেড়াত। আমি অন্তত পড়েছি যে এ রকমটাই প্রাচীন কালের লোকেদের বিশ্বাস ছিল; আমি বহু শত বৎসর আগেকার কথা বলছি। কিন্তু আজকাল কেউ আর সেই সব ছোট ছোট পরীদের দেখতে পায় না, কারণ সূর্যরশ্মিতে পুরু ধুলোর মত নানা রকম মহাপ্রাণ ফকিরের দল তাদের দান-ধ্যান ও প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি দেশে ও নদীতে, পবিত্র ধর্মস্থানে, কক্ষে, রান্নাঘরে, শয়নকক্ষে, নগরে, শহরে, দুর্গে, উচ্চ চূড়ায়, গ্রামে, পশুশালায়, খামারে আস্তাবলে, সর্বত্র এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে পরীরা সব উধাও হয়ে গেছে। কারণ একদা যেখানে একটি ছোট পরী হেঁটে বেড়াত, এখন একজন ফকির সেখানে সারা জেলাময় ভিক্ষা করতে করতে ও প্রার্থনা করতে করতে সকাল-সন্ধ্যে হাঁটছে। আজকাল স্ত্রীলোকরা যে কোন ঝোপ-ঝাড় ও গাছের ভিতর দিয়ে নিরাপদে যেতে পারে; কোনখানে ফকির ছাড়া অন্য কোন দুষ্ট আত্মা নেই, আর ফকির তো দৈহিক অসম্মানমাত্র করতে পারে, তার বেশী কিছু নয়।

রাজা আর্থারের দরবারে একজন কামুক পার্শ্বচর ছিল। একদিন নদীর ধার দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে সে দেখতে পেল, জন্মদিনের মতই একাকী একটি বালিকা তার আগে আগে চলেছে। মেয়েটির বাধা সত্ত্বেও সে তাকে ধর্ষণ করল। এই অপকর্মের ফলে হৈ-চৈ পড়ে গেল এবং রাজা আর্থারের কাছে এমনভাবে প্রতিবাদ জানানো হল যে আদালতের বিচারে সেই নাইটের মৃত্যুদণ্ড হল। তার মাথাটাই যেত—হয় তো তখন এটাই আইন ছিল—কিন্তু রাণী এবং

অপর মহিলারা এমন ভাবে ক্ষমার জন্য আবেদন জানাল যে রাজা আর্থার তার জীবন ভিক্ষা মঞ্জুর করে তাকে রাণীর হাতে তুলে দিল,—সে বাঁচবে কি মরবে সেটা রাণীই স্থির করবে।

রাণী অন্তরের সঙ্গে রাজাকে ধন্যবাদ জানাল। তারপর একদিন সুযোগ পেয়ে রাণী নাইটকে বলল: "তোমার অবস্থা এখনও এমন যে তোমার জীবন নিরাপদ নয়। তুমি যদি আমাকে বলতে পার স্ত্রীলোক সব চাইতে বেশী করে কী কামনা করে, তাহলে তোমার জীবন ফিরিয়ে দেব। খুব সাবধান হও, এবং পার তো কুঠারের আঘাত থেকে তোমার গলাটা বাঁচাও। আর তুমি যদি এখনই জবাব না দিতে পার, তাহলে আমার প্রশ্নের একটা সন্তোষজনক জবাব খুঁজে পাবার জন্য এক বছর ও একদিন দেশ ভ্রমণের অনুমতি তোমাকে দেব। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে কথা দিতে হবে যে তুমি ফিরে আসবে।

নাইট দুঃখিত মনে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল; কি সে করবে? ইচ্ছা মত কাজ করবার উপায় নেই। অবশেষে সে স্থির করল, চলেই যাবে এবং ঈশ্বর যে জবাবের ব্যবস্থা করবেন তাই নিয়ে এক বছর পরে ফিরে আসবে। অনুমতি নিয়ে সে চলে গেল।

স্ত্রীলোকরা সব চাইতে কি বেশী ভালবাসে ভাগ্যক্রমে যদি সে কথা জানতে পারা যায় এই আশায় সে প্রতিটি বাড়িতে, প্রতিটি স্থানে খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু এ বিষয়ে একই মত পোষণ করে এ রকম দুজন মানুষের দেখা সে কোথাও পেল না। কেউ বলল, স্ত্রীলোকেরা সব চাইতে ভালবাসে ধন-দৌলত; কেউ বলল, সম্মান; কেউ বলল, আমোদ-ফুর্তি; কেউ বলল, গহনাপত্র; আবার কেউ বা বলল, ভালবাসাবাসি এবং মাঝে মাঝেই বিধবা হওয়া ও বধূ হওয়া। কেউ বলল, খোসামোদ করলে ও সুখী করলেই আমাদের মন সব চাইতে বেশী ভরে। অস্বীকার করি না, এরা সত্যের কাছাকাছিই গেছে। তোষামোদের দ্বারাই আমাদের জয় করা সহজ; যে সব সময় আমাদের প্রতি মনোযোগ দেয় ও আমাদের কথা ভেবে চলে, তার কাছেই আমরা ধরা দেই। অনেকে আবার বলেন, আমরা সব চাইতে ভালবাসি স্বাধীনতা; যা ইচ্ছা তাই করব, আমাদের দোষ-ত্রুটির জন্য কেউ বকবে না, বরং বলবে যে আমরা বুদ্ধিমতী এবং মোটেই বোকা নই। ব্যথার জায়গায় আঁচড় লাগলেও লাথি মারবে না, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই। কোন পুরুষ মানুষ চেষ্টা করেই দেখুক না, তাহলেই টেরটি পাবে; কারণ ভিতরে ভিতরে যতই খারাপ হই, আমরা চাই সকলেই আমাদের বুদ্ধিমতী ও পবিত্র ভাবুক।

কেউ বলেন, আমাদের স্থির ও বিবেচনাশীল উদ্দেশ্যে অটল, এবং অপরের গোপন কথার ব্যাপারে খুব কড়া ভাবলেই আমরা সন্তোষ লাভ করি। কিন্তু এ-কথার তিলমাত্র মূল্য নেই। ঈশ্বরের দিব্যি, কোন স্ত্রীলোকই গোপন কথা গোপন রাখতে পারে না ; তার সাক্ষী মিডাস—সে গল্প কি আপনারা শুনতে চান ?

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ওভিড লিখেছেন, মিডাসের লম্বা চুলের নীচে তার মাথায় দুটো গাধার কান গজিয়েছিল ; সে খুব বুদ্ধি করে এই ত্রুটিটা স্ত্রী ছাড়া আর সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল ; আর কেউ এ কথা জানত না। সে স্ত্রীকে খুব ভালবাসত ও বিশ্বাস করত ; তাকে বিশেষ করে অনুরোধ করেছিল, যেন এই বিকৃতির কথা সে কাউকে না বলে। সেও প্রতিজ্ঞা করেছিল, পৃথিবীর বিনিময়েও সে কাউকে বলবে না ; নিজের স্বামীর বদনাম ছড়াবার মত এত নীচ ও দুষ্ট সে হবে না ; অথবা এ কথা বলে নিজের লজ্জাও ডেকে আনবে না। তথাপি তার মনে হতে লাগল যে বেশীদিন কথাটা গোপন রাখলে সে মরে যাবে। কথাটা অন্যকে বলবার ইচ্ছা তার মনকে এতই পীড়িত করতে লাগল যে তার মনে হল, কথাগুলি বুঝি ফেটে বেরিয়ে যাবে। তখন কাউকে বলতে না পেরে সে নিকটবর্তী একটা বিলে চলে গেল—সেখানে না পৌঁছনো পর্যন্ত তার বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলতে লাগল—এবং বক যেমন করে কাদার মধ্যে ঠোঁট ডোবায় তেমনি করে জলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে সে বলল, "হে জল, তোমার শব্দ দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো না ; আমি তোমাকে বলছি, আর কাউকে না : আমার স্বামীর দুটো লম্বা গাধার কান আছে। কথাটা বলে আমি যেন বাঁচলাম। সত্যি কথাটা আমি আর চেপে রাখতে পারছিলাম না।" এর থেকেই আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমরা স্ত্রীলোকরা কোন গোপন কথা কিছুদিন চেপে রাখতে পারলেও সেটা প্রকাশ পাবেই ; আমরা কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারি না। এ গল্পের বাকিটা যদি জানতে চান তাহলে ওভিড পড়ে জেনে নিন।

আমার কাহিনীর নায়ক এই নাইট যখন বুঝতে পারল যে স্ত্রীলোকরা সব চাইতে কি বেশী ভালবাসে তা জানা হল না, তখন তার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। তখন সে বাড়ি ফিরে গেল ; আর দেরী করা চলে না, কারণ তার ফিরবার দিন এসে গেছে। বিষণ্ণ মনে একটা বনের ধার দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে সে দেখতে পেল, চব্বিশ জনেরও বেশী মেয়ে সেখানে নাচছে। দরকারী কিছু জানবার আশায় সে সাগ্রহে নাচিয়েদের কাছে গেল। কিন্তু

তাদের কাছে পৌঁছবার আগেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল ; কোথায় গেল সে বলতে পারে না। ঘাসের উপর বসা একটি স্ত্রীলোক ছাড়া আর কাউকে সে দেখতে পেল না। স্ত্রীলোকটি এত কুৎসিত যে কল্পনা করা যায় না। সেই বুড়ি উঠে নাইটের সঙ্গে দেখা করে বলল : "নাইট মশায়, এদিকে কোন পথ নেই। আমাকে বলুন আপনি কি চান। হয় তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব। প্রবীণরা অনেক কিছু জানে।"

সে বলল, "বুড়ি মা, স্ত্রীলোকরা সব চাইতে বেশী কি চায় সে কথা না বলতে পারলে আমার মৃত্যু অনিবার্য। তুমি যদি বলে দিতে পার, তোমাকে অনেক টাকা দেব।"

বুড়ি বলল, "আমার হাত ছুঁয়ে শপথ করুন ; আপনার সাধ্যে কুলোলে আমি যা করতে বলব তাই করবেন, তা হলে রাত হবার আগেই আপনার প্রশ্নের জবাব বলে দেব।"

নাইট বলল, "কথা দিলাম, আমি রাজী।"

বুড়ি বলল, "তাহলে আমিও ঠিকই বলছি যে আপনি জীবনে বেঁচে যাবেন, কারণ আমার জীবন পণ রেখে বলছি, রাণী আমার জবাবের সঙ্গে একমত হবে। আমি আপনাকে যা শিখিয়ে দেব, দেখি তো কোন্ গুণ্ঠনবতী বা মস্তকাবরণধারিণীর এত সাহস যে তার সঙ্গে দ্বিমত হয়। আর কথা না বলে আমার সঙ্গে চলে আসুন।" বুড়ি তখন তার কানে একটা বাণী দিয়ে তাকে সুখী থাকতে ও দুশ্চিন্তা না করতে বলে দিল।

তারা যখন দরবারে পৌঁছল তখন নাইট জানাল যে সে প্রতিশ্রুত দিনেই ফিরে এসেছে এবং জবাব নিয়েই এসেছে। বহু উচ্চবংশের বধূ ও কুমারী এবং অনেক বুদ্ধিমতী বিধবা সেখানে সমবেত হল, আর রাণী বিচারকের আসনে বসল তার জবাব শুনতে। তারপর নাইটকে ডাকা হল। সকলকে চুপ করে থাকতে বলে পৃথিবীর স্ত্রীলোকরা সব চাইতে কি বেশী ভালবাসে সে কথা সমবেত সকলকে বলতে নাইটকে নির্দেশ দেওয়া হল। নাইট বোবা পশুর মত দাঁড়িয়ে না থেকে সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ কণ্ঠে এমন ভাবে প্রশ্নের জবাব দিল যে সবাই শুনতে পেল : সে বলল, "মহামান্যা, সাধারণভাবে স্ত্রীলোকরা চায় স্বামীর উপরে ও প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং লোকজনের উপর প্রভুত্ব করতে। সেটাই আপনার শ্রেষ্ঠ কামনা, যদিও এ কথা বলার জন্য আপনি আমাকে হত্যা করবেন। আমাকে নিয়ে আপনার যা খুশি করুন ; আমি

আপনার অধীন।"

দরবারে উপস্থিত বধূ, বা কুমারী, বা বিধবা কেউই তার কথা অস্বীকার করল না ; সকলেই একমত হল যে তার বাঁচা উচিত।

এই সিদ্ধান্ত শুনেই যে বুড়িকে নাইট ঘাসের উপর বসে থাকতে দেখেছিল সে লাফ দিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলল, "মহিমময়ী রাণী। আমার প্রতি করুণা করুন। যাবার আগে আপনি আমার প্রতি সুবিচার করুন। এ জবাবটা আমিই নাইটকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম, আর বিনিময়ে তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমি যা করতে বলব সাধ্যায়ত্ত হলে তিনি তাই করবেন। তাই নাইট মশায়, এই দরবারের সামনে আমি আপনাকে বলছি, আমাকে আপনার বধূরূপে গ্রহণ করুন, কারণ আপনি ভাল করেই জানেন যে আমিই আপনার জীবন বাঁচিয়েছি। যদি আমি মিথ্যা বলে থাকি, তাহলে আপনার মর্যাদার জন্য আমার দাবী অস্বীকার করুন।"

নাইট বলল, "হায়, আমাকে ধিক ! আমি ভাল করেই জানি যে এ প্রতিজ্ঞা আমি করেছিলাম। তবু ঈশ্বরের ভালবাসার দোহাই, তুমি অন্য কিছু চাও। আমার সব টাকাপয়সা নাও, আমার শরীরটাকে ছেড়ে দাও।"

সে বলল, "না, তাহলে আমাদের দুজনকেই আমি অভিশাপ দেব। আমি বৃদ্ধ, কুৎসিত ও দারিদ্র হলেও পৃথিবীর উপরে বা মাটির নীচে যত ধাতু ও আকর আছে তার বিনিময়েও আপনার প্রিয় বধূ হবার দাবী আমি ছাড়ব না।"

নাইট চীৎকার করে উঠল, "আমার প্রিয় ? বরং আমার শত্রু ! হায়, আমার মত সৎবংশের মানুষের এ কী দারুণ অসম্মান !" কিন্তু সব বৃথা। বিয়ে করে সেই বৃদ্ধা স্ত্রীকে নিয়ে এক বিছানায় শুতে তাকে বাধ্য করা হল।

কেউ কেউ হয় তো বলবেন যে, সেদিন বিয়ের ভোজে যে সব আমোদ-প্রমোদ ও সাজসজ্জা হয়েছিল সে বিষয়ে আমি কিছুই বললাম না। সংক্ষেপে তাদের কথার জবাব দিচ্ছি : সেখানে না ছিল আনন্দ, না ছিল কোন ভোজ ; বিষণ্ণতা ও দুঃখ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। স্ত্রী কুরূপা হওয়ায় সে মনে এতই কষ্ট পেয়েছিল যে সকালে তাকে গোপনে বিয়ে করে সারা দিন সে প্যাঁচার মত লুকিয়ে ছিল।

বিছানায় শুতে গিয়ে নাইটের মনের অবস্থা হল শোচনীয়। সে কেবলই এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। তার বৃদ্ধা স্ত্রী হাসতে হাসতে বলল, "প্রিয় স্বামী সব নাইটই কি স্ত্রীর প্রতি তোমার মত ব্যবহার করে ? রাজা আর্থারের

দরবারের এইটেই কি বিধি? তাঁর প্রত্যেক নাইটই কি উদাসীন? আমি তোমার ভালবাসার মানুষ এবং তোমার স্ত্রী; আমি তোমার জীবন বাঁচিয়েছি এবং তোমার প্রতি কোন অন্যায় করি নি। তাহলে প্রথম রাতেই তুমি আমার প্রতি এ রকম ব্যবহার করছ কেন? তুমি যেন পাগলের মত কাজ করছ। আমি কি দোষ করেছি? ঈশ্বরের ভালবাসার দোহাই, আমাকে বল, পারি তো সে দোষ সংশোধন করব।"

নাইট উত্তর দিল, "সংশোধন! হায়, না, না, কখনও এর সংশোধন হবে না! তুমি এত কুৎসিত, এত বৃদ্ধা, আর এত নীচ বংশজাত যে আমি বিছানায় ছটফট্ করছি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ঈশ্বর করুন, আমার বুক যেন ফেটে যায়!"

সে প্রশ্ন করল, "এই কি তোমার অসন্তোষের কারণ?"

নাইট জবাব দিল, "নিশ্চয়। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"

সে বলল, "দেখ, তুমি যদি আমার প্রতি ভাল ব্যবহার করতে তাহলে আমি ইচ্ছা করলে তিন দিনের মধ্যেই এ সব বদলে দিতে পারতাম। কিন্তু তুমি বলেছ, চরিত্রের মহত্ত্ব ধনবানের জন্মগত গুণ, কাজেই তোমরা ধনীরাই ভদ্রলোক। এ অহমিকার দাম একটা মুরগির সমানও নয়। যাকে নীরবে ও অনাড়ম্বরভাবে ধর্মাচারণ করতে এবং একান্তভাবে লোকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে দেখবে, তাকেই শ্রেষ্ঠ ভদ্রলোক বলে জানবে। যীশুর ইচ্ছা তাঁর কাছ থেকেই যেন আমাদের চারিত্রিক মহত্ত্বের শিক্ষা গ্রহণ করি, ধনবান ছিলেন বলেই আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে নয়। তাঁরা তাঁদের ধন-সম্পত্তি আমাদের দিয়ে গেছেন বলেই আমরা নিজেদের উচ্চবংশজাত বলে দাবী করে থাকি, কিন্তু যে পুণ্য জীবনযাত্রার ফলে তারা ভদ্রজন হয়েছিলেন তার এক কণাও আমাদের কাউকে দিয়ে যান নি, অথচ সেই পুণ্য জীবনই আমাদের আদর্শস্বরূপ।

"ফ্লোরেন্সের বিজ্ঞ কবি দান্তে এ বিষয়ে খুব ভাল বলতে পারতেন। তাঁর গল্প অনেকটা এই রকম: 'মানুষ নিজের চেষ্টায় কদাচিৎ উন্নতি করতে পারে, কারণ ঈশ্বর নিজগুণেই চান, আমার যেন তাঁর কাছ থেকেই চরিত্রের মহত্ত্ব শিক্ষা করি।' পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আমরা শুধু সেই সাময়িক বস্তুই পেতে পারি যা মানুষকে আঘাত করে, তার ক্ষতি করে।

'সকলে ভাল করেই জানে, চারিত্রিক মহত্ত্ব যদি কোন একটি বিশেষ

পরিবারের স্বাভাবিক. বংশগত উত্তরাধিকার হত, তাহলে সে পরিবারের কোন লোক কোন দিনই প্রকৃত মহৎ না হয়ে পারত না, কারণ তাদের পক্ষে খারাপ কাজ করা বা কোন দোষ-ত্রুটি থাকাই অসম্ভব হত।

"একটি মশাল নিয়ে এখান থেকে ককেসাস পর্যন্ত জায়গার মধ্যে অন্ধকারতম একটি ঘরে সেটাকে রেখে দরজা বন্ধ করে চলে যান। মশালটা তখন এমন উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে থাকবে যেন বিশ হাজার লোক তখনও সেটাকে দেখছে। নিজের জীবন বাজী রেখে বলতে পারি, পুড়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত মশালটা তার স্বাভাবিক কাজ করেই চলবে। এর থেকেই আপনারা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে সম্পদের সঙ্গে মহত্ত্বের কোন যোগ নেই, কারণ মশাল যেমন প্রাকৃতিক ধর্মে কাজ করে, মানুষ সব সময় তা করে না। ঈশ্বর জানেন. অনেক সময়ই অনেক লর্ডের ছেলেকেও খারাপ ও লজ্জাজনক কাজ করতে দেখা যায়। যে মানুষ পূর্বপুরুষদের মত পুণ্য কাজ করবে না অথচ পুণ্যাত্মা পিতৃপুরুষের বংশে জন্মগ্রহণ করেছে বলে নিজেদের পুণ্যাত্মা মনে করতে চাইবে, সে ডিউকই হোক আর আর্ল'ই হোক, ভদ্রলোক নয়। খারাপ কাজ যে করে সেই বদমাশ। পূর্বপুরুষদের মহৎ কর্মের ফলে তারা যে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন সেটাই চারিত্রিক মহত্ত্ব নয়, কারণ তাতে তো আপনার কোন অংশ নেই। আপনার চারিত্রিক মহত্ত্ব আসে একমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে; তাঁর কাছ থেকেই আসে আমাদের যত কিছু প্রকৃত যোগ্যতা; সেটা পদমর্যাদার সঙ্গে পাওয়া যায় না।

"ভ্যালেরিয়াসের বিবরণে দেখুন, মহান টুলাস হোস্টিলিয়াস কেমন করে দরিদ্র অবস্থা থেকে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। সেনেকা ও বীথিয়ুস পড়ুন; সেখানে পরিষ্কার দেখতে পাবেন, যে লোক মহৎ কাজ করে সেই মহৎ। কাজেই. প্রিয় স্বামী, আমি এই কথাগুলি বলতে চাই: আমার পূর্বপুরুষরা নীচবংশের হলেও আমি আশা করি. ঈশ্বর আমাকে পুণ্য জীবন যাপনের সুযোগ দিতে পারেন। আমি পাপের পথ পরিত্যাগ করে সেই ভাবে জীবন যাপন করতে শুরু করেছি, কাজেই আমি একজন ভদ্রমহিলা।

"তুমি আমার দারিদ্র্যকেও ঘৃণা করেছ, কিন্তু আমাদের আশ্রয়স্থল ঈশ্বরই তো সারা জীবন কাটিয়েছেন দারিদ্র্যের মধ্যে। প্রত্যেক পুরুষ, কুমারী ও বধূই জানে যে স্বর্গের রাজা যীশু কখনও অসৎ জীবনকে বেছে নেবেন না। দারিদ্র্যকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা নিশ্চয় একটা বড় কাজ;

সেনেকা এবং অন্য লেখকরা বলেন, দারিদ্র্য নিয়ে যে লোক সুখী থাকে, তার যদি একটা শার্টও না থাকে তবু তাকে আমি ধনী বলে মনে করি। লোভী মানুষই দরিদ্র, কারণ তার প্রাপ্য অপেক্ষা বেশী সে পেতে চায়। কিন্তু তুমি ঘৃণা করলেও কিছু না থাকলেও যে কিছুই চায় না সেই প্রকৃত ধনী। প্রকৃত দারিদ্র্য সুখে গান করে। জুভেনাল মনের আনন্দে দারিদ্র্যের গুণগান করেছেন : 'গরীব মানুষ পথে যেতে যেতে চোরদের সামনেও গাইতে বাজাতে পারে।' দারিদ্র্য একটি কঠোর গুণ, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি দারিদ্র্য মানুষকে পরিশ্রমী করে। ধৈর্যের সঙ্গে বহন করতে পারলে দারিদ্র্য জ্ঞান বৃদ্ধি করে। যদিও এর মত দুর্দশাজনক অবস্থায় কেউ পড়তে চায় না, তবুও দারিদ্র্য সম্পর্কে এ সবই সত্য। দারিদ্র্যপীড়িত হলেই মানুষ ঈশ্বরকে ও নিজেকে জানতে পারে। আমার তো মনে হয়, দারিদ্র্যের চশমার ভিতর দিয়েই মানুষ তার প্রকৃত বন্ধুদের চিনতে পারে। সুতরাং যেহেতু আমি তোমাকে কোন কষ্ট দেই নি, তুমিও আমার দারিদ্র্য নিয়ে কোন রকম অভিযোগ করো না।

"তারপর, আমার বয়সের জন্য তুমি আমাকে তিরস্কার করেছ। যদিও এ বিষয়ে কোন পুঁথিতে কিছু লেখা নেই, তথাপি এ কথা তো ঠিক যে তোমাদের মত মাননীয় ভদ্রজনেরাই বলে থাকেন যে ভদ্র বলে বিবেচিত হতে হলে বৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত এবং তাকে পিতৃ-সম্বোধন করা উচিত। আরও মনে হয়, লেখকদের মধ্যেও আমার কথার সমর্থন মিলতে পারে। তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ আমি বৃদ্ধ ও কুৎসিত, কাজেই অসতী স্ত্রীর স্বামী হবার কোন আশংকা তোমার নেই, কারণ কুরূপতা ও বার্ধক্যই সতীত্বের সুরক্ষক। তথাপি, যেহেতু তোমার সুখের খবর আমি জানি, তোমার দৈহিক কামনাও আমি পূর্ণ করব।

সে বলল, "এই দুটোর যে কোন একটা বেছে নাও—মৃত্যু পর্যন্ত কুরূপা ও বৃদ্ধা থেকেও আমি এমন সাধ্বী ও বিনীতা স্ত্রী হয়ে থাকব যে আজীবন কখনও তোমাকে অসুখী করব না ; অথবা আমাকে যুবতী ও মনোরমা স্ত্রী হিসাবে পাবে, কিন্তু আমার জন্য তোমার বাড়ির ভিতরে ও বাইরে, এবং সম্ভবত অন্যত্রও, অনেক লোকের আসা-যাওয়ার ঝুঁকি তোমাকে নিতে হবে। এবার বেছে নাও, কোনটা তুমি চাও।"

নাইট অনেক ভেবে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলল। অবশেষে বলল,

"আমার প্রিয়া, আমার আদরের স্ত্রী, তোমার বিজ্ঞ হাতেই নিজেকে স'পে দিলাম। আমাদের দুজনের পক্ষে কোনটা অধিকতর গ্রহণীয় ও সম্মানজনক হবে সেটা তুমিই বেছে নাও। তুমি যা ভাল বুঝবে তাই আমি মেনে নেব ; এ বিষয়ে আমার কোন মতামত নেই।"

স্ত্রী বলল, "আমার ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত নিতে ও কাজ করতে যখন আমি পারি, তখন এখন থেকে আমিই তো তোমার কর্ত্রী ?"

নাইট বলল, "নিশ্চয় বৌ ; আমার মনে হয় এই ব্যবস্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

সে আদেশ করল, "তবে আর কোন ঝগড়া নেই, আমাকে চুমো খাও ; দিব্যি করে বলছি, এখন থেকে আমি দুইই হব, অর্থাৎ মনোরমা ও সতী। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সৃষ্টির আদি থেকে যত স্ত্রী হয়েছে তাদের কারও অপেক্ষা কম বিশ্বস্ত যদি আমি হই তাহলে যেন আমি পাগল হয়ে মরি। আর কাল সকালের মধ্যেই আমি যদি পূর্বে ও পশ্চিমে যত মহিলা, সাম্রাজ্ঞী বা রাণী জন্মেছে তাদের মত সুন্দরী না হই তাহলে তোমার ইচ্ছা মত তুমি আমাকে মারতেও পার, রাখতেও পার। ঘোমটাটা খোল এবং নিজেই দেখ।"

নাইট যখন দেখল সে প্রকৃতই সুন্দরী ও যুবতী, তখন সে আনন্দে তাকে আলিঙ্গণ করল ; তার হৃদয় খুশিতে ভরে উঠল। সে তাকে হাজার বার চুমো খেল, আর স্ত্রীও স্বামীর আনন্দ ও সুখের ব্যাপারে সর্বতোভাবে তার কথামত চলতে লাগল।

এইভাবে সারা জীবন তারা পরমানন্দে বাস করতে লাগল। যীশুখৃস্ট যেন আমাদের এমন স্বামী পাঠান যারা বিনীত, যুবক ও শয্যায় কামময় ; তিনি যেন আমাদের এমন ভাগ্য দেন যাতে তারা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। আর যারা স্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত হতে চায় না, যীশুর কাছে প্রার্থনা করি, তাদের মৃত্যু ত্বরান্বিত হোক। আর যত বুড়ো আর কঞ্জুস স্বামীদের জন্য ঈশ্বর যেন অতি সত্বর এক দারুণ মহামারী পাঠিয়ে দেন। বাথ্-বাসিনীর কাহিনী এখানেই শেষ হল।

ফকিরের কাহিনী

ফকিরের কাহিনীর প্রস্তাবনা : লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভিক্ষুক সেই মহান ফকির

অধ্যূশি দৃষ্টিতে বার বার পেয়াদার দিকে তাকাচ্ছিল, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে এতক্ষণ তার সম্পর্কে কোন অভদ্র উক্তি করে নি। অবশেষে সে বাথ্-বাসিনীকে বলল. "ম্যাডাম. ঈশ্বর আপনাকে সুখী জীবন দান করুন! বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী একটি কঠিন সমস্যা আপনি তুলে ধরেছেন। আমি মনে করি. আপনি অনেক বিষয়েই ঠিক ঠিক কথা বলেছেন. তবে কি জানেন ম্যাডাম, আমরা সবাই তো অশ্বারোহী পথযাত্রী. তাই মজার কথা ছাড়া অন্য কিছু আমাদের দরকার নেই, ঈশ্বরের দোহাই. বড় বড় লোকেদের উদ্ধৃতিগুলো পাদ্রিদের প্রচারকার্য ও বিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্যই তোলা থাক। এখন সমাগত সকলে যদি চান তাহলে আমি জনৈক পেয়াদাকে নিয়ে একটি মজার কাহিনী বলতে পারি। বিশ্বাস করুন. তার উপাধি থেকে আপনারা সহজেই বলে দিতে পারেন যে. পেয়াদা সম্পর্কে ভাল কিছু বলবার নেই ; আমি বিশ্বাস করি. এ কথায় আপনারা কেউই অসন্তুষ্ট হবেন না। অবৈধ যৌন-সংসর্গের অপরাধে সমন ধরিয়ে দেবার জন্য ছোটাছুটি করাই তো পেয়াদার কাজ ; আর সেজন্য প্রতিটি গ্রামের শেষ প্রান্তেই সে ধোলাই খায়।

তখন সরাইওয়ালা বলল : "আঃ. মশায়, পদমর্যাদা অনুযায়ী আপনার দয়ালু ও ভদ্র হওয়া উচিত। এখানে আমরা কোন রকম বাদ-বিতণ্ডা চাই না। পেয়াদার কথা রেখে আপনার কাহিনী বলুন।"

পেয়াদা বলল, "না, আমাকে ওর যা খুশি তাই বলুক। ঈশ্বরের দিব্যি, আমার পালা যখন আসবে তখন আমি সব কিছু পাই-পাই মিটিয়ে দেব। লাইসেন্সধারী তোষামুদে ভিক্ষুক হওয়া যে কত বড় সম্মানের ব্যাপার সেটা ওকে শুনিয়ে দেব ; আরও যে সব পাপকাজ সে করে তাও বলব, তবে এখনই তার মহলা দেবার কোন দরকার নেই। চিন্তা করবেন না. তার কাজটা যে কি তা ভাল করেই জানিয়ে দেব।"

সরাইওয়ালা বলল, "শান্ত হোন, এ সব থামান!" তখন সে ফকিরকে বলল, "প্রিয় কর্তা, এবার আপনার কাহিনী বলুন।"

ফকিরের কাহিনী শুরু হল : এক সময়ে আমাদের দেশে একজন উচ্চপদস্থ প্রধান পাদ্রি ছিলেন ; অবৈধ যৌন-সংসর্গ, ডাইনিতন্ত্র, কোটনামি, পরনিন্দা ও ব্যাভিচার, এবং গীর্জায় ডাকাতি, উইল বা চুক্তি লংঘন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি অবহেলা, সুদের কারবার ও ঘুষ দেওয়া প্রভৃতি অপরাধের শাস্তি তিনি

খুব কঠোর হাতে দিতেন। তবে এ কথা নিঃসন্দেহ যে লম্পটদেরই তিনি সব চাইতে বেশী বিপদে ফেলতেন ; ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই ! যাজককে প্রদেয় জমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ যদি কেউ বাকি ফেলত, তাকে তিনি নিষ্ঠুর-ভাবে শাস্তি দিতেন। এ ব্যাপারে কোন যাজক প্রধান পাদরির কাছে তাদের নামে নালিশ জানালে তাদের আর জরিমানার হাত থেকে অব্যাহতি মিলত না। দশমাংশ বা দক্ষিণা খুব সামান্য হলেও তাঁর হাতে নাস্তানাবুদ হতে হত। বিশপের হাতে পৌঁছবার আগেই প্রধান পাদরি তাদের মার্কা-মেরে দিতেন এবং শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। তাঁর হাতের কাছে সব সময়ই একজন পেয়াদা থাকত ; সারা ইংলণ্ডে তার চাইতে চালাক লোক কেউ ছিল না, কারণ সে গোপনে একদল গুপ্তচর পুষত আর তারা যে সব খবর তাকে সরবরাহ করত সেগুলিকে সে কাজে লাগাত। চব্বিশটি লম্পটের খবর জানালে দু'একটিকে কেমন করে ছেড়ে দেওয়া যায় তা সে জানত। যদিও এই পেয়াদাটি ছিল খরগোসের মত পাগলা, তবু তার সব শয়তানি ফাঁস করে দিতে আমি ছাড়ব না, কারণ আমাদের উপর তার কোন হাত নেই। ফকিরদের উপর পেয়াদাদের কোন রকম খবরদারি চলে না, তাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলবেও না।

পেয়াদা চেঁচিয়ে উঠল, "সেণ্ট পিটারের দিব্যি ! বেশ্যারাও তো আমাদের খবরদারির বাইরে।"

সরাইওয়ালা চেঁচিয়ে বলল, "শান্ত হোন ! আমাদের নসিব খারাপ ! ওর কাহিনী বলতে দিন। পেয়াদা যাই বলুন, ফকিরসাহেব, আপনি বলে যান। প্রিয় কর্তা, কিছুই যেন বাদ দেবেন না।"

এই নকল চোর, এই পেয়াদার (ফকির বলতে লাগল) হাতে অনেক কুটনি ছিল ; ইংলণ্ডের আকাশের বাজপাখিরা যেমন শিকার দেখামাত্রই ছোঁ মারে, তারাও তেমনি পেয়াদার কথামত কাজ করতে সদাই তৎপর। নিজেদের সব গোপন কথা তারা তাকে বলত, কারণ তার সঙ্গে তাদের পরিচয় নতুন নয়। তারাই ছিল তার গুপ্তচর। এইভাবে সে অনেক লাভ করত, অথচ তার মনিব এ সব কিছুই বড় একটা জানতেন না। লিখিত সমন ছাড়াই একজন নির্দোষ লোককে গীর্জা থেকে বহিষ্কারের ভয় দেখিয়ে সে তলব করতে পারত ; এই সব লোক সানন্দেই তার থলে ভরে দিত এবং সরাইখানায় ভাল ভোজের ব্যবস্থা করে দিত। জুডাস একটা ছোট থলি পেয়েছিল বলেই সে যেমন চোর, এই পেয়াদাও ছিল তেমনি চোর ; তার আয়ের অর্ধাংশ পেতেন তার মনিব। তার

শেষ পাওনা দিতে হলে বলতে হয়, সে ছিল চোর, পেয়াদা ও কুটনি। অনেক যুবতী মেয়েও তার হাতে ছিল, স্যার রবার্ট বা স্যার হিউ, জ্যাক বা র‍্যালফ্‌, বা অন্য যে কেউ তাদের সঙ্গে রাত কাটাত সকলের কথাই তারা ঐ পেয়াদার কানে কানে বলে দিত। তারপর সেই যুবতী মেয়ের সঙ্গে যোগ-সাজসে সে এমন একটা জাল দলিল যোগাড় করত যার বলে যুবতী মেয়ে আর লোকটির নামে সে আদালতের সমন পাঠাত। সেখানে লোকটিকে যথারীতি দোহন করে মেয়েটিকে খালাস দেওয়া হত। পেয়াদা তখন সেই লোকটিকে বলত: "বন্ধু, তোমার জন্যই খাতা থেকে তোমার নামটা কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। আমি তোমার বন্ধু, যে কোন ভাবে হোক তোমাকে সাহায্য করব।"

আসলে, এই পেয়াদাটি ঘুষের ব্যাপারে এত কিছু জানে যে দু বছর ধরে বলেও শেষ করা যাবে না। কারণ এই পেয়াদাটি যে কোন লম্পট, ব্যভিচারী বা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে যেমন চিনতে পারে, পৃথিবীর কোন শিকারী কুকুরই সুস্থ হরিণ থেকে পৃথক করে একটা আহত হরিণকে সেভাবে চিনতে পারে না। আর যেহেতু এই পথেই সে তার জীবিকা অর্জন করে, তাই এ ব্যাপারেই সে সব সময় আত্মনিয়োগ করে থাকে।

একদিন হল কি, এই পেয়াদা শিকারের সন্ধান করতে করতে এক কুরূপা বৃদ্ধা বিধবাকে সমন ধরাতে গেল। তার কাছ থেকে বেশ কিছু খসাবার মতলবে তার বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা অভিযোগের ফন্দিও আটল। বনের কিনারে ঘটনাক্রমে সে দেখতে পেল, তার আগে আগে একজন ফূর্তিবাজ জোতদার ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। তার হাতে উজ্জ্বল তীক্ষ্ম তীর ও ধনুক, গায়ে সবুজ খাটো কোট, আর মাথায় কালো পাড়-লাগানো টুপি।

পেয়াদা বলল, "অভিবাদন মশায়; ভাল সময়েই আপনার সঙ্গে দেখা হল।"

জোতদার বলল, "আপনাকে ও প্রতিটি সজ্জনকে স্বাগত জানাই। এই বনের পথে কোথায় চলেছেন? অনেক দূর যাবেন কি?"

পেয়াদা উত্তরে বলল, "না, কাছেই যাব। আমার মালিকের পাওনা কিছু ভাড়ার টাকা আদায় করবার ইচ্ছা আছে।"

জোতদার জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি বেলিফ?"

"হ্যাঁ", পেয়াদা জবাব দিল। পেয়াদা কথাটা এতই ঘৃণ্য যে সে কথাটা জানাতে তার লজ্জা করল।

জোতদার বলল, "হা ঈশ্বর, ভাই, আপনি একজন বেলিফ, আমিও তাই। এ অঞ্চলে কেউ আমাকে চেনে না। আপনার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলে খুশি হব; আর আপনি যদি চান আপনার সঙ্গে ভাই-সম্পর্ক পাতালে আরও খুশি হব। আমার সিন্দুকে অনেক সোনা-রুপো আছে; আপনি যদি কখনও আমাদের জেলায় যান তখন আপনার ইচ্ছামত সে সবই আপনার হবে।"

"ধন্যবাদ, সত্যি।" পেয়াদা বলল। তারপর হাতে হাত ধরে দুজনে আমৃত্যু ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের প্রতিশ্রুতি দিল। তারপর খুশি মনে গল্প করতে করতে দুজনে সানন্দে ঘোড়ায় চড়ে চলল।

কসাই-পাখির যেমন পেট-ভরা হিংসা, পেয়াদাটির তেমনি পেট-ভরা কথা। অনবরত সে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। বলল, "আচ্ছা ভাই. তোমার বাড়ি কোথায়? ধরো যদি কোনদিন তোমার খোঁজ করি।"

জোতদার সবিনয়ে জবাব দিল, "ভাই আমার বাড়ি সুদূর উত্তর দেশে। সেখানে তোমাকে দেখতে পাব বলে আশা করি। বিদায় নেবার আগে এমন ভাল ভাবে তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব যে আমার বাড়ি চিনতে তোমার ভুল হবে না।"

পেয়াদা বলল. "দেখ ভাই, আমার মতই তুমিও যখন বেলিফ, তখন ঘোড়ায় চড়ে চলতে চলতে কিছু ফাঁক-ফোকড় আমাকে শিখিয়ে দাও; খোলাখুলি বল এ কাজে কি করে বেশ মোটা লাভ করা যায়। বিবেকে বাধে বলে বা পাপ বলে কোন কিছু লুকিয়ে রেখো না। ভাই হিসাবে আমাকে বলে দাও, তুমি কি ভাবে কাজ করো।"

জোতদার জবাব দিল, "প্রিয় ভাই, তোমাকে সত্য কথাই বলি। আমার আয়-উপার্জন খুবই সামান্য। আমার মালিক খুব কড়া আর কর্তৃত্বপ্রয়াসী; আমাকে খাটতেও হয় খুব। কাজেই আমার জীবিকা আমাকে আদায় করে নিতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে, মানুষ যা কিছু দেয় সবই আমি নিয়ে থাকি। অন্তত প্রতি বছর যা খরচ করি তার সবটাই চালাকি ও জবরদস্তির দ্বারা আদায় করি। এর চাইতে সোজা করে আর কি বলব?"

পেয়াদা বলল, "আসলে আমিও তাই করি। ঈশ্বর জানেন, শুধু যে জিনিস খুব ভারী বা খুব গরম তাতে হাত দেই না। গোপন পথে যা কিছু পাই তা নিয়ে বিবেক আমাকে বিব্রত করে না। জোর করে আদায় না করলে

তো বেঁচে থাকতেই পারতাম না, আর সে সব চালাকির জন্য আমি মুক্তিও চাই না। আমার পাকস্থলী বা বিবেক কোনটাই দুর্বল নয় : তাই এই সব মুক্তিদাতা—পিতাদের প্রত্যেককে আমি অভিশাপ দেই। ঈশ্বর ও সেন্ট জেমসের দিব্যি, আমাদের দুজনের দেখা হয়ে খুবই ভাল হয়েছে! কিন্তু, প্রিয় ভাই, এবার তোমার নামটি আমাকে বলো।"

জোতদার একটু হেসে বলল, "ভাই, তুমি কি চাও আমার নাম তোমাকে বলি? আমি একটি শয়তান; আমার নিবাস নরকে; আর এই পৃথিবীতে আমি ঘোড়ায় চড়ে আমার জোত-জমিতে ঘুরে বেড়াই, যদি কেউ কিছু দেয় এই আশায়। এই ভাবে খুঁজে-পেতে যা পাই তাই আমার আয়। ভেবে দেখ, ঐ একই উদ্দেশ্যে তুমিও ঘোড়ায় চেপে দূর দেশে চলেছ : যে ভাবেই হোক কিছু মাল-কড়ি জোগার করতে। আমিও তাই, একটি শিকারের খোঁজে দরকার হলে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্তও যাই।"

পেয়াদা বলল, "ভাই! ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করুন! কি বললে? আমি ভেবেছিলাম তুমি প্রকৃতই একজন জোতদার। তোমাকে তো দেখতে ঠিক আমারই মত। স্বাভাবিক অবস্থা। নরকে কি তোমার কোন সঠিক চেহারা থাকে?"

"নিশ্চয় থাকে না", জোতদার জবাব দিল। "সেখানে আমাদের কোন আকার নেই, কিন্তু ইচ্ছামত আকার ধারণ করতে পারি, অথবা তোমাদের মনে করাতে পারি যে আমরা কখনও মানুষের আকার, কখনও বা বাঁদরের আকার ধারণ করি; বা পরীর মত ঘোড়ায় চড়তে বা হাঁটতেও পারি। এটা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়; একজন বাজে যাদুকরও তোমাকে ঠকাতে পারে, আর আমার হাতে তো তার চাইতে অনেক বেশী যাদুর কৌশল আছে।"

পেয়াদা প্রশ্ন করল, "তাহলে সব সময় একই আকার না ধরে তোমরা নানান আকারে ঘোড়ায় বা হেঁটে বেড়াও কেন?"

শয়তান জবাব দিল, "কারণ যখন সে আকার ধারণ করলে শিকারকে সহজে কাবু করতে পারা যায় তখন আমরা সেই আকারই ধারণ করি।"

"এত সব গোলমাল পোহাও কেন?"

শয়তান জবাব দিল, "অনেক কারণ আছে প্রিয় পেয়াদামশায়। কিন্তু সব কিছুরই সময় আছে, দিন খুব ছোট, এর মধ্যেই ন'টা বেজে গেছে, অথচ এখনও পর্যন্ত কিছুই জোটে নি। মতামত নিয়ে আলোচনা না করে বরং কিছু

পাওয়া যায় কি না তাই দেখতে হবে। যাই হোক, দেখ ভাই, আমি ভাল করে বোঝালেও এ সব ব্যাপার বুঝবার পক্ষে তোমার বুদ্ধিটা একটু খাটো। তবে তুমি প্রশ্ন করলে, আমরা এত পরিশ্রম করি কেন; কখনও করি তাঁর ইচ্ছায়; আমরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি,—নানা আকার ধারণ করে নানা ভাবে তাঁর জীবদের উপর তাঁরই নির্দেশমত কাজের বাহন মাত্র। তিনি ছাড়া আমাদের কোনই ক্ষমতা নেই, বিশেষ করে তিনি যদি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। আবার কখনও আমাদেরই অনুরোধে, আত্মাকে দুঃখ না দিয়ে কেবলমাত্র দেহকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করার অনুমতি আমাদের আছে: জোব তার সাক্ষী, তাকে আমরা দুঃখ দিয়েছি। কখনও আত্মা বা দেহ দুয়ের উপরেই আমাদের খবরদারি চলে। আবার কখনও বা আমার একটি লোককে খুঁজে নিয়ে তাঁর আত্মাকেই অশান্ত করে তুলি, দেহকে নয়, আর এ সবই করা হয় মঙ্গলের জন্য; কোন লোক যখন আমাদের দেওয়া প্রলোভনকে জয় করে, তখনই সে মুক্তিলাভ করে, যদিও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাকে ভর করে থাকা, তার মুক্তি নয়। কখনও বা আমরা কোন লোকের, যেমন আর্কবিশপ সেণ্ট ডানস্টানের, চাকর হয়ে কাজ করি, আমিও তো শিষ্যদেরই চাকর ছিলাম।"

পেয়াদা বলল, "ঠিক করে বল তো, তোমাদেব দেহ কি পঞ্চভূত দিয়েই তৈরি কর?"

শয়তান উত্তর দিল: "না, কখনও আমরা পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাই, আবার কখনও বা নানা ভাবে মৃত দেহের ভিতর জেগে উঠি, এবং এণ্ডোর-এর ডাইনির সঙ্গে স্যামুয়েল যেমন কথা বলেছিল আমরাও সেই রকম যুক্তিযুক্ত ভাবে ভাল ভাল কথা বলে থাকি (অথচ কেউ কেউ বলে যে সেটা স্যামুয়েল নয়, তোমাদের দেবত্বে আমি কান দেই না)। কিন্তু একটা বিষয়ে তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি: আমি ঠাট্টা করছি না। যে কোন মূল্যে তুমি জানতে চেয়েছিলে আমরা কি ভাবে গঠিত; পরবর্তীকালে তুমি সেখানেই যাবে ভাই, যেখানে সে কথা আমার কাছে জানবার কোন প্রয়োজন তোমার থাকবে না। কারণ তখন নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এ বিষয়ে তুমি বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে এত ভালভাবে প্রচার করতে পারবে যেমনটি ভার্জিল বা দান্তেও জীবিতকালে পারেন নি। এবার ঘোড়া ছুটিয়ে দাও, কারণ তুমি যতক্ষণ আমাকে পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ আমি তোমার সঙ্গেই থাকতে চাই।"

পেয়াদা বলল "না, সে রকমটা ঘটবে না! আমি একজন বহুপরিচিত

জোতদার, আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখব। যদিও তুমি মহা শয়তান, তবু প্রতিশ্রুতিমত ভাইয়ের কাছে দেওয়া কথা আমি রাখব, এবং এ পরিস্থিতিতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সত্যিকারের ভাই হয়ে চলব। কাজেই আমরা এক সঙ্গেই লুট করে চলতে থাকব। তুমি তোমার অংশ নেবে, লোকে তোমাকে যা দেবে আর আমি নেব আমার অংশ, এই ভাবেই দুজন বেঁচে থাকতে পারব। দুজনের একজন যদি অপরের থেকে বেশী পায়, তাহলে প্রতিশ্রুতি মত সে তার ভাইয়ের সঙ্গে সেটাও ভাগ করে নিক।"

শয়তান বলল, "আমার ধর্মের দিব্যি, আমি সম্মত।" এই কথা বলে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পেয়াদার যে শহরে যাবার কথা ছিল সেখানে ঢুকবার মুখেই তারা দেখল, খড়-বোঝাই একটা গাড়ি কাদায় আটকে গেছে। গাড়োয়ান ঘোড়াগুলিকে পিটছে আর পাগলের মত চেঁচাচ্ছে, "ওঠ্ ব্রক! ওঠ্ স্কট! পাথর দেখে থামছিস্ কেন? তোদের নিয়ে যা ঝামেলায় পড়েছি জন্মের সময় থেকেই শয়তান কেন যে তোদের শরীর ও হাড়গুলো নেয় নি! শয়তান সব নিক— ঘোড়া, গাড়ি, খড়—সব!"

পেয়াদা বলল, "এবার একটু মজা করা যাক।" যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে নিঃশব্দে শয়তানের কাছে গিয়ে তার কানে কানে বলল, "শোন ভাই, তোমার ধর্মের দিব্যি, শোন, গাড়োয়ান কি বলল শুনলে তো? এখনই নিয়ে নাও, কারণ সে তো তোমাকে দিয়েই দিল—খড় ও গাড়ি, আর তিনটে ঘোড়া।"

শয়তান বলল, "না, মোটেও না। ঈশ্বর জানেন! ওটা ওর মনের কথা নয়, আমার কথা বিশ্বাস কর। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, ওকেই জিজ্ঞাসা কর; না হয় তো, একটু অপেক্ষা কর, নিজেই বুঝতে পারবে।"

গাড়োয়ান ঘোড়াগুলোর পাছায় চাবুক মারতেই তারা প্রাণপণে টানতে লাগল। সে বলে উঠল, "হেই! ঠিক আছে। যীশুখৃস্ট তোদের এবং তাঁর হাতের সৃষ্টি ছোট-বড় সকলকেই সুখে রাখুন! বেশ ভাল টেনেছিস তোরা। ঈশ্বর ও সেণ্ট লযের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁরা তোদের রক্ষা করুন! হে ঈশ্বর! গাড়িটা এবার কাদা থেকে উঠে এসেছে।"

শয়তান বলল, "দেখলে তো, বলি নি আমি? এর থেকেই বোঝ ভাই, লোকটা মুখে বলেছে এক, কিন্তু মনে ভেবেছে আর। এবার এগিয়ে চল;

নেবার মত কিছুই এখানে পেলাম না।"

শহর ছাড়িয়ে কিছুদূরে যাবার পরে পেয়াদা ভাইয়ের কানে কানে বলল: "ভাই, এখানে একটি বুড়ী থাকে যে তার গলাটা বাড়িয়ে দেবে তবু একটা পেনি দেবে না। কিন্তু সে যদি পাগলও হয়ে যায় তবু তার কাছ থেকে আমি বারো পেনি আদায় করবই। অন্যথায় তাকে আমাদের আদালতে যাবার সমন ধরিয়ে দেব; অথচ, ঈশ্বর জানেন, তার কোন দোষের কথাই আমি জানি না। কিন্তু যেহেতু মনে হচ্ছে এ দেশে তোমার নিজের খরচ-খরচা তুলতেও তুমি অপারগ, শুধু দেখে যাও আমি কি করি।"

পেয়াদা বিধবার দরজায় আঘাত করল। চীৎকার করে বলল, "বেরিয়ে আয় ডাইনি বুড়ি! মনে হচ্ছে তোর কাছে কোন ফকির বা পুরুত রয়েছে।"

স্ত্রীলোকটি বলল, "দরজায় আঘাত করে কে? ও মা! আপনি, বলুন, আপনার মহামান্য বাসনাটি কি?"

পেয়াদা বলল, "এই দেখ, আমার হাতে একটা সমন রয়েছে; আগামীকাল আদালতে হাজির হয়ে তোকে প্রধান পাদরির কাছে কতকগুলি প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে, অন্যথায় তোকে গীর্জা থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া হবে।"

বিধবা বলল, "রাজার রাজা প্রভু যীশু খৃস্ট আমার সহায় হোন, কারণ আমি অসহায়। অনেক দিন যাবৎ আমি অসুস্থ; এতটা পথ ঘোড়ায় চড়ে বা হেঁটে গেলে বুকের ব্যথায় আমি মরেই যাব। পেয়াদা মশায়, অভিযোগ-গুলির একটা প্রতিলিপি কি আমি পেতে পারি না, যাতে কোন প্রতিনিধির দ্বারা আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির জবাব দেওয়া চলতে পারে?"

পেয়াদা জবাব দিল, "আমাকে—দাঁড়াও বলছি—এক্ষুণি বারো পেনি দাও, তাহলে তোমাকে খালাস করে দেব। এতে আমার কিছু লাভ নেই; লাভ যা তা মালিকের, আমার নয়। দিয়ে দাও; আমার আবার যাবার তাড়া আছে। বারো পেনি দিয়ে দাও; আর দেরি করতে পারি না।"

"বারো পেনি!" বিধবা চেঁচিয়ে উঠল। "লেডি সেণ্ট মেরি আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। সারা জগৎ আমার হলেও তো আমার বাড়ি খুঁজেও বারো পেনি মিলবে না। আপনি তো ভাল করেই জানেন, আমি গরীব বুড়ি। এই হতভাগীর প্রতি দয়া করুন।"

সে বলল, "না; তুমি ধ্বংস হয়ে গেলেও তোমাকে যদি রেহাই দেই তাহলে শয়তান আমার ঘাড়ে চাপবে!"

বিধবা বলল, "হায়! ঈশ্বর জানেন, আমি নির্দোষ।"

সে বলল, "দিয়ে দাও, নইলে সেণ্ট আনের দিব্যি, অনেক দিন ধরে আমার কাছে তোমার যে ধার রয়েছে তার দরুণ তোমার নতুন পাত্রটি আমি নিয়ে যাব। তোমার স্বামীকে ঠকিয়ে যখন অন্যের সঙ্গে পিরিত করেছিলে, তখন তোমার জরিমানার টাকা আমিই আদালতকে দিয়েছিলাম।"

বিধবা বলল, "মিথ্যে কথা! আমার মুক্তির দিব্যি, কি সধবা আর কি বিধবা, কোন কালেই কোন দিন আপনাদের আদালতে আমার ডাক পড়ে নি; আর দৈহিক কোন পাপও আমি কোন দিন করি নি! আপনার শরীর আর আমার পাত্র—দুটোকেই আমি কালো শয়তানের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি!"

সে যখন হাঁটু চাপড়ে অভিশাপ দিতে লাগল তখন তা শুনে শয়তান এই কথাগুলি বলল. "মা ম্যাবেল, তোমার সত্যিকারের বাসনাটা কি বল তো?"

সে বলল, "ও যদি অনুতাপ না করে তাহলে মৃত্যুর আগেই আমার পাত্রসহ শয়তান ওকে নিক!"

পেয়াদা বলল, "না গো কুৎসিত বুড়ি, তোমার কাছ থেকে যা নিয়েছি তার জন্য অনুতাপ করার ইচ্ছা আমার নেই। বরং তোমার বহির্বাস ও অন্য সব জামা-কাপড় যদি বাগাতে পারতাম তো আরও ভাল হত!"

শয়তান বলল, "ভাই, রাগ করো না। তোমার দেহ ও এই পাত্র এখন আমার অধিকারে। আজ রাতে তোমাকে আমার সঙ্গে নরকে যেতে হবে, সেখানে আমাদের সব গোপন কথা তুমি একজন যাজক-পণ্ডিত অপেক্ষা বেশী করে জানতে পারবে।"

এই কথা বলে দুষ্ট শয়তান পেয়াদাকে জড়িয়ে ধরল; দেহ ও আত্মাসমেত সে শয়তানের সঙ্গে সেইখানে গেল যেটা পেয়াদাদের উত্তরাধিকার। যে ঈশ্বর নিজের মত করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের সকলকে পরিচালিত করুন, রক্ষা করুন; এই সব পেয়াদারা যেন ভাল মানুষ হয়ে উঠতে পারে!

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ (ফাঁকির বলতে লাগল), এখানে উপস্থিত এই পেয়াদাটি সময় দিলে খৃস্ট, পল, জন ও অপরাপর জ্ঞানী মহাত্মাদের পুঁথি থেকে এমন সব ভয়াবহ ঘটনার কথা বলতে পারতাম যা শুনলে আপনাদের বুক কেঁপে উঠত; অবশ্য হাজার শীতকাল ধরে বললেও সেই অভিশপ্ত নরক-ভবনের জ্বালা-যন্ত্রণার সঠিক বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের যাতে সেই ভয়ংকর স্থানে যেতে না হয় সে জন্য জাগ্রত হয়ে যীশুর কৃপা

প্রার্থনা করুন, তিনি যেন প্রলোভনকারী শয়তানের হাত থেকে আমাদের দূরে রাখেন।

কথাগুলি মন দিয়ে শুনুন! শুনে সাবধান হোন: "নির্দোষকে হত্যা করবার জন্য সিংহ সব সময়ই ঘাপটি মেরে বসে আছে।" আপনাদের বন্দী ও ভৃত্য বানাতে শয়তান সব সময়ই ইচ্ছুক; তাকে প্রতিহত করতে আপনাদের অন্তরকে সতত সতর্ক রাখুন। আপনারা শক্তিমান হলে সে আপনাদের প্রলুব্ধ করতে পারবে না, কারণ খৃস্ট আপনাদের সহায়, আপনাদের নাইট। আরও প্রার্থনা করুন, শয়তানের হাতে ধরা পড়বার আগেই এই সব পেয়াদারা যেন তাদের কুকর্মের জন্য অনুশোচনা করে। ফকিরের কাহিনী এখানেই শেষ হল।

পেয়াদার কাহিনী

পেয়াদার কাহিনীর প্রস্তাবনা: পেয়াদা তার রেকাবির উপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফকিরের উপর সে এতই রেগে গেছে যে ক্রোধে সে অ্যাস্পেন-পাতার মত কাঁপতে লাগল।

বলল, "ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি শুধু একটি জিনিস চাই: এই ভণ্ড ফকিরের মিথ্যে কথাগুলি যখন আপনারা শুনেছেন, তখন ভদ্রতার খাতিরেই আমার কাহিনী বলবার অনুমতি দিন। এই ফকির গর্ব করে বলেছে, সে নরক চেনে; ঈশ্বর জানেন, তার এই চেনার ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছু নেই। ফকির আর শয়তানের মধ্যে ফারাক খুব বেশী নয়; ঈশ্বরের দিব্যি, কোন ফকিরের আত্মাকে কেমন করে একদা স্বপ্নের মধ্যে নরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে কথা তো আপনারা অনেক শুনেছেন। দেবদূত যখন তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নরকের যন্ত্রণার দৃশ্য দেখাচ্ছিল, তখন সেখানে সে একটি ফকিরকেও দেখতে পেল না, যদিও অন্য ধরনের অনেক লোককেই যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখল। ফকির তখন দেবদূতকে শুধাল: "আচ্ছা মশায়, ফকিররা কি এতই ভাল যে তাদের কেউ এখানে আসে না?"

দেবদূত বলল, "হ্যাঁ, তারা তো আসে; লক্ষ লক্ষ আসে!" তখন সে ফকিরকে নিয়ে শয়তানের কাছে গেল। দেবদূত বলতে লাগল, "নৌকোর পালের চাইতে চওড়া লেজ থাকে শয়তানের। শয়তান, তোমার লেজটা তুলে

ধরো তো! তোমার গুহ্যদেশটা দেখাও; ফকির দেখুক, ফকিররা সব এখানে কোথায় বাসা বেঁধে আছে।" এক মিনিটও লাগল না; মৌমাছিরা যেমন চাক থেকে ঝাঁক বেঁধে বের হয়, তেমনি বিশ হাজার ফকির শয়তানের গুহ্যদেশের ভিতর থেকে সার বেঁধে বেরিয়ে এসে গোটা নরক ছেয়ে ফেলল; তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার তারা গুটি গুটি তার গুহ্যদেশেই ঢুকে গেল। লেজটা নামিয়ে দিয়ে শয়তান আবার চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

"সেই ভয়ংকর স্থানের যন্ত্রণার দৃশ্যগুলি মনের আশ মিটিয়ে দেখার পর ঈশ্বর পুনরায় দয়া করে ফকিরের আত্মাকে তার দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দিতেই তার ঘুম ভেঙে গেল।

"তথাপি শয়তানের গুহ্যদেশের কথা তার এত স্পষ্ট মনে পড়ছিল যে সে তখনও ভয়ে কাঁপতে লাগল; আরে, স্বভাবিক ভাবেই শয়তানের গুহ্যদ্বারই তো ফকিরদের আসল আস্তানা।

"এই অভিশপ্ত ফকির ছাড়া আপনাদের আর সকলকেই ঈশ্বর রক্ষা করুন! এই ভাবেই আমার প্রস্তাবনা শেষ করলাম।"

পেয়াদার কাহিনী শুরু হল: ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বিশ্বাস ইয়র্কশায়ারে হোল্ডারনেস নামক একটি জলাভূমি-ভর্তি জেলা আছে। একজন লাইসেন্সধারী ভিক্ষুক সেই জেলায় প্রচার করতে এবং নিঃসন্দেহে ভিক্ষা করতেও গিয়েছিল। একদিন হল কি, সেই ফকির তার চিরাচরিত প্রথায় কোন গীর্জায় বক্তৃতা করছিল। তার বক্তৃতায় সে জনসাধারণকে বিশেষ করে এই কথাই বোঝাতে চাইছিল যে, অন্যভাবে পয়সা খরচ না করে তারা যেন নরকস্থ আত্মার সদ্গতির জন্য অনুষ্ঠিত প্রার্থনা-সভার জন্য অর্থদান করে; আর যেখানে অবিবেচকের মত অর্থব্যয় করা হয় বা অর্থের অপচয় ঘটানো হয়, অথবা ঈশ্বরের কৃপায় যে সব বৃত্তিভোগী পাদরি এমনিতেই অর্থ ও প্রাচুর্যের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে বলে তাদের টাকা দেওয়ার কোন দরকার নেই, সেখানে অর্থদান না করে তারা যেন প্রার্থনা-সভা অনুষ্ঠানের জন্য পবিত্র ভবন নির্মাণের কাজে অর্থদান করে। ফকির বলতে লাগল, "এই সব প্রার্থনা যুবক-বৃদ্ধ সব বন্ধুদের আত্মাকে প্রায়শ্চিত্ত থেকে উদ্ধার করে—হ্যাঁ, সমবেত প্রার্থনা যখন দ্রুততালে গীত হতে থাকে তখন একজন পুরোহিতের একটিমাত্র কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত প্রার্থনা তো অত্যন্ত জলো ও অর্থহীন মনে হবেই। সেই

সব আত্মাদের এই মুহূর্তে উদ্ধার করুন। আঁকসি বা তুরপুণ দিয়ে যদি মাংস ছেঁড়া হয়, বা যদি আগুনে পোড়ানো হয় বা ভাজা হয়, সে বড় কষ্টদায়ক। খৃস্টের প্রতি প্রেমের দোহাই, চটপট দিয়ে দিন!" কথা শেষ করে ফকির সকলের কাছে বিদায় নিল।

গীর্জায় সমবেত লোকজন যার যেমন ইচ্ছা তাকে দিল। অমনি সে পা বাড়াল; আর সে সেখানে থাকবে না। ফর্দ আর মাথা-বাঁধানো লাঠি হাতে নিয়ে জামা-জোব্বা পুঁটুলি বেঁধে সে প্রতিটি বাড়ি ঘুরে ঘুরে খাদ্য ও পনির, নিদেনপক্ষে গম ভিক্ষে করে বেড়াতে লাগল। তার সঙ্গীর কাছে ছিল একটা শিং-বসানো লাঠি, হাতির দাঁতের একজোড়া ফলক আর সযত্নে পালিশ-করা একটা পেন্সিল। যারাই কিছু না কিছু দান করে, সঙ্গে সঙ্গে সে তাদের নাম লিখে নেয়, যেন দাতাদের হয়ে পরে সে প্রার্থনা করবে।

"এক কুণ্কে গম, বার্লি, বা যব, একটা ছোট পিঠে, এক টুকরো পনির, বা যা তোমাদের ইচ্ছে তাই আমাদের দাও—আমাদের কোন বায়নাক্কা নেই; আধ-পেনি বা পুরো-পেনি, অথবা ঘরে থাকলে খানিকটা শুকোর-মাংসই দাও; মাগো, ভগিনীগো, একটা কম্বল দাও। দেখ, এখানে তোমাদের নাম লিখে রাখছি; নোনা শুকর-মাংস, বা গো-মাংস, বা যা তোমাদের আছে তাই দাও।"

একটা গাট্টাগোট্টা বোকা চাকর সব সময়ই দু'জনের পিছনে পিছনে থাকত। তার পিঠে একটা বস্তা। যে যা দিত তাই সে ওই বস্তার মধ্যে ভরত। একটা বাড়ি থেকে চলে যাওয়ামাত্রই সেই ফলকে লেখা নামগুলো মুছে ফেলত। নানা রকম হাসি-ঠাট্টা ও গল্পগাছা শুনিয়ে সে লোকজনদের মজিয়ে রাখত।

ফকির বলে উঠল, "না, এটা তুমি মিছে কথা বললে পেয়াদা!"

সরাইওয়ালা বলল, "খৃস্টের প্রিয় জননীর দোহাই, শান্ত হোন। আপনার কাহিনী বলে যান; কিছুই যেন বাদ দেবেন না।"

পেয়াদা বলল, "আমার বোলবোলাও হোক, এই ভাবেই সব বলব।"

এই ভাবে বাড়ির পর বাড়ি পেরিয়ে ফকির শেষটায় এমন একটা বাড়িতে হাজির হল যেখানে অন্য একশ' বাড়ির চাইতে ভাল খাবারদাবার পেতে সে অভ্যস্ত। সেই বাড়ির মালিক ভাল মানুষটি তখন অসুস্থ; একটা নীচু কোচে সে শুয়ে আছে।

ফকির ভদ্রতার সঙ্গে মৃদু গলায় বলল, "শুভ দিন বন্ধু টমাস, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তোমার বাড়িতে অনেকবার বেশ ভাল ভাবে কাটিয়ে গিয়েছি, ঈশ্বর তোমাকে তার প্রতিদান দেবেন। মনের সুখে অনেক খাওয়া এখানে খেয়েছি।" তারপর বিড়ালটাকে বেঞ্চি থেকে সরিয়ে দিয়ে লাঠি, টুপি, আর ফর্দটা রেখে আরাম করে বেঞ্চিটায় বসল। তার সঙ্গী চাকরটাকে নিয়ে শহরের একটা সরাইখানায় চলে গেল রাত কাটাতে।

বুড়ন লোকটি বলল, "প্রভু, মার্চ মাসের পর থেকে কেমন ছিলেন? পক্ষকাল বা তারও বেশী দিন আপনাকে দেখি নি।"

ফকির বলল, "ঈশ্বর জানেন, খুব পরিশ্রম গেছে, বিশেষ করে তোমার ও অন্য বন্ধুদের মুক্তির জন্য অনেক মূল্যবান প্রার্থনা করেছি; ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন! আজ তোমাদের গীর্জায় প্রার্থনা-সভা করলাম; আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত একটি বাণী প্রচার করেছি। পবিত্র পুঁথির হুবহু অনুরূপ ভাবে প্রচার করি নি, কারণ সেটা বোঝা তোমাদের পক্ষে কষ্টকর হত বলে আমি মনে করি, তাই তোমাদের টীকা শোনাব। টীকাও খুবই বড় জিনিস, কারণ পণ্ডিতরাই তো বলে থাকেন যে মূল বাণী বড়ই কঠিন। সেখানে সবাইকে বলেছি দান-ধ্যান করতে আর বিবেচনার সঙ্গে অর্থব্যয় করতে। আর তোমার স্ত্রীকেও তো সেখানে দেখলাম—আহা! সে কোথায়?"

লোকটি বলল, "বোধ হয় ঐ বাগানে আছে। এখুনি এসে পড়বে।"

স্ত্রী এসে বলল, "আরে প্রভু যে! সেন্ট জনের দোহাই, আসুন, আসুন। কেমন আছেন?"

ফকির সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে কঠিন বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ঠোঁট দিয়ে চড়ুইয়ের মত শব্দ করতে করতে মিষ্টি করে চুমো খেলো। বলল, "ম্যাডাম, সর্বরকমে তোমাদের সেবক হিসাবে বেশ ভালই আছি। যে ঈশ্বর তোমাদের দিয়েছেন আত্মা ও জীবন তাঁকে ধন্যবাদ! কারণ আজকের প্রার্থনা-জমায়েতে তোমার মত সুন্দরী আর কাউকে দেখলাম না। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন!"

সে বলল, "ঠিক, ঈশ্বর যেন সব দোষ সংশোধন করে দেন। যাই হোক, আপনি স্বাগত।"

"ধন্যবাদ ম্যাডাম. আমি তো সর্বদাই স্বাগত। কিন্তু তোমার অনুমতি নিয়ে আমি যদি টমাসের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলি তাহলে তুমি নিশ্চয়ই বিরক্ত

হবে না। এই সব সহকারী যাজকরা বড়ই উদাসীন ; অপরাধ স্বীকারের ক্ষেত্রে বিবেককে ঠিকমত পরিচালনা করতে পারে না। পিটার ও পলের বাণী আয়ত্ত করতে ও প্রচার করতে আমি কঠোর পরিশ্রম করে থাকি। যীশু খৃস্টকে তাঁর প্রাপ্য মিটিয়ে দেবার জন্য আমি খৃস্টানদের আত্মাকে খুঁজে বেড়াই। তাঁর বাণী প্রচারই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

স্ত্রী বলল, "আপনার অনুমতি নিয়েই বলছি, পবিত্র ত্রিমূর্তির দোহাই, ওকে খুব করে বকে দিন। যা কিছু লোকে চায় সবই তার আছে, তবু সে পিঁপড়ের মত রাগী। রাতের বেলা আমি তাকে ঢাকা দিয়ে গরম করে রাখি, আমার পা বা হাত তার উপরে রাখি, তবু সে আমাদের খোঁয়াড়ের ভালুকের মত আর্তনাদ করে। তার কাছ থেকে আমি কোন সুখ পাই না ; আমিও তাকে কোন মতেই তুষ্ট করতে পারি না।"

"আহা টমাস! টমাস! এর ফলেই তো শয়তান আসে ; এটা শোধরাতে হবেই। উপরওয়ালা ঈশ্বরই ক্রোধকে নিষেধ করেছেন ; এ বিষয়ে আমি দু' একটা কথা বলব।"

স্ত্রী বলল, "আচ্ছা প্রভু, আমি যাবার আগে বলুন তো, রাতে কি খাবেন ? আমি এখনই গিয়ে ব্যবস্থা করব।"

ফকির বলল, "দেখ ম্যাডাম, আমার চাই শুধু একটা খাসি-মোরগের যকৃৎ আর তোমাদের নরম রুটির একটা পাতলা টুকরা, আর তার পরে টোস্ট-করা শুয়োরের মাথা একটা—কিন্তু আমার জন্য কোন পশু হত্যা করা হোক তা আমি চাই না ; তাহলেই তোমাদের এখানে প্রচুর খাওয়া হবে। আমার ক্ষিদে খুবই অল্প ; বাইবেলই আমার আত্মার পুষ্টিসাধন করে। দেহকে সব সময়ই এমন কঠোর ভাবে পাহারা দেওয়া হয় যে আমার ক্ষিদে মরে যায়। তোমাকে মিনতি করছি ম্যাডাম, বন্ধুর মত আমার ব্যক্তিগত অভিমত যদি তোমাকে জানাই তাহলে অসন্তুষ্ট হয়ো না। ঈশ্বরের দিব্যি, দু'একজন ছাড়া অপর কাউকে এ কথা আমি বলতে চাই না।"

স্ত্রী বলল, "দেখুন, যাবার আগে শুধু একটা কথা বলতে চাই। আপনি শহর ছেড়ে যাবার পরেই আমার ছেলে মারা গেছে দু সপ্তাহও হয় নি।"

ফকির বলল, "বাড়িতে শয়নাগারে বসেই দৈব-সাক্ষাতের ফলে তার মৃত্যু আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমি জোরের সঙ্গেই বলছি, তার মৃত্যুর পরে আধ ঘণ্টা পার না হতেই আমি তাকে চিরশান্তির দেশে বহন করে নিয়ে যেতে

দেখেছি ; ঈশ্বর আমাকে ঠিক পথে নিয়ে চলুন ! আমাদের গীর্জার কর্মী এবং হাসপাতালের প্রধানও সে দৃশ্য দেখেছে ; পঞ্চাশ বছর তারা প্রকৃত ফকিরের মত কাটিয়েছে ; এবার তারা পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি-উৎসব পালন করে নিজেরাই পথ চলতে পারে ; এই দানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। দলের সকলের মতই আমিও উঠে দাঁড়ালাম ; আমার দুই গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল ; চারদিক চুপচাপ ; ঘণ্টার শব্দও ছিল না। শুধু Te Deum সঙ্গীত গাওয়া হল, আর কিছু নয়। তাছাড়া আমি খৃষ্টের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে এই দৈব-প্রকাশের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। কারণ, মহাশয় ও মহাশয়া, তোমরা বিশ্বাস করো, রাজাই হোক আর যেই হোক, সাধারণ মানুষ অপেক্ষা আমাদের প্রার্থনা অনেক বেশী ফলপ্রসূ এবং খৃষ্টের গোপন কথা আমরাই অনেক বেশী জানতে পারি। আমরা বেঁচে থাকি দারিদ্র্য ও সংযমের মধ্যে, আর সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকে সম্পদের মধ্যে, প্রচুর আহার্য ও পানীয়ের মধ্যে, হীন আনন্দ উপভোগের মধ্যে। সব পার্থিব বাসনাকেই আমরা অর্থহীন মনে করি। ল্যাজারাস ও ডাইভ্স্-এর জীবনযাত্রা স্বতন্ত্র ; কাজেই তারা ভিন্ন ভিন্ন পুরস্কার লাভ করেছিল। যে প্রার্থনা করতে ইচ্ছুক তাকে উপবাসী ও পবিত্র থাকতে হবে ; দেহকে কৃশ করে আত্মার বৃদ্ধি সাধন করতে হবে। যীশুর শিষ্য যেমন বলেছেন আমরা সেই ভাবেই চলি ; খাদ্য ও বস্ত্র হলেই হল, সেগুলো খুব ভাল হতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমাদের মত ফকিরদের পবিত্রতা ও উপবাসের জন্যই খৃষ্ট আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করেন।

"ভেবে দেখ, মোজেস চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি উপবাস করার পরে তবে উপরওয়ালা শক্তিমান ঈশ্বর সিনাই পর্বতে তার সঙ্গে কথা বলেন। দীর্ঘ উপবাসের পর খালি পেটে থেকে তবে সে ঈশ্বরের স্বহস্ত লিখিত 'বিধান' লাভ করেছিল। আর তোমরা তো ভালই জান, হোরেব পর্বতে দীর্ঘ দিন উপবাসে ও ধ্যানে কাটাবার পরে তবে এলিজা আমাদের সকলের জীবনের যিনি চিকিৎসক সেই প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে পেরেছিল।

"মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক আরন এবং অন্য প্রতিটি পুরোহিত মানুষের জন্য প্রার্থনা করতে বা পূজা দিতে মন্দিরে যাবার আগে এমন কোন পানীয় স্পর্শও করত না যা খেলে তারা মাতাল হয়ে যেতে পারে ; বরং পাছে তাদের মৃত্যু ঘটে এই ভয়ে তারা সংযতভাবেই প্রার্থনা করত ও জেগে থাকত। আমি যা বলছি মনে রেখো। সাধারণ মানুষের জন্য যারা প্রার্থনা করবে তারা যদি

ধীর স্থির না হয়, তাহলে সাবধান—কিন্তু আর কথা নয় ; এই যথেষ্ট হয়েছে। পবিত্র পুঁথিতেই লেখা আছে, আমাদের প্রভু যীশু খৃস্টই তো উপবাস ও প্রার্থনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। সুতরাং আমরা ভিক্ষুকরা, আমরা দরিদ্র ফকিররা, ধর্ম, অশ্রুজল, করুণা ও পবিত্রতার জন্য দারিদ্র্য, চারিত্রিক সততা, দানশীলতা, বিনয়, সংযম ও যন্ত্রণাকেই সংগী করে নিয়েছি। সুতরাং তোমরা যতই কেন টেবিলে ভোজ্যদ্রব্য সাজাও, আমাদের প্রার্থনাই—আমি আমাদের মানে ভিক্ষুকদের, ফকিরদের হয়ে বলছি—প্রভুর কাছে অধিকতর গ্রাহ্য। সত্যি কথা বলতে কি, পেটুক স্বভাবের জন্যই মানুষ প্রথম স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল ; আর স্বর্গে মানুষ নিশ্চয়ই সৎ ছিল।

"টমাস, এবার আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন। এ বিষয়ে কোন পুঁথি আছে বলে আমি জানি না ; তবে আমাদের প্রিয় প্রভু যীশু ফকিরদের সম্পর্কে যা বলেছেন, বিশেষ করে যেখানে তিনি বলেছেন, 'দরিদ্রদের আত্মাই ধন্য', সে বিষয়ে একটা টীকা নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। কাজেই ধর্মগ্রন্থের আগাগোড়াই তুমি দেখতে পাবে, যারা টাকার ভিতর গড়াগড়ি যায় তাদের চাইতে আমাদের বৃত্তির লোকের প্রতিই তাঁর বাণী অধিকতর অনুকূল। তাদের জৌলুষ আর ঔদারিকতাকে ধিক। তারা অজ্ঞান বলেই তাদের আমি অবিশ্বাস করি। আমার কাছে তারা জোভিনিয়ানের মতই,—তিমির মত মোটা, হাঁসের মত হাঁটে, আর মদের ঘরের বোতলের মতই মদ্যপ্রিয়। তারা যখন আত্মার উদ্দেশ্যে ডেভিড-এর স্তোত্র আওড়ায়, যখন তারা ঢেকুর তোলে আর গায় 'cor meum eructavit!' তখন তাদের প্রার্থনায় ভক্তি ঝরে পড়ে। আমরা বিনীত, সৎচরিত্র ও দরিদ্র, ঈশ্বরের কথামত আমরা কাজ করি, শুধুই শ্রোতামাত্র নই ; কাজেই আমরা ছাড়া আর কে ঈশ্বরের বাণী ও পথ অনুসরণ করে ? সুতরাং বাজপাখি যেমন এক উড়ালে আকাশে উঠে যায়, তেমনি করেই দানশীল, সৎচরিত্র ও পরিশ্রমী ফকিরদের প্রার্থনা ঊর্ধ্বে উঠে ঈশ্বরের দুই কানে পেঁছয়। টমাস! টমাস! প্রভু সেন্ট ঈভস্-এর দিব্যি, আমাদের ভাই না হলে তোমার এই বাড়-বাড়ন্ত হত না। তোমাকে স্বাস্থ্য ও শক্তি দেবার জন্য, শীঘ্র তোমার শরীর সারিয়ে তুলবার জন্য আমরা দিন-রাত যীশুর কাছে প্রার্থনা করি।"

টমাস বলল, "ঈশ্বর জানেন, তাতে আমার কিন্তু কোন উপকার হয় নি। খৃস্ট আমার সহায় হোন, কয়েক বছরে নানা রকম ফকিরের পিছনে আমি অনেক পাউণ্ড খরচ করেছি, কিন্তু কখনও রোগমুক্ত হলাম না। সত্যি কথা

বলতে কি, আমার সব অর্থই প্রায় খরচ হয়ে গেছে। আমার সব সোনা নিঃশেষিত, অতএব বিদায় সোনা!"

ফকির বলল, "তুমি ঠিক বলছ টমাস? নানান ফকিরের তোমার দরকার কি? যে লোকের হাতে যোগ্য চিকিৎসক আছে, সে কেন শহরে অন্য ডাক্তার খুঁজতে যাবে? তোমার বিশ্বাসহীনতাই তোমাকে শেষ করেছে। তুমি কি মনে কর, আমি বা আমার দল যে তোমার জন্য প্রার্থনা করছে সেটা যথেষ্ট নয়? টমাস, এ চালাকি ভাল নয়। আমরা খুব সামান্য পেয়েছি বলেই তোমার অসুখ করেছে। আহা, ও মঠে সিকি কুনকে জই দিলাম! আহা, এ মঠে চব্বিশটা মুদ্রা দিলাম! আহা, ও ফকিরকে এক পেনি দিয়ে বিদায় করলাম! না, না টমাস, এভাবে কাজ হবে না। একটা ফার্দিং-কে বারো ভাগ করলে তার কি দাম থাকে? দেখ, যা কিছু সবই একত্র থাকলেই শক্তিমান, আলাদা হলেই দুর্বল। টমাস, তোমার তোষামোদ আমি করব না; বিনা দামে তুমি আমাদের কাজ পেতে চাও। যে উপরওয়ালা ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন তিনিই বলেন, মজুরকে যোগ্য মজুরি দিতে হবে। টমাস, নিজের জন্য তোমার এতটুকু সম্পদ আমি চাই না, চাই আমার মঠের জন্য যেখানে সব সময় তোমার জন্য প্রার্থনা করা হয়, চাই খৃস্টের নিজের গীর্জা তৈরি করার জন্য। টমাস, তুমি যদি কাজ শিখতে চাও. তাহলে ভারতবর্ষের টমাসের জীবনী পড়লেই জানতে পারবে গীর্জা তৈরি করা ভাল কাজ কি না। শয়তান তোমার মনে যে আগুন জ্বালিয়েছে, তুমি এখানে শুয়ে শুয়ে সেই ক্রোধে ও ক্ষোভে জ্বলছে. আর তোমার নরম, ধৈর্যশীলা, বেচারি নির্দোষ স্ত্রীকে তিরস্কার করছ। কাজেই টমাস, যদি ইচ্ছা হয় আমার কথা শোন, নিজের ভালর জন্যই কখনও স্ত্রীর সংগে ঝগড়া করো না। ধর্মের দিব্যি, এ বিষয়ে বিজ্ঞজনেরা যা বলেন তা মেনে চলো: 'নিজের বাড়িতে সিংহ হয়ো না; নিজের প্রজাদের উৎপীড়ন করো না, বা পরিচিতজনদের পালাতে বাধ্য করো না।' টমাস, তোমাকে পুনরায় সাবধান করে দিচ্ছি, তোমার বুকের মধ্যে যে ঘুমিয়ে আছে তার কথা শুনো; যে সাপ ঘাসের ভিতর লুকিয়ে থেকে এগিয়ে এসে সূক্ষ্মভাবে কামড়ায় তার থেকে সাবধানে থেকো। খুব সাবধান বাবা। মন দিয়ে শোন: স্ত্রী ও রক্ষিতার সংগে ঝগড়া করে বিশ হাজার মানুষ তাদের জীবন দিয়েছে। তোমার স্ত্রী যখন এত পবিত্র ও নরম, তখন তুমি কেন গোলমাল বাধাবে? নিশ্চয় জেন, স্ত্রীলোক যখন ক্রুদ্ধ

হয় তখন সে বড় ভয়ংকর। লেজে পা দিলেও কোন সাপ এতটা নিষ্ঠুর বা তার অর্ধেক ভয়ংকরও হতে পারে না ; তখন তার একমাত্র কামনা হয়ে ওঠে প্রতিহিংসা। ক্রোধ মহাপাপ, সাতটি বৃহৎ পাপের অন্যতম ; স্বর্গে ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন, আর মর্তে সে মানুষকে ধ্বংস করে। ক্রোধ কেমন করে মানুষ খুনের কারণ হয় তা তোমাকে যে কোন অজ্ঞ পুরোহিত বা পাদরিই বলে দিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে, ক্রোধ হচ্ছে অহংকারের হাতের জল্লাদ। ক্রোধ থেকে উদ্ভূত গোলযোগের এত বিবরণ দিতে পারি যে আমার কাহিনী আগামীকাল পর্যন্ত গড়াতে পারে। তাই তো দিনরাত আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, কোপনস্বভাব মানুষের হাতে তিনি যেন ক্ষমতা না দেন। কোপনস্বভাব মানুষ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলে সেটা একাধারে মহা ক্ষতি ও মহা দুঃখের কারণ হয়।

"সেনেকা বলেছেন, এক সময় একজন কোপনস্বভাব শাসনকর্তা ছিল। একদা তার শাসনকালে দুই নাইট অশ্বারোহণে বেরিয়ে গেল ; নিয়তির বিধানে তাদের একজন বাড়ি ফিরল, অপরজন ফিরল না। যে নাইট বাড়ি ফিরল তাকে তৎক্ষণাৎ বিচারকের সামনে হাজির করা হল। বিচারক বলল, 'তুমি তোমার সঙ্গীকে খুন করেছ ; সে জন্য তোমাকে নিশ্চিত মৃতুদণ্ডে দণ্ডিত করলাম।' সে তখন অপর একজন নাইটকে নির্দেশ দিল, 'আমি আদেশ করছি, যাও, তার মৃত্যু বিধান কর।' এখন হল কি, তারা যখন বধ্যভূমির দিকে যাচ্ছিল তখন যে নাইটকে মৃত বলে মনে করা হয়েছিল সে এসে হাজির। তখন তারা স্থির করল, দুজনকে বিচারকের কাছে নিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তারা বলল, 'প্রভু, এই নাইট তার সঙ্গীকে খুন করে নি ; এই তো তিনি বহাল তবিয়তে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে।' বিচারক বলল, 'যেহেতু আমি উন্নতিপ্রত্যাশী, তোমাদের মরাই উচিত ; তোমাদের তিনজনেরই—এক, দুই, ও তিন!' প্রথম নাইটকে বিচারক বলল, 'আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি, কাজেই তোমাকে অবশ্যই মরতে হবে। আর তুমি, তোমারও মাথা কাটা যাবে, কারণ তোমার জন্যই তোমার সঙ্গীর মৃত্যু হচ্ছে।' আর তৃতীয় নাইটকে সে বলল, 'তোমাকে যা আদেশ করেছিলাম তা তুমি করো নি।' তখন সেই তিনজনকেই মেরে ফেলা হল।

"কোপনস্বভাব ক্যাম্বিসেস ছিল মদ্যপায়ী। বদমায়েশীতে সে খুব মজা পেত। তার দরবারের একজন নাইট ছিল সদাচারের ভক্ত। একদিন তারা

যখন একান্তে ছিল তখন নাইট বলল, 'প্রভু, পাপী হলে তার আর রক্ষা নেই ; মাতলামিও যে কোন মানুষকে, বিশেষ করে একজন প্রভুকে বদনামের ভাগী করে তোলে। অনেক চোখ আর অনেক কানই তার উপর নজর রাখে, কিন্তু সে কিছুই জানতে পারে না। ঈশ্বরের প্রেমের দিব্যি, আরও সংযত হয়ে পান করবেন। মদ মানুষের মানসিক শক্তি নষ্ট করে ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৈহিক ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলে।' ক্যাম্‌বিসেস্‌ উত্তরে বলল, "এখনই তার উল্টোটাই দেখতে পাবে, আর নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই প্রমাণ করবে যে, মদ মানুষের ও রকম কোন ক্ষতি করে না। এমন কোন মদ নেই যা আমার হাত-পায়ের শক্তি বা দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয়।' তারপর জিদ করেই সে আগের চাইতে একশ' গুণ বেশী মদ খেল। তখন সেই কোপনস্বভাব অভিশপ্ত হতভাগা নাইটের ছেলেকে ডেকে এনে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর সহসা ধনুক হাতে নিয়ে ছিলাটাকে আকর্ণ টেনে তীর ছুঁড়ে দিয়ে ছেলেটাকে সেখানেই মেরে ফেলে বলে উঠল, 'কি হল ? আমার হাত স্থির আছে কি না ? আমার দেহের ও মনের সব শক্তি কি চলে গেছে ? মদ কি আমার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে ?' নাইটের জবাব শুনিয়ে আর কি হবে ? তার ছেলে খুন হয়ে গেল ; আর তো বলার কিছু নেই। কাজেই প্রভুদের সঙ্গে ব্যবহারের বেলায় খুব সাবধান। সব সময়ই বলবে 'তথাস্তু,' আর দরিদ্র লোক ছাড়া অন্য সকলকেই বলবে 'পারলে করব।' দরিদ্র লোককে সাবধান করে দিতে পার, কিন্তু কোন প্রভু যদি নরকেও যায় তথাপি না।

'পারস্যদেশের কোপনস্বভাব সাইরাসকে দেখ সে যখন ব্যাবিলন জয় করতে গিয়েছিল তখন তার একটা ঘোড়া নদীতে ডুবে গিয়েছিল বলে সে গিণ্ডেসের নদীটাকেই ধ্বংস করে দিল। নদীটাকে সে এত সংকীর্ণ করে দিল যে মেয়েরাও সেটা হেঁটে পার হতে পারে। একজন সৎ শিক্ষক কি বলে থাকেন ? 'কোপনস্বভাব লোকের সঙ্গী হয়ো না, বা পাগলের সঙ্গে পথ চলো না ; অন্যথায় কপালে দুঃখ আছে।' আর কিছু বলতে চাই না।

"এবার ভাই টমাস, ক্রোধ পরিহার করো ; দেখবে আমি ছুতোরের বাটামের মতই ন্যায়পরায়ণ। বুকের মধ্যে সব সময় শয়তানের ছুরি ধরে থেকো না—তোমার ক্রোধই তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে—বরং সব কথা আমাকে খুলে বল।"

অসুস্থ লোকটি বলল, "না, সেণ্ট সাইমনের দিব্যি, আমার সহকারী

যাজকই আজ আমার পাপ-মোচন করেছেন। আমার সব কথাই তাকে বলেছি, সে কথা আবার বলার কোন দরকার নেই।"

ফকির বলল, "তাহলে আমাদের বাড়ি তৈরির জন্য তোমার সোনাদানার কিছুটা আমাকে দাও, কারণ অন্যরা যখন বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থেকেছে তখন আমাদের মঠ তৈরির জন্য আমরা শুধু ঝিনুক আর গুগলি খেয়ে দিন কাটিয়েছি। অথচ ঈশ্বর জানেন, এখনও বাড়ির ভিতই শেষ হয় নি, মেঝের একখানা টালিও যোগাড় হয় নি। ঈশ্বরের দিব্যি, পাথরের দরুণ চল্লিশ পাউণ্ড এখনও বাকি আছে। কাজেই টমাস, যিনি নরক চষে ফেলেছেন তাঁর নামে আমাকে সাহায্য কর। নইলে আমাদের পুঁথিপত্তর সব বিক্রি করে দিতে হবে। আর তোমরা যদি আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত হও তাহলে গোটা পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। দেখ টমাস, আমাদের যারা পৃথিবী থেকে উৎখাত করবে তারা জগৎ থেকে সূর্যটাকেই দূর করে দেবে। কারণ আমাদের মত শেখাতে ও কাজ করতে আর কে পারে? এ শুধু আজকের কথা নয়, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, পুঁথিতে লেখা আছে যে, এলিজা বা এলিশার সময় থেকেই ফকিররা দাতব্য ব্যবস্থার উপর ভরসা করে এসেছে! কাজেই টমাস, পবিত্র দানের জন্যই আমাকে সাহায্য কর!" ফকির নতজানু হল।

রুগ্ন লোকটি রেগে আগুন, তার ইচ্ছা হল এই অসভ্য ভাষণের জন্য ফকিরকে পুড়িয়ে মারে। বলল, "আমার যা আছে শুধু তাই আপনাকে দিতে পারি, তার বেশী নয়। আপনি তো বলেছেন আমি আপনার ভাই, বলেন নি?"

ফকির উত্তর দিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয় বলেছি; আমার কথা বিশ্বাস কর।"

টমাস বলল, "বেশ, তাহলে আমি বেঁচে থাকতেই আপনার পবিত্র মঠকে কিছু দিয়ে যাব; কিন্তু সেটা আপনাকে এখনই হাত পেতে নিতে হবে, আর তাতে একটিমাত্র শর্ত থাকবে: আপনি সেটাকে এমন ভাবে ভাগ করবেন যাতে প্রত্যেক ফকির সমান ভাগ পায়। কোন ফাঁকি নয়, কোন আপত্তি নয়, ধর্মের নামে এই প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিতে হবে।"

ফকির বলল, "ধর্মের নামে প্রতিশ্রুতি দিলাম।" এই বলে সে টমাসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। "এই আমার প্রতিশ্রুতি, এর খেলাপ করব না।"

রোগা লোকটি বলল, "বেশ, তাহলে আমার পিঠের নীচ দিয়ে হাত ঢোকান এবং চারদিক ভাল করে হাতড়ান। আমার দুটো পাছার নীচে এমন

একটা জিনিস পাবেন যা আমি গোপনে লুকিয়ে রেখেছি।"

ফকির ভাবল, "আ! এ জিনিসটাই আমি নিয়ে যাব!" একটা উপহার পাবার আশায় সে নীচের দিকে হাত চালিয়ে দিল। কিন্তু রোগা লোকটি যখন বুঝল যে ফকির তার গুহ্যদ্বারের চারপাশে হাতড়াচ্ছে তখন সে ফকিরের হাতের ঠিক মধ্যিখানে বাতকর্ম করে দিল, কোন টাট্টু ঘোড়াই গাড়ি টানতে টানতে এমন জোরে শব্দ করে বাতকর্ম করতে পারত না।

ক্রুদ্ধ সিংহের মত ফকির লাফিয়ে উঠল। বলল, "আরে ভণ্ড! ঈশ্বরের অস্থির দোহাই, ক্রোধবশতঃ তুমি ইচ্ছা করে এ কাজ করেছ! আমিও ব্যবস্থা করছি; এর জন্য তোমাকে অনুতাপ করতে হবে!"

গোলমাল শুনে টমাসের চাকররা ছুটে এসে ফকিরকে তাড়িয়ে দিল। সে রেগেমেগে বেরিয়ে গেল এবং তার সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হল। মালপত্তর নিয়ে সে অপেক্ষা করছিল। ফকিরকে তখন বুনো ভালুকের মত দেখাচ্ছে। রাগে সে দাঁত কড়মড় করছে। দ্রুত পায়ে সে জমিদার বাড়িতে ছুটে গেল। জমিদার তখন টেবিলে বসে খাচ্ছিল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ফকির সেখানেই হাজির হল। প্রথমে তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হল না। অবশেষে সে বলল, "ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন।"

জমিদার চোখ তুলে বলল, "আপনার মঙ্গল হোক! তারপর, ফকির জন, পৃথিবীর হালচাল কেমন? বেশ বুঝতে পারছি একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, জঙ্গলটা বুঝি চোরে বোঝাই। বসুন—বসুন; বলুন কি হয়েছে; সম্ভব হলে সব ঠিক করে দেব।"

ফকির বলল, "আপনার গ্রামে আজ আমি অপমানিত হয়েছি। আপনার শহরে এসে আজ যা পেয়েছি, গোটা পৃথিবীতেও এত গরীব কোন চাকর নেই যে সে জিনিসকে ঘৃণা করে না। তথাপি এই সাদা চুলওয়ালা বুড়ো আমাদের পবিত্র মঠকে নিন্দিত করেছে বলেই আমি সব চাইতে বেশী দুঃখ পেয়েছি।"

জমিদার বলল, "তাহলে বলুন প্রভু—"

ফকির বলে উঠল, "প্রভু নয়, ভৃত্য।…কি বাজারের মধ্যে, কি আপনার বড় হল-ঘরের ভিতরে, কেউ যখন আমাদের 'রাব্বি' (ইহুদি পুরোহিত) বলে তখন ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না।"

জমিদার বলল, "তাতে কিছু যায় আসে না। আপনার অভিযোগের কথা বলুন।"

ফকির বলল, "মহাশয়, আজ আমার ও আমার সম্প্রদায়ের, এবং সেই হেতু পবিত্র গীর্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের এক ঘৃণ্য ক্ষতি সাধিত হয়েছে, ঈশ্বর যেন শীঘ্রই এর সংশোধন করেন।"

জমিদার বলল, "কি হয়েছে আপনিই জানেন। ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আপনি আমার পুরোহিত; আপনারই তো পৃথিবীর নুন এবং সুগন্ধ। ঈশ্বরের দোহাই, ধৈর্য ধরুন। আপনার অভিযোগের কথা আমাকে বলুন।" সঙ্গে সঙ্গে ফকির সেই সব কথা বলল যা আপনারা আগেই শুনেছেন—তাই ভালই জানেন।

বাড়ির গৃহিণী ফকিরের কথা শোনার আগে পর্যন্ত চুপচাপ বসে ছিল। এবার সে বলে উঠল, "হে ঈশ্বর-জননী! হে পবিত্র কুমারী! সত্যি করে বলুন এই কি সব?'

ফকির বলল, "ম্যাডাম, এ ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন?"

গৃহিণী বলল, "আমি কি মনে করি? ঈশ্বর আমার সহায় হোন, আমি তো বলি, ধূর্ত লোক ধূর্তের মতই চাল চেলেছে। আর কি বলব? ঈশ্বর করুন, তার যেন কখনও উন্নতি না হয়! তার রোগা মাথাটা অহংকারে ভরতি, আমার তো মনে হয় তার মাথাও একটু খারাপ।"

ফকির বলল, 'ম্যাডাম, ঈশ্বরের দোহাই, আমি মিথ্যে বলব না, এই ভণ্ড নিন্দুক আমাকে এমন জিনিস ভাগ করতে বলেছে যা সকলের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করা যায় না। তার কপাল ভাঙুক! কিন্তু এর প্রতিশোধ যদি না নেওয়া হয় তাহলে আমি যেখানে যাব সেখানেই ওর নিন্দা করব।"

জমিদার যেন সমাধিস্থ হয়ে চুপচাপ বসে রইল। মনে মনে সে কখনও এদিক, কখনও ওদিক ভাবতে লাগল: "ফকিরকে এ রকম একটা সমস্যায় ফেলবার কল্পনা লোকটার মাথায় এল কি করে? এ রকম কথা তো আগে কখনও শুনি নি। মনে হচ্ছে শয়তানই এটা তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। আজকের আগে গণিতশাস্ত্রের এ রকম সমস্যা কেউ আবিষ্কার করতে পারে নি। একটা বাতকর্মের শব্দ বা গন্ধকে সমান ভাগে ভাগ করে দেবার পরীক্ষা কে করে দেখাতে পারে? কী নির্বোধ অহংকারী লোকটা! তাকে ধিক্!"

"তারপর জমিদার বলল, "দেখুন, তার ভাগ্য মন্দ হোক! এর আগে এমন কথা কে কবে শুনেছে? সকলকে সমান—কেমন করে হবে বলুন দেখি? এ অসম্ভব; এ হতে পারে না। হায় নির্বোধ, ঈশ্বর যেন কখনও তাকে উন্নতি

করতে না দেন। প্রতিটি শব্দের মতই বাতকর্মও বাতাসে ধ্বনিত হতে হতে ক্রমাগত একটু একটু করে হ্রাস পেতে থাকে। সেটা সমান ভাগে ভাগ হল কিনা তা কেউ বিচার করতে পারে না। দেখুন, কেমন চালাকি করে সে আজ আমার পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলেছে! আমার বিবেচনায় নিশ্চয় তাকে শয়তানে ধরেছে। আপনি খেতে বসুন, ওর কথা থাক। শয়তানের নামে বলছি, সে নিজেই ফাঁসিতে ঝুলুক।"

বাতকর্মকে বারো ভাগে ভাগ করার ব্যাপারে জমিদারের পার্শ্বচর, তার খাদ্য-পরিবেশকের কথা: এদিকে জমিদারের পার্শ্বচর টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে মাংসের টুকরো কাটতে কাটতে আমি আপনাদের যা বললাম তার প্রতিটি অক্ষর শুনে বলল, "প্রভু, অসন্তুষ্ট হবেন না; আর ফকির সাহেব, আপনি যদি রাগ না করেন তাহলে একটা স্যুট বানাবার মত কাপড় পেলে আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে বলে দিতে পারি, এই বাতকর্মকে কেমন করে আপনার মঠের সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যায়।"

জমিদার বলল, "তাহলে বলে ফেলো; ঈশ্বর ও সেন্ট জনের দিব্যি, একটা স্যুটের কাপড় তুমি এক্ষুণি পেয়ে যাবে।"

পার্শ্বচর বলল, "আবহাওয়া যখন খুব ভাল থাকবে, বাতাস বইবে না, বা আবহাওয়ায় কোন গোলযোগ থাকবে না, তখন একটা গাড়ির চাকা এই হল-ঘরে আনা হোক। কিন্তু দেখবেন, চাকার পাকিগুলো যেন সব ঠিক থাকে—একটা গাড়ির চাকায় সাধারণত বারোটা পাকি থাকে। তারপর বারো জন ফকিরকে আমার কাছে নিয়ে আসুন; কেন জানেন কি? কারণ আমার ধারণা, একটা মঠে তেরো জন বাসিন্দা থাকে। এখানে উপস্থিত আপনার পুরোহিত মশায়ই মোট সংখ্যাটা পূরণ করবেন। তারপর সকলে এক সঙ্গে হাঁটু ভেঙে বসে প্রত্যেক ফকির এই ভাবে এক-একটি পাকির শেষ প্রান্তে নাক চেপে ধরবে। আপনার মহান পুরোহিত—ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন—তার নাকটি চেপে ধরবেন চাকার অক্ষ-দণ্ডের ঠিক নীচে। তারপর টমাসকে এখানে ডাকা হোক। তার পেট যেন একটা পিপের মত শক্ত থাকে। চাকার অক্ষ-দণ্ডটির উপর বসিয়ে দিয়ে তাকে দিয়ে বায়ু নিঃসরণ করানো হোক। আমার জীবনের ঝুঁকি নিয়েই বলছি, তখন হাতে-কলমে প্রমাণসহ দেখতে পাবেন, সেই শব্দ ও বুদ্‌বুদ প্রতিটি পাকির শেষ প্রান্তে সমান ভাবে পৌঁছে যাবে;

শুধু আপনার পুরোহিত এই মহাপুরুষ তার সম্মানের উপযুক্তভাবেই সে ফলাফল লাভ করবে সকলের আগে। ফকিরদের মধ্যে এই প্রথাই প্রচলিত যে, যোগ্যতম ব্যক্তিকেই প্রথম ভাগ দেওয়া হয়; কাজেই এ ব্যাপারেও সেটাই তার অবশ্য প্রাপ্য। তিনি আজ মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আমাদের এত কথা শিখিয়েছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে আমি তিনটি বাতকর্মের প্রথম গন্ধ তাকে দেবারই পক্ষপাতী; মঠের অন্য অধিবাসীরাও নিশ্চয় তাই চাইবে, কারণ তিনি খুব সৎ ও পবিত্রভাবে মঠ পরিচালনা করে থাকেন।"

জমিদার, তাঁর পত্নী, এবং ফকির ভিন্ন আর সকলেই বলল যে, জেংকিন এ বিষয়ে ইউক্লিড বা টোলেমির মত যুক্তিসংগত ভাবে কথা বলেছে। টমাসের ব্যাপারে তারা বলল, সে যা বলেছে কৌশল ও উপস্থিত বুদ্ধির গুণেই বলেছে। সে বোকা নয়, তাকে শয়তানেও পায় নি। আর জেংকিন জয় করে নিল একটা নতুন স্যুট।

আমার কাহিনী শেষ হল; আমরা প্রায় শহরে পেঁছে গেছি। পেয়াদার কাহিনী এখানেই শেষ হল।

পাদরির কাহিনী

অক্সফোর্ডের পাদরির কাহিনীর প্রস্তাবনা শুরু হল: সরাইওয়ালা বলল, "অক্সফোর্ডের পাদরিমশায়, সারাক্ষণ আপনি ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন টেবিলে উপবিষ্টা নববিবাহিতা কনেটির মত শান্ত ও বিনীতভাবে; সারা দিন আপনার মুখ থেকে একটি কথাও শুনতে পাই নি। আমার মনে হয়, আমাদের কুট-কচালের কথাই আপনি ভাবছিলেন। কিন্তু সলোমন বলেছেন, 'সব কিছুরই একটা সময় আছে।' ঈশ্বরের দোহাই, হাসিখুশি হোন! এটা গভীর ধ্যানের সময় নয়। আপনার ধর্মের দিব্যি, কিছু মজার কাহিনী আমাদের বলুন! কারণ খেলায় নেমে খেলার নিয়ম মেনে চলাই উচিত। কিন্তু লেণ্ট-উৎসবের সময় অতীত পাপের জন্য অনুশোচনার অশ্রুজল ফেলাতে ফকিররা যে রকম বাণী প্রচার করে থাকে, দয়া করে তা করবেন না; আপনার কাহিনী যেন আমাদের ঘুম পাড়িয়ে না দেয়। অভিযানবিষয়ক কিছু মজার গল্প আমাদের বলুন; রাজদরবারে লিখিত দরখাস্তের মত আপনারা যখন উচ্চ রচনা-শৈলী অনুসারে লেখেন তখন যে সব ছন্দ, অলংকার ও উপমা ব্যবহার-

করে থাকেন, সেগুলো বাদ দেবেন। আমাদের অনুরোধ, সহজ কথায় বলুন, যাতে আপনার কথা আমরা বুঝতে পারি।"

সদাশয় পাদরি শান্তভাবে জবাব দিল, "মালিক, আমি আপনার অধীন; এখন আপনি আমাদের পরিচালক। কাজেই যুক্তিসংগত যে কোন ব্যাপারে আমি অবশ্য আপনাকে মেনে চলব। পাদুয়াতে এমন একজন পাদরি আছেন যিনি কথায় ও কাজে নিজের মহত্ত্ব প্রমাণ করেছেন; তাঁর কাছ থেকে শেখা একটা কাহিনীই আমি বলব। তিনি এখন মৃত, শবাধারে শায়িত। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তার আত্মা শান্তিলাভ করুক। এই পাদরির নাম ছিল রাজ-কবি ফ্রান্সিস পেত্রার্ক, জন দ্য লেগনানো যেমন দর্শন, আইন ও অন্য সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করছেন, তেমনি তাঁর মধুর ছন্দ ইতালীয় কবিতার গৌরবকে উজ্জ্বল করেছে। কিন্তু যে মৃত্যু চোখের একটি পলকের বেশী সময় আমাদের পৃথিবীতে থাকতে দেয় না তার হাতেই এরা উভয়েই নিহত হয়েছেন, আর আমাদের সকলেরই মৃত্যু হবে।

কিন্তু যে মহৎ মানুষটি আমাকে এই কাহিনীটি শিখিয়েছিলেন তাঁর কথাতেই ফিরে যাই। গল্পের কাঠামো তৈরি করবার আগে তিনি খুব ভাল ভাবে তার কাহিনীর একটি প্রস্তাবনা লিখেছিলেন। তাতে তিনি পিডমণ্ট ও সালুজ্জো জেলার বিবরণ দিয়েছেন, পশ্চিম লোম্বার্ডির সীমানা সুউচ্চ অ্যাপেনাইন পর্বতমালার কথা বলেছেন, এবং যেখান থেকে পো নদী আরম্ভ হয়েছে সেই ভিসো পর্বতের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন; পো নদী একটা ছোট কূপ থেকে বের হয়ে ক্রমাগত বড় হতে হতে পূর্বদিকে এমিলিয়া, ফেরারা ও ভেনিসের দিকে প্রবাহিত হয়েছে—এ সব বোঝাতে গেলে অনেক সময় লাগবে। যাই হোক, তিনি তার বিষয়বস্তুর একটা ভূমিকা দিতে চেয়েছিলেন মাত্র, এ ছাড়া এ সব কিছুকেই আমি অবান্তর বলে মনে করি। কিন্তু এবার কাহিনী শুরু করছি, শুনুন।"

অক্সফোর্ডের পাদরির কাহিনী শুরু হল: ইতালির পশ্চিম প্রান্তে ঠাণ্ডা ভিসো পর্বতের পাদদেশে একটি উর্বর প্রান্তর আছে। সেখানে অপর্যাপ্ত শস্য ফলে। সেইখানে আরও অনেক মনোহর দৃশ্যের সঙ্গে এমন সব দুর্গ ও গ্রাম দেখতে পাবেন যেগুলি আমাদের পূর্বপুরুষদের আমলে প্রতিষ্ঠিত। সেই দেশের নাম সালুজ্জো।

এক সময়ে পূর্বপুরুষদের মতই একজন জমিদার এই দেশের শাসনকর্তা ছিল। ছোট-বড় সব প্রজা সব সময়ই তার প্রতি অনুগত এবং তার আদেশ-পালনে প্রস্তুত ছিল। এই ভাবে ভাগ্যের কৃপায় সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সাধারণ প্রজাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করে দীর্ঘকাল সে বেশ সুখেই বাস করছিল। লোম্বার্ডির মহত্তম পরিবারে তার জন্ম; সে সুপুরুষ, শক্তিমান, যুবক এবং অত্যন্ত সম্মানিত ও সদাশয়। দেশ-শাসনেও সে যথেষ্ট সুবিবেচক, যদিও কোন কোন ব্যাপারে তার কিছু দোষত্রুটি ছিল। এই তরুণ জমিদারের নাম ছিল ওয়াল্টার। তার কিছু কিছু ত্রুটির কথা বলেছি এই জন্য যে সে কখনও ভবিষ্যতের কথা ভাবত না; কেবলমাত্র বাজপাখি মারা ও বন্য জন্তু শিকার করার মত আপাত আনন্দ নিয়েই ব্যস্ত থাকত। আর সব দায়িত্বই সে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলেছিল; এমন কি—আর সেইটেই সব চাইতে খারাপ—যাই ঘটুক না কেন সে কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী ছিল না। এই একটিমাত্র ব্যাপারে তার প্রজারা এতই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে যে একদিন তারা তার সঙ্গে দেখা করতে গেল এবং তাদের মধ্যে যে সব চাইতে শিক্ষিত—অথবা জমিদার যার কাছ থেকে প্রজাদের কথা সহজেই শুনত, বা হয় তো সে সব কথা ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে পারত—সে লোকটি জমিদারকে যা বলল তা শুনুন:

"মহামান্য জমিদার, আপনার মানবিক মনোভাবের ফলেই আমাদের ক্ষোভের কথা, যা আপনাকে জানানো মাঝে মাঝেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে, আপনাকে জানাবার প্রেরণা ও সাহস আমরা পেয়েছি। দুঃখের সঙ্গে আমরা যা বলছি, আপনার সদাশয়তার গুণে তা গ্রহণ করুন; আমার কথা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবেন না। এখানে সমবেত অন্য সকলের চাইতে আলাদা করে আমার কিছু বলার নেই, তবে যেহেতু আপনি বরাবরই আমাকে অনুগ্রহ করে থাকেন, তাই আপনার কাছে আমাদের বক্তব্য শোনাবার অনুমতি চাইতে আমি সাহসী হয়েছি; এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা আপনিই বিচার করবেন।

"প্রভু, সত্যি বলছি, আপনি এবং আপনার কাজকর্ম বরাবরই আমাদের এতদূর খুশি করেছে যে এর চাইতে অধিকতর সুখে থাকার কল্পনাও আমরা করতে পারি না; তবে একটা জিনিস বাদে: বিবাহের বাসনা যদি আপনার হত। তাহলেই আপনার লোকজনেরা সব চাইতে বেশী সুখী হত। দাসত্বের

বন্ধনে নয়, লোকে যাকে পরিণয় বা বিবাহ-বন্ধন বলে সেই সর্বশক্তিমান পবিত্র জোয়ালে গলা বাড়িয়ে দিন। আপনি জ্ঞানী মানুষ, নিজেই ভেবে দেখুন, সময় কত দ্রুত বয়ে যায়। আমরা ঘুমোই কি জেগে থাকি, দেশভ্রমণ করি কি ঘোড়ায় চড়ি, সময় কিন্তু চলেই যাচ্ছে ; কারও জন্যই সে থেমে থাকে না। এখনও আপনি যৌবনের ফুলে ফুটে আছেন ; কিন্তু বয়স পাথরের মত নিঃশব্দে এগিয়ে আসে, আর মৃত্যু সব বয়সের, সব মর্যাদার লোককেই আঘাত করে, কেউ রেহাই পায় না। মৃত্যু হবেই এ কথা যেমন নিশ্চিত জানি, মৃত্যু কখন আসবে সে বিষয়ে কিন্তু আমরা ঠিক ততখানি অনিশ্চিত।

"কাজেই প্রভু, আমরা যারা আজ পর্যন্ত কখনও আপনার আদেশ অমান্য করি নি তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করুন ; আপনি সম্মত হলে অচিরেই এ দেশের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম পরিবার থেকে আপনার জন্য এমন একটি স্ত্রী আমরা পছন্দ করে দেব যে আমাদের মতে সে পছন্দ ঈশ্বরের কাছে এবং আপনার কাছে সম্মান বলে মনে হবে। দুর্নিবার শংকার হাত থেকে আপনি আমাদের বাঁচান, ঈশ্বরের দোহাই, দারপরিগ্রহ করুন। যদি এমনটি ঘটে যে আপনার মৃত্যুতেই আপনার বংশের অবসান হল এবং একজন অপরিচিত লোক আপনার বংশের উত্তরাধিকারী হল, হায়, তাহলে যে আমাদের কপালে অনেক দুঃখ! তাই আমাদের অনুরোধ, আপনি সত্বর বিবাহ করুন।"

প্রজাদের বিনম্র প্রার্থনা শুনে ও তাদের শোকার্ত মুখ দেখে জমিদারের অন্তরে করুণা জাগল। সে বলল, "প্রিয় জনগণ, তোমরা এমন একটা বিষয়ে আমাকে চাপ দিচ্ছ যা নিয়ে আমি ইতিপূর্বে কখনও ভাবি নি। আমার স্বাধীন জীবন নিয়ে আমি সুখেই আছি ; বিবাহিত জীবনে এ স্বাধীনতা কদাচিৎ মেলে। ছিলাম স্বাধীন, এবার হতে হব পরাধীন। তথাপি তোমাদের মনের কথা আমি বুঝেছি, আর তোমাদের শুভবুদ্ধিকেও আমি বিশ্বাস করি, যেমন চিরদিন করেছি। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব আমি স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে রাজী হব। কিন্তু আমার জন্য কনে পছন্দ করার যে প্রস্তাব আজ তোমরা করেছ, তা থেকে তোমাদের আমি অব্যাহতি দেব এবং অনুরোধ করব, সে প্রস্তাব তোমরা তুলে নাও। কারণ ঈশ্বর জানেন, ছেলেমেয়েরা প্রায়ই পূর্বপুরুষদের চাইতে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে, মহত্ত্ব ঈশ্বরের দান, যে প্রচেষ্টায় সন্তানের জন্ম হয় তার ফল নয়। ঈশ্বরের মহত্ত্বে আমি বিশ্বাস করি, কাজেই আমার বিবাহ, আমার কল্যাণ এবং আমার মনের শান্তির প্রশ্ন আমি ঈশ্বরের

হাতেই ছেড়ে দিলাম। তিনি যেমনটি ভাল মনে করবেন তেমনটি করবেন। আমার স্ত্রীকে পছন্দ করাটা আমার হাতেই ছেড়ে দাও—সে দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধেই বহন করব। কিন্তু তোমাদের কাছে আমি চাই, জীবন পণ রেখে তোমরা আমাকে কথা দাও, যাকে আমি স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করব সে যতদিন বেঁচে থাকবে তোমরা তাকে কথায় ও কাজে, এখানে ও অন্যত্র, সম্রাটের কন্যার মত সম্মান করবে। তোমাদেব আরও শপথ করতে হবেঃ আমার পছন্দ নিয়ে তোমরা কখনও গোলমাল বা অভিযোগ করবে না, কারণ তোমাদের অনুরোধে আমাকে যদি স্বাধীনতা ত্যাগ করতেই হয, আমি তাকেই বিয়ে করব যাকে আমার মন চাইবে। এ ব্যবস্থায় যদি তোমরা সম্মত না হও, তাহলে এ বিষয়ে আর কোন কথা বলো না।"

তাব সব শর্তই তারা স্বেচ্ছায় মেনে নিল এবং শপথও করল, উপস্থিত কেউই না বলল না। বিদায় নেবার আগে তারা অনুরোধ জানাল, জমিদার যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার বিয়ের একটা দিন স্থির করে, কারণ তাদের মনে তখনও শংকা ছিল যে সে হয়তো পত্নী গ্রহণ করবেই না। সুবিধা মত একটা নির্দিষ্ট দিন তাদেব জানিয়ে দিয়ে সে বলল, সে দিন নিশ্চয় বিবাহ করবে এবং তাদেব অনুরোধক্রমেই সে এতে রাজী হয়েছে। আনুগত্য ও শ্রদ্ধার সঙ্গে নতজানু হয়ে তারা সকলেই তাকে ধন্যবাদ জানাল। এই ভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করে তারা ঘরে ফিরে গেল।

জমিদার তৎক্ষণাৎ কর্মচারীদের ভোজের আয়োজন করতে আদেশ দিল এবং নির্ভরযোগ্য নাইট ও পার্শ্বচরদের প্রতি ইচ্ছামত নির্দেশ প্রচার করল। প্রত্যেকেই তার আদেশ পালন করল; ভোজকে স্মরণীয় করে তুলবার জন্য প্রত্যেকেই যথাসাধ্য সচেষ্ট হল। প্রথম অংশ শেষ হল।

দ্বিতীয় অংশ শুরু হল যে সুন্দর প্রাসাদটিতে জমিদার তার বিয়ের আয়োজন করেছিল তার অনতিদূরেই মনোরম পরিবেশে অবস্থিত একটা গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে জেলার গরীব লোকদের গরু-মোষ থাকত আর তাদের বাসা-বাড়িও ছিল। সেখানে কঠোর পরিশ্রম করে তারা জীবিকা অর্জন কবত, প্রকৃতিও তাদের প্রচুর ফসল দিত। সেই গরীব লোকদের মধ্যে একজন ছিল সব চাইতে গরীব; কিন্তু প্রভু ঈশ্বর তো ষাঁড়ের ছোট আস্তাবলেও তাঁর আশীর্বাদ পাঠাতে পারেন। গ্রামের লোকেরা তাকে ডাকত

জ্যানিকুলা বলে। তার একটি নয়নমোহিনী মেয়ে ছিল, তার নাম গ্রিসেল্ডা। পুণ্যকর্মের সৌন্দর্যের কথা যদি বলতে হয় তাহলে দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েও সে ছিল সূর্যের নীচের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। কোন রকম কামনা-বাসনা তার মনে জাগত না, পিপের বদলে কুয়োর জলই সে পান করত; আর পুণ্যকর্মের প্রেরণায় অলস সম্ভোগে দিন না কাটিয়ে কাজ করতেই সে অভ্যস্ত ছিল। বয়সে নবীনা হলেও তার কুমারী বুকের ভিতরে ছিল একটি পরিণত দৃঢ় অন্তর; উদার শ্রদ্ধার সঙ্গে সে তার অসহায় বৃদ্ধ বাবার সেবা করত। অল্প যে ক'টি ভেড়া তাদের ছিল সেগুলিকে সেই মাঠে চরাত, আর ঘুমের আগে কখনও আলসেমি করত না। বাড়ি ফিরবার পথে সে ফল-মূল লতা-পাতা যা পেত তাই এনে কেটেকুটে সিদ্ধ করে খাবার তৈরি করত; কাজেই তার জীবনযাত্রা বেশ শক্তই ছিল, সহজ নয়। তথাপি পূজনীয় পিতার প্রতি সন্তানসুলভ আনুগত্য ও পরিশ্রমের দ্বারা সে তার বাবার মনোরঞ্জন করে চলত।

শিকারের সন্ধানে যেতে যেতে জমিদার অনেক সময়ই বেচারি গ্রিসেল্ডার প্রতি দৃষ্টিপাত করত। তার দেখা পেলেও জমিদার কিন্তু নির্বোধের মত বাসনাময় বাঁকা চোখে তার দিকে তাকাত না, বরং বহু সময় ধরে তার আচরণ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করত এবং যে নারীত্ব ও অন্যবিধ গুণে সে কি স্বভাবে আর কি কর্মে তার বয়সী যে কোন মানুষকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, মনে মনে তারই প্রশংসা করত। সাধারণ মানুষ তার গুণের খবর না রাখলেও জমিদার তার গুণের কথা সযত্নে বিচার করত এবং মনে মনে স্থির করল যে, বিয়ে যদি করতেই হয় তাহলে একমাত্র এই মেয়েকেই বিয়ে করবে।

বিয়ের দিন এসে পড়ল, কিন্তু তখনও কে যে কনে তা কেউ বলতে পারে না। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিস্মিত হয়ে অনেকেই গোপনে বলাবলি করতে লাগল, 'আমাদের প্রভু কি এখনও তার অহংকার ত্যাগ করবেন না? তিনি কি বিয়ে করবেন না? হায়, হায়, তাই যদি হয়! এভাবে নিজেকে ও আমাদের সকলকে ঠকাচ্ছেন কেন?"

জমিদার কিন্তু গ্রিসেল্ডার জন্য সোনা ও নীলা বসানো মুক্তোর ব্রোচ ও আংটি তৈরি করাল এবং গ্রিসেল্ডার মত একটি মেয়ের মাপ নিয়ে বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরি করাল। বিয়ের দিন সকাল ন'টা বাজতেই হলঘর ও শোবার ঘর সহ সমস্ত প্রাসাদটাই উপযুক্তভাবে সাজানো

হল। সুদূর ইতালী পর্যন্ত যত রকম দুষ্প্রাপ্য খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় সে সব প্রচুর পরিমাণে এনে ভাঁড়ার বোঝাই করা হল।

মূল্যবান সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ভোজে আমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা এবং তার দলের নাইটদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নানারকম মধুর বাদ্য-বাজনার সঙ্গে জমিদার সোজা সেই গ্রামে চলে গেল যার কথা আপনাদের আগেই বলেছি। ঈশ্বর জানেন, এ সব আয়োজন যে তার জন্যই করা হয়েছে গ্রিসেল্ডা তার কিছুই জানত না। সে কুয়ো থেকে জল আনতে গিয়েছিল। সেখানে সে শুনল যে সেই দিনই জমিদারের বিয়ে হবে। তখন বিয়ের উৎসব দেখার কৌতূহল নিয়ে সে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। মনে মনে ভাবল আমার সখীদের সঙ্গে আমাদের দরজায় দাঁড়িয়েই জমিদার-পত্নীকে দেখব; কাজেই বাড়ির কাজকর্ম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে হবে। তখন জমিদার-পত্নী যদি এই পথ দিয়ে দুর্গে ফিরে যান তাহলে আরাম করে তাকে দেখতে পাব।

চৌকাঠ পার হবার চেষ্টা করতেই জমিদার সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে ডাকল। তৎক্ষণাৎ দরজার পাশের ষাঁড়ের খোঁয়াড়ে জলের কুজোটা রেখে সে নতজানু হয়ে বসল এবং জমিদারের মনের কথা না শোনা পর্যন্ত গম্ভীর মুখে সেই ভাবেই বসে রইল।

চিন্তিত জমিদার খুব আগ্রহ সহকারে বালিকাকে বলল, "তোমার বাবা কোথায় গ্রিসেল্ডা?" সে সবিনয়ে সশ্রদ্ধভাবে জবাব দিল, "তিনি এখানেই আছেন প্রভু।" আর বিলম্ব না করে সে ভিতরে গেল এবং বাবাকে জমিদারের কাছে নিয়ে এল। জমিদার বৃদ্ধের হাত ধরে একান্তে বলল, "জ্যানিকুলা, অন্তরের বাসনা আমি আর চেপে রাখতে পারছি না। তুমি যদি মত কর, তাহলে যাই ঘটুক না কেন এখান থেকে যাবার আগেই তোমার মেয়েকে আমার সারা জীবনের সঙ্গিনী হিসাবে নিয়ে যাব। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস, কারণ আমার একজন অনুগত প্রজা হয়েই তুমি জন্মেছ। তাতে আমি খুশি, আর জোর দিয়েই বলতে পারি যে তুমিও খুশি। সুতরাং বিশেষ করে আমার আগেকার প্রশ্নের জবাব দাও আমাকে জামাই হিসেবে গ্রহণ করতে কি তুমি সম্মত?"

এই আকস্মিক প্রশ্নে বৃদ্ধ এতই বিস্মিত হল যে তার মুখ লাল হয়ে উঠল; তার সারা দেহ কাঁপতে লাগল; কোন রকমে শুধু বলল, "প্রভু,

আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা ; আপনি আমার প্রিয় প্রভু, কাজেই আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছুই চাই না। আপনার ইচ্ছামতই সব ব্যবস্থা করুন।"

জমিদার শান্তভাবে বলল, "তথাপি আমার ইচ্ছা, তোমার শোবার ঘরে তুমি, সে ও আমি এ বিষয়ে আলোচনা করি। কেন জান কি? কারণ আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমার স্ত্রী হতে এবং আমার ইচ্ছামত নিজেকে চালাতে সে ইচ্ছুক কি না। আর এ সবই করা হবে তোমার উপস্থিতিতে ; তোমাকে না শুনিয়ে আমি কিছুই বলতে চাই না।"

শোবার ঘরে যখন তাদের মধ্যে চুক্তি হচ্ছিল (সে কথা আপনারা পরে শুনতে পাবেন) তখন গ্রামের লোকজন বাড়িতে ঢুকে গ্রিসেল্ডা যে রকম বিবেচনা ও মনোযোগের সঙ্গে বাবার সেবাযত্ন করত তার প্রশংসা করতে লাগল। কিন্তু গ্রিসেল্ডা আগে কখনও এ রকম দৃশ্য দেখে নি, তাই সে মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারল না। বাড়িতে এত বড় একজন অতিথিকে দেখে সে একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। এমন অতিথি দেখতে সে অভ্যস্ত নয় বলেই তার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল।

যা হোক, স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জমিদার তখনই এই দয়াশীলা, সৎপ্রকৃতি, অনুগত মেয়েটিকে এই কথাগুলি বলল: "গ্রিসেল্ডা, তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারছ যে আমি তোমাকে বিয়ে করলে তোমার বাবা এবং আমি উভয়েই খুশি হব, এবং আমি মনে করি, তোমার ইচ্ছাও তাই। কিন্তু প্রথমেই কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই. কাজটা যেহেতু খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে, তুমি কি তাতে রাজী, না আরও ভেবে দেখতে চাও? আরও জিজ্ঞাসা করি, আমার সব ইচ্ছাকে তুমি স্বেচ্ছায় মেনে নিতে রাজী কি না, এবং রাতে হোক আর দিনে হোক আমার বিবেচনা মত তোমাকে সুখ বা দুঃখ দেবার পূর্ণ স্বাধীনতা আমার থাকবে, এ নিয়ে তুমি কোন রকম অভিযোগ করতে পারবে না—এতেও তুমি সম্মত কি না? তাছাড়া আমি যখন বলব 'হ্যাঁ', তখন তুমি কথায় বা ভ্রূকুটিতে 'না' বলতে পারবে না। এই সব প্রতিশ্রুতি দাও, আমিও এখানেই বাক-দান ঘোষণা করি।"

তার কথায় বিস্মিত হয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গ্রিসেল্ডা জবাব দিল: "প্রভু, যে সম্মান আপনি আমাকে দিলেন তা আমার প্রাপ্য নয়। আমি তার উপযুক্ত নই ; কিন্তু আপনার ইচ্ছাই আমারও ইচ্ছা। কাজেই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, মৃত্যুর ভয়েও আমি কখনও কাজে বা চিন্তায় স্বেচ্ছায় আপনাকে

অমান্য করব না, যদিও মরবার সাধ আমার নেই।"

"আমার গ্রিসেলডা. এই যথেষ্ট", এই কথা বলে জমিদার গম্ভীর মুখে দরজার বাইরে গেল। গ্রিসেলডাও তার পিছনে পিছনে গেল। সকলকে উদ্দেশ্য করে জমিদার বলল, "এই আমার স্ত্রী এখানে দাঁড়িয়ে। আমি চাই, যারা আমাকে ভালবাসে তারা একেও সম্মান করবে, ভালবাসবে; আর কিছু বলবার নেই।"

কনে যাতে তার পুরনো জিনিসপত্তর নিয়ে রাজবাড়িতে না আসে সেজন্য জমিদার তখনই তার পোষাক পাল্টে দিতে সঙ্গের মহিলাদের নির্দেশ দিল। যে পোষাক সে পরে ছিল সেগুলোয় হাত দেবার ইচ্ছা মহিলাদের ছিল না। তথাপি তারা এই সুন্দরী মেয়েটিকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত নতুন পোষাকে সাজিয়ে দিল। অনাকর্ষণীয় ভাবে বাঁধা চুলে চিরুনি চালাল, মাথায় পরিয়ে দিল মুকুট। তারপর ছোট-বড় অনেক মণি-মুক্তো দিয়ে তাকে সাজাল। সে সব অলংকারের দীর্ঘ তালিকা দিয়ে কি হবে - এইভাবে সুসজ্জিত হয়ে তার রূপ যে রকম খুলল তাতে তাকে চেনাই শক্ত হয়ে পড়ল।

জমিদার যে আংটিটা সঙ্গে করে এনেছিল সেটা পরিয়ে দিয়ে তাকে বিয়ে করল, তারপর একটা বরফ-সাদা শান্ত ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে অবিলম্বে তাকে প্রাসাদে নিয়ে চলল, যারাই তাকে দেখতে এল তারাই তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। এইভাবে হৈ-হল্লার ভিতর দিয়ে দিন কেটে গেল; সূর্য ডুবতে লাগল। গল্পটা সংক্ষেপ করেই বলছি, ঈশ্বর এই নতুন জমিদার-পত্নীর উপর তাঁর অনুগ্রহ এমন প্রচুরভাবে বর্ষণ করলেন যে তাকে দেখে কেউ বলতে পারবে না যে সে কোন কুঁড়ে ঘরে বা ষাঁড়ের খোঁয়াড়ে দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে; বরং তাকে দেখে মনে হয় সে সম্রাটের প্রাসাদেই প্রতিপালিত হয়েছে। ক্রমে সকলেই তাকে এত ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে লাগল যে যারা তাকে জন্মাবধি বছরের পর বছর দেখে এসেছে তারা শপথ করে বললেও এ-কথা ভুলেই গেল যে সে পূর্ববর্ণিত জ্যানিকুলার মেয়ে; বরং তারা ভাবল যে সে কোন নতুন মেয়ে। কারণ আগাগোড়াই বহু গুণের অধিকারিণী হলেও শ্রেষ্ঠচরিত্রের সব সদগুণই সে আয়ত্ত করতে পেরেছে। সে এতই বিবেচনাশীল ও বাকপটু, এত দয়ালু ও শ্রদ্ধার অধিকারিণী এবং অপরের হৃদয় জয় করবার ক্ষমতা তার এত বেশী যে তার মুখের দিকে যে তাকায় সেই তাকে ভালবাসে। তার নামের খ্যাতি যে শুধু সালুজ্জো শহরেই ছড়িয়ে পড়েছিল তাই নয়, আশপাশের সব জেলাতেই

ছড়িয়ে পড়ল ; একজন যদি তার গুণগান করে তো অপরজনও তাই করে। তার গুণ-গরিমার খ্যাতি দূর দূরান্তে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে তাকে দেখতে পুরুষ ও স্ত্রী, যুবক ও বৃদ্ধ, সকলেই সালুজ্জোতে আসতে লাগল।

এইভাবে ওয়াল্টার ঈশ্বর-প্রদত্ত শান্তিতে সুখে বাস করতে লাগল। সব দিক থেকেই যথেষ্ট সুখে ও শান্তিতে সে ছিল। সকলে তাকে একজন বিরল জ্ঞানী লোক মনে করতে লাগল, কারণ জীবনের নীচু স্তরেও যে গুণ লুকিয়ে থাকতে পারে এটা সে বুঝতে পেরেছিল। স্বাভাবিক বুদ্ধিবশেই গ্রিসেল্ডা শুধু যে গৃহকর্ত্রীর সব কাজকর্মই ভালভাবে জানত তাই নয় প্রয়োজন হলে জমিদারীর কাজকর্মও সে ভালভাবেই চালাতে পারত। দেশে এমন কোন বিদ্বেষ, ঝগড়া বা দুঃখের ব্যাপার ছিল না যেখানে সকলকেই একটা যুক্তিসঙ্গত মীমাংসায় নিয়ে আসতে সে পারত না। স্বামীর সাময়িক অনুপস্থিতিতে তার দেশের সম্ভ্রান্ত বা অন্য লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিলে সে তাদের মধ্যে সব ব্যাপারই মিটিয়ে দিতে পারত। এমন জ্ঞান, বাকপটুতা ও নিরপেক্ষ বিচার-শক্তির অধিকারিণী সে ছিল যে লোকে মনে করত, নিরপরাধকে বাঁচাতে এবং অন্যায়ের প্রতিকার করতেই স্বর্গ থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে।

বিয়ের কিছুদিন পরেই গ্রিসেল্ডার একটি মেয়ে হল। যদিও একটি ছেলেই তারা চেয়েছিল, তবু জমিদার ও প্রজারা সকলেই খুশি হল। কারণ, প্রথম সন্তান মেয়ে হলেও এটা বোঝা গেল যে সে বন্ধ্যা নয় এবং এর পরে একটি ছেলের জন্ম হতে পারবে। দ্বিতীয় অংশ শেষ হল।

তৃতীয় অংশ শুরু হল। প্রায়ই যে রকম ঘটে থাকে সেই রকম ঘটনাই ঘটল। শিশুটি মায়ের বুক ছাড়বার আগেই স্ত্রীকে পরীক্ষা করবার ও তার স্থিরসংকল্পতা প্রমাণ করবার ইচ্ছা জমিদারের মনে এতই তীব্র হয়ে দেখা দিল যে সে কিছুতেই সে ইচ্ছাকে মন থেকে দূর করতে পারল না। ঈশ্বর জানেন, অপ্রয়োজনেই সে তার স্ত্রীকে ভয় দেখাবার পরিকল্পনা করল। ইতিমধ্যেই তাকে সে যথেষ্টভাবে পরীক্ষা করেছে এবং তার মধ্যে কোন ত্রুটি পায় নি। কোন কোন লোক চতুর কৌশল হিসাবে এ পন্থাকে সমর্থন করলেও এ ভাবে তাকে অনবরত প্রলুব্ধ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি তো বলি, বিনা প্রয়োজনে স্ত্রীকে পরীক্ষা করা এবং তার মনে উদ্বেগ ও ভয়ের সঞ্চার করা খুব খারাপ কাজ।

কিন্তু সেই উদ্দেশ্য নিয়েই জমিদার এই রকম কাজ করল : একদিন রাতে কঠোর মুখে ক্রুদ্ধ অবস্থায় সে একা স্ত্রীর শয্যার পাশে উপস্থিত হয়ে বলল : "গ্রিসেল্ডা, একদিন তোমাকে দারিদ্র্যের ভিতর থেকে তুলে এনে উচ্চ ও মহৎ আসনে বসিয়েছিলাম—আশা করি সে কথা তুমি ভুলে যাও নি ? গ্রিসেল্ডা, আমি তো মনে করি, তোমাকে উচ্চাসনে বসিয়েছি বলে আজ তুমি যত সুখেই থাক, তথাপি তুমি যে একদিন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ছিলে সে কথা ভুলে যাও নি। আমার প্রতিটি কথা মন দিয়ে শোন, এখানে আমাদের কথা কেউ শুনতে পাবে না। কি ভাবে এ বাড়িতে এসেছ তা তুমি ভালই জান, সেটা বেশী দিনের কথা নয়। তুমি আমার প্রিয় ও ভালবাসার পাত্রী হলেও আমার সম্ভ্রান্ত অনুবর্তীদের কাছে তা নও। তারা বলছে, একটা ছোট গ্রামে তোমার জন্ম হয়েছিল, তাই তোমার প্রজা ও ভৃত্য হওয়া তাদের পক্ষে লজ্জাজনক। বিশেষ করে তোমার মেয়ে হবার পর থেকেই তারা বিনা বাধায় এই সব কথা বলছে। এখন, আমি আগের মতই তাদের সঙ্গে শান্তিতে ও সম্প্রীতিতে বাস করতে চাই। এ ব্যাপারে আমি উদাসীন থাকতে পারি না ; কাজেই তোমার মেয়েকে নিয়ে আমি যা ভাল বুঝব তাই করব—আমার ইচ্ছায় নয়, আমার প্রজাদের ইচ্ছায়। তথাপি, ঈশ্বর জানেন—এ কাজ করতে আমি ঘৃণাবোধ করি ; যাই হোক. তোমাকে না জানিয়ে এ কাজ করব না, কিন্তু আমি আশা করি তুমি এ ব্যবস্থায় সম্মতি দেবে। আমাদের বিয়ের দিন তোমাদের গ্রামে তুমি আমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আজ ধৈর্যের সঙ্গে সেটা রক্ষা করে দেখাও।"

এ সব কথা শুনেও তার কথা, আচরণ বা চোখের দৃষ্টির কোন পরিবর্তন হল না ; সত্যি দেখে মনে হল সে বিচলিত হয় নি। সে বলল "প্রভু, তোমার যেরূপ অভিরুচি। আমার সন্তান ও আমি স্বেচ্ছায় তোমার প্রতি বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতিতে একান্তভাবেই তোমার, আর যা তোমার তাকে তুমি রাখতেও পার, মারতেও পার। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। ঈশ্বর আমার আত্মাকে রক্ষা করুন, এমন কিছু থাকতেই পারে না যা তোমার ভাল লাগে, কিন্তু আমার ভাল লাগে না। আমি কিছুই চাই না, তোমাকে ছাড়া আর কিছু হারাবার ভয়ও আমি করি না। এই ভাব আমার মনে আছে, চিরদিন থাকবে। চলমান সময় বা মৃত্যু কেউ এ ভাব মুছে ফেলতে পারবে না, বা আমার ভালবাসাকে অন্য পথে পরিচালিত করতে পারবে না।"

তার জবাব শুনে জমিদার খুশি হল, কিন্তু এমন ভাব দেখাল যেন খুশি হয় নি। ঘর ছেড়ে যাবার সময় তার চোখ-মুখ খুব বিষণ্ণ দেখাল। এর কয়েক মিনিট পরে সে একটি লোককে তার মনোবাসনা গোপনে জানিয়ে গ্রিসেল্ডার কাছে পাঠাল। এই বিশ্বাসী লোকটি একজন সার্জেণ্ট ; গুরুতর বিষয়ে তাকে সে অনেক সময়ই বিশ্বাস করে থাকে ; এ ধরনের লোক খারাপ আদেশও পালন করতে পারে। জমিদার জানত, এই লোকটি তাকে ভালবাসে ও ভয় করে। জমিদারের মনোভাব বুঝতে পেরে সার্জেণ্ট নিঃশব্দে শোবার ঘরে ঢুকল।

বলল, "ম্যাডাম, যে কাজ করতে আমি বাধ্য হচ্ছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি জ্ঞানী, তাই ভালই জানেন যে প্রভুর আদেশ অমান্য করা যায় না। এ আদেশ শুনে লোকে দুঃখ করতে পারে, চোখের জল ফেলতে পারে, কিন্তু তা পালন করতেই হবে। আমার অবস্থাও তাই, আর কিছু বলার নেই। এই শিশুকে নিয়ে যাবার আদেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে।"

আর কিছু না বলে সে কঠোর হাতে শিশুটিকে ধরল, তার ধরন দেখে মনে হল সেখান থেকে যাবার আগেই সে তাকে মেরে ফেলবে। গ্রিসেল্ডাকে এ সবই মেনে নিতে হল ; নিরীহ মেষশাবকের মত সে নীরবে বসে রইল, নিষ্ঠুর সার্জেণ্ট যা খুশি করুক। এই লোকটির কুখ্যাতি বিপদসূচক, তার মুখ ও মুখের কথা সন্দেহজনক, আর যে সময়ে এ কাজ সে করছিল সেটা ভীতিপ্রদ। হায়, তার মনে হল লোকটা তার বড় আদরের মেয়েকে সেখানে সেই মুহূর্তেই হত্যা করবে। তথাপি সে দীর্ঘশ্বাসও ফেলল না, চোখের জলও ফেলল না, জমিদারের মনোবাসনাকেই মেনে নিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিনীত ভাষায় নিরীহভাবে একজন ভদ্রলোক হিসাবে সার্জেণ্টের কাছে শিশুটির মৃত্যুর আগে তাকে চুমু খাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তারপর বিষণ্ণ মুখে শিশুটিকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল, আশীর্বাদ করতে লাগল। করুণ স্বরে সে বলল : "বিদায়, আদরের সোনা! আর কোন দিন তোকে দেখতে পাব না। কিন্তু যে পরম পিতা আমাদেরই জন্য ক্রুশ-কাষ্ঠে মৃত্যু বরণ করেছেন—তাঁর জয় হোক!—তাঁর ক্রুশের দ্বারা তোকে চিহ্নিত করেছি, তাই তোর আত্মাকে তাঁর হাতেই তুলে দিলাম ছোট্ট সোনা, কারণ আমার জন্যই আজ রাতে তোর মৃত্যু হবে।"

আমি মনে করি, এই করুণ দৃশ্য দেখা একজন নার্সের পক্ষেও কণ্টকর। এ অবস্থায় যে কোন মা নিশ্চয় "হায়! হায়!" বলে কেঁদে উঠত। তথাপি গ্রিসেল্ডা সংকল্পে এতই দৃঢ় যে সব দুঃখ চেপে রেখে মৃদুস্বরে সার্জেন্টকে বলল, "এই নাও তোমাদের মেয়ে। চলে যাও, আমার প্রভুর আদেশ পালন কর। শুধু একটি অনুরোধ করি: আমার প্রভুর নিষেধ না থাকলে এর ছোট দেহটাকে এমন জায়গায় কবর দিও যাতে পশু-পাখি একে খেয়ে ফেলতে না পারে।" সম্মতি জানিয়ে একটা কথাও না বলে সে শিশুটিকে নিয়ে চলে গেল।

জমিদারের কাছে ফিরে গিয়ে সার্জেন্ট গ্রিসেল্ডার প্রতিটি কথা ও ব্যবহার সংক্ষেপে অথচ খোলাখুলিভাবে জমিদারকে বলল। তারপর প্রিয় কন্যাকে জমিদারের হাতে তুলে দিল। জমিদারের মনে কিছুটা করুণা হলেও সে নিজের উদ্দেশ্যেই অবিচল রইল, নিজেদের ইচ্ছামত চলতে জমিদাররা এই রকমই করে থাকে। সে সার্জেন্টকে বলল, শিশুটিকে ভালভাবে জড়িয়ে ঢেকেঢুকে সযত্নে কোন বাক্সে বা কম্বলে রেখে দিতে, কিন্তু সে কোথা থেকে এল বা কোথায় গেল সে বিষয়ে কেউ যেন কিছু জানতে না পারে, জানলেই তার মাথাটি কাটা যাবে। কথা হল, সার্জেন্ট শিশুটিকে বলোগ্না-তে জমিদারের আদরের বোন পানিক-এর কাউন্টেসের কাছে নিয়ে যাবে; সেখানে তাকে সব কথা জানিয়ে মেয়েটিকে উচ্চবংশসম্ভূতার উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিপালন করবার দায়িত্ব নিতে বলতে হবে। যাই ঘটুক না কেন, সে যেন সকলের কাছ থেকেই শিশুর পরিচয় গোপন রাখে, সে অনুরোধও তাকে জানাতে হবে। সার্জেন্ট চলে গেল এবং তার কর্তব্য পালন করল।

এবার জমিদারের কথায় ফিরে যাই। স্ত্রীর আচরণে বা কথায় কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় কিনা সেটা স্থির করতেই সে তখন ব্যস্ত; কিন্তু গ্রিসেল্ডা তখনও সেই একই রকম গম্ভীর ও দয়াশীল। তার স্বভাবানুযায়ী সে তখনও একই রকম খুশি ও বিনীত, তার প্রতি সেবায় ও ভালবাসায় একই রকম পরিশ্রমী। মেয়ের কথা সে কখনও বলে না। দুর্ভাগ্যের কোন লক্ষণই তার মধ্যে দেখা যায় না; সুখে বা দুঃখে কোন অবস্থাতেই একবারও মেয়ের নাম পর্যন্ত মুখে আনে না। তৃতীয় অংশ শেষ হল।

চতুর্থ অংশ শুরু হল। এই ভাবে চার বছর কাটবার পরে গ্রিসেল্ডা

আবার গর্ভবতী হল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবার একটি ছেলে হল ; হাসিখুশি ছোট্ট একটি শিশু। এ খবর যখন তার বাবাকে জানানো হল তখন শুধু সে নয়, সারা দেশ আনন্দে মেতে উঠল এবং সন্তানলাভের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল, তাঁর প্রশস্তি-গান করল।

ছেলের বয়স যখন দু'বছর, সবে ধাইয়ের কোল ছেড়েছে, এমন সময় জমিদারের মনে আবার স্ত্রীকে পরীক্ষা করবার ইচ্ছা জাগল। আঃ! অকারণেই আবার তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হল। কিন্তু ধৈর্যশীলা স্ত্রী পেলে বিবাহিত পুরুষেরা মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

জমিদার বলল, "বৌ, তুমি আগেই শুনেছ আমাদের বিয়ের ব্যাপারে প্রজারা খুশি নয় ; এখন ছেলে হওয়াতে পরিস্থিতি আগের থেকেও খারাপ হয়ে পড়েছে। এই সব অভিযোগ আমার মনকে বড় ব্যথা দেয়, কারণ এমন সব তিক্ত অভিযোগ আমর কানে আসে যাতে আমার মানসিক শান্তি প্রায় ধ্বংস হতে বসেছে। প্রজারা বলছে, "ওয়াল্টারের মৃত্যুর পরে জ্যানিকুলার রক্ত তার উত্তরাধিকারী হয়ে আমাদের জমিদার হবে, কারণ আর তো কেউ নেই।" এই সব কথা তারা বলছে, কাজেই এই উত্তেজনার মোকাবিলা আমাকে করতেই হবে। যদিও তারা আমার সামনে প্রকাশ্যে এ কথা বলছে না, তবু এ ধরনের অভিযোগকে আমি ভয় করি। যতটা সম্ভব শান্তিতেই আমি থাকতে চাই। সুতরাং এর দিদির বেলায় রাত্রে যে রকমটা করেছিলাম এই ছেলের বেলায়ও গোপনে তা করতে আমি কৃতসংকল্প। পাছে হঠাৎ শুনে তুমি দুঃখে আত্মহারা হয়ে পড়, তাই অনেক আগেই তোমাকে সতর্ক করে দিলাম। আমার মিনতি, তুমি ধৈর্য ধরো।"

গ্রিসেল্ডা জবাব দিল, "আমি তো বলেছি এবং চিরদিনই বলব যে তুমি যা চাও তা ছাড়া আর কিছু আমি চাই না, কোনদিন চাইবও না। আমার মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে, শীঘ্রই ছেলেকেও হত্যা করা হবে, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই, অবশ্য যদি তোমার আদেশ হয়। দুটি শিশু সন্তানের কাছ থেকে প্রথমে অসুস্থতা এবং পরে বেদনা ও দুঃখ ছাড়া আর কিছুই তো পাই নি। তুমি আমার মালিক ; তোমার সম্পত্তি নিয়ে তুমি যা ইচ্ছা তাই কর ; শুধু আমার কাছে কোন পরামর্শ চেয়ো না। তোমার কাছে প্রথম আসবার সময় আমার সব পোষাক-পরিচ্ছদ যেমন বাড়িতে ফেলে এসেছি, তেমনি আমার ইচ্ছা ও স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে তোমার দেওয়া পোষাক গ্রহণ করেছি।

তাই, আমার মিনতি, তোমার যেমন ইচ্ছা তাই কর, তোমার ইচ্ছা মেনেই আমি চলব। সত্যি বলছি, তুমি বলার আগেই যদি তোমার ইচ্ছার কথা জানতে পারতাম তাহলে তা পূর্ণ করতে সচেষ্ট হতাম। এখন তোমার অভিপ্রায় ও বাসনা যখন জেনেছি, তখন দৃঢ় চিত্তে দ্বিধাহীনভাবে আমি তোমার সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করব। যদি বুঝি যে আমার মৃত্যুতে তুমি সুখী হবে তাহলে তোমাকে খুশি করতে আমি সানন্দে মরব। তোমার প্রেমের সঙ্গে মৃত্যুর তুলনা হয় না।"

স্ত্রীর এরূপ দৃঢ়সংকল্পের পরিচয় পেয়ে জমিদার মাথা নীচু করল, তার স্ত্রী ধৈর্যের সঙ্গে সব কিছুই সহ্য করছে দেখে সে বিস্ময় বোধ করল। ক্ষুব্ধ মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও মনে মনে সে খুব খুশি হল। মেয়েকে যেমন নিয়ে গিয়েছিল সেইভাবে বা তার চেয়েও খারাপভাবে কুৎসিত সার্জেণ্ট গ্রিসেল্ডার সুন্দর ছেলেটিকেও নিয়ে গেল। তখনও সে এতই ধৈর্যশীলা যে কোন রকম দুঃখ প্রকাশ না করে ছেলেকে চুমু খেয়ে আশীর্বাদ করল। শুধুমাত্র বলল. সম্ভব হলে সার্জেণ্ট যেন ক্ষুদ্র শিশুর নরম দেহটাকে কবর দেয় যাতে পশু-পাখিরা তাকে খেয়ে না ফেলে। কিন্তু সে কোন কথা দিল না। অবিচলিতভাবে চলে গেল। যাই হোক, সে শিশুটিকে সাদরেই বলোগ্না নিয়ে গেল।

গ্রিসেল্ডার ধৈর্য দেখে জমিদারের বিস্ময় ক্রমেই বাড়তে লাগল। সে জানে গ্রিসেল্ডা তার সন্তানদের কত ভালবাসে। তা যদি না জানত তাহলে সে হয় তো ভাবত যে, কোন কৌশল. বা ঘৃণা, বা হৃদয়ের কঠোরতার বশেই গ্রিসেল্ডা তার এই নিষ্ঠুরতাকে শান্তভাবে সহ্য করছে। কিন্তু সে তো ভালভাবেই জানে, স্বামীর পরেই সে সব চাইতে ভালবাসে তার সন্তানদের।

এবার আমি মহিলাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই সব পরীক্ষাই কি যথেষ্ট ছিল না? অবিরাম কঠোরতার মুখে স্ত্রীর বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়সংকল্পের পরীক্ষা নিতে একজন কঠোর স্বামী আর কি পথের কথা ভাবতে পারে? কিন্তু এমন মানুষও আছে যারা একটা কিছু মাথায় ঢুকলে সেটাকে আর মন থেকে সরিয়ে দিতে পারে না, ঝুঁকি যতই হোক, মূল পরিকল্পনাকে তারা ত্যাগ করতে পারে না। ঠিক সেই ভাবেই এই জমিদার স্ত্রীকে পরীক্ষা করার ব্যাপারটা চালিয়ে যাওয়াই স্থির করল।

সে ভাল করে নজর রাখল, কথায় বা কাজে তার প্রতি স্ত্রীর কোন পরিবর্তন

দেয় কি না, কিন্তু কোন তফাতই তার চোখে পড়ল না। কি মনোভাবে, কি চেহারায় সে একই রইল, বরং যত বয়স বাড়তে লাগল তার ভালবাসা ততই একনিষ্ঠ—যদি সেটা সম্ভব হয়—এবং অটল হতে লাগল। মনে হল, দুজনের যেন একটিমাত্র ইচ্ছা, ওয়াল্টার যা চায় সেও তাই চায় : ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সব কিছুই ভালভাবে চলতে লাগল। সে স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে দিল যে, স্বামীর ইচ্ছা ছাড়া পৃথিবীতে আর এমন কিছু নেই যা কোন স্ত্রী নিজের জন্য চাইতে পারে।

এদিকে ওয়াল্টারের দুর্নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সকলেই বলতে লাগল যে, গরীবের মেয়েকে বিয়ে করেছে বলেই সে গোপনে তার দুটি সন্তানকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ সন্তান দুটির খুনের খবর ছাড়া আর কোন কথাই তো সাধারণ মানুষ জানতে পারে নি। ফলে যে প্রজারা আগে তাকে ভালবাসত, দুর্ণামের ফলে তারই এখন তাকে ঘৃণা করতে লাগল।

লোকের কাছে খুনী হওয়া খুবই ঘৃণার কথা, তথাপি তার নিষ্ঠুর পথ সে ছাড়ল না। স্ত্রীকে পুনরায় পরীক্ষা করার সংকল্প নিল। মেয়ের বয়স যখন বারো বছর তখন রোমের দরবারকে তার আসল উদ্দেশ্য পূর্বেই গোপনে জানিয়ে দিয়ে সেখানে একজন দূত পাঠিয়ে অনুরোধ করল, তার নিষ্ঠুর উদ্দেশ্য সাধনের অনুমতি দিয়ে পোপের একটি নির্দেশ-নামা যেন প্রস্তুত করা হয়। সে অনুরোধ করল, প্রজাগণকে শান্ত করবার জন্য সে যাতে অন্য একটি স্ত্রীলোককে বিয়ে করতে পারে সেরূপ নির্দেশ যেন পোপ তাকে দেন। আমি বলছি আসলে সে চাইল যে, পোপের নির্দেশ-নামাকে এই মর্মে জাল করা হোক যাতে বোঝা যায় যে, প্রজাদের সংগে তার যে গোলযোগ দেখা দিয়েছে সেটাকে বন্ধ করার জন্যই পোপের ইচ্ছাতেই তার প্রথম পত্নীকে ত্যাগ করবার অনুমতি সে পেয়েছে। পোপের বহুল প্রচারিত নির্দেশ-নামায় তাই ঘোষিত হল। অজ্ঞ লোকেরা যে তাতেই বিশ্বাস করবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে!

এ খবর যখন গ্রিসেল্ডার কাছে পৌঁছল তখন তার অন্তর দুঃখে ভরে উঠল, কিন্তু এই চির ধৈর্যশীলা শান্ত মেয়েটি ভাগ্যের সব রকম বিরূপতা সহ্য করতে প্রস্তুত; পৃথিবীতে তার ভাগ্যে যাই ঘটুক, যার কাছে সে নিজেকে মনপ্রাণসহ সমর্পণ করেছে তার ইচ্ছানুসারেই সে সব সময় চলবে।

কিন্তু, গল্পটাকে সংক্ষেপেই বলি, জমিদার তার আসল উদ্দেশ্য জানিয়ে একখানা বিশেষ চিঠি লিখল এবং গোপনে বলোগ্না পাঠিয়ে দিল। ভগ্নিপতি পানিক-এর আর্লকে সে বিশেষভাবে অনুরোধ জানালো, সে যেন প্রকাশ্যে এবং উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে তার সন্তান দুটিকে বাড়িতে নিয়ে আসে। একটা কথার উপর সে বিশেষ করে জোর দিল: যেই জিজ্ঞাসা করুক না কেন, সে যেন সন্তান দুটির পিতৃপরিচয় কাউকে না জানিয়ে শুধু এইটুকু বলে যে, অদূর ভবিষ্যতে মেয়েটির সঙ্গে সালুজ্জোর জমিদারের বিয়ে হবে।

আর্ল অনুরোধ মতই কাজ করল। নির্দিষ্ট দিনে সে সালুজ্জো যাত্রা করল। সঙ্গে সুসজ্জিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা চলল মেয়েটির আগে আগে, আর ছোট ভাই চলল তার পাশে পাশে। মণি মুক্তোখচিত প্রচুর অলংকারে সুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ের সাজে সাজানো হয়েছে। সাত বছর বয়সের ভাইটিকেও খুব সুন্দর পোষাকে সাজানো হয়েছে। এই ভাবে মহাসমারোহে আনন্দিত মনে সকলে দিনের পর দিন সালুজ্জোর পথে অগ্রসর হতে লাগল। চতুর্থ অংশ শেষ হল।

পঞ্চম অংশ শুরু হল। এদিকে পূর্ব নির্দিষ্ট নিষ্ঠুর ব্যবস্থা মত এবং তার স্ত্রী পূর্বের মতই সংকল্পে দৃঢ় আছে কি না সেটা সম্পূর্ণভাবে জানবার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর মনোবলকে ভেঙে পড়ার শেষ সীমায় নিয়ে গিয়ে তাকে পরীক্ষা করবার জন্য জমিদার একদিন উদ্ধতভাবে প্রকাশ্যে এইরূপ ঘোষণা করল

"গ্রিসেল্ডা, তোমার বংশ বা সম্পদের জন্য নয়, তোমার সততা, মর্যাদাবোধ ও বিশ্বস্ততার জন্য তোমাকে পত্নীরূপে পেয়ে সত্যি আমি যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু ভালভাবে বিবেচনা করে এখন আমি বুঝতে পারছি, উচ্চ মর্যাদার আসনের সঙ্গে অনেক গুরুদায়িত্ব যে জড়িত থাকে সে কথা কত সত্য। যে কোন চাষীর মত কাজ আমি করতে পারি না। আমার প্রজারা দিনের পর দিন চীৎকার-চেঁচামেচি করে আমাকে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করতে বলছে; এমন কি তাদের অসন্তোষকে জয় করবার জন্য পোপ পর্যন্ত আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন। খোলাখুলিভাবেই তোমাকে বলছি: আমার নতুন স্ত্রী এখানে আসছে। মনে জোর আন ও অবিলম্বে তাকে জায়গা ছেড়ে দাও। বিয়ের যৌতুক যা নিয়ে এসেছিলে সব ফেরত নাও; উদারতাবশত

তাতে আমি রাজী। তোমার পিতৃগৃহে ফিরে যাও। চিরদিন কেউ ধনী থাকে না। ভাগ্যের বা আকস্মিকতার আঘাতকে দৃঢ় অন্তরে সহ্য করবার পরামর্শই আমি দিচ্ছি।"

উত্তরে সে ধৈর্যের সঙ্গে বলল: "প্রভু, আমি জানি আর চিরদিনই জানব যে তোমার ঐশ্বর্য ও আমার দারিদ্র্যের কোন তুলনা হয় না, একথা কেউ অস্বীকার করবে না। আমি কখনও নিজেকে তোমার স্ত্রী হবার উপযুক্ত বলে ভাবি নি, না; এমন কি তোমার অন্তঃপুরের পরিচারিকা হিসাবেও নয়। আর এই বাড়িতে, যেখানে তুমি আমাকে গৃহকর্ত্রীর আসনে বসিয়েছিলে—ঈশ্বর সাক্ষী, তিনি আমার আত্মাকে প্রফুল্লিত রাখুন—সেখানে আমি কখনও কর্ত্রীর মত ব্যবহার করি নি, করেছি তোমার বিনীতা দাসীর মত; আর যতদিন বাঁচব ততদিন পৃথিবীর যে কোন জীব অপেক্ষা বেশী করে তোমার সেবা করব। নিজগুণে তুমি যে এতদিন আমাকে সেই সম্পদ ও সম্মানের আসনে বসিয়েছ যা আমার প্রাপ্য নয়, সেজন্য তোমাকে ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করুন। আর কিছু বলার নেই। সানন্দেই আমি বাবার কাছে ফিরে যাব এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার কাছেই থাকব। শিশুকালে সেখানেই মানুষ হয়েছি, বিধবারূপে দেহে, মনে ও আত্মায় পবিত্র থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই জীবন যাপন করব।

"যেহেতু তোমাকেই প্রথম দেহদান করেছি এবং নিঃসন্দেহে তোমার বিশ্বস্ত স্ত্রীর আসন গ্রহণ করেছি, ঈশ্বর করুন এমন প্রভুর পত্নীকে যেন অপর কোন লোককে স্বামী বা সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতে না হয়। নতুন স্ত্রীকে নিয়ে সুখে ও সম্পদে বাস কর, ঈশ্বর যেন সেই আশীর্বাদই করেন। যে আসনে আমি বড় সুখে ছিলাম, আনন্দের সঙ্গেই সে আসন তাকে ছেড়ে দেব; এতদিন তুমি আমার হৃদয়ের আনন্দস্বরূপ ছিলে; তুমি যখন চাইছ যে আমি চলে যাই, তখন তুমি যখন চাইবে তখনই আমি চলে যাব। আর যে যৌতুক আমি নিয়ে এসেছিলাম সে বিষয়ে তোমার প্রস্তাব সম্পর্কে স্পষ্ট মনে পড়ছে যে কাপড় ছেঁড়া আর কিছুই আমি সঙ্গে আনি নি এবং আজ সেগুলো খুঁজে পাওয়াও শক্ত। হে ঈশ্বর! যেদিন আমাদের বিয়ে হয় সেদিন কেমন সুন্দর করে তুমি কথা বলেছিলে আর কী সুন্দর তোমাকে দেখাচ্ছিল! কিন্তু এ কথা তো সত্য—অন্তত আমি তাই দেখছি, আর আমার অভিজ্ঞতাও তাই প্রমাণ করছে—যে পুরনো প্রেম কখনও নতুন প্রেমের

মত হয় না। কিন্তু প্রভু, যত কষ্টই হোক, যদি আমার মৃত্যুও হয়, তথাপি দৃঢ় সংকল্পে তোমাকে যে হৃদয় দান করেছি সেজন্য কথায় বা কাজে কোনদিন আমি অনুতাপ করব না।

"প্রভু, তুমি তো জান, বাবার বাড়িতেই তুমি আমার অল্পদামের পোষাক ছাড়িয়ে ভাল পোষাক পরিয়েছিলে। বিশ্বাস, উন্মুক্ত মন ও কুমারীত্ব ছাড়া আর তো কিছুই আমি নিয়ে আসি নি! আজ তোমার দেওয়া পোষাক ও বিয়ের আংটি চিরদিনের মত তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। বাকি মণিমুক্তো সব তোমার শয়ন-কক্ষেই পাবে। বাবার বাড়ি থেকে শূন্য দেহে এসেছিলাম, শূন্য দেহেই ফিরে যাব। স্বেচ্ছায় তোমার সব ইচ্ছা আমি পূরণ করব, কিন্তু আমি আশা করি একটা শেমিজও না পরে আমি তোমার প্রাসাদ থেকে চলে যাব তা তুমি নিশ্চয় চাও না। আমি তোমার সন্তানের গর্ভধারিণী, আজ বিবস্ত্র অবস্থায় প্রকাশ্যে এই দেহ প্রদর্শন করে আমাকে বাড়ি যেতে বাধ্য করবে, এত নিষ্ঠুর তুমি হতে পার না। তাই তোমার কাছে প্রার্থনা, একটা কীট-পতঙ্গের মত আমাকে রাস্তা দিয়ে যেতে বাধ্য করো না; মনে রেখ প্রভু, অযোগ্য হলেও আমি তোমার স্ত্রী ছিলাম। যে কুমারীত্ব আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম অথচ আজ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারছি না, তার বিনিময়ে যে ধরনের শেমিজ আমি পরতে অভ্যস্ত সেটা সঙ্গে নেবার অনুমতি দাও, যাতে তোমার প্রাক্তন স্ত্রীর দেহটা আমি ঢেকে নিতে পারি। প্রভু, পাছে তুমি অসন্তুষ্ট হও সেই আশংকায় এবার তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।"

জমিদার বলল, "যে শেমিজটা তোমার কাছে আছে সেটা রেখে দাও, যাবার সময় পরো।" কিন্তু করুণায় ও দয়ায় বিগলিত হয়ে কথাগুলি যেন সে বলতেও পারছিল না। সে ছুটে চলে গেল, আর গ্রিসেল্ডা সকলের সামনেই বহির্বাসগুলি খুলে ফেলল। তারপর একটিমাত্র শেমিজ পরে খালি পায়ে খালি মাথায় সে তার বাবার বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

সকলেই কাঁদতে কাঁদতে তাকে অনুসরণ করল আর অনবরত ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে লাগল। গ্রিসেল্ডার চোখে জল নেই, মুখেও কোন কথা নেই। এ সংবাদ শুনে তার বাবা যে দিন-ক্ষণে সে জন্মেছিল তাকে অভিশাপ দিতে লাগল। কারণ এই অসহায় বৃদ্ধ লোকটি সব সময়ই এ বিয়ের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ছিল; প্রথম থেকেই সে বুঝেছিল, দেহের কামনা পুরোপুরি মিটে গেলেই এত নীচে নেমে আসাটা জমিদারের মর্যাদার পক্ষে অপমানজনক বলে

মনে হবে এবং তার ফলে যত শীঘ্র সম্ভব তাকে ত্যাগ করবে। লোকজনের গোলমাল শুনে মেয়ে এসে পড়েছে বুঝতে পেরে বুড়ো বাপ তার সঙ্গে দেখা করতে তাড়াতাড়ি বাইরে গেল। দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে মেয়ের পুরনো কোটটা দিয়েই তার দেহটা যথাসম্ভব ভাল করে ঢেকে দিল। কিন্তু গায়ে ভাল লাগল না, কারণ কোটের কাপড়টা মোটা আর অনেক দিনের পুরনোও হয়ে গেছে।

এইভাবে পত্নীসুলভ ধৈর্যের মূর্তি এই ফুলটি বাবার কাছে কিছুদিন বাস করল; কিন্তু কথায় বা আচরণে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, কাউকে বুঝতে দিল না যে তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। তার চাল-চলন দেখে মনেও হত না যে আগেকার মান-মর্যাদার কথা সে মনে রেখেছে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ উচ্চ আসনে থাকার সময়ও তার মন ছিল সম্পূর্ণ বিনীত। তার মুখ বা মন কোনটাই হাল্কা নয়; জাকজমক বা রাজকীয় চাল-চলনও তার ছিল না; বরং সে ছিল করুণায় ধৈর্যশীল, বিবেচক ও বিনীত, সর্বদাই মর্যাদাসম্পন্ন, এবং স্বামীর প্রতি চির বিনীত ও বিশ্বস্ত। মানুষ জোব-এর কথা বলে, বিশেষ করে তার ধৈর্যের কথা, পাদরিরা ইচ্ছা হলেই পুরুষের কথা অনেক লেখে; কিন্তু সংকল্পের দৃঢ়তার ব্যাপারে যদিও পাদরিরা মেয়েদের সামান্যই প্রশংসা করে থাকে, তবু কোন পুরুষই স্ত্রীলোকের মত ধৈর্যশীল বা তার অর্ধেক বিশ্বস্তও হতে পারে না—তবে আজকালকার কথা আলাদা। পঞ্চম অংশ শেষ হল।

ষষ্ঠ অংশ শুরু হল: প্যানিক-এর আর্ল বলোগ্না থেকে এসে পেঁছিল। তার আসার খবর ছোট-বড় সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল; সকলের কানে একথাও পেঁছিল যে জমিদারের নতুন স্ত্রীকে সে এমন জাকজমকের সঙ্গে নিয়ে এসেছে যে পশ্চিম লম্বার্ডির লোকেরা এমন পোষাক-আসাক ও গহনা-পত্র কোন দিন চোখেও দেখে নি। এ সব ব্যবস্থাই জমিদারের নিজের করা, কাজেই সবই সে জানত। আর্ল পেঁছিবার আগেই সে নিরপরাধিনী বেচারি গ্রিসেল্ডাকে আনবার জন্য লোক পাঠাল। সেও মনে কোন রকম রাগের ভাব না রেখে বিনীত অন্তরে খুশিভরা মুখে জমিদারের আদেশমত এসে হাজির হল এবং নতজানু হয়ে সসম্মানে তাকে অভিবাদন জানাল।

জমিদার বলল, "গ্রিসেল্ডা, আমার সবিশেষ ইচ্ছা, যে-মেয়েটিকে আমি

বিয়ে করব আগামীকাল আমার বাড়িতে তাকে যেন যথাসম্ভব রাজকীয় মর্যাদায় সম্বর্ধনা করা হয়, এবং আসন গ্রহণ, খাদ্যপরিবেশন ও আমোদ প্রমোদের ব্যাপারে প্রত্যেকের জন্য যেন নিজ নিজ মর্যাদানুযায়ী ব্যবস্থা করা হয়। শোবার ঘরগুলিকে আমার মনোমত করে সাজাবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেয়েছেলে আমার বাড়িতে নেই ; তাই আমার ইচ্ছা তুমিই এ সব ব্যবস্থার তদারকি কর। আমার কি পছন্দ তা তো তুমি ভালই জান। তোমার পোষাক অতি সাধারণ ও দেখতে খারাপ হলেও তোমার কর্তব্য যথাযথই পালন করো।"

সে উত্তর দিল. "প্রভু, তোমার আদেশ পালন করতে পারলে আমি যে সুখী হই তাই নয়, কোন রকম ফাঁকি না দিয়ে আমার উপযুক্তভাবে তোমার সেবা করতে, তোমাকে খুশি করতেই আমি চাই এবং চিরদিন চাইব। সুখে কি দুঃখে, যথাসাধ্য প্রচেষ্টায় তোমার প্রতি আমার ভালবাসার মনোভাব কখনও রুদ্ধ হবে না।" এই কথা বলে সে বাড়ি সাজাবার, টেবিল সাজাবার ও শয্যা-রচনার কাজে লেগে গেল। যথাসাধ্য সব কিছুই সে করতে লাগল। ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে দাসীদের দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর ঝাড় দেওয়াল, ধুলো ঝাড়ল। নিজে সকলের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করে হল ঘর এবং প্রতিটি শোবার ঘর গোছাল।

সকাল ন'টা নাগাদ দুই সম্ভ্রান্ত বংশীয় শিশুকে নিয়ে আর্ল সেখানে উপস্থিত হল। সব লোকজন মেয়েটির মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ দেখতে ছুটল। সবাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, স্ত্রী-পরিবর্তনের ইচ্ছা করে ওয়াল্টার বোকামী করে নি ; যা হয়েছে ভালই হয়েছে। সকলেই একবাক্যে বলল, এ মেয়েটি গ্রিসেল্ডার চাইতেও সুন্দরী ও তরুণী। সে উচ্চবংশের সন্তান বলে তার ছেলেমেয়েরাও সুন্দর হবে, ভদ্র হবে। তার ভাইটিও দেখতে এত মনোহর যে তাকে দেখে সকলেই খুশি হল এবং জমিদারের ব্যবস্থার প্রশংসা করতে লাগল।

"হায় চপলমতি মানুষ ! তুমি নিয়তপরিবর্তনশীল ও সর্বথা অবিশ্বস্ত ; বায়ু-পাখির মতই নিয়ত চলমান ও অস্থির। নতুন নতুন গুজবে তোমাদের আনন্দ, যার এক কড়ি মূল্য নেই তাই নিয়ে তোমাদের গাল-গল্প, চাঁদের মতই তোমাদের অবিরাম হ্রাস ও বৃদ্ধি। তোমাদের উপর যারা ভরসা করে তারা মহামূর্খ !" সাধারণ মানুষ যখন সবিস্ময়ে সব কিছু দেখছিল এবং শহরে নতুন এক মহিলার আগমনেই খুশিতে ডগমগ হচ্ছিল, তখন শহরের বিচক্ষণ প্রকৃতির লোকেরা এই কথা বলছিল। এ সব নিয়ে আর কোন কথাই বলব

না ; এবার ফিরে যাব গ্রিসেল্ডার কাছে, তার দৃঢ়সংকল্প আর শ্রমশীলতার কথা বলব।

ভোজসভার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিয়েই গ্রিসেল্ডা ব্যস্ত রইল। নিজের পোষাক অত্যন্ত সাধারণ ও ছেঁড়া হলেও তাতে তার কোন লজ্জা নেই। সকলের সঙ্গেই সেও সদর দরজায় গিয়ে জমিদার-পত্নীকে অভ্যর্থনা করল এবং তারপর নিজের কাজে ফিরে গেল। ওয়াল্টারের অতিথিদের স্ব স্ব মর্যাদানুসারে এমন সাদরে ও উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল যে কেউ কোন ত্রুটি ধরতে পারল না ; বরং তারা সবিস্ময়ে ভাবতে লাগল, এমন দীনহীন পোষাক অথচ এত কুশলী ও ভদ্র এই স্ত্রীলোকটি কে : সকলেই তার বুদ্ধির প্রশংসা করতে লাগল। এদিকে সর্বান্তঃকরণে ও সদয়ভাবে এই বালিকা ও তার ভাইকে সে অনবরত প্রশংসা করতে লাগল ; এমন প্রশংসা আর কেউ করতে পারত না। অবশেষে অতিথিরা যখন আহারে বসেছে তখন ওয়াল্টার গ্রিসেল্ডাকে হল-ঘরে ডেকে আনল।

যেন ঠাট্টা করেই সে বলল, "গ্রিসেল্ডা, আমার স্ত্রীর চেহারা তোমার কেমন লাগে?"

সে জবাব দিল, "খুব ভাল প্রভু, বিশ্বাস করুন, ওর চেয়ে সুন্দরী কাউকে আমি দেখি নি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ওকে সুখী করুন ; আর আশা করি, তোমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি তোমাকে যথেষ্ট সুখে রাখবেন। শুধু একটি কথা বলে তোমাকে সতর্ক করে দিতে চাই : অন্যের মত এই ছোট মেয়েটিকেও কষ্ট দিও না, কারণ সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে, দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত স্ত্রীলোক যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারে সে তা সইতে পারবে বলে মনে হয় না।"

তার হাতে এত যন্ত্রণা সয়েও সব রকম ঈর্ষা ত্যাগ করে গ্রিসেল্ডা যে ধৈর্য ও খুশির পরিচয় দিয়েছে এবং নিজের নির্দোষিতাকে অক্ষুণ্ন রেখে সব সময়ই দেয়ালের মত অবিচল ও স্থির থেকেছে, তা দেখে নির্দয় জমিদারের মনেও তার স্ত্রীসুলভ ঐকান্তিকতার প্রতি করুণা জেগে উঠল।

সে বলল, "অনেক হয়েছে গ্রিসেল্ডা, আর ভয় নেই, আর রুষ্ট হয়ো না। দারিদ্র্যে ও সম্পদে তোমার বিশ্বস্ততা ও দয়ার পরীক্ষা আমি যে ভাবে করেছি অন্য কোন স্ত্রীকে তার চাইতে বড় পরীক্ষা কখনও দিতে হয় নি। প্রিয়তম, এবার তোমার অবিচলিত চিত্তের পরিচয় আমি পেয়েছি।" স্ত্রীকে বাহু-বন্ধনে

বেঁধে সে তাকে চুম্বন করল। গ্রিসেল্ডা বিস্মিত হল, কিন্তু মনোযোগ দিল না; স্বামীর কোন কথা তার কানেও গেল না। তার হাবভাব দেখে মনে হল সে যেন এই মাত্র ঘুম থেকে জেগে উঠল। ক্রমে তার বিস্ময় কেটে গেল।

জমিদার বলল, "গ্রিসেল্ডা, যে ঈশ্বর আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁর দোহাই, তুমিই আমার স্ত্রী; আমার আর কোন স্ত্রী নেই, কোনদিন ছিলও না! ঈশ্বর আমার আত্মাকে রক্ষা করুন। যাকে তুমি আমার স্ত্রী বলে ধরে নিয়েছ সে আমার মেয়ে। এই বালকই আমার উত্তরাধিকারী হবে, সেই ব্যবস্থাই আমি করেছি। তুমিই তার জন্মদায়িনী; আমি তাকে গোপনে বলোগ্নায় রেখে দিয়েছিলাম। এবার তাদের ফিরিয়ে নাও, কারণ এখন আর বলতে পারবে না যে তোমার কোন সন্তানকে তুমি হারিয়েছ। যারা এতদিন আমার বিরুদ্ধে কথা বলেছে তাদের দৃঢ়ভাবে বলছি, ঈর্ষা বা নিষ্ঠুরতার বশে আমি এ কাজ করি নি, করেছি তোমার নারীত্বের পরীক্ষার জন্য; ঈশ্বর না করুন, আমার সন্তানদের হত্যা করবার জন্য নয়, এ কাজ করেছি তোমার দৃঢ় সংকল্প ও অন্যাবিধ সদগুণ না জানা পর্যন্ত তাদের গোপন রাখবার জন্য।"

একথা শুনে সখেদ আনন্দে গ্রিসেল্ডা মূর্ছিত হয়ে পড়ল। জ্ঞান ফিরলে সে সন্তান দুটিকে কাছে ডেকে তাদের দুই হাতে জড়িয়ে ধরে করুণ ভাবে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের স্নেহে তাদের চুম্বন করতে লাগল; তার লবনাক্ত চোখের জলে তাদের চুল ও মুখ ভিজতে লাগল। তার এই মূর্ছা কী করুণ! তার অনুচ্চ কথাগুলি কী করুণ। সে বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ প্রভু। ঈশ্বর, তোমাকেও ধন্যবাদ। আমার সন্তান দুটিকে বাঁচিয়ে রেখেছ; এখানে যদি এখনই আমার মৃত্যু হয়, তাতে কিছু যায় আসে না; প্রভু, তোমার ভালবাসা, তোমার অনুগ্রহ যখন ফিরে পেয়েছি, তখন মৃত্যু হলেই বা কি! ওরে আমার বড় আদরের সোনারা! তোদের মা তো জানত কোন নির্মম কুকুর বা বীভৎস পোকা তোদের খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় তোদের দয়ালু পিতা তোদের কত আদরে রক্ষা করেছে।" বলতে বলতেই সে আবার হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেল।

মূর্ছার মধ্যে সন্তান দুটিকে সে এমন শক্ত ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখল যে অনেক চেষ্টা করে তবে জোর করে তাদের সরিয়ে আনা হল। ওঃ, আশে

পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের করুণ মুখও চোখের জলে ভাসতে লাগল ; সেখানে থাকতেও তাদের কষ্ট হচ্ছিল। ওয়াল্টার নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে তার মনের দুঃখ দূর করল। মূর্ছা ভেঙে সে সলজ্জভাবে উঠে দাঁড়াল, প্রত্যেকেই তাকে অভিনন্দন জানাল এবং এমনভাবে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল যে ক্রমে সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। তাকে খুশি করতে ওয়াল্টার এমনভাবে চেষ্টা করতে লাগল যে পুনর্মিলনের পরে তাদের আনন্দ দেখে সকলেই খুশি হল। পুরবাসিনীরা সুযোগ বুঝে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ছেঁড়া জামা-পোষাক বদলে দিল এবং উজ্জ্বল স্বর্ণবস্ত্রে সাজিয়ে মাথায় মূল্যবান রত্নখচিত মুকুট পরিয়ে তাকে আবার হলঘরে ফিরিয়ে আনল। সেখানে সকলেই তাকে উপযুক্ত সম্মান নিবেদন করল।

এইভাবে এই দুঃখময় দিনটি আনন্দের মধ্য দিয়ে শেষ হল ; আকাশে তারা ফুটে না ওঠা পর্যন্ত প্রত্যেকটি নরনারী সেই আনন্দ-কোলাহলে সাধ্যমত যোগ দিল। সকলেরই মনে হল, তাদের বিয়ের সময় যে ভোজসভা হয়েছিল তার চেয়ে এই ভোজসভা আরও বেশী চমকপ্রদ ও প্রাচুর্যপূর্ণ হয়েছে।

তারপর তারা দুজন অনেক বছর ধরে সুখে ও শান্তিতে মিলেমিশে বাস করল। ওয়াল্টার ইতালির একজন সুন্দর জমিদারের সঙ্গে ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে দিল, আর গ্রিসেল্ডার বাবাকে তার মৃত্যু পর্যন্ত সুখে ও শান্তিতে রাজবাড়িতে রাখা হল। ওয়াল্টারের দিন শেষ হলে ছেলেটি সর্বসম্মতিক্রমে শান্তিতে তার উত্তরাধিকারী হল ; তার খুব ভাল বিয়েও হল, যদিও সে তার স্ত্রীকে কোন বড় রকমের পরীক্ষায় ফেলে নি।

একথা অস্বীকার করা চলে না যে আজকের জগৎ প্রাচীনকালের মত তত শক্তিমান নয় ; কাজেই আমার গ্রন্থকার কি বলেছেন আপনারা শুনুন : স্ত্রীরা সবিনয়ে গ্রিসেল্ডার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে এ উদ্দেশ্য নিয়ে গল্পটি বলা হয় নি, কারণ তারা চাইলেও সেটা হবে অসহনীয় ; গল্পটা বলার উদ্দেশ্য, সকলেই যেন স্ব স্ব মর্যাদা অনুসারে দুঃখের দিনেও গ্রিসেল্ডার মত অবিচলিত থাকে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই পেত্রার্ক চমৎকার শিল্প-শৈলীতে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। একটি স্ত্রীলোক যখন একজন মানুষের প্রতি এতখানি ধৈর্য প্রদর্শন করে থাকতে পারে, তখন ঈশ্বরের সব দানকেই ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করাই আমাদের কর্তব্য। কারণ এটা তো খুবই সংগত যে যাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন তাদের তিনি পরীক্ষাও করবেন। অবশ্য যাদের তিনি উদ্ধার

করেছেন তাদের কখনও প্রলুব্ধ করবেন না ; সেন্ট জেমসের পত্রাবলী পড়লেই এ কথা আপনারা জানতে পারবেন। ঈশ্বর প্রতিদিন মানুষকে পরীক্ষা করেন, আমাদের কল্যাণের জন্যই দুর্দিনের তীক্ষ্ণধার চাবুকের দ্বারা নানা ভাবে আমাদের আঘাত করেন—অবশ্য আমাদের গুণাবলী জানবার জন্য নয়, কারণ জন্মের আগে থেকেই তো আমাদের সব দুর্বলতার কথাই তিনি অবগত হন। তাঁর সব ব্যবস্থাই আমাদের কল্যাণের জন্য ; কাজেই পুণ্যের পথে ধৈর্য রেখেই আমাদের বাঁচতে হবে।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, শেষ করবার আগে আর একটি কথা শুনুন। আজকাল একটা গোটা শহরেও গ্রিসেল্ডার মত দুই বা তিনটি মেয়ে পাওয়াই শক্ত। তাদের সোনার সঙ্গে এমনভাবে পিতলের খাদ মেশানো যে মুদ্রাটি দেখতে ভাল হলেও এ ধরনের পরীক্ষায় পড়লে বরং দুখণ্ডে ভেঙে যাবে, তবু বেঁকবে না। তাই বাথ্-বাসিনীর প্রতি স্নেহবশতঃ—ঈশ্বর তাকে ও সমস্ত স্ত্রীজাতিকে বড় করেই রাখুন ; অন্যথায় বড়ই দুঃখের ব্যাপার হবে—নবীন তেজে, সবল ভঙ্গীতে এমন একটি গান আমি আপনাদের শোনাব যাতে আপনারা খুশি হবেন বলেই মনে করি। কাজেই এই গুরুগম্ভীর আলোচনা থাক ; আমার নিম্নরূপ গানটি শুনুন :

চসারের শেষ কথা : গ্রিসেল্ডার মৃত্যু হয়েছে ; তার ধৈর্যেরও মৃত্যু হয়েছে ; ইতালীতে দুই-ই একত্রে সমাহিত রয়েছে। তাই আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করছি, দ্বিতীয় গ্রিসেল্ডাকে আবিষ্কারের আশায় কোন বিবাহিত পুরুষ যেন স্ত্রীর ধৈর্য পরীক্ষা করবার মত কঠোরতা অবলম্বন না করে, কারণ তা করলে তার পরাজয় অনিবার্য।

হে বিদুষী মহিয়সী স্ত্রীগণ, বিনয় যেন আমাদের জিহ্বাকে স্তব্ধ করে না রাখে, আর আপনাদের নিয়ে কোন পাদ্রীর যেন ধৈর্যশীলা দয়াবতী গ্রিসেল্ডার মত আর একটি কাহিনী লিখবার কোন সুযোগ না পায় ; অন্যথায় চিকেভাকে নাম্নী গরুও আপনাদিগকে তার পেটের মধ্যে পুরে ফেলবে। প্রতিধ্বনীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন ; সে কখনও চুপ করে থাকে না ; সব কথারই জবাব দিয়ে দেয়। নির্দোষিতা যেন আপনাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে না দেয় ; নিজেদের হাতে রাশ টেনে ধরুন। এই বাণী আপনাদের স্মৃতিতে গভীরভাবে খোদাই করে রাখুন ; তাতে মানুষেরই কল্যাণ হবে।

বৃহদাকার উটের মত শক্তিময়ী হে পত্নীগণ, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উঠে দাঁড়ান ; আপনাদের প্রতি কোন অন্যায় করতে পুরুষদের দেবেন না। আর সংগ্রামে অক্ষম দুর্বল পত্নীগণ, আপনারা অদূরবর্তী ভারতবর্ষের ব্যাঘ্রের মত হিংস্র হোন ; আমি বলছি, সব সময় বায়ুচালিত যন্ত্রের মত মুখরা হোন। পুরুষদের ভয় করবেন না ; স্বামী যদি অস্ত্রসজ্জিতও হয়, আপনার কর্কশ বাক্যবাণ তার বক্ষ ও শিরস্ত্রাণকে বিদীর্ণ করুক। আমি বলছি, স্বামীকে যদি ঈর্ষা দিয়ে বাঁধতে পারেন তাহলেই তাকে ভারুই পাখির মত নতজানু করে রাখতে পারবেন। যদি সুন্দরী হন, প্রকাশ্যে আপনার মুখ ও পোষাক সকলকে দেখান ; যদি কুৎসিত হন, অস্বাভাবিক রকম উদার হোন ; নতুন নতুন বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সচেষ্ট হোন। লিণ্ডেন-পাতার মত হাসিখুশি হোন, আর আপনার স্বামী দুশ্চিন্তায় কাঁদুক, হাত মোচড়াক আর আর্তনাদ করুক !

সরাইওয়ালার মধুর কথাগুলি শুনুন : পণ্ডিত পাদ্রির তার গল্প শেষ করলে সরাইওয়ালা দিব্যি করে বলল : "ঈশ্বরের অস্থির দিব্যি, এক পিপে ভাল মদের পরিবর্তেও আমি চাই অন্তত একটিবার আমার বাড়ির গৃহিণী এই গল্পটি শুনুক ! সেদিক থেকে গল্পটি খুব ভাল। বাড়িতে আমি কি চাই তা তো আপনারা বুঝতেই পারছেন ; কিন্তু যা হবার নয় তা চেয়ে লাভ কি।" অক্সফোর্ডের পাদ্রির কাহিনী এখানেই শেষ হল।

বণিকের কাহিনী

বণিকের কাহিনীর প্রস্তাবনা : বণিক বলল, "সকাল-সন্ধ্যা চোখের জল আর বিলাপ, যন্ত্রণা ও অন্যবিধ কষ্ট—এ সব আমি যথেষ্ট জানি ; বিবাহিতেরা অনেকেই তা জানে। আমার এ অবস্থা আমি ভাল করেই জানি, আর তাই একে সত্য বলে বিশ্বাস করি। আমার একটি স্ত্রী আছে, যতদূর খারাপ হতে পারে ; তার সঙ্গে শয়তানের বিয়ে হলেও সে তাকে টেক্কা দিতে পারত, এ কথা আমি দিব্যি করে বলতে পারি। তার গুণপনার ফিরিস্তি দিয়ে আর কি হবে ? সে একটি পুরো খাণ্ডারণী। গ্রিসেল্ডার অসাধারণ ধৈর্য আর আমার স্ত্রীর অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতার মধ্যে প্রচণ্ড ব্যবধান। আবার যদি মুক্ত হতে পারতাম তাহলে কী ভালই না হত ! এ ফাঁদে আর কখনও পা দিতাম না। আমার

মত বিবাহিত লোকদের বড়ই দুঃখে-কষ্টে দিন কাটে। যিনি বিয়ে করতে চান পরীক্ষা করে দেখুন; ভারতবর্ষের সেণ্ট টমাসের দিব্যি, তিনিই বুঝতে পারবেন আমি যা বলেছি তা অধিকাংশ লোকের বেলায়ই সত্যি—অবশ্য আমি সকল লোক বলছি না। ঈশ্বর করুন, সকলের বেলায় যেন তেমনটি না ঘটে!

"দেখুন মশায়, দুমাস হল আমার বিয়ে হয়েছে; সত্যি তাই। তথাপি আমি বিশ্বাস করি, একটা লোক সারা জীবন স্ত্রীহীন থেকে মানুষের কাছ থেকে অনেক কষ্ট পেলেও আমার স্ত্রীর শাপ-শাপান্তের যত দুঃখের কাহিনী এই মুহূর্তে আমি বলতে পারি ততটা দুঃখের কথা সেও বলতে পারবে না!"

সরাইওয়ালা বলল, "বণিক মশায়, ঈশ্বর আপনাকে দয়া করুন। তবে যেহেতু এ বিষয়ে আপনি এতটা অবহিত, আমি আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করছি, এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলুন।'

সে বলল, "সানন্দে; তবে আমার মন বড়ই ক্ষুব্ধ, তাই নিজের দুর্ভাগ্যের কথা আর বলব না।"

বণিকের কাহিনী শুরু হল: এক সময়ে লোম্বার্ডিতে একজন নাইট বাস করত। তার জন্ম হয়েছিল পাভিয়াতে এবং সেখানেই প্রচুর ধন-সম্পত্তি নিয়ে সে বাস করত। ষাট বছর বয়স পর্যন্ত সে অবিবাহিত ছিল; যখন যেমন ইচ্ছা হত সেই ভাবেই সে নারীসংগজনিত দৈহিক কামনা মিটিয়ে নিত, ঠিক যেমনটি করে থাকে সাধারণ মূর্খ লোকেরা, কিন্তু ষাট বছর পার হবার পরে পবিত্রতার জন্য কি ভীমরতির জন্য আমি জানি না। সেই নাইট বিয়ের জন্য এতই উতলা হয়ে উঠল যে মনোমত একটি স্ত্রী খুঁজে বের করতে দিনরাত যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল। সে প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানাল যাতে সে একটিবার স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কের রসাস্বাদন করতে পারে এবং ঈশ্বর সর্বপ্রথম নর ও নারীকে যে পবিত্র প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করেছিলেন তার মধ্যে বাস করতে পারে। সে বলল, 'অন্য কোন জীবনের তিলমাত্র মূল্য নেই; বিবাহ এত সান্ত্বনাদায়ক ও পবিত্র যে সেই মর্তের স্বর্গ।" সেই বৃদ্ধ জ্ঞানী নাইট এই কথা বলতে লাগল।

ঈশ্বর আমাদের রাজা এ কথা যেমন সত্য, ঠিক তেমনি এও সত্য যে বিশেষ করে মানুষ যখন বুড়ো হয়, যখন তার চুল সাদা হয়, তখন স্ত্রী গ্রহণ করা তার

পক্ষে একটি গৌরবময় কাজ ; তখন স্ত্রীই তার প্রকৃত রত্ন-ভাণ্ডার। তখন তার উচিত একটি সুন্দরী যুবতী স্ত্রী গ্রহণ করে একটি বংশধর লাভ করা এবং সুখে-সম্ভোগে জীবন কাটানো ; যাতে তাদের দেখে প্রেম করে সুখী না হওয়া কুমারের দল বোকার মত "হায়! হায়!" করতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে অবিবাহিতরা যে প্রায়ই দুঃখ-কষ্ট পেয়ে থাকে সেটাই ঠিক, কারণ বিশৃংখলার উপরেই তারা ঘর বানায়, আর পরে বিশ্বস্ততা খুঁজতে গিয়ে পায় শৃংখলাহীনতা। তারা পশু-পাখির মত বাস করে: তাদের জীবন মুক্ত, অসংযত ; কিন্তু বিবাহিত পুরুষ বিবাহের জোয়ালে বাঁধা সুখী ও সুশৃংখল জীবন যাপন করে। তার হৃদয় সুখে ও আনন্দে ভরে ওঠে, কারণ স্ত্রীর মত অনুগত আর কে হতে পারে? তার পত্নী ছাড়া আর কেই বা রুগ্ন বা সুস্থ অবস্থায় তার প্রতি এত বিশ্বস্ত ও সেবা-যত্নে এত মনযোগী হবে? সুদিনে বা দুর্দিনে সে তাকে কখনও পরিত্যাগ করবে না ; সে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত শয্যাশায়ী হলেও তার প্রতি ভালবাসায় ও সেবায় সে কখনও শ্রান্তি বোধ করবে না।

তথাপি কোন কোন পার্দরি, থিয়োফ্রেস্টাস তাদের মধ্যে একজন, বলে যে এ কথা ঠিক নয়। থিয়োফ্রেস্টাস যদি মিথ্যা কথা বলে, তাতে কি যায় আসে? সে বলেছে : 'গৃহস্থালির খরচ কমাবার জন্য কেউ যেন স্ত্রী গ্রহণ না করে ; একটি ভাল চাকর টাকা বাঁচাবার জন্য তোমার স্ত্রীর চাইতে অনেক বেশী পরিশ্রম করবে, অথচ তোমার স্ত্রী সারা জীবন অর্ধেক অংশ দাবী করবে। আর তুমি যদি অসুস্থ হয়ে পড়, ঈশ্বর আমার সহায় হোন, তাহলে তোমার প্রকৃত বন্ধুরা বা একটা ভাল বালক-ভৃত্য স্ত্রী অপেক্ষা তোমার বেশী সেবা করবে ; তোমার স্ত্রী তো অনেক দিন থেকেই তোমার সম্পত্তির জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাছাড়া বাড়িতে স্ত্রী নিয়ে এলে তুমি তো সহজেই একটি ভ্রষ্টা স্ত্রীর স্বামী বনে যেতে পার।" এই লোকটি এই অভিমত এবং এর চাইতেও খারাপ শতেক কথা লিখে গেছে—ঈশ্বর তার অস্থিকে অভিশপ্ত করুন! কিন্তু এ সব বড় বড় বকুনিতে কান দেবেন না ; থিয়োফ্রেস্টাসকে উপেক্ষা করে আমার কথা শুনুন।

স্ত্রী প্রকৃতই ঈশ্বরের দান। আর যত কিছু দান—জমি, ভেড়া, চারণ-ভূমি, সমান অধিকার ও অস্থাবর সম্পত্তি—সবই ভাগ্যের দান, দেয়ালের ছায়ার মত চকিতেই চলে যায়। কিন্তু খোলাখুলিই বলছি—স্ত্রী বাড়িতেই থাকবে, হয়তো আপনি যতদিন চান তার চাইতে বেশী দিনই থাকবে। বিবাহ একটি

প্রকৃতই মহৎ দলিল। আমি তো মনে করি, যার স্ত্রী নেই তার হয়ে গেছে ; সে অসহায় ভাবে সম্পূর্ণ পরিত্যক্তভাবে জীবন কাটায়—মানে আমি সাধারণ লোকের কথা বলছি। না, না, আমি বাজে কথা বলছি না : পুরুষের সঙ্গিনী হবার জন্যই স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হয়েছিল। উপরওয়ালা ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করে যখন দেখলেন সে একেবারে একা, তার পেটে কিছু নেই, তখন পরম উদারতায় তিনি বললেন, "এবার আমাকে এই মানুষটির জন্য তারই মত একটি সঙ্গিনী সৃষ্টি করতে হবে," তারপরই তিনি ঈভকে সৃষ্টি করলেন। কাজেই আপনারা বুঝতে পারছেন, স্ত্রী যে পুরুষের সাহায্যকারিণী, তার আরাম, তার মাটির স্বর্গ, তার সুখ সেটা প্রমাণ করা যায়। সে এত অনুগত ও ধর্মশীলা যে তারা দুজনে নিশ্চয় সুখে থাকবে। তারা যেন এক দেহ, আর, আমি তো দেখছি, কি সুখে কি দুঃখে এক দেহে একটিই প্রাণ বাস করে।

একটি স্ত্রী—আঃ, সেণ্ট মেরি আমার প্রতি সদয় হোন! যার স্ত্রী আছে তার কোন রকম বিপদ কেমন করে ঘটবে? সত্যি, আমি বলতে পারি না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সুখ বিরাজ করে কোন জিহ্বা তা বলতে পারে না, কোন হৃদয় তা অনুভব করতে পারে না। স্বামী যদি গরীব হয়, স্ত্রী তার কাজে সাহায্য করে। সে তার টাকা বাঁচায়, আর কোন কিছুই অপচয় করে না। স্বামী যা চায় তাতেই সে খুশি। সে "হ্যাঁ" বললে স্ত্রী কখনও "না" বলে না। স্বামী যদি বলে, "এটা কর", তাহলে সে বলবে, "করেছি মশায়।" অমূল্য বিবাহ-বন্ধন কী আনন্দময়! তাতে কত সুখ, কত পবিত্রতা ; সকলের মুখেই তার প্রশংসা, তার সমর্থন। তাই যে মানুষ নিজের মূল্য এতটুকু বোঝে তারই কর্তব্য একটি স্ত্রী পাঠিয়ে দেবার জন্য সারা জীবন নতজানু হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো ; অন্যথায় তার উচিত এমন একটি স্ত্রীর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা যে তার জীবিতকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। কারণ তা হলেই তার জীবন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে ; আমি মনে করি, যতদিন সে স্ত্রীর পরামর্শ মত চলবে ততদিন কেউ তাকে ঠকাতে পারবে না। সমস্ত ব্যাপারে স্ত্রী এতই বিশ্বস্ত ও জ্ঞানময়ী যে সে সব সময় মাথা উঁচু করে চলতে পারবে। সুতরাং আপনারা যদি জ্ঞানীজনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চান, তাহলে সব সময় স্ত্রীলোকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

আবার দেখুন জেকব, পাদরিদের কথা অনুসারে, তার মা রেবেকার সুপরামর্শ অনুসারে গলায় ছাগলের চামড়া ঝুলিয়ে তার বাবার আশীর্বাদ লাভ

করেছিল। আরও দেখুন গল্প-কথায় বলা হয়েছে, স্ত্রীর বিজ্ঞ পরামর্শ শুনে জুডিথ ঘুমন্ত অবস্থায় হোলোফারনেসকে হত্যা করে ঈশ্বরের অনুগৃহীত লোকদের রক্ষা করেছিল। লক্ষ্য করুন, এবিগেল সুবিবেচনার দ্বারা তার স্বামী ন্যাবেলকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। মনে রাখবেন, যে এস্থার ঈশ্বরের অনুগৃহীত লোকদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল সেই আহাস্যুয়েরাসকে দিয়ে মোরডেকাইয়ের পদোন্নতি ঘটিয়েছিল।

সেনেকা বলেন, বিনীতা স্ত্রী অপেক্ষা ভাল কিছু নেই। ক্যাটো বলেছেন, স্ত্রীর জিহ্বাকে সহ্য করো। তাকে আদেশ করতে দাও, আর নিজে তা পালন কর, তাহলেই দেখবে সে সবিনয়ে তোমাকে বোঝাবে যে তুমিই আদেশ করেছ। স্ত্রী হচ্ছে পারিবারিক অর্থনীতির রক্ষক, যে রুগ্ন লোকটির গৃহস্থালি দেখা-শোনা করবার জন্য স্ত্রী নেই, তার কেঁদে-কেটে বিলাপ করাই ভাল। আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি যদি জ্ঞানী হবার ইচ্ছা থাকে তাহলে খৃস্ট যে ভাবে গীর্জাকে ভালবাসতেন তেমনি একান্তভাবে স্ত্রীকে ভালবাসুন। যদি নিজেকে ভালবাসেন, তাহলে স্ত্রীকে ভালবাসতেই হবে। নিজের দেহকে কেউ ঘৃণা করে না, বরং একান্ত ভাবে তার যত্ন নেয়। তাই বলছি, স্ত্রীকে সস্নেহে পালন করুন, নইলে কারও উন্নতি হবে না। লোকে ঠাট্টা করে যাই বলুক, এ পৃথিবীতে স্বামী এবং স্ত্রীই সব চাইতে বেশী নিরাপদ। তারা এমন ভাবে ঐক্যবদ্ধ যে কারও কোন ক্ষতি হতে পারে না, বিশেষ করে স্ত্রীর দিক থেকে। এই সব কারণেই জানুয়ারি, এই বৃদ্ধ লোকটির কথাই আগে বলেছি, বৃদ্ধ বয়সে মধু—মধুর বিবাহের ফলস্বরূপ পরিপূর্ণ জীবন ও পবিত্র শান্তির কথা ভেবে বিয়ের সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য একদিন তার বন্ধুদের ডেকে পাঠাল।

গম্ভীর মুখে সে তাদের কাছে নিজের কথা জানাল। বলল, "বন্ধুগণ, আমি বুড়ো হয়েছি, আমার চুল পেকেছে, এবং—ঈশ্বর জানেন—মৃত্যুর প্রায় কাছে পেঁছে গেছি, এবার আমাকে আত্মার কথা কিছুটা ভাবতে হবে। বোকার মত আমার দৈহিক শক্তির অপচয় করেছি; ঈশ্বরের আশীর্বাদে এবার সে ভুলের সংশোধন করব! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি বিবাহিত হতে চাই। তোমাদের অনুরোধ করছি, কোন সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে শীঘ্র আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর, কারণ আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না। নিজের দিক থেকেও অবিলম্বে বিয়ে করতে পারি এরূপ একটি মেয়ের খোঁজ আমি করব। কিন্তু

যেহেতু তোমরা সংখ্যায় অনেক, আমার চাইতে তোমরা অনেক দ্রুত এরূপ একটি মেয়ের খোঁজ করতে পারবে এবং আমার সব চাইতে উপযুক্ত পাত্রী তোমরাই নিরূপণ করতে পারবে।

"কিন্তু প্রিয় বন্ধুগণ, একটি বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি : কোন অবস্থাতেই আমি বৃদ্ধা স্ত্রী গ্রহণ করব না। তার বয়স কোনক্রমেই বিশ বছরের বেশী হবে না। আমি চাই পাকা মাছ আর কাঁচা মাংস। কাদার মাছ অপেক্ষা মিষ্টি জলের মাছ ভাল, আর বুড়ো গরুর মাংস অপেক্ষা বাছুরের নরম মাংস। ত্রিশ বছরের মেয়েমানুষ আমি চাই না, সে তো বীনের ডাঁটা আর খড় মাত্র। আর ঈশ্বর জানেন, এই সব বৃদ্ধা বিধবারা বিয়ের ফাঁকিবাজিতে এতই রপ্ত আর ইচ্ছা করলে গোলযোগ পাকাবার জ্ঞান তাদের এত বেশী যে তাদের নিয়ে কখনও সুখে ঘর করতে পারব না। অনেক বিদ্যালয়ে ঘুরে ঘুরে পাদরিরা চতুর হয়ে ওঠে, আর অনেক স্বামী-ফেরৎ মেয়েমানুষ তো আধা-পাদরি। অপর দিকে, গরম মোমকে যেমন হাতের মত করে গড়া যায় তেমনি অল্পবয়সী মেয়েকেও ঠিক মত চালানো যায়। সুতরাং তোমাদের খোলাখুলি-ভাবে সংক্ষেপে বলছি, এই কারণে আমি বয়স্কা স্ত্রী চাই না। কারণ পরে যদি বুঝি যে স্ত্রীকে নিয়ে কোন রকমে সুখী না হবার মত দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে তাহলে আমি হয় তো ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে দিন কাটাব এবং মরবার পরে সোজা নরকে চলে যাব। তার গর্ভে আমার কোন ছেলেমেয়ে হবে না; আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকার অপরিচিত লোকদের হাতে চলে যাবার চাইতে আমাকে শিকারী কুকুরে খেয়ে ফেলুক তাও ভাল। তোমাদের সবাইকে এ কথা বলছি। আমার ভীমরতি হয় নি; লোকে কেন বিয়ে করে তা আমি জানি।

"এ ছাড়াও এমন অনেক লোকের কথা আমি জানি যারা স্ত্রীগ্রহণের কারণ-গুলো আমার চাকরের চাইতে বেশী জানে না। কোন লোক যদি পবিত্র জীবন যাপন করতে না পারে, তাহলে তার উচিত কেবলমাত্র দৈহিক বাসনাতৃপ্তির জন্য নয়, উপরওয়ালা ঈশ্বরের সম্মানে বৈধ সন্তানলাভের জন্য, অথবা লাম্পট্য পরিহার করে ভালবাসার ঋণ নিয়মিত শোধ করার জন্য, কিম্বা ভাই-বোন যেমন একত্রে সৎ ও পবিত্রভাবে বাস করে সেই রকম বিপদের সময় একে অন্যকে সাহায্য করবার জন্যে পবিত্রভাবে বিবাহ করা। কিন্তু মশায়রা, আপনাদের অনুমতি নিয়েই বলছি, আমি তাদের মত নই, কারণ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—আমি জানি

মানুষের যা করা উচিত আমার দেহ যে তা করবার মত শক্ত ও সক্ষম সে গর্ব আমি করতে পারি ; আমি কি পারি তা আমি নিজেই ভাল জানি। চুল পাকলেও আমি হচ্ছি ফল ফলাবার আগে ফুল ফোটানো গাছের মত ; আর যে গাছে ফুল ফোটে তা কখনও মৃত বা শুকনো হতে পাবে না। আমার মাথাটাই শুধু সাদা, আর কোথাও নয় ; আমার মন, আমার অংগ প্রত্যংগ সারা বছরই লরেল পাতার মত সবুজ। আমাব সব কথা তো শুনলে, এবার আমার কথা মত কাজ করো।"

নানা জনে বিয়ে সম্পর্কে নানা পুরনো গল্প তাকে বলল। কেউ বিয়ের নিন্দে করল, কেউ বা প্রশংসা ; কিন্তু—গল্পটাকে সংক্ষেপ করে বলছি—বন্ধুরা মিলে দীর্ঘ আলোচনায় বসলে যেমন তর্কে তর্ক বাড়ে, তেমনি শেষ পর্যন্ত জানুয়াবির দুই ভাইয়েব মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল ; একজনের নাম প্ল্যাসেবো, আর অপর জনকে ঠিক ঠিকই ডাকা হত জাস্টিনাস বলে।

প্ল্যাসেবো বলল, "ভাই জানুয়ারি, এখানকার কারও কাছ থেকে পবামর্শ চাইবাব প্রয়োজন তোমার বিশেষ কিছু ছিল না, তবু সুবিবেচকের মতই সলোমনের বাণীর বিরুদ্ধে না যাবার মত জ্ঞান আছে বলেই তুমি এ কাজ করেছ। তিনি আমাদের সকলকে বলেছেন, 'সব কাজই পরামর্শমত করবে, তাহলেই তোমাকে কখনও দুঃখিত হতে হবে না।' সলোমন এই কথাগুলি বললেও যেমন আমি আশা রাখি যে ঈশ্বর আমার আত্মাকে শান্তি দেবেন ঠিক তেমনি আমি মনে করি তোমার অভিমতই সব চাইতে ভাল। ভাই, আমার এ কথা তুমি গ্রহণ কর, কাবণ আমি সারা জীবন সভাসদের কাজ করছি এবং ঈশ্বর জানেন অনুপযুক্ত হলেও অতীব উচ্চপদস্থ লর্ডদের মধ্যেও আমার আসন চিরদিনই বেশ উঁচুতেই থাকে, তথাপি তাদের কারও সঙ্গে আমি কখনও তর্ক-বিতর্ক করি নি। আসলে আমি কখনও তাদের কথার প্রতিবাদ করি নি। আমি ভাল করেই জানি, আমার প্রভু আমার চাইতে বেশী জানেন ; তিনি যা বলেন তাকেই আমি সঠিক ধ্রুব সত্য বলে মানি। আমিও ঠিক সেই কথা বা অনুরূপ কথাই বলি। যে সভাসদ কোন উচ্চপদস্থ প্রভুর সেবা করেও নিজের মতামতকে তার প্রভুর মতামত অপেক্ষা ভাল মনে করবার স্পর্ধা রাখে সে নিতান্তই মহা মূর্খ। ধর্মের দিব্যি, প্রভুরা মূর্খ নয়। তুমি আজ এখানে এমন সব ভাবের কথা এত সুন্দর করে বলেছ যে তোমার সব কথা ও অভিমতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। ঈশ্বরের দিব্যি, সারা শহরে এমন কি ইতালিতেও

এমন কেউ নেই যে এর চাইতে ভাল করে বলতে পারত। খৃস্টের মনে করা উচিত যে তোমার সুবিবেচনার দ্বারা তাঁরই সেবা করা হয়েছে। তোমার মত বয়সের একজন লোক যুবতী স্ত্রী গ্রহণ করবে, এটা তো সুস্থ মনের লক্ষণ; আমার বাবার আত্মার দিব্যি, তোমার হৃদয় যেন খুশির পেরেকে ঝুলছে। এখন এ বিষয়ে তোমার যেমন ইচ্ছা ঠিক তাই কর; কারণ শেষ পর্যন্ত সেটাকেই আমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।''

জাস্টিনাস চুপচাপ বসে সব শুনছিল; এবার সে এইভাবে প্ল্যাসেবোর কথার জবাব দিল. ''ভাই আমার, আমি মিনতি করছি তুমি ধৈর্য ধর; তুমি এতক্ষণ বলেছ, এবার আমার কথা শোন। আরও অনেক বিদগ্ধ বাণীর মধ্যে সেনেকা এ কথাও বলেছেন যে, বিষয়-সম্পত্তি কাকে হস্তান্তর করা হবে সে ব্যাপারে সুপরামর্শ নেওয়া সকলেরই উচিত। আর অন্যকে সম্পত্তি দেওয়ার ব্যাপারেই যদি সুপরামর্শের প্রয়োজন হয়, তাহলে তো কাকে আমি স্থায়ীভাবে আমার দেহদান করব সেটা আরও সযত্নে বিবেচনা করা উচিত। তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি: সব খোঁজ-খবর না নিয়ে স্ত্রী গ্রহণ করার মত ছেলেখেলা করা উচিত নয়। আমার মতে, সে স্ত্রীলোকটি বুদ্ধিমতী বা মিতাচারী বা মাতাল বা উদ্ধত প্রকৃতির কিনা, অথবা সে খাণ্ডারণী, বা খুঁতখুঁতে বা বে-হিসাবী কিনা সেটা ভাল করে খোঁজ নেওয়া উচিত। সে ধনী না গরীব, না পুরুষ-হ্যাংলা? অবশ্য এটা ঠিক যে সর্বভাবে নিখুঁত কোন মনের মত জীব, কি মানুষ কি পশু, এ পৃথিবীতে কেউ খুঁজে পাবে না, তথাপি যে স্ত্রী হবে তার মধ্যে দোষ অপেক্ষা গুণ বেশী থাকলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু এ সব স্থির করা সময়সাপেক্ষ। ঈশ্বর জানেন, বিয়ের পর থেকে গোপনে অনেক চোখের জল আমি ফেলেছি। যার ইচ্ছা সে বিবাহিত পুরুষের জীবনের গুণগান করুক; আমি কিন্তু সেখানে দেখছি শুধু দুশ্চিন্তা, অর্থব্যয় আর কর্তব্য, সুখের লেশমাত্র নয়। অথচ, ঈশ্বর জানেন, আমার নিকটতম প্রতিবেশীরা, বিশেষ করে স্ত্রীলোকরা, বলে থাকেন যে আমার স্ত্রীর মত নিষ্ঠাবতী ও মৃদুস্বভাবের স্ত্রীলোক হয় না; কিন্তু আমার ব্যথা যে কোথায় সে তো আমিই সব চাইতে ভাল জানি। আমার দিক থেকে বলছি, তোমার ইচ্ছামত কাজ তুমি করতে পার। তুমি ছেলেমানুষ নও, কাজেই বিয়ের আগে, বিশেষ করে একটি যুবতী মনোরমা স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ের আগে ভাল করে ভাবো। যিনি ক্ষিতি, অপ ও মরুৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর দিব্যি, জগতের

কাণষ্ঠতম মানুষটিও নিজের স্ত্রীকে নিজের করে রাখতে সদাই ব্যস্ত। আমার কথা বিশ্বাস কর, পুরো তিন বছরও তুমি তার বাসনাকে পুরোপুরি পূর্ণ করতে পারবে না। স্ত্রীর অনেক দাবী। আমি মিনতি করছি, যেন হতাশ হয়ো না।"

জানুয়ারি বলল, "দেখ, তোমার বলা শেষ হয়েছে তো? তোমার সেনেকা আর তার প্রবাদ-বাক্য চুলোয় যাক। ও সব কেতাবী কথার কানা কড়িও দাম নেই। আগেই শুনেছ, তোমার চাইতে অধিক জ্ঞানী লোকরা আমার প্রস্তাবের সঙ্গে এক মত। প্ল্যাসেবো, তুমি কি বল?"

প্ল্যাসেবো বলল, "আমি বলি, বিয়েতে যে বাধা দেয় সে প্রকৃতই দুষ্ট।"

এ কথার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে উঠে পড়ল। সকলেই একমত হল যে, জানুয়ারি যখন খুশি যাকে খুশি বিয়ে করুক।

বিয়ের ব্যাপারে জানুয়ারির মন দিনের পর দিন নানা রকম উদ্ভট কল্পনা ও বিচিত্র চিন্তায় ভরে উঠতে লাগল। রাতের পর রাত নানা সুন্দর মূর্তি, সুন্দর মুখ তার মনের উপর ভাসতে লাগল; ঠিক যেন কোন লোক একটা ঝকঝকে পরিষ্কার আয়না বাজারের মধ্যে ধরে তার মধ্যে নানা লোকের মূর্তি দেখছে। কাছাকাছি যে সব মেয়ে থাকে তাদের কথা সে গভীরভাবে ভাবতে লাগল। কাকে যে বেছে নেবে বুঝতে পারে না। একজনের হয় তো মুখখানি খুব সুন্দর, কিন্তু আরেক জনকে তার গাম্ভীর্য ও দয়ার জন্য সকলে এত সম্মান করে যে তার প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ। কেউ হয় তো ধনী, কিন্তু তার অনেক বদনাম। যাই হোক, কিছুটা খেয়ালের বশে আর কিছুটা আন্তরিকতার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত অপর সকলকে মন থেকে দূর করে সে একজনকে বেছে নিল। নিজের থেকেই তাকে পছন্দ করল, কারণ ভালবাসা সব সময়ই অন্ধ, তাই কিছুই দেখতে পায় না। তারপর শুতে গিয়ে তার সতেজ রূপ ও যৌবন, ক্ষীণ কটি, দীর্ঘ নরম বাহুযুগল, সুবিবেচনা, ভদ্রতা, স্ত্রীসুলভ আচরণ ও নিষ্ঠার কথাই মনে মনে দেখতে লাগল, হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করতে লাগল। মেয়েটিকে বেছে নেবার পর তার মনে হল, এর চাইতে ভাল নির্বাচন করা যেত না। সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পরে সে মনে করল যে তার পছন্দের প্রতিবাদ করবার মত বোকা কেউ হবে না—অন্তত এই রকম কল্পনাই সে করল। বন্ধুদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদের দ্রুত তার কাছে আসতে অনুরোধ জানাল; তাদের সকলের কাজ সংক্ষিপ্ত করাই তার ইচ্ছা। তার পছন্দ পাকা হয়ে গেছে, কাজেই কনে খুঁজতে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াবার আর কোন প্রয়োজন নেই।

প্ল্যাসেবো হাজির হল; ক্রমে অন্য বন্ধুরাও এল। জানুয়ারি প্রথমেই সকলের কাছে একটি মিনতি জানাল: যে সিদ্ধান্তে সে উপনীত হয়েছে, যে সিদ্ধান্ত ঈশ্বরের কাছে সন্তোষজনক এবং তার সুখেরও ভিত্তিস্বরূপ, কেউ যেন সে সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ না করে। তারপর জানাল, নীচবংশজাত হলেও রূপের জন্য সুপরিচিত একটি মেয়ে সেই শহরেই আছে। তার যৌবন ও রূপই তার কাছে যথেষ্ট। সে বলল, ওই মেয়েটিকে বিয়ে করে সুখে ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন করাই তার ইচ্ছা। তারপর সে যে মেয়েটিকে একান্তভাবে পাবে এবং তার সুখের অংশীদার যে আর কেউ হবে না এ জন্য সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবার এবং তার হয়ে সব ব্যবস্থাকে সফল করবার জন্য সে তাদের অনুরোধ করল। কারণ তাতেই তার মন শান্ত হবে।

সে বলল, "একটিমাত্র ব্যাপার আমার বিবেককে দংশন করছে, সেটা ছাড়া আর কোন দ্বিধাই নেই; সেই কথাই তোমাদের খুলে বলছি। অনেক আগে শুনেছিলাম, কোন মানুষই দু'বার পূর্ণ আনন্দ ভোগ করতে পারে না—মানে একবার মর্তে এবং পুনরায় স্বর্গে। তাই যদিও আমি সপ্ত পাপ এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষের সবগুলি শাখা থেকে দূরে থাকতে পারি, তথাপি বিবাহে এত পরিপূর্ণ সুখ এবং সম্ভোগ ও আনন্দ আছে যে আমার কেবলই ভয় হচ্ছে, এই বৃদ্ধ বয়সে সব রকম গোলযোগ ও সংঘাত থেকে মুক্ত এমন একটি আনন্দময় বিরল জীবন আমি যাপন করব যে এই পৃথিবীতেই আমার স্বর্গ পেয়ে যাব। যেহেতু প্রকৃত স্বর্গের জন্য অনেক পরীক্ষা ও প্রায়শ্চিত্তের মূল্য দিতে হয়, সেই হেতু সমস্ত বিবাহিত মানুষ স্ত্রীসহ যে আনন্দে বাস করে সেই আনন্দে জীবন কাটিয়ে শাশ্বত খৃস্ট যে পরমানন্দে বাস করেন সেখানে কেমন করে আমি যাব? এই আমার আশংকা; তোমরা আমার দুই ভাই, তোমাদের কাছে আমার মিনতি, তোমরাই এ সমস্যার সমাধান করে দাও।"

জাস্টিনাস এ সব প্রস্তাবকেই আকাট মূর্খামি বলে মনে করে; তাই সঙ্গে সঙ্গেই সে পরিহাস করে এর জবাব দিল! এই দীর্ঘ আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে সে কোন আপ্তবাক্যের উল্লেখ না করে সোজাসুজি বলল: "তুমি যে একটিমাত্র অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছ শুধু তার জন্যই ঈশ্বর তাঁর অলৌকিক পথে ও করুণাবশে তোমাকে যেন এমনভাবে অনুগ্রহ করেন যাতে যে বিবাহিত জীবনে কোন গোলযোগ বা সংঘাত নেই বলে তুমি উল্লেখ করেছ

সে জীবনের জন্য তোমার এই উৎসাহ যেন তুমি হারিয়ে ফেল। অন্যথায়, ঈশ্বর না করুন, একজন একক লোক অপেক্ষা বিবাহিত লোককে অধিকতর অনুতাপের সুযোগ যেন তিনি না দেন। সুতরাং আমার এই শ্রেষ্ঠ পরামর্শ—হতাশ হয়ো না; মনে রেখো, এই মেয়েটিই তোমার পাপক্ষয়কারিণী হতে পারে! সে ঈশ্বরের প্রতিনিধিও হতে পারে; তা যদি হয়, তোমার আত্মা জ্যামুক্ত তীর অপেক্ষাও দ্রুততর গতিতে স্বর্গের দিকে ছুটে যাবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যতদিন পর্যন্ত তুমি পরিমিত ও যুক্তিসংগতভাবে স্ত্রীসম্ভোগ করবে, ভালবাসায় একেবারে গলে গিয়ে তাকে সুখী করতে না চাইবে, এবং অন্য সব পাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে, ততদিন বিবাহে যে এমন সুখ নেই বা কখনও থাকে না যাতে তোমার মুক্তির পথে বাধার সৃষ্টি হতে পারে, এ শিক্ষা যেন তুমি লাভ করতে পার। ভাই, এ নিয়ে ভয় পেয়ো না; এ অসুবিধা পার হবার ব্যবস্থা আমরা করে দেব। বাথ্-বাসিনীর বক্তব্য যদি তুমি বুঝে থাক তাহলে তো শুনেছ যে তোমার প্রস্তাবানুযায়ী বিয়ের কথা তিনি সংক্ষেপে খুব ভালভাবেই বলেছেন। এবার বিদায়; ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।"

এ কথার পরে জাস্টিনিয়াস ও প্ল্যাসেবো জানুয়ারির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুজনে দুদিকে চলে গেল। কারণ একবার যখন তারা বুঝতে পারল যে এ বিয়ে হবেই তখন বুদ্ধি করে এমন ব্যবস্থা তারা করল যাতে মে নাম্নী সেই মেয়েটি যতশীঘ্র সম্ভব জানুয়ারীকে বিয়ে করতে পারে। জানুয়ারির কি কি সম্পত্তি মে-কে লিখে দেওয়া হল বা মে-র সাজসজ্জা কি রকম হল সে সব কথা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। তবে শেষ পর্যন্ত একদিন উভয় পক্ষ পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গীর্জায় হাজির হল। গলায় আলখাল্লা জড়িয়ে পুরোহিত এগিয়ে এসে কনেকে উপদেশ দিল, সে যেন বিয়ের পরে জ্ঞানে ও সততায় সারা ও রেবেকার মত হয়; যথারীতি প্রার্থনার পরে তাদের নতজানু হয়ে বসতে বলল, তাদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করল এবং এই বিয়েতে গীর্জার পবিত্র সম্মতিস্বরূপ শীল মোহর করে দিল।

এইভাবে দুজন আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহিত হল এবং অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে মঞ্চের উপরে ভোজসভায় বসল। সুখে, আনন্দে, গানে, সারা ইতালীর সেরা খাদ্যে সমস্ত প্রাসাদটা সরগরম হয়ে উঠল। থিবিসের অর্ফিয়ুস বা অ্যাম্ফিয়নের চাইতেও মধুরতম সংগীত নবদম্পতিকে শোনানো হল। প্রতিটি খাদ্য পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে চারণরা গান গাইতে লাগল; থিবিস যখন বিপন্ন

হয়েছিল তখনও জোব এত ভাল ভেরী বাজায় নি, বা থিয়োড্যামাস এত পরিষ্কার সুরে গান করে নি। ব্যাকাস প্রতিটি গ্লাস মদে পূর্ণ করে রাখল, আর ভেনাস প্রত্যেকের উপর হাসি ছড়িয়ে দিল। জানুয়ারি এখন ভেনাসের নাইট হয়েছে, কাজেই একক অবস্থায় জানুয়ারি যেমন পরীক্ষা দিয়েছে এখন বিবাহিত অবস্থায়ও সে জানুয়ারির শক্তির পরীক্ষা নেবে। তখন ভেনাস মশাল হাতে নিয়ে কনেসহ সমবেত সকলের সামনে নাচতে লাগল। সত্যি বলছি, বিবাহ-দেবতা হাইমেনও জীবনে কখনও এমন একটি সুখী বিবাহিত পুরুষকে দেখে নি। কবি মার্টিয়ানাস, ফিলোলজি ও মার্কারির বিয়েতে যে আনন্দ হয়েছিল ও মিউজরা যে সব গান করেছিল, সে কথা তুমি লিখেছ ; কিন্তু এবার তুমি চুপ করে থাক। তোমার কলম এবং তোমার জিহ্বাও এ বিয়ের বিবরণ দিতে সক্ষম হবে না। তরুণ যৌবন যখন অবনত বার্ধক্যকে বিয়ে করে তখন যে ফূর্তি শুরু হয় তা বর্ণনার অতীত। চেষ্টা করে দেখ, তাহলেই বুঝতে পারবে আমি এ ব্যাপারে মিথ্যা বলছি কিনা।

ভোজসভায় সে এমন উজ্জ্বল মুখে বসে ছিল যে তাকে দেখলেই মোহিত হতে হয়। রাণী এস্থার কখনও এমন ভীরু চোখে আহাস্যুয়েরাসের দিকে তাকায় নি। মে-র রূপের পূর্ণ বিবরণ আপনাদের দিতে পারব না, তবে এটুকু বলতে পারি : রূপে ও আনন্দে পরিপূর্ণ মে যেন মে মাসেরই এক উজ্জ্বল প্রভাত।

জানুয়ারি যতবার তার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল ততবারই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল ; মনে মনে সে তখনই ভাবছিল—প্যারিস যেমন করে হেলেনকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিল সেই রাতে তার চাইতেও দৃঢ়তর আলিঙ্গনে সে কেমন করে মে-কে বাঁধবে। তথাপি তার মনে যথেষ্ট ভয়ও ছিল যে সে রাতে সে হয় তো মে-র মনে কষ্ট দেবে। সে ভাবতে লাগল : "হায় নরম জীব ! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমার তীব্র, তীক্ষ্ম আবেগ তুমি যেন সহ্য করতে পার ! আমার ভয় হচ্ছে, তুমি হয় তো তা সইতে পারবে না ; ঈশ্বর না করুন, আমি যেন সব শক্তি দিয়ে ভাল না বাসি ! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই, এখনই রাত হোক, আর সে রাত চিরস্থায়ী হোক। আমি চাই, সব লোকজন বাড়ি চলে যাক।" শেষ পর্যন্ত অতিথিরা যাতে খাবার টেবিল থেকে বিদায় নেয় তার জন্য সে ভদ্রভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল।

বিদায়ের সময় এল। অতিথিরা মদ খেল, নাচল ও বাড়ির চারদিকে

মশলাপাতি ছড়িয়ে দিল; সকলেই আহ্লাদে-আনন্দে ভরপুর। শুধু একজন পার্শ্বচর ছাড়া। তার নাম ড্যামিয়ান। জানুয়ারির রন্ধনশালায় সে অনেক দিন কাজ করেছে। লেডি মে-কে তার এতই ভাল লেগেছে যে কামনায় সে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে। নাচের সময় ভেনাসের হাতের মশাল তাকে এত তীব্রভাবে আঘাত করেছিল যে তার মনে হল, যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই মূর্ছিত হয়ে সে মারা যাবে। তাই সে তাড়াতাড়ি বিছানায় চলে গেল। এখন তাঁর সম্পর্কে আর কিছু বলব না, তরুণী মে যতক্ষণ তার দুঃখে করুণা না করে ততক্ষণ সে কেঁদে কেঁদে সেখানে অভিযোগ জানাতে থাকুক।

হায়! বিছানার খড় থেকে কত না বিপজ্জনক আগুন জ্বলে ওঠে! হায়, পরিবারের সেবক হয়েও তুমি তার শত্রু! হায় বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য, পরিবারের প্রতি ভক্তির পরিবর্তে এ কী মিথ্যাচার; তুমি যেন বুকের ভিতর পুষে রাখা ধূর্ত বিশ্বাসহন্তা বিষধর। তোমাকে জানবার দুর্ভাগ্য হতে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন! বিয়ের আনন্দে মাতোয়ারা জানুয়ারি, দেখ তোমার নিজের পার্শ্বচর, তোমার আজন্ম ভৃত্য ড্যামিয়ান কেমন তোমার ক্ষতি করতে উদ্যত। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই গৃহশত্রুকে তুমি যেন চিনতে পার! কারণ সমস্ত পৃথিবীতে সর্বক্ষণ গৃহশত্রুর উপস্থিতির মত দুষ্ট মহামারী আর কিছু নেই।

সূর্য তার প্রাত্যহিক বৃত্তাংশ পার হয়েছে; আর সে দিগন্ত-রেখার উপরে সেই লঘিমায় অবস্থান করতে পারে না। কালো রুক্ষ আবরণে গা ঢেকে রাত ক্রমে অর্ধ-গোলার্ধকে ঢেকে ফেলল। কাজেই আনন্দিত অতিথিরা নানাভাবে জানুয়ারিকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল। ঘোড়ায় চড়ে আনন্দিত মনে তারা বাড়ি গেল; সেখানে যার যেমন ইচ্ছা কাজকর্ম সেরে শুতে চলে গেল।

কামার্ত জানুয়ারি সেই মুহূর্তেই শুতে যেতে চাইল; আর সে অপেক্ষা করতে চায় না। কাম-শক্তি বৃদ্ধির জন্য সে নানা রকম মিষ্টি লাল মদ ও গরম মশলা-পানীয় খেল; অভিশপ্ত সন্ন্যাসী ডন কনস্ট্যান্টাইন তার De Coitu বইতে যে সব বিরল কামোদ্দীপক ওষুধের তালিকা দিয়েছে তার সবগুলোই সে ব্যবহার করল। তারপর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ডেকে বলল: "ঈশ্বরের দোহাই, ভদ্রতাসম্মতভাবে যত তাড়াতাড়ি পার কেটে পড়।" সকলে তার কথামতই কাজ করল। মদ্যপান শেষ করে পর্দা টেনে দিল। কনেকে যখন শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল তখন সে পাথরের মত শক্ত। পুরোহিত শয্যাকে আশীর্বাদ

জানাবার পর সকলেই ঘর থেকে চলে গেল। তখন জানুয়ারি তার স্বর্গ, তার সঙ্গিনী, তার তরুণী মে কে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করল। তাকে সান্ত্বনা দিল, বার বার চুম্বন করল। হাঙরের চামড়ার মত কাঁটা-কাঁটা দাড়ির বুনো গোলাপ-কাঁটার মত পুরু কুঁচি দিয়ে মে-র সুন্দর নরম মুখখানাকে ঘসতে ঘসতে বলল, "হায়। দেখ বৌ, আমার কামনা চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে বলাৎকার করব, তোমাকে গভীর ভাবে কষ্ট দেব। কিন্তু তুমিও এই কথাগুলি ভেবে দেখ।" সে বলতে লাগল, "এমন কোন শ্রমিক নেই যে দ্রুত অথচ ভাল কাজ করতে পারে। এ কাজ করতে হবে পরিপূর্ণ অবসরে। আমাদের খেলা কতক্ষণ চলবে তাতে কিছু আসে যায় না; আমরা প্রকৃত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। যে জোয়াল আমাদের দুজনকে একত্রে বেঁধেছে সেটি আশীর্বাদধন্য, কাজেই আমাদের কাজে কোন পাপ হবে না। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কেউ পাপ করতে পারে না, যেমন পারে না নিজের ছুরিতে নিজের ক্ষতি করতে। কাজেই পরস্পরকে ভোগ করবার আইনগত অধিকার আমাদের আছে।"

এইভাবে ভোর হওয়া পর্যন্ত সে কাজ চালাল; তারপর ভাল মিষ্টি মদে রুটি চুবিয়ে খেল, বিছানায় খাড়া হয়ে বসল এবং উচ্চকণ্ঠে গান করতে লাগল। স্ত্রীকে চুম্বন করে নানা রকম খুনসুটি করতে লাগল। সে তখন ঠিক একটা ঘোড়ার বাচ্চার মত, ছাতারে পাখির মত লাফাচ্ছে আর কিচিরমিচির করছে। এমন গলা ছেড়ে সে কথা বলছে আর গান করছে যে তার গলার চামড়া থর্-থর্ করে কাঁপছে। কিন্তু সে যখন গলাটা খুলে রাতের টুপি মাথায় দিয়ে বসেছিল তখন তাকে দেখে মে মনে মনে কি ভাবছিল তা ঈশ্বরই জানেন। তার এ সব ভালবাসাবাসির একটা কানাকড়িও দাম আছে বলে সে মনে করে নি।

তখন জানুয়ারি স্ত্রীকে বলল, "ভোর হয়ে এসেছে, এবার আমি বিশ্রাম করব; আর জেগে থাকতে পারছি না।" বালিশে মাথা দিয়ে সে শুয়ে পড়ল এবং ন'টা পর্যন্ত ঘুমোল; তারপর সময় দেখে উঠে পড়ল। কিন্তু ভাল স্ত্রীদের রীতি অনুযায়ী চতুর্থ সকাল পর্যন্ত মে তার ঘরেই কাটাল, কারণ প্রত্যেক শ্রমিকেরই কিছু বিশ্রাম নেওয়া দরকার, নইলে সে বেশী দিন বাঁচে না—মাছ, পাখি, পশু বা মানুষ, সব প্রাণীর বেলায়ই এ কথা সত্য।

এবার বলব হতাশপ্রেমিক ড্যামিয়ানের কথা, আপনারা শুনুন। বেচারি প্রেমের জ্বালায় জ্বলছে। তাই এই ভাবে তাকে আমি বলছি: "হায় বেচারি

ড্যামিয়ান ! এ ব্যাপারে আমার প্রশ্নের জবাব দাও ; তুমি কেমন করে তোমার দুঃখের কথা তরুণী মে-কে জানাতে চাও ? সে তো সব সময়ই তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবে। তাছাড়া, তুমি সে কথা বললে সে তোমাকে ধরিয়ে দেবে। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন ; আমি শুধু এই কথাই বলতে পারি।"

ড্যামিয়ান ভেনাসের আগুনে এতই জ্বলছিল যে সে কামনার কাছে সে পরাভূত হল। জীবন দিতেও সে রাজী। এ অবস্থা আর সহ্য করতে না পেরে সে গোপনে একটা কলম জোগাড় করল এবং একটি প্রেমের কবিতার আকারে লিখিত চিঠিতে তার দুঃখের কথা সুন্দরী প্রেমিকা লেডি মে-কে জানাল। তারপর তার শার্টের সঙ্গে ঝুলে-থাকা একটা রেশমের থলিতে চিঠিটা ভরে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

জানুয়ারি ও তরুণী মে র বিয়ের দিনে যে চাঁদ বৃষরাশির দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছিল সে এখন কর্কটরাশিতে নেমে এসেছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের রীতি অনুযায়ী এই সময়টা সে তার নিজের শোবার ঘরেই কাটিয়েছে। চার দিন, অন্ততপক্ষে তিনদিন না কাটলে কনে প্রধান হল-ঘরে বসে খাবে না ; তারপর সে ভোজসভায় যোগ দেবে। চতুর্থ দিনের সমাবেশ শেষ হয়ে গেলে জানুয়ারি মে-কে নিয়ে প্রধান হল-ঘরে বসেছিল। মে-কে তখন উজ্জ্বল বসন্ত দিনের মত দেখাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে হল কি, ড্যামিয়ানের কথা জানুয়ারির মনে পড়ে গেল।

সে বলল, "সেন্ট মেরি ! এটা কি করে সম্ভব যে ড্যামিয়ান আমাকে অবহেলা করছে ? সে কি সব সময়ই অসুস্থ থাকে ? না কি আর কিছু ঘটেছে ?"

যে সব পার্শ্বচর কাছাকাছি ছিল তারা এই বলে ড্যামিয়ানকে বাঁচিয়ে দিল যে অসুস্থতার জন্যই সে তার কর্তব্য পালন করতে পারে নি ; নইলে অন্য কোন কারণে সে কখনও কর্তব্যে ত্রুটি করত না।

জানুয়ারি বলল, "শুনে দুঃখিত হলাম ; আমি শপথ করেই বলছি, সে একজন ভদ্র পার্শ্বচর ! সে যদি মারা যায় সেটা খুবই ক্ষতির ও দুঃখের কারণ হবে। আমি যাদের চিনি তাদের যে কোন লোকের মতই সে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও নির্ভরযোগ্য ; তাছাড়া সে পুরুষোচিত ও কাজের লোক এবং তার মধ্যে বড় হবার সম্ভাবনা রয়েছে। নৈশ ভোজনের পর যত তাড়াতাড়ি পারি আমি ও মে তাকে দেখতে যাব, তার যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেব।"

অসুস্থ পার্শ্বচরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দেওয়া একটা দয়ার কাজ ; তার এই উদারতা ও অমায়িকতার জন্য সকলেই জানুয়ারির প্রশংসা করতে লাগল।

জানুয়ারি বলল, "ম্যাডাম, নৈশভোজনের পরে মনে করে এই হল থেকে তোমার ঘরে যাবার আগে সব সখীদের নিয়ে ড্যামিয়ানকে দেখতে যেয়ো। তাকে উৎসাহ দিও—সে খুবই ভদ্র। তাকে বলো, একটু বিশ্রাম করে আমিও শীঘ্রই তাকে দেখতে যাব। তাই তাড়াতাড়ি কর, কারণ তুমিও যাতে আমার পাশে একটু ঘুমিয়ে নিতে পার সেজন্য আমি অপেক্ষা করে থাকব।" তারপর একজন প্রধান পার্শ্বচরকে কাছে ডেকে কিছু নির্দেশ দিল।

তরুণী মে তৎক্ষণাৎ সখীদের সঙ্গে নিয়ে ড্যামিয়ানকে দেখতে গেল। বিছানার তার পাশে বসে যথাসাধ্য তাকে সান্ত্বনা দিল। ড্যামিয়ানও সুযোগ বুঝে তার দুঃখের কথা লেখা চিঠিসমেত থলিটা তার হাতে গুঁজে দিল। সে কোন রকম ইঙ্গিত না করে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপি চুপি এই কথাগুলি বলল : "দয়া করবেন। আমার এ কথা কাউকে বলবেন না। কারণ এ কথা জানাজানি হয়ে গেলে আমার জীবন যাবে।" মেও থলিটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে চলে গেল। শুধু এইটুকুই আপনাদের বলব।

সে জানুয়ারির কাছে গেল। জানুয়ারি তখন বিছানার পাশে চুপচাপ বসে ছিল। সে তাকে আলিঙ্গন করল, বার বার চুম্বন করল এবং তারপরেই শুয়ে পড়ল। মে একটা অছিলা করে উঠে বাইরে গেল—বুঝতেই পারছেন যেখানে সবাইকে যেতে হয়। চিঠি পড়া শেষ করে তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে পায়খানা দিয়ে ফেলে দিল।

তরুণী মে-র মত সংকটে কে কবে পড়েছে ? বৃদ্ধ জানুয়ারির পাশে সে শুয়ে রইল। কাশিতে ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত জানুয়ারি ঘুমিয়ে রইল। ঘুম ভাঙতেই সে মে-কে পোষাক ছাড়তে অনুরোধ করল ; বলল, তার সঙ্গে একটু মস্করা করতে চায়, কিন্তু পোষাকগুলো তাতে বাধা সৃষ্টি করছে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, মে সেকথা শুনল। নীতিবাগীশরা আমার উপর রাগ করতে পারেন এই ভয়ে তখন জানুয়ারি কি করল, বা মে সেটাকে স্বর্গ কি নরক মনে করল সে সব কথা আপনাদের বলতে সাহস করছি না। আমি তাদের এখানেই ছেড়ে দিচ্ছি ; তারা যা খুশি করুক।

ভাগ্য না ঘটনা-চক্র, প্রভাব না প্রকৃতি, না কি আকাশ-পথে গ্রহ-নক্ষত্রের

অবস্থানের ফল আমি বলতে পারি না, তবে কোন স্ত্রীলোকের ভালবাসা জয় করবার জন্য তার কাছে ভেনাসের কর্মসংক্রান্ত চিঠি দেবার পক্ষে সময়টা ছিল সৌভাগ্যসূচক—কারণ পাদরিরাই বলে থাকেন, সব জিনিসেরই একটা উপযুক্ত সময় আছে। উপরওয়ালা ঈশ্বর জানেন, কোন কাজই বিনা কারণে হয় না; এ বিচার তিনিই করুন ; আমি চুপ করেই রইলাম। আসল কথা হল, সেদিন তরুণী যে অসুস্থ ড্যামিয়ানের জন্য এতই করুণা বোধ করল যে তাকে সান্ত্বনা দেবার বাসনাকে সে কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারল না।

সে ভাবতে লাগল, "আমার কাজ কে পছন্দ করবে না করবে তা আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না, কারণ ড্যামিয়ানকে আমি নিশ্চিত করে বলব যে পরণের শার্টটি ছাড়া আর কিছু না থাকলেও তাকেই আমি সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসি।" দেখুন, করুণা কত দ্রুত একটি নরম হৃদয়কে স্পর্শ করে!

এ বিষয়ে স্ত্রীলোকদের মনে যে কত দয়া উথলে ওঠে সেটা আপনারা তখনই বুঝতে পারেন যখন তারা সব জিনিসটা সতর্কভাবে বিবেচনা করতে শুরু করে। এমন এক বা একাধিক যথেচ্ছাচারী মানুষ আছে যাদের হৃদয় এতই প্রস্তরকঠিন যে স্ত্রীলোকটি তার প্রতি সদয় হবার আগেই তারা চাইত যে ড্যামিয়ানের মৃত্যু হোক ; আর স্ত্রীলোকটিও নিষ্ঠুর গর্বে আত্মপ্রসাদ লাভ করে নিজের খুনী হওয়াটাকে গ্রাহ্যই করত না।

শান্ত মে করুণাপূর্ণ হৃদয়ে নিজের হাতে চিঠি লিখে ড্যামিয়ানকে তার পূর্ণ সমর্থন জানাল। কবে ও কোথায় সে তার কামনা পূর্ণ করতে পারবে সেটা ছাড়া আর সবই ঠিক আছে, আর সেটাও তার ব্যবস্থা মতই হবে। একদিন সুযোগ পেয়ে মে ড্যামিয়ানকে দেখতে গেল এবং তার চিঠিটা বালিশের নীচে গুঁজে দিল ; যদি ইচ্ছা হয় সে পড়ে দেখুক। যাতে কেউ দেখতে না পায় সেইভাবে সে গোপনে তার হাত ধরে জোরে চাপ দিল আর ভাল হয়ে উঠতে বলল। তারপর জানুয়ারির ডাক আসতেই তার কাছে ফিরে গেল।

পরদিন সকালে ড্যামিয়ান উঠে দাঁড়াল ; তার রোগ আর দুঃখ সব চলে গেছে। চুল আঁচড়ালো, ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় পরল, প্রিয়াকে খুশি করতে, তার উপযুক্ত হতে যা দরকার সব কিছু করল। তারপর একটুকরো হাড়ের প্রত্যাশায় কুকুর যে ভাবে আসে তেমনি বিনীতভাবে জানুয়ারির কাছে হাজির হল। সকলের সঙ্গে সে এমন ভাল ব্যবহার করতে লাগল—ঠিক মত করতে পারলে ধোঁকাবাজিই তো সব—যে সকলেই তার কল্যাণ কামনা করল। আর

প্রিয়ার ভালবাসা তো পুরোপুরিই পেল। এই ভাবে ড্যামিয়ান তার মনোবাসনা পূর্ণ করতে থাকুক, আমি আমার কাহিনীতে ফিরে যাই।

অনেক পাদরি বলে থাকে, দৈহিক সুখই সুখ, আর সেই জন্যই এই মহান জানুয়ারি পরিপূর্ণ সুখে বাস করবার জন্য নাইট হিসাবে সৎ ভাবে যা কিছু করা সম্ভব সবই করতে লাগল। রাজার মতই তার বাড়ি আর সাজ-পোষাক ; তার সঙ্গে মানিয়ে পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা বাগানও সে তৈরি করাল ; অন্য কোথাও এত সুন্দর বাগান আমি দেখি নি। আমি নিঃসন্দেহে সত্যি সত্যি মনে করি যে, যে-লোক Romance of the Rose লিখেছে সেও এই বাগানের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারবে না। উদ্যানের দেবতা হয়েও প্রায়াপুস এই বাগান ও সবুজ লরেল গাছের নীচেকার কুয়োর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারবেন না। লোকে বলে, অনেক সময়ই প্লুটো তাঁর রাণী প্রোসার্পিনা ও তার পরী-সঙ্গিনীদের নিয়ে এই কুয়োর চার ধারে খেলেন, গান করেন ও নাচেন।

এই মহান নাইট বৃদ্ধ জানুয়ারি এই বাগানে বেড়াতে ও খেলা করতে এতই ভালবাসে যে অন্য কাউকেই সে এর চাবি দেয় না। যখন ইচ্ছা বাগানের গেট খুলবার জন্য ছোট রূপোর চাবিটা সে সব সময়ই নিজের কাছে রাখত। বসন্তকালে যখনই তার স্ত্রীকে ভালবাসতে ইচ্ছা করত তখনই সে আর মে বাগানে চলে যেত ; বিছানায় যা করতে পারত না সে কাজ সে বাগানে অনায়াসে করতে পারত। এইভাবে জানুয়ারি ও সতেজ মে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগল। কিন্তু কি জানুয়ারি কি অন্যের বেলায়, জাগতিক সুখ কখনও চিরকাল চলতে পারে না।

হায়, আকস্মিক পরিবর্তন! হায়, চপলা ভাগ্যদেবী! বিশ্বাসঘাতক সাপের মত তুমি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে তাকে দংশনের জন্য তৈরি হও। তোমার বিষাক্ত লেজ মৃত্যু নিয়ে আসে। হায়, ভঙ্গুর আনন্দ! হায়, বিচিত্র মধুর বিষ! হায় দানব, তোমার দানকে একনিষ্ঠতার গিল্টি দিয়ে মুড়ে ছোট-বড় সকলকেই প্রতারিত করতে তোমার মত আর কে পারে! জানুয়ারিকে প্রকৃত বন্ধুরূপে গ্রহণ করেও কেন তুমি তাকে প্রতারণা করলে? আর এখন তার দুটি চোখের দৃষ্টি হরণ করে তাকে এমন দুঃখে ফেলেছ যে সে মৃত্যু কামনা করছে।

হায়! মহৎ উদার জানুয়ারি সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যে থেকেও হঠাৎ অন্ধ

হয়ে গেল। করুণ ভাবে সে কত কাঁদল, বিলাপ করল। তার আশংকা হল, এবার হয় তো তার স্ত্রী বিশ্বস্ততা হারাবে : তাই অন্তরে ঈর্ষার আগুনে পুড়ে সে একান্ত ভাবে কামনা করতে লাগল, কেউ যেন তাকে ও তার স্ত্রীকে হত্যা করে। কারণ তার মনে বড় আশা, তার মৃত্যুর পরে বা জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে মে-কে যেন আর কেউ ভাল না বাসে বা বিয়ে না করে : সে যেন সাথীহারা নিঃসঙ্গ কপোতীর মত কালো পোষাক পরে বিধবার জীবন কাটায়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, দু এক মাস পরেই তার দুঃখ হ্রাস পেল। যখন সে বুঝতে পারল যে তার আর কিছু করবার নেই, তখন সে ধৈর্যসহকারে নিজের অন্ধত্বকে মেনে নিল ; কিন্তু ক্রমবর্ধমান ঈর্ষার হাত থেকে সে রেহাই পেল না। তার ঈর্ষা এত দূর হাস্যকর হয়ে উঠল যে, নিজের হাতে মে-র হাত না ধরে সে কখনও তাকে বেড়াতে বা ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যেতে দিত না ; এমন কি কোন প্রতিবেশীর বাড়ি না নিজের বাড়িতেও নয়। তার ফলে তরুণী মে প্রায়ই কাঁদত ; ড্যামিয়ানকে সে এত গভীরভাবে ভালবাসত যে স্বীয় কামনা পূর্ণ করতে না পারলে সে শীঘ্রই মারা যাবে। সে বুঝতে পারছিল, তার মন ভেঙে যাবে।

অপর দিকে, ড্যামিয়ানেরও দুঃখের শেষ নেই, কারণ দিনে বা রাতে সে তার মনের কথা বা অন্য কোন কথা তরুণী মে-কে বলতে পারে না যা জানুয়ারির কানে যাবে না, সে যে সব সময়ই মে-র হাতে হাত রেখে আছে। তথাপি চিঠি চালাচালি করে এবং কিছু গোপন সংকেতের সাহায্যে ড্যামিয়ান জেনে নিত মে-র মনের কথা আর মে জেনে নিত ড্যামিয়ানের মনোবাসনা।

হায় জানুয়ারি, জাহাজ যতদূর ভেসে যেতে পারে ততদূর পর্যন্ত দেখতে পেলেই বা তোমার কি লাভ হত? কারণ অন্ধ হয়ে ঠকাও যা, চক্ষুষ্মান হয়ে ঠকাও তো তাই। আর্গাসের কথা ভাবুন ; তার তো এক শ' চোখ ছিল : চারদিকে যত চোখই রাখুক তবু তো সে প্রতারিত হয়েছিল ; অন্য অনেকেই হয়ে থাকে। এমন কে আছে যে নিশ্চিত জানে সে প্রতারিত হয় নি—তা ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু ও কথা না ভাবলেই সুখ ; তাই আমিও আর কিছু বলব না।

তরুণী মে-র কথা তো অনেক বলেছি। বাগানের গেটের যে ছোট চাবিটা জানুয়ারি নিজের কাছে রাখত এবং যেটার সাহায্যে সে প্রায়ই বাগানে ঢুকত, মে গরম মোমের উপর তার একটা ছাঁচ তুলে নিল। ড্যামিয়ান তারু

উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে গোপনে সেই মোমের ছাঁচ থেকে অনুরূপ একটা চাবি তৈরি করিয়ে নিল। আর বেশী কিছু বলার নেই ; এই চাবি নিয়ে শীঘ্রই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে ; অপেক্ষা করলেই আপনারা সেটা শুনতে পাবেন।

মহান ওভিড, আপনি ঠিকই বলেছেন, এমন কোন দীর্ঘস্থায়ী ও যন্ত্রণা-দায়ক কৌশলই নেই ভালবাসা যাকে কোন না কোন ভাবে আবিষ্কার করতে না পারে। "পাইরেমাস ও থিসবে" গল্পেই লোকে সেটা দেখতে পাবে : দীর্ঘকাল দুজনকে আলাদা করে রাখলেও একটা দেয়ালের ভিতর দিয়ে চুপি চুপি কথা বলে তারা পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ করেছিল , এ কৌশল আর কেউ আবিষ্কার করতে পারত না।

কিন্তু আমার গল্পে ফিরে যাই। জুনের আটদিন পার হবার আগেই হল কি, স্ত্রীর দ্বারা উত্তেজিত হয়ে একাকী তাকে নিয়ে বাগানে গিয়ে খেলা করবার এমন প্রবল বাসনা জানুয়ারির মনে জাগল যে সে একদিন সকালে মে-কে বলল : "বৌ, আমার ভালবাসা, আমার প্রিয়া, জাগো! আমার আদরের কপোতী, বাইরেও কপোতীর ডাক শোনা যাচ্ছে। শীত তার ভেজা বর্ষা নিয়ে চলে গেছে। তোমার ঘুঘুর মত চোখ দুটি খুলে বাইরে চল। মদের চেয়েও সুন্দর তোমার বুক! বাগান চারদিকে ঘেরা। বাইরে চল আমার সুন্দরী! তুমি যে আমার মনে আঘাত হেনেছ! সারা জীবনেও তোমার কোন ত্রুটি আমি পাই নি ; তাই তো বলছি, চল, খেলা করিগে। সুখের জন্যই তো তোমাকে স্ত্রীরূপে বেছে নিয়েছি।"

এই সব বোকা-বোকা কথা সে বলতে লাগল। মে তখন ইঙ্গিতে ড্যামিয়ানকে জানাল, সে যেন তার চাবির সাহায্যে আগেই বাগানে ঢুকে যায়। সেও গেট খুলে এমন কৌশলে ভিতরে ঢুকে গেল যে কেউ দেখতে বা শুনতে পেল না ; চুপচাপ সে একটা ঝোপের নীচে বসে রইল।

পাড় কানা জানুয়ারি মে-র হাত ধরে অন্য কাউকে সঙ্গে না নিয়ে ফুলে-ভরা বাগানে ঢুকেই সজোরে গেটটা বন্ধ করে দিল। তারপর বলল, "বৌ, তোমাকে আমি সবচাইতে বেশী ভালবাসি। এখন তুমি ছাড়া আর কেউ এখানে নেই। মাথার উপরে স্বর্গে যে ঈশ্বর আছেন তাঁর দোহাই, আমার প্রিয় সাধ্বী স্ত্রী, তোমাকে কষ্ট দেবার আগে ছুরির আঘাতে যেন আমার মৃত্যু হয়! ঈশ্বরের দোহাই, ভেবে দেখ আমি কেন তোমাকে বেছে নিয়েছিলাম : লোভের জন্য

নিশ্চয়ই নয়, তোমার প্রতি ভালবাসার জন্য। আজ আমি বৃদ্ধ হয়েছি, দৃষ্টি হারিয়েছি, তবু আমার প্রতি বিশ্বস্ত থেকো ; কেন বলছি। তার ফলে তিনটি জিনিস তুমি অবশ্য লাভ করবে : প্রথম, খৃস্টের ভালবাসা ; তারপর নিজের সম্মান ; আর আমার সম্পত্তি ও দালানকোঠা। সব তোমাকে দিচ্ছি ; যেমন খুশি দলিল-পত্র করে নাও। কাল সূর্যাস্তের আগেই এ সব করে ফেলা হবে ; দয়ালু ঈশ্বর আমার আত্মাকে রক্ষা করুন। এই চুক্তির শীল মোহর হিসাবে প্রথমেই আমাকে চুম্বন করো, এই মিনতি জানাই ; আর আমি যদি ঈর্ষান্বিত হয়ে থাকি তাহলে আমাকে দোষ দিও না। আমার চিন্তার উপর তোমার প্রভাব এত গভীরভাবে পড়েছে যে যখনই তোমার রূপ ও আমার পরিণত বয়সের কথা ভাবি তখন আর তোমার সঙ্গ ছেড়ে থাকা আমি সহ্য করতে পারি না, তোমাকে ভালবাসি বলেই এটা হয়, অবশ্য তোমার জন্য আমি মরতেও রাজী। সত্যি বলছি ; এবার আমাকে চুম্বন করো ! তারপর চল একটু ঘুরে বেড়াই।"

তার কথা শুনে তরুণী মে প্রথমে কাঁদতে লাগল, তারপর মধুর কণ্ঠে বলল : "তোমার মত আমাকেও আমার আত্মাকে রক্ষা করে চলতে হবে ; তাছাড়া আছে আমার সম্মান ও আমার পত্নীত্বের কোমল কুসুম—পুরোহিত যখন তোমার দেহের সঙ্গে আমার দেহের মিলন ঘটিয়েছিল তখনই সে সব তোমাকে উৎসর্গ করেছি। সুতরাং প্রভু আমার, তোমার অনুমতি নিয়ে নিম্নরূপে তোমার কথার জবাব দেব : ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যদি কখনও আমার পরিবারের নামে কলংক আরোপ করি বা বিশ্বাসঘাতিনী হয়ে আমার সুনাম ক্ষুণ্ণ করি, তাহলে একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে যতদূর ঘৃণ্য মৃত্যু সম্ভব তাকে বরণ করতে পরাঙ্মুখ হব না। কিন্তু যদি তেমন অপরাধ করি, তাহলে আমাকে উলঙ্গ করে বস্তায় ভরে নিকটবর্তী নদীতে ডুবিয়ে দিও। আমি ভদ্রমহিলা, বারবণিতা নই। এ সব কথা তুমি কেন বলছ ? পুরুষরাই অবিশ্বাসী হয়, অথচ সে অপরাধের জন্য তারাই সব সময় মেয়েদের দোষী করে। মনে হয়, বিশ্বাসহীনতার জন্য আমাদের তিরস্কার করা ছাড়া তোমরা পুরুষরা আর কিছুই জান না।"

কথা বলতে বলতে সে ড্যামিয়ানকে ঝোপের নীচে বসে থাকতে দেখল। তখন সে গলা খাকারি দিয়ে আঙুলের ইঙ্গিতে তাকে একটা ফল-ভরা গাছে চড়তে বলল। সে গাছে চড়ল, কারণ মে-র মনোভাব ও প্রতিটি ইঙ্গিত সে মে-র

স্বামী জানুয়ারি অপেক্ষা অনেক ভাল বুঝতে পারে। তার পরিকল্পনা এবং ড্যামিয়ানকে কি কি করতে হবে সব সে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিল। আপাতত সে ন্যাসপাতি গাছে বসে থাকুক, আর জানুয়ারি ও মে মনের সুখে বাগানে বেড়াতে থাকুক।

দিনটি ছিল খুব উজ্জ্বল; আকাশ ছিল নীল; ফীবাস তাঁর স্বর্ণ-কিরণ ছড়িয়ে তার উষ্ণতা দিয়ে প্রতিটি ফুলকে হরষিত করে তুলেছে। মনে হয় সে সময়ে কর্কটরাশিতে নামবার ঠিক আগে সে ছিল মিথুনরাশিতে। ঘটনাচক্রে সেই উজ্জ্বল প্রভাতে বাগানের অপর দিকে পরীদের দেশের রাজা প্লুটো তার রাণী প্রোসার্পিনার সখীদলসহ হাজির হয়েছিল। প্রোসার্পিনা যখন এট্‌নার মাঠের মধ্যে ফুল তুলছিল তখন প্লুটো কেমন করে তাকে চুরি করেছিল এবং একটা ভয়ংকর রথে চড়ে কি ভাবে সে এসেছিল—যে গল্প ক্লডিয়ানের লেখায় আপনারা পড়ে দেখতে পারেন।

পরীর দেশের রাজা তাজা সবুজ ঘাসের উপর বসেই রাণীকে বলল: "বৌ, প্রতিদিন স্ত্রীলোকরা পুরুষদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে যে এটা অভিজ্ঞতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। স্ত্রীলোকের দুশ্চরিত্রতা ও বিশ্বাসঘাতকতার লাখ লাখ উল্লেখযোগ্য গল্প আমি বলতে পারি। হে সলোমন, আপনি জ্ঞানী, ধনীর মধ্যে ধনীশ্রেষ্ঠ, সুবিবেচনা ও জাগতিক গৌরবে আপনি পূর্ণ, তাই প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও বিচারশীল মানুষের পক্ষেই আপনার বাণী স্মরণীয়। প্রকৃত শ্রেষ্ঠ মানুষের লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: 'প্রতি এক হাজার পুরুষে আমি একজন দেখেছি; কিন্তু সমস্ত স্ত্রীজাতির মধ্যে আমি একজনও দেখি নি।' এ কথা এমন একজন রাজার যিনি তোমাদের দুষ্টুমি ভাল করেই জানেন।

"এবং আমি মনে করি সিরাকের পুত্র যীশু তোমাদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে খুব অল্প সময়ই বলেছেন। আজ রাতে তোমাদের সকলের দেহে দাবানল আর বিধ্বংসী মহামারী নেমে আসুক! তোমরা কি ঐ মাননীয় নাইটকে দেখতে পাচ্ছ না? হায়, যেহেতু সে বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়েছে তাই তার নিজের চাকর তাকে ভ্রষ্টা স্ত্রীর স্বামী বানাবে! দেখ, ঐ লম্পটটা কেমন গাছের উপর বসে আছে! যে মুহূর্তে তার স্ত্রী তার প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হতে উদ্যত হবে তখনই আমার শক্তি বলে ঐ বৃদ্ধ অন্ধ নাইটকে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেব। তাহলেই সে তার স্ত্রীর পক্ষে এবং আরও অনেকের পক্ষে লজ্জাকর এই ব্যভিচারের কথা

জানতে পারবে।"

প্রোসার্পিনা বলল, "তাই নাকি? তুমি তাই করবে নাকি? তাহলে আমিও মায়ের বাবার আত্মার নামে শপথ করছি, আমিও তাকে এবং তার পরবর্তী সকল স্ত্রীলোককে এমন সন্তোষজনক জবাব শিখিয়ে দেব যে কোন রকম পাপ কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়লেও তারা বড় মুখ করে নিজেদের দোষস্খালন করতে পারবে এবং অভিযোগকারীদের মুখ ভোঁতা করে দেবে। জবাবের অভাবে তাদের কেউ মারা যাবে না। কোন পুরুষ নিজের চোখে কিছু দেখলেও আমরা স্ত্রীলোকরা ঠিক বিপরীত ভাব দেখিয়ে এমন ভাবে কাঁদব, শপথ করব, এমন কি কায়দা করে তোমাদের দোষ ধরব যে তোমরা পুরুষরা হাঁসের মত বোকা বনে যাবে।

"তোমার বড় বড় কর্তাদের আমি কী ধার ধারি? আমি ভাল করেই জানি, এই ইহুদি সলোমন স্ত্রীলোকদের খুব বোকা মনে করে। কিন্তু সে কোন ভাল স্ত্রীলোকের দেখা না পেলেও আরও অনেক পুরুষ বিশ্বস্ত, সৎ ও ধার্মিক স্ত্রীলোকের দেখা পেয়েছে। খৃস্টের গৃহে যে স্ত্রীলোকরা থাকে তাদের দিকে তাকাও; জীবন দিয়ে তারা তাদের একনিষ্ঠতা প্রমাণ করেছে। রোমের ইতিহাসেও অনেক সৎ, বিশ্বস্ত স্ত্রীর উল্লেখ আছে। কিন্তু মহাশয়—রাগ করো না—যদি সলোমন বলেই থাকে যে সে কোন ভাল স্ত্রীলোক দেখে নি, তাহলেও আমি অনুরোধ করছি তার বক্তব্যকে তুমি আরও ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা কর; সে বলতে চেয়েছে যে, ত্রিমূর্তিতে অবস্থানকারী ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই পরিপূর্ণ সৎ নয়। আর সেই একমাত্র সত্য ঈশ্বরের নামে বলি, সলোমনকে নিয়ে এত নাচানাচি করছ কেন? সে একটি ঈশ্বরের বাসস্থান মন্দির তৈরি করলেই বা কি? সে যে খুব ধনী ও গৌরবময় ছিল তাতেই বা কি? মেকি ঈশ্বরদের জন্যও তো সে মন্দির বানিয়েছে। তার চাইতে নিষিদ্ধ কাজ সে আর কি করতে পারত? ঈশ্বরের দিব্যি, তুমি যতই তার নামের উপর চূণকাম কর না কেন, সে ছিল লম্পট ও পৌত্তলিক, এবং শেষ বয়সে সে প্রকৃত ঈশ্বরকেও ত্যাগ করেছিল। তারপর পবিত্র গ্রন্থের মতে ঈশ্বর যদি তার বাবার খাতিরে তাকে রেহাই না দিতেন, তাহলে সে অনেক আগেই তার সিংহাসন হারাত। তোমরা পুরুষরা স্ত্রীলোকদের নিয়ে যে সব অসম্মানের কথা লিখেছ আমি তার তোয়াক্কা করি না—একটা ফড়িং-এর দামও তার নেই। আমিও স্ত্রীলোক, আমাকে এ কথা বলতেই হবে, নইলে ফুলতে ফুলতে আমার বুক ফেটেই যাবে। যেহেতু সে আমাদের

বাচাল বলেছে, এবং যেহেতু আমি সর্বদাই চাই যে আমার চুল ঠিক থাকুক, যে লোক আমাদের অসম্মান করেছে ভদ্রতার খাতিরেও তার নিন্দা না করে আমি ছাড়ব না।"

প্লুটো বলল, "ম্যাডাম, আর রাগ করো না। আমি হার মানছি! কিন্তু যেহেতু আমি শপথ করে বলেছি এই লোকটির দৃষ্টি ফিরিয়ে দেব, সে কথা আমি রাখব, তোমাকে আগে থেকেই সতর্ক করে দিলাম। আমি রাজা; মিথ্যা বলা আমার শোভা পায় না।"

প্রোসার্পিনা বলল, "আমিও পরীর দেশের রাণী! আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, সে যোগ্য উত্তর পাবেই। এ বিষয়ে আর আলোচনা করব না, কারণ আসলে আর অধিকক্ষণ আমি তোমার বিরোধিতা করতে চাই না।"

পুনরায় জানুয়ারির কাছে ফেরা যাক। বাগানে সুন্দরী মে-কে নিয়ে সে দাঁড়কাকের চাইতেও সুখে গান করছে 'তোমাকে আমি সব চাইতে বেশী ভালবাসি, চিরদিন বাসব, আর কাউকে নয়।" হাঁটতে হাঁটতে সে ন্যাসপাতি গাছটার নীচে গেল। সেই গাছের উপরেই সবুজ পাতার আড়ালে খুশি মনে বসে ছিল ড্যামিয়ান।

উজ্জ্বল, ঝকঝকে তরুণী মে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "যেমন করে হোক, ঐ যে দেখা যাচ্ছে ন্যাসপাতিগুলো ওর কয়েকটা আমার চাই-ই, নইলে আমি মরে যাব; ছোট ছোট ডাঁসা ন্যাসপাতি খেতে আমার যে কী ভাল লাগে। স্বর্গের যিনি রাণী তার ভালবাসার দোহাই, আমাকে সাহায্য কর। আমি তোমাকে খোলাখুলিই বলছি, আমার মত অবস্থায় মেয়েদের ফলের ক্ষিধে এত বেড়ে যায় যে কয়েকটা না খেলে সে মরে যেতেও পারে।"

জানুয়ারি বলল, "হায় রে! এখানে তো কোন চাকরও নেই যে গাছে চড়বে। হায়, হায়, আমিও তো অন্ধ!"

সে বলল, "তাতে কি হয়েছে। তুমি তো আমাকে অবিশ্বাস করো। তবু, ঈশ্বরের দোহাই, তুমি কি দুই হাত দিয়ে গাছটাকে বেড় দিয়ে দাঁড়াবে? তাহলে তোমার কাঁধে পা রেখে আমি অনায়াসে গাছে উঠে যেতে পারি।"

জানুয়ারি বলল, "নিশ্চয়, এ কাজ না করবার কি আছে? বুকের রক্ত দিয়েও আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।" সে নীচু হয়ে বসলে মে তার কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে গাছের একটা ডাল ধরে উপরে উঠে গেল।—মহিলারা, মিনতি করছি—রাগ করবেন না, আমি খোসামোদ করতে পারি না; আমি

সাদাসিদে লোক। ড্যামিয়ান সঙ্গে সঙ্গে তার পোষাক তুলে কাজ শুরু করে দিল।

এই অন্যায় দেখতে পেয়ে প্লুটো জানুয়ারির চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল যাতে সে আগের মতই সব কিছু দেখতে পায়। আবার চোখে দেখতে পাচ্ছে একথা বুঝতে পেরে জানুয়ারির খুসির সীমা নেই। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর কথা মনে হতেই সে গাছের উপরে চোখ তুলে তাকাল। ভদ্রভাবে বলতে গেলে সেখানে সে ড্যামিয়ানকে তার স্ত্রীর সঙ্গে এমন কাজ করতে দেখল যার বর্ণনা দেওয়া যায় না। তখন জানুয়ারি সংতানহারা জননীর মত চীৎকার-চেঁচামিচি শুরু করে দিল: "হায় হায়! বাঁচাও, বাঁচাও! ওঃ কঠোর-হৃদয় দুঃসাহসিনী-নারী, তুমি কি করছ?"

সে জবাব দিল: "তুমি কিসে কষ্ট পাচ্ছ? ধৈর্য ধর, বিবেচক হও! দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে আমি তোমাকে সাহায্য করেছি। আমার আত্মার দিব্যি, আমি মিথ্যা বলব না; আমি শুনেছিলাম যে গাছের উপরে কোন পুরুষের সঙ্গে লড়াই করা ছাড়া আর কোন ভাবেই তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। ঈশ্বর জানেন, ভাল মনে করেই এ কাজ আমি করেছি।"

জানুয়ারি চীৎকার করে উঠল, 'লড়াই! সারাক্ষণই লড়াই চলছে! ঈশ্বর তোমাদের দুজনকেই অপমানজনক মৃত্যু দিন! ও তোমাকে ভালবাসছিল; আমার নিজের চোখে দেখলাম; তা যদি না হয় তবে আমার ফাঁসি হোক।"

সে বলল, "তাহলে দেখছি আমার ওষুধ ঠিকমত কাজ করে নি; কারণ তুমি যদি আবার ভাল দেখতে পেতে তাহলে ওসব কথা আমাকে বলতে না। তুমি কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছ বটে, কিন্তু ঠিক ঠিক দেখতে পাচ্ছ না।"

জানুয়ারি বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, দুটি চোখেই আমি আগেকার মতই বেশ ভাল দেখতে পাচ্ছি, আর এ কথাও ঠিক যে আমার মনে হল সে তোমার সঙ্গেও কাজ-কর্ম করেছে।"

সে বলল, "তুমি বিমূঢ় হয়ে পড়েছ মশায়, বিমূঢ় হয়ে পড়েছ। তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার এই কি পুরস্কার? হায়, কেন আমি এত দয়ালু হতে গেলাম!"

জানুয়ারি বলল, "আরে ম্যাডাম, এ সব ভুলে যাও। প্রেয়সী, এখন নেমে

এস, আর যদি অশোভন কিছু বলে থাকি, তাহলে সত্যি আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার বাবার আত্মার নামে বলছি, আমার যেন মনে হল আমি দেখলাম যে ড্যামিয়ান তোমাকে নিয়ে শুয়ে আছে আর তোমার পোষাক বুক পর্যন্ত তোলা রয়েছে।"

মে বলল, "ঠিক আছে, তুমি যা খুশি মনে করতে পার। কিন্তু মহাশয়, একটা লোক যখন ঘুম থেকে ওঠে তখন সঙ্গে সঙ্গেই সে সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পায় না, আলোয় অভ্যস্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। যে লোক দীর্ঘকাল অন্ধ হয়ে ছিল তার বেলায়ও এটা সত্যি। একদিন দু'দিন ধরে যে লোক দেখছে, প্রথম দৃষ্টি ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তো তার মত পরিষ্কার ভাবে দেখতে পায় না। তোমার চোখ দুটি অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি অনেক নকল দৃশ্য দেখতে পাবেই। স্বর্গের ঈশ্বরের নামে তোমাকে মিনতি করছি সাবধান হযে চল, কারণ অনেকেই যখন মনে করে যে সে আসল জিনিসটি দেখছে, প্রকৃতপক্ষে সে তখন দেখছে একটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। যে লোক পরিস্কারভাবে দেখতে পায় না তার বিচারেও ভুল হয়।" এই কথা বলে সে গাছ থেকে নেমে এল।

এখন আর জানুয়ারির মত সুখী কে? বার বার সে মে-কে আলিঙ্গন করে চুম্বন করল; তারপর ধীরে ধীরে তার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে তাকে প্রাসাদে নিয়ে চলল।

সজ্জনগণ, এবার আমি অনুরোধ করছি আপনারাও সুখী হোন। এই ভাবেই আমার জানুয়ারির কাহিনী শেষ হল। ঈশ্বর ও তাঁর জননী সেণ্ট মেরি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন! বণিকের জানুয়ারির কাহিনী এখানেই শেষ হল।

বণিকের কাহিনীর উপসংহার: তখন সরাইওয়ালা বলল, "ঈশ্বর করুণা করুন! আশা করি এ রকম স্ত্রীর হাত থেকে ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করবেন! দেখুন, মেয়েদের মনে কত কৌশল আর সূক্ষ্ম বুদ্ধি থাকে। বেচারি পুরুষকে ধোঁকা দিতে তারা সর্বদাই মৌমাছির মত ব্যস্ত; সব সময়ই তারা সত্য থেকে দূরে থাকে; বণিকের কাহিনী সেই কথাই ভালভাবে প্রমাণ করে। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ যে দরিদ্র হলেও আমার স্ত্রী ইস্পাতের মতই খাঁটি। যদিও কথায় সে আসল খাণ্ডারণী এবং আরও অনেক দোষ তার আছে, কিন্তু তাতে

কিছু যায়-আসে না! এসব ভুলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু আপনারা কী জানেন? সত্যি কথা বলতে কি, তার সঙ্গে বাঁধা পড়েছি বলে আমি তীব্রভাবে অনুতাপ করি। কারণ তার সব দোষের ফিরিস্তি দেওয়া একান্তই বোকামি। কেন জানেন কি? এই দলেরই কেউ হয়তো তাকে সব বলে দেবে—সে যে কে তা বলার দরকার নেই; এ কাজ কি ভাবে করতে হয় মেয়েরা তা ভালই জানে। তাছাড়া, সে সব কথা বলার উপযুক্ত বুদ্ধিও আমার নেই; সুতরাং আমার গল্প শেষ হল।"

পার্শ্বচরের কাহিনী

পার্শ্বচরের প্রস্তাবনা: সরাইওয়ালা বলল, "পার্শ্বচরমশাই, আপত্তি না থাকলে আরও কাছে এগিয়ে আসুন এবং আমাদের একটি প্রেমের গল্প বলুন; কারণ ও সব ব্যাপার আপনি অন্য কোন মানুষের চেয়ে কম জানেন না।"

পার্শ্বচর উত্তর দিল, "না, না, কি যে বলেন। তবে আমার সাধ্যমত একটা গল্প আনন্দের সঙ্গেই বলব, কারণ আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যেতে চাই না; একটি কাহিনী আমি বলব। দোষ-ত্রুটি কিছু ঘটলে ক্ষমা করবেন; আমার ইচ্ছাটা তো ভালই। শুনুন, এই আমার কাহিনী।

এইখানে শুরু হচ্ছে পার্শ্বচরের কাহিনী: তাতার প্রদেশে ট্সারেভ নামক অঞ্চলে এক রাজা ছিল। একবার সে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ফলে বহু সাহসী মানুষ মারা যায়। এই মহৎ রাজার নাম ছিল কাম্বিয়াস্কান। তৎকালে সে এতদূর বিখ্যাত ছিল যে তার মত দিকপাল রাজা কোন দেশেই ছিল না। কোন রাজকীয় গুণের অভাব তার ছিল না, আর যে ধর্ম নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করেছিল তার প্রতি ছিল তার অবিচল নিষ্ঠা। তাছাড়া, সে ছিল সাহসী, সুবিবেচক, সম্পদশালী, দয়ালু, কৃপাপরবশ, কিন্তু অপক্ষপাত, সত্যনিষ্ঠ, পরোপকারী, সম্মানিত, দৃঢ়চরিত্র, যুবক, উৎসাহী, শক্তিমান, এবং তার দরবারের যে কোন পার্শ্বচরের মতই সামরিক গৌরবাকাঙ্খী। সে সুপুরুষ ও ভাগ্যবান, আর এত সুচারুরূপে রাজকার্য পরিচালনা করত যে তার সমকক্ষ রাজা কেউ কোথাও ছিল না।

তাতার প্রদেশের এই উদার রাজা কাম্বিয়াস্কানের স্ত্রী এল্‌ফেটার গর্ভজাত

দুটি ছেলে ছিল, বড়টির নাম আলগারসিফ, আর ছোটটির নাম কাম্বালো। তাদের চাইতে ছোট একটি মেয়েও ছিল, তার নাম কানাস। কিন্তু তার রূপ বর্ণনা করবার মত ভাষা বা কৌশল আমার জানা নেই; সে কঠিন প্রচেষ্টাও আমি করব না! আমার ইংরেজির জ্ঞানও সামান্য। তার যথাযথ বর্ণনা দিতে হলে কোন অলংকারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত লোক প্রয়োজন। আমি তা নই; তথাপি আমার সাধ্যমত সব কথা বলছি।

এখন হল কি, বিশ বছর রাজ্যশাসনের পর কাম্বিয়াস্কান সারা টসারেভ শহরে তার জন্মদিনের ভোজসভার কথা ঘোষণা করে দিল। আমার মনে হয় প্রতি বছরের রীতি অনুসারে সে দিনটি ছিল পনেরোই মার্চ। সূর্যদেব ফিবাস উজ্জ্বল কিরণ দিচ্ছে, কারণ সে তখন মঙ্গলের কাছাকাছি উঠে এসে রাশিচক্রে তার নিজস্ব স্থান ক্রোধের প্রতীক উত্তপ্ত মেষরাশিতে আসন নিয়েছে। আবহাওয়া মনোরম ও সতেজ; সূর্যালোকিত এই ফুল-ফোটার ঋতুতে পাখিরাও উচ্চকণ্ঠে প্রেমের গান গাইছে। শীতের তীক্ষ্ণ তরবারির হাত থেকে তারা তখন নিজেদের সুরক্ষিত বলে ভাবছে।

যা বলছিলাম, কাম্বিয়াস্কান তার প্রাসাদে উচ্চ আসনে বসে ছিল। পরিধানে রাজকীয় পোষাক ও মুকুট। পৃথিবীর সব চাইতে দামী ও আকর্ষণীয় ভোজসভা চলেছে। সেখানকার সব দর্শনীয় বস্তুর বিবরণ যদি দিতে যাই, তাহলে তাতে গ্রীষ্মকালের অনেকগুলি দিন লেগে যাবে। কিন্তু সে সব খাদ্যবস্তুর বিস্তারিত বিবরণ দেবার তো কোন প্রয়োজন নেই; তাদের দুষ্প্রাপ্য ঝোল, তাদের হংসমাংস, বা কচি বক-মাংসের কথা আমি বলব না। যাই হোক, প্রাচীন কালের নাইটদের মুখে শুনেছি, এমন অনেক মাংস আছে যা সে দেশের লোকেরা খুব পছন্দ করে, কিন্তু আমাদের দেশে সে সবের খুব কদর নেই; তাছাড়া সব কথা বলা একজন লোকের পক্ষে সম্ভবও নয়। আর আপনাদের সময় নষ্ট করব না, কারণ এর মধ্যেই বেলা নটা বেজে গেছে; এ সব কথায় শুধু সময়ই নষ্ট হবে, লাভ কিছুই হবে না। সুতরাং আমার কাহিনীতেই ফিরে যাই।

হল কি, তৃতীয় ভোজ্যবস্তু পরিবেশনের পরে, রাজা যখন মহাসমারোহে বসে টেবিলের পাশে দণ্ডায়মান চারণদের সুমধুর সংগীত শুনছিল, ঠিক সময় সেই জনৈক নাইট পিতলের ঘোড়ায় চেপে হঠাৎ হলের দরজায় প্রবেশ করল। তার হাতে মস্ত বড় একখানা আয়না; বুড়ো আঙুলে একটা সোনার আংটি,

আর কোমরে ঝুলছে একখানি খোলা তলোয়ার। এই নাইট দেখতে এতই চমৎকার যে সমস্ত হলে কেউ একটা কথাও বলল না; যুবক ও বৃদ্ধ সকলেই তাকে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। যে বিস্ময়কর নাইট এমন অকস্মাৎ ঘরে ঢুকল তার সারা শরীর মূল্যবান বর্মে-চর্মে সুরক্ষিত, কিন্তু তার মাথাটি খোলা। হলের মধ্যে সমাসীন রাজা, রাণী এবং অন্য সব লর্ডদের সে স্ব স্ব আসনের পর্যায়ক্রমে যথাযথ অভিবাদন জানাল। তার কথাবার্তা ও চাল-চলন এতদূর সম্মান ও ভদ্রতাসূচক যে প্রাচীন কালের মার্জিত রুচিসম্পন্ন স্বয়ং গোয়াইনও পরীদের দেশ থেকে নেমে এলে তাতে এতটুকু খুঁত ধরতে পারত না। তারপর প্রধান টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সেই নাইট তার দেশের ভাষাগত রীতি অনুসারে পুরুষোচিত কণ্ঠে তার বক্তব্য ঘোষণা করল; কোন শব্দে বা শব্দাংশে এতটুকু ত্রুটি হল না। তাছাড়া, তার কাহিনীকে আরও মনোরঞ্জক করবার জন্য মুখের ভাষার সঙ্গে তদনুরূপ আচরণকে যুক্ত করল; কথা বলাকে যারা শিল্প হিসাবে অনুশীলন করে তাদের এটাও শেখানো হয়ে থাকে। তার আচরণকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে পারব না, বা তার বচন-শৈলীও আমার ক্ষমতার অতীত, তাহলেও যতদূর স্মরণ করতে পারছি ততদূর পর্যন্ত তার বক্তব্যের মূল কথাগুলি নিম্নরূপ :

সে বলতে লাগল, "আরব ও ভারতবর্ষের রাজা আমার ভূস্বামী প্রভু এই উৎসব উপলক্ষ্যে আপনাকে জানাচ্ছেন তাঁর আন্তরিক অভিবাদন। আপনার জন্মদিনের সম্মানে তিনি আপনার সেবায় সদাপ্রস্তুত আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছেন এই পিতলের ঘোড়া। এই ঘোড়া একটি স্বাভাবিক দিনের মধ্যে—অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কি খরায় কি বর্ষায়, পরিষ্কার দিনে বা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় আপনি যেখানে যেতে চাইবেন সেইখানেই আপনাকে পরম আরামে নির্বিঘ্নে নিয়ে যাবে। অথবা আপনি যদি ঈগল পাখি যতটা উঁচুতে উড়ে বেড়ায় ততটা উঁচুতে উঠতে চান তাহলেও এই ঘোড়া সেই উঁচু পথ দিয়ে গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাবে; ঘোড়ার পিঠে আপনি জেগে থাকুন কি ঘুমিয়ে পড়ুন তাতে কিছু যায় আসে না। যখনই ঠিক পিনটি ঘোরাবেন তখনই ঘোড়া স্বস্থানে ফিরে যাবে। এই ঘোড়া যে বানিয়েছে অনেক রকম কলা-কৌশল সে জানে; এ-কাজ করার আগে অনেক গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সে লক্ষ্য করেছে; তাছাড়া একটা যাদু-মোহর ও যাদু-বন্ধনও সে জানে।

"আমার হাতে যে আয়নাটা আছে এরও অনেক গুণ; কখন আপনার

উপর বা আপনার রাজ্যের উপর দুর্দিন নেমে আসবে, অথবা ঠিক কে আপনার মিত্র বা শত্রু, সে সবই আপনি এই আয়নায় দেখতে পাবেন। তার চাইতেও বড় কথা, কোন সুন্দরী মহিলা যদি ভ্রষ্টচরিত্র কোন পুরুষকে না জেনে হৃদয় দান করে থাকে, তাহলে সে পুরুষটির সব রকম বিশ্বাসঘাতকতা, তার নতুন প্রণয়িনী এবং তার সব রকম ফাঁকিবাজি এই আয়নায় সে পরিষ্কার দেখতে পাবে; কোন কিছুই লুকিয়ে রাখা চলবে না। তাই এই প্রেমময় বসন্তকালে যথাযথ সুরক্ষা হিসাবে আমার রাজা আপনার সুন্দরী কন্যা লেডী কানাস-এর জন্য এই আয়না ও আংটি পাঠিয়েছেন। আপনি যদি শুনতে চান তো এই আংটির গুণাবলীও বলি: রাজকুমারী যদি এটাকে বুড়ো আঙুলে পরেন বা থলেতে ভরে সঙ্গে রাখেন, তাহলে আকাশে এমন কোন উড়ন্ত পাখি নেই যার স্বর ও অর্থ সে বুঝতে পারবে না বা পাখির ভাষায় তার জবাব দিতে পারবে না। যত গভীর ও বড় ক্ষতই হোক না কেন, তাকে সারিয়ে তুলবার উপযুক্ত যে কোন মূলজাত ভেষজের গুণাগুণও সে জানতে পারবে।

"আমার কোমরে ঝোলানো এই খোলা তলোয়ারের এমন গুণ যে এ অস্ত্র দিয়ে আপনি যাকেই আঘাত করবেন তার বর্ম যদি পাকানো ওক গাছের মতও পুরু হয় তাহলেও তাকে কেটে ফেলতে পারবে। এই তলোয়ারের আঘাতে কোন ক্ষত হলে তা কোন দিন ভাল হবে না; অবশ্য আপনি যদি দয়াপরবশ হয়ে তলোয়ারের ভোঁতা দিকটা দিয়ে সেই ক্ষতস্থানে আঘাত করেন সে আলাদা কথা; অর্থাৎ তলোয়ারের ভোঁতা দিকটা দিয়ে ক্ষতস্থানে যদি আপনি আঘাত করেন তাহলেই ক্ষত-মুখ জুড়ে যাবে। এ সবই সত্য, এতটুকু অতিরঞ্জন নয়। আপনার হাতে এ তলোয়ার কখনও ব্যর্থ হবে না।"

বক্তব্য শেষ করে নাইট হল থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামল। সূর্যের মত উজ্জ্বল সেই ঘোড়াটি প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মত স্থানু হয়ে। নাইটকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল; তারপর তার বর্ম-চর্ম খুলে টেবিলে বসিয়ে দেওয়া হল। উপহারের মধ্যে তলোয়ার আর আয়নাটাকে সরকারী কর্মচারীরা আনুষ্ঠানিকভাবে উঁচু ভবনে নিয়ে গেল, এবং আংটিটাকে যথাসময়ে টেবিলে উপবিষ্টা কানাসকে দেওয়া হল। কিন্তু পিতলের ঘোড়াটাকে কেউ সরাতে পারল না; যেন আঠা দিয়ে মাটির সঙ্গে

সেটে দেওয়া হয়েছে এমনি ভাবে সেটা দাঁড়িয়ে রইল। চরকি-কল বা অন্য কোন রকম যন্ত্রের সাহায্যেই সেটাকে অন্যত্র নেওয়া গেল না; কিন্তু কেন জানেন কি? কারণ গোপন কথাটি কেউ জানত না। সুতরাং ঘোড়াটাকে সেখানে রেখেই তারা চলে গেল। অবশ্য নাইট পরে ঘোড়াটাকে চালাবার কৌশল তাদের শিখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে কথা পরে শুনবেন।

দণ্ডায়মান ঘোড়াটাকে দেখতে চারদিকে লোক জমতে লাগল। কারণ সেটা লোম্বার্ড ঘোড়ার মতই উঁচু, লম্বা, চওড়া এবং সুগঠিত ও বলশালী; আবার সেই সংগে আপুলিয়ান ঘোড়ার মতই গুণে সুন্দর এবং তার দৃষ্টিও দ্রুত। একটা বিষয়ে সকলেই একমত যে, কি প্রকৃতিতে কি শিল্প-কৌশলে কেউ তার মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত কোথাও কোন কিছু যোগ করে তার উন্নতি ঘটাতে পারবে না। কিন্তু সকলেই এইকথা ভেবে সব চাইতে বিস্মিত হল যে একটা পিতলের ঘোড়া চলাফেরা করছে কেমন করে। সকলেই ভাবল, ঘোড়াটাকে পরীদের দেশ থেকে আনা হয়েছে। এক একজন এক এক রকম কথা বলতে লাগল; ঠিক যত লোক তত মত। লোকজন সব মৌমাছির ঝাঁকের মত এসে জড় হয়ে পুরনো দিনের নানা রকম কাব্যিক কল্পনার সাহায্যে যত সব উদ্ভট ব্যাখ্যা দিতে লাগল। তারা বলতে লাগল, পেগসাস নামক যে ঘোড়ার শূন্যে উড়বার মত ডানা ছিল এ ঘোড়াটা সেই জাতের; অথবা পুরাকালের ইতিহাসে গ্রীক সাইনন-এর যে ঘোড়া ট্রয়ের ধ্বংস ডেকে এনেছিল এটা সেই ঘোড়া। একজন বলল, 'এখন থেকেই আমার মনে ভয় ঢুকেছে; মনে হচ্ছে ওটার ভিতরে এমন সব যোদ্ধা আছে যারা এই শহরটা জয় করবার ষড়যন্ত্র করেছে। এই সম্ভাবনাটাকে ভাল করে খতিয়ে দেখা উচিত।" অপর একজন বন্ধুর কানে কানে বলল, 'লোকটা মিথ্যে কথা বলেছে; এই রকম বড় বড় ভোজসভায় বাজীকররা যে রকম করে থাকে এ লোকটাও তেমনই যাদুর সাহায্যে একটা ভেল্কি দেখিয়েছে।' অজ্ঞ লোকেরা তাদের বুদ্ধির অগম্য কোন সূক্ষ্ম কিছু দেখলেই যেমন করে থাকে, এরাও সেই রকম নানা ধরনের বিপদ আশংকা করে নিজেদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি ও ঝগড়া শুরু করে দিল; অজ্ঞ লোকেরা সর্বদাই খারাপটাই বিশ্বাস করতে চায়।

আয়নাটার ব্যাপারেও সকলে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল। ওটতে এত সব দেখা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? একজন জবাব দিল, বিভিন্ন কোণিক সমাবেশে ও কর্ম-কুশলতার দ্বারা এ ধরনের বস্তু সহজেই তৈরি করা

যায় ; প্রকৃত পক্ষে রোমে এ রকম একখানা আয়না ছিল। তারা আল্‌হাজেন ওয়াইটলো ও এরিস্টটলের নাম উল্লেখ করে বলল যে এই সব পণ্ডিতদের পুঁথিপত্রের খবর যারা রাখে তারাই জানে যে, নানা রকম বিস্ময়কর আয়না ও আতস কাঁচের কথা তারা লিখে গেছে।

আবার যে তলোয়ার সব কিছু কাটতে পারে তা নিয়েও অনেকে বিস্ময় বোধ করল। তারা রাজা টেলিফুস এবং একিলিসের আশ্চর্য বর্শার কথা বলতে লাগল। একই সঙ্গে ক্ষতসৃষ্টি ও ক্ষতনিরাময়ের যে ক্ষমতার কথা এই তলোয়ারের আছে বলে এইমাত্র আপনারা শুনলেন, সেই সব অস্ত্রেরও সেই দ্বিবিধ শক্তি ছিল। ধাতুকে কি ভাবে শক্ত করা যায়, তাতে কি কি দ্রাবক ব্যবহার করতে হয়, কখন কি ভাবে তাকে শক্ত করতে হয়,—প্রভৃতি এমন সব বিষয় নিয়ে তারা কথা বলতে লাগল যেগুলো অন্তত আমার কাছে একেবারেই অজানা।

তারপর শুরু হল কানাস-এর আংটির আলোচনা। তারা বলতে লাগল, একমাত্র মোজেস ও রাজা সলোমনের অঙ্গুরীয় নির্মাণের ব্যাপারে সবিশেষ খ্যাতি ছিল ; তাছাড়া অঙ্গুরী-শিল্পে এ রকম উল্লেখযোগ্য দক্ষতার কথা তারা আর কোথাও কখনও শোনে নি। অনেক দূরে দাঁড়িয়ে লোকজন এই সব কথাবার্তা বলতে লাগল। কেউ কেউ আবার বলল, কাঁচ তো ফার্ণ গাছের ছাই নয়, অথচ কী আশ্চর্য ফার্ণের ছাই থেকেই কাঁচ তৈরি করা হয়, আর যেহেতু সে কৌশলটা অনেক দিন থেকেই লোকের জানা তাই সেটা নিয়ে কেউ আর উচ্চবাচ্যও করে না বা বিস্ময়ও প্রকাশ করে না। কার্য-কারণ সম্পর্কটা যতদিন না জানা যায় ততদিন তো মানুষ বাজপড়া, জোয়ার-ভাঁটা, মাকড়শার জাল, কুয়াসা এবং আরও অনেক কিছুর কারণ সম্পর্কেই প্রচণ্ড বিস্ময় প্রকাশ করে থাকে। কাজেই রাজা টেবিল থেকে না ওঠা পর্যন্ত এইসব লোকের কথার কচকচি, নানারকম মত-বিনিময় ও ব্যাখ্যা চলতেই লাগল।

দ্বিপ্রহরের প্রায় ঘণ্টা দুই পরে তাতার-রাজ কাম্বিয়াস্কান যখন টেবিল থেকে উঠল, সূর্যদেব ফিবাস তখন দ্রাঘিমাবৃত্তের কোণকে অতিক্রম করেছে, এবং সিংহরাশি মহামতি লিও তখনও উর্ধ্বগামী। উচ্চৈঃস্বরে গান গাইতে গাইতে চারণগণ রাজার আগে আগে অভ্যর্থনা-কক্ষে প্রবেশ করল। তাদের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীত শুনে সকলেই স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করতে

লাগল। তখন প্রেমের দেবী ভেনাস মীনরাশিতে অবস্থান করে বন্ধুর দৃষ্টি দিয়ে তাদের দেখতে লাগল, আর দেবীর আনন্দমুখর সন্তানরা নৃত্য শুরু করল।

মহান রাজা সিংহাসনে বসল। একটু পরেই বিদেশী নাইটকে সেখানে আনা হল। সেও কানাস-এর সঙ্গে নাচে যোগ দিল। তারপর কী যে হৈ-হুল্লোড় আর প্রমোদ-কৌতুক চলল তা কোন বোকা লোক কল্পনাও করতে পারবে না। এ ধরনের আনন্দ-অনুষ্ঠানের বর্ণনা যে করবে তাকে প্রেম ও তার রীতিনীতি বুঝতে হবে এবং মে মাসের মত সতেজ ও আনন্দময় হতে হবে। এমন সব দুর্লভ নৃত্য, আনন্দোজ্জ্বল মুখশ্রী, ঈর্ষাকাতর মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে চতুর তির্যক চাউনি ও না-দেখার ভান—এসবের বিবরণ কে দিতে পারে? ল্যান্সিলট ছাড়া আর কেউ পারে না, আর তার তো মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং সে সব বর্ণনা থাক। আর কোন কথা নয়, সকলেই আহার্য পরিবেশিত না হওয়া পর্যন্ত আনন্দ-কৌতুকেই সময় কাটাক।

সেই গান-বাজনার মধ্যেই ভাণ্ডারী হুকুম দিল, মশলাপাতি ও মদ আনা হোক। ঘোষণাকারী ও পার্শ্বচররা ছুটে গেল; মশলাপাতি ও মদ হাজির হল। সকলে পান-ভোজন সেরে যথানিয়মে মন্দিরে চলে গেল। প্রার্থনার শেষে রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত চলল নৈশাহারের পর্ব। সে সব কথা আর আপনাদের বলার কি দরকার? সকলেই তো জানেন, রাজার ভোজসভায় ছোট-বড় সকলের জন্যই থাকে প্রচুর খাদ্য, আর এত সব ভাল ভাল খাদ্য যার নামই আমি জানি না। খাওয়া শেষ করে রাজা চলল পিতলের ঘোড়া দেখতে, যত ভদ্রমহোদয় ও মহিলারা চলল তার পিছনে পিছনে।

ট্রয়-অবরোধের পরবর্তী কালে একটা ঘোড়াকে নিয়ে এত সবিস্ময় আলোচনা আর কখনও হয় নি। অবশেষে এই ঘোড়ার গুণ ও শক্তির কথা এবং কি ভাবে তার দেখাশুনা করতে হবে সে বিষয়ে রাজা নাইটের কাছে সবিশেষ জানতে চাইল। তখন নাইট লাগামে হাত দিতেই ঘোড়াটা লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে শুরু করল। নাইট বলল, "মহাশয়, বুঝিয়ে দেবার মত কিছু নেই; শুধু যখন যেখানে যেতে চাইবেন সেই ভাবে ওর কানের ভিতরকার পিনটাকে ঘুরিয়ে দেবেন; সে বিষয়ে গোপনে আপনাকে সব বলে দেব। তাছাড়া, আপনি কোন্ জায়গায় বা কোন্ দেশে যেতে চান সেটাও ওকে বলে দেবেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেলে ওকে নামতে বলে আরেকটা

পিন ঘুরাবেন—সমস্ত কলা-কৌশলের গোপন তথ্য ঐ পিনটাতেই আছে—, তাহলেই ও আপনার ইচ্ছামত জায়গায় নেমে শান্তভাবে আপনার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। সারা বিশ্বও যদি প্রাণপণে চেষ্টা করে তাহলেও ওকে সেখান থেকে সরাতে পারবে না। আবার আপনি যদি ওকে চলে যেতে বলতে চান, তাহলে এই পিনটি ঘোরাবেন; সঙ্গে সঙ্গে ও সকলের চোখের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং দিনে বা রাতে আপনি যখনই আবার ডাকবেন তখনই ও ফিরে আসবে। এ সব ব্যাপারেও আমি শীঘ্রই আপনাকে গোপনে বুঝিয়ে দেব। যখন ইচ্ছা ঘোড়া ছুটিয়ে দেবেন; বাস, আর কিছুই করতে হবে না।"

নাইট সব কিছু বুঝিয়ে দেবার পর সাহসী ও মহান রাজা ঘোড়াটির প্রকৃতি ও তাকে চালাবার কলা-কৌশলগুলি ভালভাবে বুঝে নিয়ে উৎসবের স্থানে ফিরে গেল।

ঘোড়ার লাগামটাকে বড় বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বহুমূল্যবান ধন-রত্নের সঙ্গে রেখে দেওয়া হল। ঘোড়াটাও তাদের চোখের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল—কেমন করে গেল আমি জানি না। আমার কাছ থেকে আর কিছু শুনতে পাবেন না, কারণ প্রায় ভোর পর্যন্ত কাম্বাস্কিয়ান ও তার লর্ডরা যতক্ষণ আমোদে-আহ্লাদে সময় কাটাবে ততক্ষণের জন্য আমি তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। প্রথম অংশ শেষ হল।

দ্বিতীয় অংশ শুরু হল: পরিপাক-শক্তির সেবিকা নিদ্রা হুল্লোড়কারীদের প্রতি কটাক্ষ করে স্মরণ করিয়ে দিল যে, অতিরিক্ত মদ্যপান ও হৈ-হুল্লার পরে বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। হাই তুলতে তুলতে প্রত্যেককে চুম্বন করে সে বলে দিল, শুয়ে পড়বার সময় হয়েছে, কারণ রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। সে বলল, 'প্রকৃতির বন্ধু রক্তকে রক্ষা করো।' হাই তুলতে তুলতে তারাও দুয়ে-দুয়ে, তিনে-তিনে তাকে ধন্যবাদ জানাল এবং নিদ্রার কথামত প্রত্যেকেই শুয়ে পড়ল; এটাই শ্রেষ্ঠ পথ বলে তাদের মনে হল। তারা কি সব স্বপ্ন দেখল সে কথা আমি আপনাদের বলব না; তাদের মাথা তখন মদের ধোঁয়ায় ভর্তি; তার ফলে যত সব অর্থহীন স্বপ্নের সৃষ্টি হয়। একমাত্র কানাস ছাড়া আর সকলেই বেলা নটা পর্যন্ত ঘুমোল। সব মেয়েদের মতই সেও মিতাচারী; রাত শুরু হতেই সে বাবার কাছ থেকে শুতে যাবার অনুমতি নিয়েছিল। পরদিন সকালে তাকে ফ্যাকাসে বা মন-মরা দেখাক এটা সে চায় না। প্রথম

কয়েক ঘণ্টা ঘুমের পর সে জেগে উঠল। তখন সেই আশ্চর্য আংটি ও আয়নার কথা ভেবে তার মন এতদূর খুশিতে ভরে উঠল যে কুড়িবার তার মুখের রং বদলাতে লাগল। আয়নার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমের মধ্যেও সে স্বপ্ন দেখল। সুতরাং সূর্যোদয়ের আগেই সে গভর্নেসকে ডেকে জানাল যে সে বিছানা থেকে উঠতে চায়। এই বৃদ্ধাটি নিজেকে খুবই সবজান্তা বলে মনে করে। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "ম্যাডাম, এত সকালে কোথায় যাবেন ? সকলেই যে এখনও ঘুমিয়ে আছে।"

কানাস বলল, 'উঠে চারধারে একটু বেড়াতে চাই, কারণ আর ঘুম আসছে না।"

গভর্নেস একদল স্ত্রীলোককে—দশ বারোজন হবে—ঘুম থেকে ডেকে পাঠাল। তরুণী কানাসও বিছানা থেকে উঠে পড়ল। তরুণ সূর্য যখন মেষরাশিতে চার ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে যায় তার তখনকার মুখের মতই রক্তিম ও উজ্জ্বল কানাসের মুখখানি—তার প্রসাধন যখন শেষ হল তখনও সূর্য তার চাইতে উপরে ওঠে নি। তখন সে মধু ঋতু অনুযায়ী সাজে সজ্জিত হয়ে পাঁচ ছয়টি সখীকে সঙ্গে নিয়ে হাওয়া খেতে বের হল। সে পার্কের একটা পথে নামল। মাটি থেকে একটা কুয়াসা ওঠায় সূর্যকে লালচে ও বড় দেখাচ্ছিল, কিন্তু এই ঋতুর সকালবেলাটা এতই মধুর যে সকলেরই মন চঞ্চল হয়ে উঠল। পাখিদের গান শুনে কানাস সে গানের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারল ; তাদের মনের কথা যেন তার কাছে ধরা দিল।

যে কথাটা বলবার জন্য একটা কাহিনীর অবতারণা করা হয় সেটা বিলম্বিত করে যদি আগ্রহী শ্রোতাদের মনকে বিরক্ত করে তোলা হয় তাহলে কথক যত বেশী আবোল-তাবোল বকবে কাহিনীর রসও সেই অনুপাতে হ্রাস পাবে। সেই হেতু আমার মনে হচ্ছে, কানাসের ভ্রমণের ব্যাপারটাকে তাড়াতাড়ি শেষ করে আসল কথায় ফিরে যাওয়াই আমার উচিত।

কানাস যখন মনের আনন্দে বেড়াচ্ছিল তখন মাথার উপরে একটা বড় গাছের ডালে চকের মত সাদা ও শুকনো রঙের একটা বাজপাখি বসে ছিল। বাজ পাখিটা এমন আর্তকণ্ঠে চীৎকার করতে শুরু করল যে সারা বনভূমি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। দুটো পাখা দিয়ে নিজেকে সে এমনভাবে আঘাত করতে লাগল যে তার রক্ত গাছটার গা বেয়ে ঝরে পড়তে লাগল। উচ্চৈঃস্বরে অবিশ্রাম আর্তনাদ করতে করতে নিজের ঠোঁট দিয়ে নিজের দেহকে

সে এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল যে, বনে বা জঙ্গলে এমন কোন বাঘ বা অন্য নিষ্ঠুর জন্তু নেই যে তার দুঃখে দুঃখিত হয়ে না কেঁদে থাকতে পারে। বাজপাখিটার যথাযথ বর্ণনা যদি আমি দিতে পারতাম তাহলে যে কোন জীবিত মানুষই বুঝতে পারত যে কি পালকের সৌন্দর্যে, কি আকৃতির মহত্ত্বে, কিংবা অন্য যে কোন দিকের বিচারে এমন আর একটা বাজপাখির কথা তারা কখনও শোনে নি। মনে হল, সেটা ভিন্ন দেশ থেকে আগত একটা শিকরে বাজপাখি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য মাঝে মাঝেই সে মূর্ছিত হয়ে পড়ছিল। এক সময় মনে হল, সেটা বুঝি গাছ থেকে পড়েই যাবে।

রাজার সুন্দরী কন্যা কানাসের আঙুলে ছিল সেই আশ্চর্য অঙ্গুরীয় যার সাহায্যে সে যে কোন পাখির ভাষা বুঝতে পারে ও তার ভাষায়ই জবাবও দিতে পারে। কাজেই বাজপাখিটার কথার অর্থ সে বুঝতে পারল এবং করুণায় তার হৃদয় গলে গেল। দ্রুত পায়ে সে গাছটার কাছে গেল এবং করুণাসিক্ত চোখে বাজপাখিটার দিকে তাকিয়ে গাউনের স্কার্টটা মেলে ধরল, কারণ সে বুঝতে পারল যে রক্তক্ষরণের ফলে আর একবার মূর্ছা গেলেই পাখিটা গাছের ডাল থেকে পড়ে যাবে। পাখিটার দিকে চোখ রেখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত কানাস পাখিটাকে যে কথাগুলি বলল তা শুনুন :

'যদি বলবার মত হয় তাহলে বল, তোমার এই প্রচণ্ড নরক-যন্ত্রণা ভোগের কারণ কি? তোমার দুঃখের কারণ কি মৃত্যু না প্রেমে বঞ্চনা? আমি তো মনে করি, এই দুটি কারণেই যে কোন নরম মন সব চাইতে বেশী যন্ত্রণা ভোগ করে; অন্য সব কারণের কথা বলার দরকার নেই। দেখতে পাচ্ছি, কেউ তোমাকে শিকার করতে আসে নি; তুমি নিজেই নিজের উপরে প্রতিশোধ নিচ্ছ। কাজেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, হয় ভালবাসা না হয় ভয়ই তোমার এই নির্মম আচরণের কারণ। ঈশ্বরের দোহাই, নিজেকে বাঁচাও, অন্যথায় অপর কেউ তোমার কি সহায়তা করবে? প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে আমি এর আগে এমন কোন পাখি বা পশু দেখি নি যে নিজের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করে থাকে। তোমার প্রতি আমার মনে এতই সহানুভূতি জেগেছে যে তোমার নিজের দুঃখের আঘাতে তুমি আমাকেই হত্যা করছ। ঈশ্বরের দোহাই, গাছ থেকে নেমে এস। আমি যদি সত্যসত্যই রাজার মেয়ে হয়ে থাকি, আর তোমার দুঃখের প্রকৃত কারণ জানবার পরে যদি বুঝি যে তার প্রতিকার আমার সাধ্যায়ত্ত, তাহলে রাত হবার আগেই আমি সে প্রতিকার করব। প্রকৃতির মহান বিধাতা

আমার সহায় হোন। দ্রুত তোমার ক্ষত সারিয়ে তুলবার মত প্রচুর বনৌষধি আমি খুঁজে পাব।'

এমন সময় বাজপাখিটা আগের চাইতে করুণ স্বরে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল এবং অজ্ঞান হয়ে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে রইল। কানাস তাকে কোলে তুলে নিল। একটু একটু করে তার মূর্ছা ভেঙে গেল। সুস্থ হয়ে সে পাখির ভাষায় বলল, 'তীব্র যন্ত্রণার সম-অনুভূতিতে নরম মনে সহজেই করুণার উদ্রেক হয়: কি কাজে কি লেখায় যে কেউ প্রতিদিন এ কথার প্রমাণ পেতে পারে; কারণ নরম মনই নরম কাজের খবর জানে। সুন্দরী কানাস, নারী-হৃদয়ের যে স্বাভাবিক করুণা প্রকৃতি আপনাকে দান করেছে তার জন্যই আমার কষ্টে আপনার সহানুভূতি জেগেছে তা আমি বুঝতে পারছি। যাবার আগে সময় থাকতে থাকতেই আমার দুঃখের কথা আপনাকে জানাব; আমার অবস্থার উন্নতি হবে সে আশায় নয়, আপনার সদয় অনুরোধ পালন করতে এবং কুকুরকে শাস্তি দিয়ে যেমন সিংহকে সতর্ক করে দেওয়া হয় তেমনই আমার দৃষ্টান্ত দিয়ে অন্যকে সতর্ক করে দেবার জন্যই সব কথা বলব।"

বাজপাখি তার দুঃখের কথা বলতে লাগল। সে কথা শুনে কানাস আগাগোড়া এমনভাবে কাঁদতে লাগল যেন সে নিজেই গলে জল হয়ে যাবে। অবশেষে তাকে শান্ত হতে বলে বাজপাখি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার গল্প শুরু করল।

'একটা শ্বেত পাথরের পাহাড়ে যখন আমি জন্মগ্রহণ করি—হায়, সে নিষ্ঠুর দিন—তখন এত আদর-যত্ন আমি পেয়েছিলাম যে আমার কোন কষ্টই ছিল না; দূরে আকাশে উড়তে পারার আগে পর্যন্ত কষ্ট কাকে বলে তা আমি জানতাম না। কাছেই আর একটি বাজপাখি বাস করত; সে ছিল যেন সৌজন্যের উৎস-স্বরূপ। বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটতায় তার মন ভরা থাকলেও বিনয়, সত্য, আনন্দ ও সশ্রম সেবার পতাকার আড়ালে সে সব এমনভাবে লুকনো ছিল, আর এত গভীর রঙে সে-পতাকাকে সে রাঙিয়ে রেখেছিল যে এ সবই যে মুখোশমাত্র তা কেউ ভাবতেও পারে নি। সাপ যেমন ফুলের আড়ালে লুকিয়ে থাকে আর সুযোগ পেলেই দংশন করে, এই প্রেমের দেবতা, এই ভণ্ডও তেমনি প্রেমিকের পক্ষে একান্ত উপযোগী পদ্ধতিতেই তার কর্তব্য, সৌজন্য ও মনোযোগ প্রদর্শন করে চলত। আপনারা তো জানেন, কবরের উপরটা দেখতে সুন্দর, কিন্তু তার নীচে থাকে মৃতদেহ। এই ভাণ্ডর অবস্থা ও সেই রকম, একাধারে গরম ও

ঠাণ্ডা। এইভাবে সে তার উদ্দেশ্য সাধন করত ; এক শয়তান ছাড়া আর কেউ তার মনের কথা জানত না। দীর্ঘদিন ধরে সে আমার জন্য কত কাঁদল, কত বিলাপ করল, কত বছর ধরে আমার প্রণয় ভিক্ষা করল ; আমার সরল হৃদয়ে করুণা হল ; তাছাড়া তার মনে যে যৌন-কামনা জেগেছে তার কিছুই আমি জানতাম না ; তাই তাকে দেখে আমার ভয় হল যে এ ভাবে চললে সে হয় তো মরে যাবে ; তাই শেষ পর্যন্ত তার প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসের উপর নির্ভর করে তাকে আমার প্রেম নিবেদন করলাম। একটি মাত্র শর্ত হল, গোপনে বা প্রকাশ্যে আমার সম্মান ও সুনাম সর্বদা সুরক্ষিত থাকবে ; অর্থাৎ, তার সৎ গুণাবলীর জন্যই ঐ একটিমাত্র শর্তে—ঈশ্বর আর সেই তা জানে—আমার হৃদয়, আমার ভাবনা-চিন্তা সব তাকে দিলাম, এবং বিনিময়ে চিরদিনের জন্য তার হৃদয়কে বরণ করে নিলাম।

'কিন্তু অনেক কাল আগে থেকেই একটা খাঁটি কথা বলা হয়ে থাকে : "সাধু ও চোর এক রকম চিন্তা করে না।" যখন সে দেখল যে ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়েছে, আমার ভালবাসা তাকে সম্পূর্ণ দিয়েছি, আমার অন্তরতম হৃদয় তাকে অবাধে দান করেছি, তখন সে শপথ নিয়ে বলল যে, তার হৃদয়ও আমার হল। তৎক্ষণাৎ এই বাঘটা—এই কপটচূড়ামণি—এমনভাবে বিনয়ে অবনত হয়ে, আমার প্রতি এতদূর শ্রদ্ধাশীল হয়ে এবং সরল প্রেমিকের মত আনন্দে এমন গদগদ হয়ে আমার সম্মুখে নতজানু হয়ে বসল যে আমার মনে হল, জ্যাসন বা ট্রয়ের প্যারিস—জ্যাসন তো নয়ই, প্রাচীন পুঁথিকারদের মতে যে লামেক-এর সর্বপ্রথম দুজন প্রেয়সী ছিল একমাত্র সে ছাড়া আর কোন লোকই নয়—বা সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অন্য কোন মানুষই তার এই কপট কলা-কৌশলের বিশ হাজার ভাগের এক ভাগও অনুকরণ করতে পারত না। দু-মুখো ব্যবহারে তারা কেউ তার ধারেকাছেও যেতে পারে না ; তার জুতোর ফিতে খুলবার যোগ্যতাও তাদের নেই। সে যে ভাবে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে তা আর কেউ পারবে না। নিজেকে ও নিজের কথাকে সে এমন ভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে উপস্থিত করে যে যে-কোন নারী—তা সে যত জ্ঞানীই হোক—তার কথা শুনে ও তাকে দেখে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করবেই। এই সব আকর্ষণের জন্য এবং তার অন্তরে যে সত্য বিরাজ করে বলে ভেবেছিলাম তার জন্য তাকে আমি এতদূর ভালবাসলাম যে তার তিলমাত্র অসুবিধা দেখলে আমার অন্তরে মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করতাম। সংক্ষেপে

ব্যাপার এতদূরে গড়াল যে ক্রমে আমার ইচ্ছা তার ইচ্ছার হাতে পুতুলমাত্র হয়ে উঠল, অর্থাৎ একমাত্র আমার নারীত্বের মর্যাদা ছাড়া আর সব রকম সংগত ব্যাপারেই আমার ইচ্ছা তার ইচ্ছাকে অনুসরণ করেই চলতে লাগল। ঈশ্বর জানেন, আমার কাছে তার মত প্রিয়, বা তার চাইতে প্রিয়তর আর কিছুই ছিল না; কোন দিন থাকবেও না।

দু'এক বছরেরও বেশী সময় এই ভাবে চলল, সব সময় আমি তার কল্যাণ কামনাই করেছি। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়াল যে শেষ পর্যন্ত নিয়তির বিধানে তাকে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমার মনোব্যথার তো কোন কথাই নেই; সে বিবরণ দিতে আমি পারব না। তবে একটা কথা আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি: তার ফলেই আমি বুঝতে পারলাম, মৃত্যু যন্ত্রণা কি বস্তু। আমার যে কী কষ্ট হচ্ছিল তা সে বিশ্বাসই করতে পারল না। তারপর একদিন সে যখন দুঃখের সঙ্গে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল তখন তার কথা শুনে, তার মুখ দেখে আমার সত্যি মনে হল যে সেও আমার মতই দুঃখ পাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তখনও মনে করতাম যে সে আমার প্রতি অনুরক্ত এবং কিছু দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। আর যেহেতু নিজের সম্মান রক্ষার জন্যই তাকে যেতে হয়েছিল তাই সেটাকে আমি অনিবার্য বলেই হাসি মুখে মেনে নিয়েছিলাম, কারণ এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তাই তার কাছ থেকে আমার দুঃখকে লুকিয়ে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম; সেন্ট জনকে সাক্ষী রেখে তার হাত ধরে বললাম, "দেখ, আমি একান্তই তোমার; তোমার কাছে আমি যেমনটি আছি এবং থাকব, তুমিও আমার কাছে সেই রকম থেকো।"

'তার জবাবের পুনরাবৃত্তি করার কোন দরকার নেই; তার মত কথায় মধু আর কাজে তেতো আর কে আছে? সে যখন ভাল ভাল কথা বলেছে তখনই সব শেষ হয়ে গেছে। লোককে বলতে শুনেছি: "শয়তানের সঙ্গে খেতে বসলে লম্বা চামচ চাই।" অবশেষে যাবার দিন এল; এক উড়াল দিয়ে সে গন্তব্যস্থানে চলে গেল। আমি নিশ্চয় জানি, বিশ্রামের সময় যখন এল তখন এই কথাটা নিশ্চয় তার মনে পড়েছিল, "স্বপ্রকৃতিতে ফিরে গেলে সকলেই সুখী হয়।" খাঁচায় বন্দী পাখির মতই মানুষও স্বভাবতই নিত্য নতুনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে থাকে। কারণ দিন-রাত একটা পাখির মত সেবাই তুমি কর, খাঁচাটাকে পরিপাটি করে যতই রেশমের মত বানিয়ে দাও,

যতই চিনি, মধু, রুটি আর দুধ খেতে দাও, খাঁচার দরজা খোলা পেলেই সে পায়ের ধাক্কায় বাটিটা উল্টে দিয়ে জঙ্গলে উড়ে যাবে আর পোকা-মাকড় ধরে খাবে। নতুন খাবারের প্রতি পাখিদের এমনই আকর্ষণ, নতুনত্বকে তারা স্বভাবতই এমনই ভালবাসে যে রক্তের কোন কৌলিন্যই তাদের বেঁধে রাখতে পারে না।

'হায়, এই বাজপাখির বেলায়ও তাই হল! উচ্চ বংশে তার জন্ম, সে সাহসী, খোশমেজাজ, সুদর্শন, বিনীত ও উদার; তবু একদিন একটি চিলকে উড়ে যেতে দেখে হঠাৎ তাকে এমনই ভালবেসে ফেলল যে আমার প্রতি তার সব ভালবাসা সম্পূর্ণ চলে গেল। এই ভাবেই সে বিশ্বাসভঙ্গ করল। সুতরাং সেই চিল এখন আমার প্রণয়ীকে দখল করেছে, আর আমি প্রতিকারহীন যন্ত্রণায় মরছি!' এই কথা বলে বিলাপ করতে করতে বাজপাখিটা আবার কানাস-এর কোলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

সেই বাজপাখির বিশ্বাসঘাতকতায় কানাস ও তার সখীরা অনেক দুঃখ প্রকাশ করল। পাখিটাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা তাদের জানা নেই। কানাস কিন্তু পাখিটাকে তার গাউনের ভিতরে করে বাড়িতে নিয়ে গেল এবং নিজেরই ঠোঁট দিয়ে শরীরে যে সব ক্ষত সে করেছিল সে গুলোতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। তারপর সে মাটি খুঁড়ে নানা রকম শিকড় তুলে এনে পাখিটার চিকিৎসার জন্য নানা রঙের রকমারি ওষুধ বানাতে লাগল। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কানাস এই কাজেই ব্যস্ত থাকল। তার বিছানার মাথার কাছে একটা খাঁচা তৈরি করিয়ে নারীর বিশ্বস্ততার প্রতীক স্বরূপ একখণ্ড সবুজ বনাত দিয়ে সেটাকে মুড়ে দিল। খাঁচার বাইরের দিকটা সবুজ রং করে দেওয়া হল, আর তাতে রেন, বাজ, প্যাঁচা প্রভৃতি যত রাজ্যের বিশ্বাসঘাতক পাখির ছবি আঁকা হল। আর ক্রোধের বশেই সেগুলিকে তিরস্কার করবার জন্য একটু দূরে আঁকা হল একদল ছাতাড়ে পাখি।

এখন কানাস তার বাজপাখির যত্ন নিয়েই থাকুক। ইতিপূর্বেই রাজার ছেলে কাম্বালোর কথা আপনাদের বলেছি। তার মধ্যস্থতায় বাজপাখিটা কেমন করে তার অনুতপ্ত প্রেমিককে ফিরে পেল সে কথা বলবার জন্য যতক্ষণ প্রয়োজন না হচ্ছে ততক্ষণ কানাস-এর আংটির কথাও আমি আর কিছু বলব না। গল্পের উপসংহারে এবার আমি বলব এমন সব অভিযান ও যুদ্ধের কথা, যে রকম অলৌকিক ঘটনার কথা ইতিপূর্বে কখনও শোনা যায় নি।

প্রথমেই বলব কাম্বাস্কিয়ানের কথা। সেকালে অনেক শহর সে জয় করেছিল। তারপর বলব আলগারসিফের কথা,—কেমন করে সে তার স্ত্রী থিয়োডোরাকে জয় করেছিল, কেমন করে এই পিতলের ঘোড়ার সহায়তা না পেলে সে কাজে তাকে অনেক রকম বিপদেই পড়তে হত, এই সব কথা। তারপর বলব কাম্বালোর কথা,—দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কেমন করে সে কানাস-কে উদ্ধার করেছিল। এবং গল্পটাকে যেখানে ছেড়ে এসেছি এবার সেখানেই ফিরে যাব। দ্বিতীয় অংশ শেষ হল।

তৃতীয় অংশ শুরু হল : এপোলো মহাশূন্যে তার রথ চালিয়ে চতুর দেবতা মার্কারির ভবনে উপস্থিত হলে—

[চসার পার্শ্বচরের কাহিনীটি অসমাপ্ত অবস্থায়ই রেখে দিয়েছেন]

এখানে শুরু হল পার্শ্বচরের প্রতি লাখেরাজদারের কথা এবং লাখেরাজদারের প্রতি সরাইওয়ালার কথা : 'বিশ্বাস কর ভাই পার্শ্বচর', লাখেরাজদার বলল, 'তোমার অল্প বয়সের কথা বিবেচনা করেই বলছি যে তোমার কাজ তুমি ভদ্রলোকের মতই প্রশংসনীয় ভাবে করতে পেরেছ। তোমার বাচন-ভঙ্গীর আমি প্রশংসা করি। আমার বিচারে, বেঁচে-বর্তে থাকলে এখানকার অন্য কেউই বাগ্মিতায় তোমার সমকক্ষ হতে পারবে না। ঈশ্বর তোমাকে সৌভাগ্য ও ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দান করুন! তোমার ভাষণ আমি খুবই উপভোগ করেছি। আমার একটি ছেলে আছে; ত্রিমূর্তির নাম নিয়ে বলছি, এই মুহূর্তে যদি আমার হাতে এমন জমি এসে পড়ত যার মূল্য বার্ষিক কর হিসাবে বিশ পাউণ্ড তাহলেও তার বিনিময়ে আমি চাইতাম যে আমার ছেলে তোমার মত সুযোগ্য হয়ে উঠুক! সম্ভব হলে সব মানুষেরই উচিত বিষয়-সম্পদ শয়তানকে বিলিয়ে দেওয়া! আমার ছেলের পড়াশুনায় মন নেই বলে তাকে আমি তিরস্কার করেছি, আবারও করব; পাশা খেলে সব কিছু খোয়ানোই হচ্ছে তার নেশা। কোন শিক্ষিত লোকের কাছ থেকে সহবত শিক্ষার বদলে সে চায় একটা আদালতের ছোকরার সঙ্গে দহরম-মহরম চালাতে।'

সরাইওয়ালা বলে উঠল, 'রেখে দিন আপনার সহবত! ওর মূল্য কানাকড়িও নয়! কিন্তু লাখেরাজদার মশাই, আপনি তো ভালভাবেই জানেন যে প্রত্যেককে একটি বা দুটি কাহিনী বলতেই হবে, অন্যথায় যে কথার

বখলাপ হবে।'

লাখেরাজদার বলল, 'আরে মশাই, সে তো ভালভাবেই জানি। তবে কি জানেন, এই লোকটির সঙ্গে দু' একটা কথা যদি বলি তাহলে দোষ নেবেন না।'

'বাজে কথা রেখে আপনার কাহিনীটি বলুন।'

সে বলল, 'খুব আনন্দের সঙ্গেই বলছি মশাই। আপনার আদেশ আমি অবশ্য শুনব। এবার শুনুন আমার কথা। কোন ব্যাপারেই ইচ্ছা করে আমি আপনাদের বিরক্ত করব না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমার কাহিনী যেন আপনাদের খুশি করতে পারে। তা যদি পারে তাহলেই বুঝব যে আমার কাহিনীটি সত্যি ভাল।'

লাখেরাজদারের কাহিনী

লাখেরাজদারের কাহিনীর প্রস্তাবনা: কুশলী প্রাচীন বৃটনরা তাদের কালে নানা রকম অভিযানকে নিয়ে আদিম বৃটন ভাষায় ছন্দোবন্ধ কাহিনী রচনা করত। বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে তারা সেই সব কাহিনী গেয়ে শোনাত, কখনও বা সেগুলি আবৃত্তি করত। সেই সব কাহিনীরই একটি আমার মনে আছে, সেটাই সাধ্যমত বলবার চেষ্টা করব।

কিন্তু বন্ধুগণ, আমি একটি অজ্ঞ লোক; তাই শুরুতেই আবেদন রাখছি, আমার ভাষার দৈন্যকে আপনারা ক্ষমা করবেন। সত্যি বলছি, অলংকারশাস্ত্র আমি কখনও শিখি নি; তাই আমি যা কিছু বলব সবই সরল ও সহজ হতে বাধ্য। মাউন্ট পারনাসাস-এর মাথায় আমি কখনও ঘুমোই নি, বা মার্কাস টুলিয়াস সিসেরোর রচনা পড়ি নি। রঙের মধ্যে আমি জানি শুধু সেই রং যা মাঠে-প্রান্তরে ফুটে থাকে, অথবা রং করার কাজে ও চিত্রাংকণের কাজে যে রং ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আলংকারিক বর্ণোজ্জ্বলতা আমার একেবারেই অজানা; সে সব বিষয়ে আমার কোন বোধও নেই। তবে আপনারা যদি চান তো আমার কাহিনী শুনুন।

লাখেরাজদারের কাহিনী শুরু হল: বৃটানি নামে খ্যাত আরমোরিকায় একজন নাইট ছিল। একটি মহিলাকে সে ভালবাসত। অত্যন্ত সুচারুরূপে

তার সেবা করার জন্য সেই নাইট অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। অনেক বড় বড় কর্ম সমাধা করে তবে সে মহিলাটিকে জয় করেছিল। সূর্যের নীচে সে ছিল সব চাইতে সুন্দরী নারী, আর এমন উচ্চ বংশে তার জন্ম যে নাইট কখনও নিজের দুঃখ, বেদনা, বা দুর্দশার কথা তাকে বলতেই পারে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার গুণাবলীতে, বিশেষ করে বিনীত আনুগত্যে মুগ্ধ হয়ে মহিলাটি তার দুঃখে করুণাপরবশ হয়ে গোপনে তাকে তার স্বামী ও প্রভু রূপে গ্রহণ করতে রাজী হল—অবশ্য প্রভুত্ব বলতে স্ত্রীর উপর যতটা প্রভাব থাকে তাই বলা হচ্ছে। যাতে তারা সুখে জীবন কাটাতে পারে সেজন্য একজন নাইট হিসাবে সে স্বেচ্ছায় মহিলাকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, সমস্ত জীবনভোর দিনে বা রাতে কখনও সে স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার উপর কোন রকম প্রভুত্ব খাটাবে না বা ঈর্ষা প্রকাশ করবে না, বরং যে কোন প্রণয়ীর পক্ষে তার প্রণয়িনীর প্রতি যেরূপ করা উচিত তদনুরূপভাবে সেও সর্ববিষয়ে স্ত্রীকে মেনে চলবে এবং তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবে। শুধু একটিমাত্র ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা সে রাখল, স্বীয় পদমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে প্রভুত্বের একটা বাহ্যিক প্রকাশ সে দাবী করল মাত্র।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবিনয়ে মহিলাটি বলল, 'মহাশয়, আপনি যখন সৌজন্যবশত আমাকে এতখানি স্বাধীনতা দিয়েছেন, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার দোষে কখনও আমাদের দুজনের মধ্যে কোন রকম ঝগড়াবিবাদ দেখা দেবে না। আমি আপনার বিনীতা সত্যিকারের স্ত্রী হয়েই থাকব; এ বিষয়ে আপনাকে আমি কথা দিলাম।' এই ভাবে দুজনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সমঝোতা হয়ে গেল।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, একটি কথা আমি অনায়াসে বলতে পারি: দীর্ঘদিনের সঙ্গী হিসাবে বাস করতে হলে বন্ধুদের পরস্পরের প্রতি বিবেচনাশীল হতেই হবে। প্রভুত্বের দ্বারা কখনও ভালবাসাকে অক্ষুন্ন রাখা যায় না। প্রভুত্ব যখন মাথা তোলে, প্রেমের দেবতা তখন ডানা ঝাপটায়, আর তারপরেই বিদায়—সে উধাও! ভালবাসা অশরীরী আত্মার মতই মুক্ত। নারীরা স্বভাবতই স্বাধীনতা চায়; তাদের প্রতি ক্রীতদাসীর মত ব্যবহার করা হোক এ তারা চায় না; আর সত্যি কথা বলতে কি, পুরুষরাও চায় মুক্তি। যে পুরুষ প্রেমে ধৈর্যশীল তার কথা ভাবুন; তার তো অনেক সুবিধা। ধৈর্য নিশ্চয় একটি মহৎ গুণ; পাদরিরাই বলে থাকে, যাকে শাসনের দ্বারা জয় করা

যায় না, ধৈর্যের দ্বারা তাকেও জয় করা যায়! সব কথাতেই খুঁতখুঁত করা বা তিরস্কার করা উচিত নয়। দুঃখভোগ করতে শিখুন, অন্যথায় আপনি চান বা চান সে শিক্ষা আপনাকে পেতেই হবে। কারণ এ পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে কখনও কোন ভুল করে নি বা ভুল কথা বলে নি। ক্রোধে, রোগে, নক্ষত্রের প্রভাবে, মদ, দুঃখ ও মনোভাবের পরিবর্তনের ফলে অনেক সময়ই মানুষ ভুল করে বা ভুল কথা বলে। প্রতিটি অন্যায়ের জন্যই মানুষের উপর প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। মনুষ্য-চরিত্র যে বোঝে সেই জানে যে অবস্থা বুঝেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। সুতরাং এই জ্ঞানী, সাহসী নাইট শান্তিতে থাকবার জন্য স্ত্রীকে ধৈর্যের প্রতিশ্রুতি দিল; আর তার সমান বুদ্ধিমতী স্ত্রীও প্রতিজ্ঞা করল. তার ব্যবহারে কখও কোন ত্রুটি ঘটবে না।

এখানেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি বিনীত, সুবিবেচিত চুক্তি; মহিলাটি পেল একজন সেবক ও প্রভু. ভালবাসায় সেবক, আর বিবাহসূত্রে প্রভু। আর তার ফলে লোকটিও বাঁধা পড়ল প্রভুত্বে ও দাসত্বে। দাসত্ব? না, বরং প্রভুত্ব, কারণ সে একাধারে পেল গৃহিণী ও প্রণয়িনী। গৃহিণী তো বটেই, আবার ভালবাসার পথে চলতে সম্মত স্ত্রীও বটে। এই ধরনের সুখকর ব্যবস্থা সম্পাদন করে সে স্ত্রীকে নিযে নিজের দেশে চলে গেল। পেনমার্ক-এর অদূরেই তার বাড়ি। সেখানে তারা সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে আনন্দ, যে স্বাচ্ছন্দ্য ও যে সুখ তার কথা বিবাহিত লোক ছাড়া আর কে বলতে পারে? এ রকম সুখে এক বছরের বেশী কেটে গেল। তারপরেই যে নাইটের কথা আমি বলছি—কেরুড-এর আরভেরাগাস—সে দু'একটা বছরের জন্য বৃটেন নামে খ্যাত ইংলণ্ডে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। অস্ত্রচালনায় সম্মান ও গৌরব অর্জন করতেই সে ভালবাসে, আর সেই কাজের সন্ধানেই সে ইংলণ্ডে গেল। পুঁথিতে বলে, সেখানে সে দুটি বছর ছিল।

এবার আরভেরাগাসকে ছেড়ে তার স্ত্রী ডোরিগেন-এর কাছে ফিরে যায়। স্বামী তার কাছে জীবনের মত প্রিয়। তার বিরহে অন্য সব মহিয়সী স্ত্রীদের মতই সেও কাঁদতে কাঁদতে অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে সর্বদা কাঁদে, ঘুমোতে পারে না, বিলাপ করে, উপবাসী থাকে, আর্তনাদ করে। স্বামীর বিরহ তাকে এতই বেজেছে যে এই বিরাট বিশ্বে আর কিছুই তার ভাল লাগে না। সখীরা তার এই দুঃখের কথা জানত; নানা ভাবে তারা তাকে সান্ত্বনা দিত। দিনের পর দিন তারা তাকে বোঝাতে লাগল যে, এভাবে আত্মনাশ করে তো কোন লাভ

হবে না। সখীর মন ভাল রাখবার জন্য তারা যা কিছু করা সম্ভব সব করল।

আপনারা সকলেই জানেন, অনবরত ঠুকতে ঠুকতে একসময়ে পাথরেও একটা মূর্তি গড়ে ওঠে। ডোরিগেন-এর সখীরা অবিরাম তাকে এমন ভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত আশা ও যুক্তির বলে তার কিছুটা ফল ফলল। তার বিরাট দুঃখ কিছুটা প্রশমিত হল; এ অবস্থায় তো সে চিরকাল চলতে পারত না। অবশ্য এত দুঃখের মধ্যেও আরভেরাগাস কয়েকটি চিঠি লিখে তাকে জানিয়েছে যে, সে ভাল আছে আর শীঘ্রই ফিরে আসবে, এ চিঠি না পেলে সে হয় তো দুঃখে মরেই যেত। সখীরা যখন দেখল যে তার মন অনেকটা প্রফুল্ল হয়েছে তখন তারা নতজানু হয়ে মিনতি জানাল, মনের এই কালো কালো দুঃখের ছায়াগুলোকে তাড়িয়ে দেবার জন্য চল আমরা বাইরে বেড়িয়ে আসি। শেষ পর্যন্ত সেও তাতে রাজী হল, কারণ সেও বুঝল যে এই ব্যবস্থাই সব চাইতে ভাল।

তার দুর্গটা ছিল সমুদ্রের ধারে। প্রায়ই সে সখীদের নিয়ে সাগরের উঁচু তীরে বেড়াতে যেত। সেখানে দেখত, কত জাহাজ, কত বজরা যেমন খুশি ভেসে চলেছে। তা দেখে তার দুঃখ আবার বেড়ে উঠল; প্রায়ই সে নিজের মনে বলত: 'হায়, যত জাহাজ দেখছি তার একটাতেও কি আমার প্রভু বাড়ি ফিরে আমার হৃদয়ের গভীর ক্ষতকে নিরাময় করে দিতে পারে না?' কখনও বা পাথরের একেবারে শেষ প্রান্তে বসে নানা কথা ভাবতে ভাবতে নীচের দিকে চেয়ে থাকত। কিন্তু নীচের ভয়ংকর কালো পাথরগুলোকে দেখেই ভয়ে তার বুক এমনভাবে কেঁপে উঠত যে সে পায়ের উপর দাঁড়াতেই পারত না। তাড়াতাড়ি ঘাসের উপর বসে পড়ে সকরুণ চোখে সাগরের দিকে তাকিয়ে গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে বলত:

'শাশ্বত ভগবান, তুমি তো ন্যায়ের শাসনের দ্বারা এই পৃথিবীকে পরিচালনা কর; লোকে বলে, তুমি অকারণে কিছুই সৃষ্টি কর না। কিন্তু প্রভু, তুমি যদি এমনই প্রাজ্ঞ, পূর্ণ ও সনাতন ঈশ্বর, তাহলে কেন তুমি এই ভয়ংকর, বিকৃতদর্শন, কালো পাথরগুলোর মত যুক্তিহীন বস্তু সৃষ্টি করেছ, যাদের দেখলে তোমার সুন্দর সৃষ্টির পরিবর্তে একটা অশুভ গোলমেলে ব্যাপার বলেই মনে হয়? কারণ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণের মানুষ, বা পাখি, বা পশু, কারও কোন কাজেই তো এ পাথরগুলো লাগে না; আমার তো মনে হয়, এগুলি ভালর বদলে ক্ষতিই করে থাকে। তুমি কি দেখতে পাও না প্রভু,

কত মানুষকে তারা ধ্বংস করে? মানুষ তোমার সৃষ্টির সুন্দর প্রকাশ; নিজের মত করেই তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ; অথচ এই সব পাথর হাজার হাজার মানুষকে ধ্বংস করেছে; যদিও তাদের সকলের কথা আমি স্মরণ করতে পারছি না। প্রথমে ভাবতাম, মানুষের প্রতি তোমার অসীম করুণা; তাই যদি হবে তাহলে এই সব বস্তু যা কখনও কোন কল্যাণ করে না, বরং সব সময়ই ক্ষতি করে, তাদের হাতে তুমি মানুষকে ধ্বংস হতে দিচ্ছ কেন? আমি ভাল করেই জানি যে, পাদরিরা নানা যুক্তি সহকারেই বলবে যে যা কিছু সবই মঙ্গলের জন্য; কিন্তু তাদের যুক্তি আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু যে ঈশ্বর বায়ু সৃষ্টি করেছে তার কাছেই আমার প্রার্থনা, আমার স্বামীকে রক্ষা করো: এই আমার শেষ কথা। পাদরিরা থাকুক তাদের যুক্তি-তর্ক নিয়ে। আমার স্বামীর জন্যই আমি চাই, ঈশ্বর এই সব কালো পাথরকে নরকে ডুবিয়ে দিন! এই পাথরগুলো দেখলেই ভয়ে আমি মরে যাই।'

অনেক সকরুণ চোখের জল ফেলতে ফেলতে এই সব কথা সে বলত। সখীরা যখন দেখল যে, সমুদ্রের ধারে ভ্রমণ করে তার কোন সুখ হচ্ছে না, বরং দুঃখই বাড়ছে, তখন তারা তাকে নিয়ে অন্য স্থানে যাবার ব্যবস্থা করল। তাকে নিয়ে গেল নদীর তীরে, ঝর্ণার ধারে ও আরও সব ভাল ভাল স্থানে; তাকে নিয়ে তারা নাচত, দাবা খেলত, পাশা খেলত।

একদিন খুব ভোরে তারা নিকটবর্তী একটা বাগানে গেল। সেখানে সারাটা দিন খেলাধুলোয় কাটাবার জন্য খাদ্য ও পানীয় সংগে নিয়েই গেল। এটা ছয়ই মে সকাল বেলাকার কথা। মে মাসের মধুর বর্ষণে পত্রে-পুষ্পে শোভিত বাগানটা যেন পটে-আঁকা ছবি; তার উপর মানুষের হাতের কৌশল তাকে এমন মনোরম করে সাজিয়েছে ঠিক যেন স্বর্গভূমি—পৃথিবীর সুন্দরতম বাগান। সারাটা বাগান জুড়ে এত আনন্দ, এত সৌন্দর্য যে অত্যন্ত কঠিন রোগে বা দুঃখে পীড়িত না হলে সেখানকার ফুলের গন্ধে ও দৃশ্যের সৌন্দর্যে যে কোন জীবিত হৃদয় আনন্দে নেচে উঠবে। আহারাদির পরে ডোরিগেন ছাড়া আর সকলেই নাচ-গান করতে লাগল; স্বামী ও প্রেমিককে নাচতে না দেখে ডোরিগেন সব সময়ই দুঃখ করছে, বিলাপ করছে। তথাপি কিছুক্ষণের জন্যও সেখানে থেকে নিজের দুঃখকে সরিয়ে রেখে মুখে খুশির ভাব ফুটিয়ে তোলাও দরকার।

ঐ নাচের মধ্যে অন্য পুরুষের সংগে একজন পার্শ্বচরও ছিল। সে

ডোরিগেনের সামনেই নাচতে লাগল। আমার বিচারে সে যে মাসের চাইতেও আনন্দমুখর ও সুসজ্জিত। সে এত ভাল নাচতে-গাইতে লাগল যে সৃষ্টির আদিকাল থেকে আর কেউ তেমনটি পারে নি। তার বর্ণনা দিতে হলে বলতে হয়, সে জীবিত সুদর্শন লোকদের একজন, যুবক, শক্তিমান, সক্ষম, ধনী, জ্ঞানী, সর্বজনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয়। এবং সত্য বলতে হলে সংক্ষেপে বলি, প্রেমের দেবী ভেনাসের সেবক অরেলিয়াস নামক এই প্রেমিক পার্শ্বচর দুই বৎসরাধিক কাল ধরে ডোরিগেনকে ভালবেসেছে, যদিও তার দুর্ভাগ্য যে ডোরিগেন সে কথা জানেও না। মুখ ফুটে নিজের দুঃখের কথা সে কখনও তাকে বলতে সাহস করে নি, নীরবেই সব কষ্ট সহ্য করেছে। ক্রমে সে নিরাশ হয়েছে; মুখে কিছু বলতে পারে নি বটে, কিন্তু তার গানের ভিতর দিয়ে সাধারণ বিলাপের মধ্যেও মাঝে মাঝে নিজের দুঃখের ইঙ্গিত দিয়েছে। সে বলেছে, সে ভালবেসেছে কিন্তু প্রতিদানে ভালবাসা পায় নি। এই ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে সে নানাবিধ গান রচনা করেছে—চারণ-গাথা, অভিযোগ, দশ বা তেরো পংক্তির ছোট কবিতা, বীর-কাহিনী—আর তার ভিতর দিয়ে বলতে চেয়েছে যে নিজের দুঃখকে প্রকাশ করবার সাহস নেই বলেই সে নরকের 'ক্রোধের' মতই নিজের আগুনে নিজে জ্বলছে, এবং 'প্রতিধ্বনি' যেমন নিজের দুঃখের কথা বলতে না পেরে নার্সিসাসের জন্য মৃত্যু বরণ করেছিল তাকেও তাই করতে হবে। এই যা বললাম তা ছাড়া অন্য কোন ভাবে সে তার দুঃখের কথা বলতে পারে নি; শুধু মাঝেসাঝে নাচের তালে তালে তরুণ-তরুণীরা যখন একে অন্যকে স্বাগত জানায় তখন হয় তো সেও করুণা ভিক্ষা করার মত করে ডোরিগেনের চোখের দিকে তাকিয়েছে। কিন্তু তার মনের কথা ডোরিগেন কিছুই জানতে পারে নি। যাই হোক, সেদিন বাগান থেকে চলে যাবার আগে তাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হল, কারণ অরেলিয়াস ছিল ডোরিগেন-এর প্রতিবেশী, আর একজন সম্মানিত নীতিবান মানুষ হিসাবে সে তাকে অনেক দিন থেকেই চিনত। তারপর একটু একটু করে অরেলিয়াস তার মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেল এবং সুযোগ পেয়েই বলল:

'ম্যাডাম, যে ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছে তার নাম নিয়ে বলছি, যদি বুঝতাম যে এতে আপনি সুখী হবেন তাহলে আরভারেগাস যেদিন এখান থেকে চলে গেছে সেই দিনই আমিও চিরদিনের মত সাগর-পারের দেশে চলে যেতাম। আমি ভাল করেই জানি যে আপনার প্রতি আমার অনুরাগ নিষ্ফল;

'তার একমাত্র পুরস্কার একটি ভগ্ন হৃদয়। ম্যাডাম, আমার হৃদয়ের এই দুর্বলতাকে করুণা করুন, কারণ মাত্র একটি কথায় আপনি আমাকে মারতেও পারেন, রাখতেও পারেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনার পায়ের কাছেই যদি আমার সমাধি হত! বেশী কথা বলার সময় এখন নয়। তুমি মধুর, তুমি দয়া কর, অন্যথায় তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ হবে!'

ডোরিগেন অরেলিয়াসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই তোমার বাসনা? এ কি সত্য? তোমার মনের কথা তো আমি কোন দিন জানতে পারি নি। কিন্তু অরেলিয়াস, আজ যখন তোমার অভিপ্রায় জানতে পেরেছি, তখন যে ঈশ্বর আমাকে জীবন দিয়েছেন, আত্মা দিয়েছেন তাঁর নামে বলছি, যতদিন আমার বুদ্ধি জাগ্রত থাকবে ততদিন আমি কথায় বা কাজে অবিশ্বাসিনী স্ত্রী হব না। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে চিরদিন আমি তারই থাকব। এটাকেই আমার শেষ জবাব বলে জানবে।'

তারপর সে খেলার ছলে বলে উঠল, 'অরেলিয়াস, মাথার উপরে ঈশ্বরের নামে বলছি, যেহেতু তুমি এমন করুণভাবে আবেদন করেছ, আমি তোমার প্রণয়িনী হতে রাজী আছি। শোন, যেদিন তুমি একটা একটা করে বৃটানির উপকূলবর্তী সমস্ত পাথর সরিয়ে ফেলতে পারবে যার ফলে জাহাজ ও নৌকা চলাচলে কোন বিঘ্ন থাকবে না—আমি বলতে চাই, যেদিন তুমি সমগ্র উপকূলকে এমনভাবে প্রস্তর-মুক্ত করতে পারবে যে একটা পাথরও চোখে পড়বে না—সেদিন আমি তোমাকেই সব চাইতে বেশী ভালবাসব; আমার সাধ্যানুসারে তোমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা আমি করেছি।'

'এর চাইতে বেশী দয়া কি তোমার মধ্যে নেই?' সে জিজ্ঞাসা করল।

ডোরিগেন বলল, 'আমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে বলছি, না! আমি ভালভাবেই জানি, সে রকম অবস্থা কোন দিনই হবে না। এ সব বোকামি তোমার মাথা থেকে দূর কর। যখনই তার স্বামী চাইবে তখনই স্ত্রী তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে, এ কথা জেনেও যে মানুষ পরস্ত্রীকে ভালবাসে সে নিজের সম্বন্ধে কি ভাবে বল তো?'

অরেলিয়াস একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল; এ কথা শুনে সে দুঃখ পেল; বিষণ্ণ হৃদয়ে জবাব দিল, 'ম্যাডাম, এ অসম্ভব। আমার আকস্মিক নৃশংস মৃত্যু হোক!' এই কথা বলেই সে চলে গেল।

তখন সখীরা সবাই ফিরে এল। তারা পথে পথে ঘুরতে বেরিয়েছিল,

তাই এ সবের কিছুই জানল না। নতুন করে হৈ-হুল্লোড় শুরু হল, চলল সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত, কারণ দিগন্তে তখন সব আলো চলে গেছে—অর্থাৎ রাত নেমে এসেছে। সকলেই হাসিতে আহ্লাদে ভরপুর হয়ে বাড়ি চলল, শুধু একজন ছাড়া—হতভাগ্য অরেলিয়াস, হায়রে! বিষন্ন হৃদয়ে সে বাড়ি ফিরে গেল; বুঝতে পারল, মৃত্যু ছাড়া তার গতি নেই; তার মনে হল, বুকের ভিতরটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আকাশের দিকে দুই হাত তুলে সে নতজানু হয়ে বসল। বিকারের ঘোরেই সে প্রার্থনা করল, কারণ দুঃখে সে তখন জ্ঞান হারিয়ে বসেছে। কি যে বলছে তা সে নিজেই জানে না; করুণ হৃদয়ে সে দেবতাদের কাছে আবেদন জানাতে লাগল। প্রথমেই সূর্যদেবের কাছে।

সে বলতে লাগল, 'প্রতিটি উদ্ভিদ, ওষধি, বৃক্ষ ও পুষ্পের দেবতা ও অধিকর্তা এপোলো, নীচু থেকে উঁচুতে তোমার অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তুমি এদের সকলেরই সময় ও ঋতুর পরিবর্তন করে থাক—প্রভু ফিবাস, মরণোন্মুখ হতভাগ্য অরেলিয়াসের প্রতি তোমার করুণাঘন দৃষ্টি দাও। প্রভু, আমি নির্দোষ, তবু আমার প্রেমিকা আমার মৃত্যুই কামনা করে। তুমি দয়াময়, আমার মরণোন্মুখ হৃদয়কে করুণা কর। আমি জানি প্রভু ফিবাস, তুমি ইচ্ছা করলে একমাত্র আমার প্রেমিকা ভিন্ন অন্য সকলের চাইতে তুমিই আমাকে বেশী সাহায্য করতে পার। অনুমতি কর তো বলি, কি ভাবে আমার সহায়তা করা সম্ভব।

'তোমার পবিত্র ভগ্নি কিরণময়ী লুসিনা সমুদ্রের প্রধান দেবী ও রাণী (নেপচুন সমুদ্রের দেবতা হলেও লুসিনাই তার ঊর্ধ্বতন সাম্রাজ্ঞী)। তুমি তো ভালই জান প্রভু, সে যেমন তোমার অগ্নির দ্বারাই প্রজ্জ্বলিত ও আলোকিত হতে চায় এবং সেজন্য বিশ্বস্তভাবে তোমাকে অনুসরণ করে, ঠিক তেমনই সমুদ্রও তাকে অনুসরণ করতে চায়, কারণ ছোট-বড় সব সমুদ্র ও নদীর সেই তো অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সুতরাং প্রভু ফিবাস, আমার অনুরোধ—এই অলৌকিক কাণ্ডটি ঘটাও, অন্যথায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হবে—পরবর্তী ভরা জোয়ারের সময় তুমি যখন সিংহরাশিতে অবস্থান করবে আর লুসিনা থাকবে তোমার ঠিক বিপরীতে তখন তাকে এমন একটা প্রবল বন্যা প্রবাহিত করতে অনুরোধ কর যাতে আরমোরিকা-বৃটেনির উচ্চতম পাহাড়ও অন্তত পাঁচ বাঁও জলের নীচে ডুবে যায়; আর সে বন্যা যেন অন্তত দু'বছর থাকে।

তাহলেই আমার প্রেমিকার কাছে গিয়ে আমি বলতে পারব : "তোমার প্রতিশ্রুতি পালন কর ; সব পাহাড় অদৃশ্য হয়েছে।"

'প্রভু ফিবাস, আমার জন্য এই অলৌকিক কাণ্ডটি ঘটাও। লুসিনাকে অনুরোধ কর, সে যেন কক্ষপথে তোমার চাইতে দ্রুততর গতিতে পরিক্রমা না করে ; আবার বলছি, তোমার ভগ্নিকে বলে দাও, এই দুটি বছর সে যেন তোমার চাইতে দ্রুততর ভ্রমণ না করে। তাহলেই সে সব সময় পূর্ণরূপে অবস্থান করবে এবং বসন্তকালীন বন্যা দিবারাত্র সমানে চলতে থাকবে। তাকে বল, এইভাবে আমার প্রিয়াকে আমার কাছে এনে দিতে যদি সে সম্মত না হয়, তাহলে যেন প্রতিটি পাহাড়কে পাতালের সেই অন্ধকার রাজ্যে ডুবিয়ে দেয় যেখানে বাস করে প্লুটো ; তা না হলে তো আমার প্রেমিকাকে আমি কোন দিনই পাব না। খালি পায়ে আমি তোমার ডেলফির মন্দির পরিদর্শনে যাব। প্রভু ফিবাস, আমার কপোলের এই অশ্রুধারা দেখে আমার যন্ত্রণার প্রতি সদয় হও।'

এই কথা বলতে বলতে অরেলিয়াস মূর্ছিত হয়ে পড়ল এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত অচেতন অবস্থায়ই রইল। তার ভাই এ রোগের কথা জানত ; সে তাকে খুঁজে বের করে বাড়িতে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। এই দুঃখী লোকটি তার হতাশা ও যন্ত্রণা নিয়ে শুয়ে থাকুক ; বেঁচে থাকবে কি মরে যাবে সেটা সে নিজেই বেছে নিক।

এ দিকে আরভেরাগাস সুন্দর স্বাস্থ্য ও প্রভূত সম্মান নিয়ে শৌর্যের পূর্ণ মূর্তিতে সদলবলে দেশে ফিরে এসেছে। আঃ, ডোরিগেন, আজ তুমি কী সুখী! তোমার সতেজ স্বামীকে পেয়েছ বাহুবন্ধনে—তরুণ নাইট, সাহসী যোদ্ধা, যে তোমাকে তার প্রাণের প্রাণরূপে ভালবাসে। তার অনুপস্থিতিতে কোন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছে ভালবাসার প্রস্তাব করেছে এরূপ সন্দেহ কখনও তার মনে স্থান পায় নি। এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। স্ত্রীর সঙ্গে সে নাচল, গান করল, ফূর্তি করল। তারা সুখে ও আনন্দে বাস করুক ; আমি বলি অসুস্থ অরেলিয়াসের কথা।

দু'বছরের বেশী সময় হতভাগ্য অরেলিয়াস রোগশয্যায় শুয়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করল ; ততদিন মাটিতে পা পর্যন্ত ফেলতে পারত না। ঐ সময়ে একমাত্র পাদরি ভাইটি ছাড়া তাকে সান্ত্বনা দেবার আর কেউ ছিল না। ভাই অসুখের সব ইতিহাসই জানত। অরেলিয়াস অন্য কাউকে কিছু বলতে সাহস

করে নি। প্যাম্‌ফিলাস যেমন করে গ্যালাটিয়ার প্রতি তার প্রেমকে গোপন রেখে-ছিল, সে রেখেছিল তার চাইতেও বেশী গোপন। বাইরে থেকে দেখতে তাকে অক্ষতই মনে হত, কিন্তু দুঃখের সুতীক্ষ্ম শায়ক তার অন্তরের মধ্যেই বিদ্ধ হয়ে ছিল। আপনারা তো ভালই জানেন, শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে তীরটাকে খুঁজে বের করে না দিয়ে শুধু ক্ষতের বাইরেটা নিরাময় করলে সেটা খুবই বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। ভাই গোপনে অনেক কাঁদল, অনেক বিলাপ করল। অবশেষে এক সময় তার মনে পড়ল, ফ্রান্সের অন্তর্গত অর্লিয়ান্সে সে যখন ছাত্র ছিল তখন সেখানকার তরুণ পাদরিরা অদ্ভুত সব শিল্প-কৌশলের কথা পড়বার লোভে কতকগুলি বিশেষ বিজ্ঞান শিখবার জন্য সর্বত্র খোঁজ করে বেড়াতে। তার মনে পড়ল অর্লিয়ান্সে পড়বার সময় একদিন জনৈক বন্ধুর কাছে প্রাকৃতিক যাদুবিদ্যার উপরে একটা বই সে দেখেছিল; যদিও বন্ধুটি তখন আইনের স্নাতক হবার পরে অন্য সব বিষয় পড়তে সেখানে এসেছিল, তবু তার টেবিলে সে বইটাকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল। ঐ বইটিতে চন্দ্রের আঠাশটি অবস্থানের কার্যকলাপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ছিল; তাছাড়া এমন আরও অনেক আজে-বাজে কথায় ভরা ছিল যার দাম আজকের দিনে এক কানাকড়িও নয়— কারণ যে পবিত্র গীর্জার প্রতি বিশ্বাস আমাদের ধর্ম তাতে এ ধরনের ভেল্কি-বাজিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। বইটার কথা মনে পড়তেই তার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠল। সে নিজেকে বলে উঠল:

'আমার ভাই এবার দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে, কারণ কুশলী যাদুকররা যেমন ভেল্কি দেখিয়ে থাকে সে রকম ভেল্কি সৃষ্টি করবার পদ্ধতিও মানুষের নিশ্চয় জানা আছে। আমি শুনেছি, অনেক ভোজ-সভায় যাদুকররা একটা বড় হলের মধ্যে নৌকাসমেত একটা নদীকে এনে হাজির করে, আর নৌকোটা ঘরময় চলাচল করতে থাকে। কখনও একটা ভয়ংকর সিংহ এসে হাজির হয়, কখনও বা সেখানে বাগানে ফুল ফুটতে থাকে; কখনও বা দ্রাক্ষালতায় লাল ও সাদা আঙুর ফলে থাকে; কখনও গড়ে ওঠে একটা চুনাপাথরের দুর্গ। অথচ যাদুকরের ইচ্ছামাত্রই সব কিছু অদৃশ্য হয়ে যায়; উপস্থিত সকলেই সেই রকমই দেখে।

'এখন আমার বিশ্বাস, অর্লিয়ান্সের এমন কোন পুরনো সহপাঠীকে যদি খুঁজে বের করতে পারি চাঁদের অবস্থান ও উচ্চতর প্রাকৃতিক যাদুবিদ্যা এখনও যার নখ-দর্পণে রয়েছে, তাহলে হয় তো তার চেষ্টায় আমার ভাই তার প্রেমিকাকে

জয় করতে পারবে। কারণ একজন পাদরি এমন ভেল্কি দেখাতে পারে যাতে সকলে মনে করবে যে বৃটানির সব কালো পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং জাহাজগুলো একেবারে তীর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতে পারছে। এ ধরনের ভেল্কি দু'এক সপ্তাহ থাকতেও পারে। তাহলেই আমার ভাইয়ের দুঃখ দূর হবে; প্রেমিকাকে তার কথা রাখতেই হবে, অন্যথায় ভাইয়ের কাছে সে অপমানিতা হবে।'

এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে কি হবে? পাদরি ভাইয়ের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে অর্লিয়ান্স যাত্রা করতে তাকে এমন ভাবে উৎসাহিত করল যে অরেলিয়াস তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে উঠল এবং রোগ-নিরাময়ের আশায় ভাইয়ের সঙ্গে যাত্রা করল। সেই শহরের সিকি মাইলের মধ্যে পেঁছেই একাকি ভ্রমণরত জনৈক পাদরির সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেল। পাদরিটি ল্যাটিন ভাষায় তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি আশ্চর্য কথা বলে উঠল: আপনাদের 'আগমনের কারণ আমি জানি।' আরও এক ফুট পথ যেতে না যেতেই সে তাদের সব কথা বলে দিল। অরেলিয়াসের ভাই সেই বুটন পাদরির কাছে তার পুরনো দিনের বন্ধুদের কথা জিজ্ঞাসা করলে পাদরি জানাল যে তারা সকলেই মারা গেছে। অরেলিয়াসের ভাই তখন ভীষণভাবে কাঁদতে লাগল।

অরেলিয়াস তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল এবং পরম অতিথিবৎসল সেই যাদুকরের সঙ্গে তার বাড়ি গেল। মানুষের যা কিছু প্রয়োজন সব সেখানে ছিল। অরেলিয়াস এর আগে কখনও এমন সাজানো বাড়ি দেখে নি। খাবার আগে পাদরি তাকে অরণ্য দেখাল, বুনো হরিণে ভর্তি পার্ক দেখাল, মস্ত বড় শিংওয়ালা বঙ্গা হরিণও দেখাল। সে আরও দেখল, শিকারী কুকুররা শত শত হরিণকে মেরে ফেলল, অনেক হরিণ তীরবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত দেহে প্রাণত্যাগ করল। বুনো হরিণরা অদৃশ্য হয়ে গেলে একটা সুন্দর নদীর বুকে বাজপাখিওয়ালারা হাজির হল; শিকরে পাখির সাহায্যে একটা বককে মারল। তারপর দেখতে পেল মাঠের মধ্যে নাইটরা লড়াই করছে। আর তারপরেই তাকে খুশি করবার জন্য পাদরি তাকে দেখল, সে যেন ডোরিগেনের সঙ্গে নাচছে। এইবার এই সব ভেল্কির সৃষ্টিকর্তা সেই কুশলী যাদুকর যখন বুঝতে পারল যে সময় হয়ে গেছে তখন সে দুই হাতে তালি বাজাল; আরে যাঃ— নাচের আসর সম্পূর্ণ উধাও! অথচ বাড়ি থেকে তারা এক পাও কোথাও যায় নি। পাদরির পড়ার ঘরে চুপচাপ বসে থেকেই তারা এই সব আশ্চর্য

দৃশ্য দেখেছে ; সে ঘরে আছে শুধু পাদরির পুঁথিপত্র আর তারা তিনজন মাত্র।

যাদুকর পার্শ্বচরকে ডেকে বলল, 'আমাদের খাবার কি প্রস্তুত হয়েছে ? প্রায় এক ঘণ্টা হল তোমাকে খাবার প্রস্তুত করতে বলেছি, আর তখনই আমার বইয়ে ঠাসা পড়ার ঘরে এই বিখ্যাত লোক দুজন এসেছে।'

পার্শ্বচর বলল, 'স্যার, আপনি যখন চাইবেন তখনই সব প্রস্তুত , এমন কি এখনই খেতে পারেন ;'

যাদুকর বলল, 'এখনই খাওয়াই ভাল। ভালবাসার লোকদের তো ঘুমুতে দিতে হবেই।'

খাওয়া শেষ করে তারা আলোচনা করতে বসল. গিরোণ্ড থেকে সীন নদীর মোহানা পর্যন্ত বৃটানির সব পাথরকে সরিয়ে দিতে যাদুকর কত মজুরি নেবে। সে অনেক রকম টাল-বাহানা করে বলল যে, এক হাজার পাউণ্ডের কম সে নেবে না, আর সে টাকা নিয়েও ইচ্ছাসহকারে সে-কাজ করবে না।

অরেলিয়াস মনের আনন্দে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'চুলোয় যাক হাজার পাউণ্ড। যদি আমার হাতে থাকত তাহলে এই গোলাকার পৃথিবীটাই দিয়ে দিতাম। কথা পাকা ; আমরা রাজী। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার সব টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু একটা কথা, অবহেলার জন্যই হোক আর আলস্যবশতই হোক, আগামী কালের বেশী যেন আমাদের এখানে আটকে রাখবেন না।'

পাদরি বলল. 'তা রাখব না ; সে বিষয়ে আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি।'

তারপরেই অরেলিয়াস শুতে গেল এবং প্রায় সারারাত ভালভাবে ঘুমোল। এই সব কাজের ফলে নতুন সুখের আশায় তার বিষণ্ণ অন্তর এতদিনে বুঝি দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। পরদিন ভোরেই অরেলিয়াস ও যাদুকর বৃটানি যাবার সব চাইতে সোজা পথটা ধরে ডিসেম্বরের একটি ঠাণ্ডা বরফ-পড়া দিনে তাদের গন্তব্যস্থলে পেঁছিল।

যত সময় যাচ্ছে ততই কর্কট রাশিতে উজ্জ্বল সোনা-রঙের কিরণ ছড়াতে ছড়াতে ফিবাস ক্রমে তাম্রাভ হয়ে উঠল ; তারপর সে নেমে গেল মকর রাশিতে আর তার কিরণও ম্লান হয়ে এল। তীব্র নীহার পাতে ও শিলা-বৃষ্টিতে বাগানের ফুল-ফল সব নষ্ট হয়ে গেল। ডবল দাড়িওয়ালা গৃহদেবতা জেনাস অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে ষাঁড়ের শিং থেকে মদ খাচ্ছে। তার সামনে সাজানো রয়েছে শূকর-মাংস, আর প্রতিটি সমর্থ লোক চীৎকার করে বলছে,

'খুশির বড় দিন।'

যাদুকরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অরেলিয়াস সাধ্যমত ব্যবস্থা করল। মিনতি জানাল, তার দুঃখের অবসান করতে সে যেন অবিলম্বে কাজ শুরু করে দেয়, অন্যথায় তলোয়ারের কোপে সে নিজের গলাটাই কেটে ফেলবে। কুশলী পাদরি বেচারির দুঃখে দয়াপরবশ হয়ে দিন রাত কাজ করতে লাগল ; ফলিত জ্যোতিষের ক্রিয়া-করণের ফল যাতে দ্রুত পাওয়া যায় সেজন্য সে সম্ভবপর সব কিছুই করল ; অর্থাৎ যাদুর সাহায্যে এমন একটা ভেল্কি—ফলিত জ্যোতিষের শব্দ-সম্ভার আমার জানা নেই—সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হল যাতে ডোরিগেনসহ সকলেই বলবে যে পাহাড়গুলো সব হয় বৃটানির উপকূল থেকে সরে গেছে, আর নয় তো পাতালে ডুবে গেছে। অবশেষে অভিশপ্ত কুসংস্কারের পথে তার ভেল্কি ও যাদু দেখাবার সময় উপস্থিত হল। সে তখন টোলেডো থেকে আনা সযত্নে সংশোধিত জ্যোতিষ-গণনার ছক বের করল। কোন কিছুরই তার অভাব নেই,—বৎসরের সংক্ষিপ্ত সময়ের ছক ও বিলম্বিত সময়ের ছক, বর্গমূল নির্ধারণের গণিতিক যন্ত্রপাতি এবং সব রকম সমীকরণের উপযোগী আনুপাতিক ছক, এ সবই তার ছিল। নবম মণ্ডল বলে বিবেচিত প্রকৃত ক্রান্তিপাত স্থির মেষ রাশি থেকে আলনাথ-নক্ষত্র অষ্টম মণ্ডলে কতদূর পর্যন্ত চলে গেছে, সেটা সে গণনার দ্বারা বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারল। খুবই দক্ষতার সংগে এই সব গণনা সে শেষ করল। চন্দ্রের প্রথম অবস্থান ধরতে পারার ফলে বাকিটা সে অনুপাত অনুসারেই বুঝে নিল। চন্দ্রের উদয়-লগ্নও সে ভাল-ভাবেই বুঝতে পারল। সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হল যে চন্দ্রের অবস্থান তার ক্রিয়া-কলাপের অনুকূল ; আর সেকালে পৌত্তলিকরা যে সব ভেল্কি ও ভোজ-বাজি দেখাত তার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য সব রকম অনুষ্ঠান তার ভালই জানা ছিল। সুতরাং সে আর বিলম্ব করল না। তার যাদুর ফলে একটি বা দুটি সপ্তাহের জন্য সকলেরই মনে হল যে সব পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

প্রেমিকাকে পাবে কি পাবে না এই আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে অরেলিয়াস দিন-রাত অপেক্ষা করে ছিল। যখন সে দেখল যে প্রত্যেকটি পাহাড় সত্য সত্যই অদৃশ্য হয়ে গেছে তখনই পাদরির পায়ের উপর পড়ে সে বলল, "প্রভু, আপনি এবং আমার দেবী ভেনাস এই মহা বিপদে আমাকে সাহায্য করেছেন, সেজন্য আমি হতভাগ্য অরেলিয়াস আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।' তখন সে সোজা মন্দিরে চলে গেল, কারণ সে জানত যে সেখানেই তার প্রেমিকাকে পাওয়া যাবে।

সুযোগও পেয়ে গেল। তখন সে ভীত অন্তরে অত্যন্ত বিনীতভাবে তার প্রিয়তমাকে অভ্যর্থনা জানাল।

সে বলল, 'প্রিয়া আমার, তোমাকেই আমি পৃথিবীতে সব চাইতে বেশী ভয় করি, সব চাইতে বেশী ভালবাসি; তোমাকে আমি অসন্তুষ্ট করতে চাই না। তোমাকে যদি এমন কাতরভাবে কামনা না করতাম যে তোমার জন্য এই মুহূর্তে তোমার পায়ের উপরে আমি মরতেও প্রস্তুত, তাহলে আমার দুঃখের কথা তোমাকে শোনাতাম না। কিন্তু তোমাকে সব কথা না বললে আমি মরে যাব। নির্দোষ হয়েও তোমার জন্যই আমি মরতে বসেছি। আমার মৃত্যুতেও যদি তোমার করুণা না হয়, তবু তোমারই দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবার আগে আর একবার ভাল করে ভেবে দেখ। তোমাকে আমি ভালবাসি, তাই আমাকে মেরে ফেলবার আগে উপরওয়ালা ঈশ্বরের নামে অনুতাপ কর। ম্যাডাম, তোমার প্রতিজ্ঞার কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে—তোমার কাছে আমি কিছু দাবী করছি না; আমি চাই শুধু ভিক্ষা—কিন্তু ওই বাগানে, ঠিক ওই স্থানে তুমি আমার কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। আমার হাত ধরে কথা দিয়েছিলে, আমাকে সব চাইতে বেশী ভালবাসবে—আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য, তবু ঈশ্বর জানেন, তাই তুমি বলেছিলে। ম্যাডাম, আমার হৃদয় যদি ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় তো যাক, কিন্তু তোমার সম্মানের জন্যই এ কথা আমি বলছি। তুমি আমাকে যা করতে বলেছিলে, তাই আমি করেছি; ইচ্ছা হয় তো গিয়ে দেখ। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর; তোমার প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখো, কারণ জীবিত কি মৃত ওখানেই তুমি আমাকে পাবে। আমার জীবন ও মৃত্যু এখন তোমার হাতে—কিন্তু আমি ভালই জানি যে পাহাড়গুলো সব দূর হয়ে গেছে।'

সে চলে গেল। ডোরিগেন বিমূঢ়ভাবে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখের সব রক্ত শুকিয়ে গেছে। এই ভাবে ফাঁদে পড়বে তা সে ভাবতেও পারে নি। সে বলতে লাগল, 'হায়, এ কী দুর্ঘটনা! আমি তো ভাবতেও পারি নি যে প্রকৃতির এই ব্যতিক্রম, এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে। এ যে প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ।'

দুঃখে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে বাড়ি ফিরে গেল। ভয়ে যেন তার পা পড়ছে না। দু' এক দিন সে কাঁদল, বিলাপ করল, মূর্ছা গেল—তাকে দেখলে কষ্ট হত। আরভারেগাস শহরের বাইরে গিয়েছে, তাই সে কাউকে কিছু বলল

না। বিবর্ণ মুখে দুঃখিত চিত্তে সে কি ভাবে আপন মনে বিলাপ করতে লাগল তা শুনুন।

সে বলতে লাগল, 'হায় নিয়তি, আমি তোমার কাছেই অভিযোগ জানাচ্ছি; কারণ অতর্কিতে তোমার শিকলে আমাকে বেঁধেছ। মৃত্যু বা অসম্মানবরণ করা ছাড়া আমার পালাবার আর কোন পথ নেই। দুটোর যে কোন একটা আমাকে বেছে নিতে হবে। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে অরেলিয়াসকে দেহদান করে নিজেকে অবিশ্বাসিনী ও কুখ্যাত করার লজ্জাকে বহন করা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার কাছে শ্রেয়; অন্তত মৃত্যুর পথে তো আমি পালিয়ে বাঁচতে পারি। আমার আগে আরও অনেক মহিয়সী স্ত্রী ও কুমারী কি দৈহিক পাপের ভাগী হওয়ার চাইতে মৃত্যুকে বরণ করে নি?'

'হ্যাঁ, করেছে; অনেক কাহিনী এ কথার সাক্ষ্য বহন করছে। এথেন্সের কোন ভোজসভায় ত্রিশজন অভিশপ্ত অত্যাচারী যখন ফিডনকে হত্যা করেছিল, তখন তারা ক্রোধবশে নিজেদের কামনা চরিতার্থ করবার জন্য তার মেয়েদের উলঙ্গ অবস্থায় তাদের সম্মুখে হাজির করিয়েছিল। মেঝের উপরে পিতার রক্তের মধ্যে সেই মেয়েদের নাচতে তারা বাধ্য করেছিল—ঈশ্বর তাদের দুর্ভাগ্য এনে দিন! তার ফলে সেই হতভাগিনী মেয়েরা ভয়ার্ত হৃদয়ে কুমারীত্ব হারানোর চাইতে গোপনে কুয়োর মধ্যে লাফিয়ে পড়ে ডুবে মরেছিল। এ সব কথা তো পুঁথিতেই লেখা আছে।

'মেসিনিয়ার অধিবাসীরা ল্যাকেডিমনিয়া থেকে পঞ্চাশটি কুমারীকে আনতে লোক পাঠিয়েছিল নিজেদের বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য। কিন্তু সেই পঞ্চাশ জনের একজনও বেঁচে রইল না; কুমারীত্ব নষ্ট করার চাইতে তারা মৃত্যুকেই বরণ করেছিল। তাহলে আমি কেন মৃত্যুকে ভয় করব? আরও দেখ, অত্যাচারী অ্যারিস্টোক্লাইডিস স্টিমফ্যালিস নাম্নী একটি মেয়েকে ভালবাসত। একদিন রাত্রে তার বাবাকে যখন হত্যা করা হল তখন সে সঙ্গে সঙ্গে ডায়ানার মন্দিরে চলে গেল এবং দুই হাতে ডায়ানার মূর্তিকে জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল। সেই মন্দিরের মধ্যেই তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত কেউ সে হাতকে খুলতে পারল না।

'এখন কুমারীরাই যদি পুরুষের হীন লালসার শিকার হওয়াকে এতদূর ঘৃণা করে থাকে, তাহলে আমার তো মনে হয় একজন বধূর পক্ষে অসম্মানের চাইতে আত্মহত্যাকেই বেছে নেওয়া উচিত। কার্থেজে হাসড্রুবলের স্ত্রী

আত্মহত্যা করেছিল। যখন সে দেখল, রোমের লোকেরা শহর দখল করেছে তখন রোমক সৈন্যদের হাতে অসম্মানিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে সে সন্তানসহ অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছিল। তার সম্পর্কেই বা আমি কি বলব? হায়! রোমে লুক্রেসে কি আত্মহত্যা করে নি? টারকুইন-কর্তৃক ধর্ষিতা হবার পরে তারও মনে হয়েছিল যে সুনাম হারিয়ে বেঁচে থাকা খুবই লজ্জাজনক। গলদের হাতে ধর্ষিতা হওয়ার চাইতে মাইলেটাসের সাতটি কুমারীও ভয়ে ও ক্ষোভে আত্মহত্যা করেছিল। এ বিষয়ে আরও সহস্রাধিক গল্প আমি বলতে পারি। আব্রাদাতেস যখন খুন হল, তখন তার প্রিয়তমা স্ত্রী আত্মহত্যা করে নিজের রক্তে স্বামীর গভীর ক্ষত ধুইয়ে দিয়ে বলেছিল, "এ টুকুতো অন্তত পেরেছি যে, কোন পুরুষ আমার দেহকে অপবিত্র করতে পারবে না।"

'যখন বহু নারীই এইভাবে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচতে আত্মহত্যা করেছে তখন আর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে কি হবে? এভাবে নষ্ট হওয়ার চাইতে আমার পক্ষে আত্মহত্যাই শ্রেয়, আর এই আমার শেষ কথা। ডিমোশন-এর প্রিয় কন্যা যেমন অসম্মানের হাত থেকে বাঁচতে আত্মহত্যা করেছিল, সেই রকম আমিও হয় আরভারেগাসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব, নয় তো নিজেকে শেষ করে ফেলব। আহা শেডেসাস, ঠিক অনুরূপ কারণেই তোমার মেয়েরা যে ভাবে মারা গিয়েছিল তা পড়লে সত্যি দুঃখ হয়। ঐ একই বিপদে পড়ে নিকানরকে এড়াবার জন্য থিবিসের এক কুমারী যেভাবে নিজেকে হত্যা করেছিল সেটা খুবই দুঃখদায়ক। জনৈক ম্যাসিডনবাসীর হাতে ধর্ষিতা হয়ে থিবিসের আর একটি কুমারীও ঐ একই ভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল; মৃত্যুর দ্বারা সে তার নষ্ট সতীত্বকে পুনরুদ্ধার করেছিল। আর নাইসারেতের স্ত্রী যে ঐ একই পরিস্থিতিতে আত্মহত্যা করেছিল সে বিষয়েই বা আমি কি বলব? আলকিবিয়াডিসের মৃতদেহ যাতে বাইরে পড়ে না থেকে কবরস্থ হতে পারে তার জন্য তার প্রিয়তমা মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছিল। আলসেস্টিস কি রকম পতিব্রতা স্ত্রী ছিল তা স্মরণ কর; সতী পেনেলোপির বিষয়ে হোমার কি লিখেছে তাও পড়ে দেখ। তার সতীত্বের কথা সারা গ্রীস জানে। আমি যতদূর জানি এ-কথাও লেখা আছে যে, প্রোটিসিলস যখন ট্রয়ে নিহত হল তখন লাওডামিয়া আর একটা দিনও বেঁচে থাকে নি। পোর্শিয়া সম্পর্কেও এ কথা আমি বলতে পারি; ব্রুটাসকে সে সমস্ত হৃদয় দান

করেছিল, তাই তাকে ছাড়া সে বাঁচতে পারে নি। পৌত্তলিকদের রাজ্যের সর্বত্র আর্টেমিসিয়ার পূর্ণ পত্নীব্রতকে সম্মান করা হয়ে থাক। হে তিউতার রাণী। তোমার সতীত্ব সকল স্ত্রীরই আদর্শস্বরূপ। বিলিয়া, রোডোগোন ও ভ্যালেরিয়া সম্পর্কেও আমি ঐ একই কথা বলছি।'

দু' একটা দিন ডোরিগেন এই সব ভাবল। ক্রমে স্থির করল, সে মৃত্যুকেই বরণ করবে। যা হোক, তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় নাইট আরভারেগাস বাড়ি ফিরে তার কান্নার কারণ জানতে চাইল। তাতে সে আরও জোরে কাঁদতে লাগল। সে বলল, 'হায়, কেন আমি জন্মেছিলাম। আমি যে এই-এই বলেছি, আর এই-এই প্রতিজ্ঞা করেছি'—সে তাকে সব কথাই খুলে বলল। সে কথা তো আপনারা আগেই শুনেছেন, কাজেই তার পুনরাবৃত্তি করার কোন প্রয়োজন দেখি না। স্বামীটি তখন খুশি মনে বন্ধুর মত বলল, 'এ ছাড়া আর কিছু আছে কি ডোরিগেন ?

সে জবাব দিল, 'না, না, ঈশ্বর জানেন, আর কিছুই নেই। এটা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাও হয়, তবু এ বড় কষ্টকর।'

স্বামী বলল, 'দেখ বৌ, যা হবার তা হয়েছে। হয় তো এখনও সব ঠিক হয়ে যেতে পারে। আমি বলছি, তোমার কথা তুমি রাখবে। তোমাকে ভালবাসি বলেই বলছি, তোমার কথার খেলাপ করেছ এটা দেখবার আগে আমি যেন ছুরিকাবিদ্ধ হই। প্রতিশ্রুতিপালন মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য'—এই কথা বলে সে কেঁদে ফেলল। তারপর আবার বলতে লাগল, 'আমি তোমাকে নিষেধ করছি, যতদিন বেঁচে থাকবে, পৃথিবীর বাতাসে যতদিন নিঃশ্বাস নেবে, ততদিন এ কথা কাউকে বলবে না। যেমন করে পারি আমার দুঃখ আমি সহ্য করব। তোমাকে আরও নিষেধ করছি, এতখানি বিষন্ন হয়ে থেক না, তাতে সকলে নানা রকম খারাপ সন্দেহ করতে পারে।'

সঙ্গে সঙ্গে সে একজন পার্শ্বচর ও একটি পরিচারিকাকে ডেকে বলল, 'এই মুহূর্তে ডোরিগেনের সঙ্গে বেরিয়ে যাও আর তাকে অমুক-অমুক স্থানে নিয়ে যাও।' তারা পথ চলতে লাগল, কিন্তু ডোরিগেন কেন সেখানে যাচ্ছে তার কিছুই জানল না। আরভারেগাসও মনের কথা কাউকে বলে নি।

স্ত্রীকে এই ভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দেবার জন্য আপনারা অনেকেই হয় তো আরভারেগাসকে বোকা ভাবছেন। এ বিষয়ে কিছু বলবার আগে কাহিনীর বাকি অংশটা আগে শুনুন। আপনারা যত খারাপ ভাবছেন

ডোরিগেনেরও ভাগ্য তার চাইতে ভাল হতে পারে। সবটা কাহিনী শুনে তারপর বিচার করবেন।

প্রতিশ্রুতি মত ডোরিগেন যখন দ্রুত পায়ে বাগানের দিকে যাচ্ছিল, তখন ঘটনাক্রমে শহরের একেবারে মাঝখানে একটা জনবহুল রাস্তায় অরেলিয়াসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেও বাগানেই যাচ্ছিল, কারণ ডোরিগেন বাড়ি ছেড়ে কখন কোথায় যায় সে দিকে কড়া নজর রেখেছিল। ঘটনাচক্রেই হোক আর ভাগ্যক্রমেই হোক দুজনের দেখা হলে অরেলিয়াস সাগ্রহে তাকে অভিবাদন জানিয়ে সে কোথায় চলেছে তা জানতে চাইল। ডোরিগেন আধা-পাগলের মত জবাব দিল, 'হায়, আমার স্বামীর নির্দেশে প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই আমি বাগানে যাচ্ছি।'

কথা শুনে অরেলিয়াস বিস্মিত হল। মনে মনে ডোরিগেনের জন্য ও তার সংকটের জন্য সে খুবই দুঃখ বোধ করল। যে উদার নাইট আরভারেগাস নিজের স্ত্রীকে প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারিণী রূপে দেখতে চায় না বলে তাকে সব প্রতিশ্রুতি যথাযথ পালন করবার নির্দেশ দিয়েছে তার জন্যও সে অন্তরে খুবই ব্যথা পেল। আর ব্যথা পেল বলেই সে সমস্যাটার সব দিক বিবেচনা করতে শুরু করল। অবশেষে সে স্থির করল, সমস্ত উদারতা ও ভদ্রতা-বিরোধী এ রকম একটা হীন কাজ করার চাইতে বরং ডোরিগেনকে পাওয়ার বাসনা অপূর্ণই থাকুক। সুতরাং সে সংক্ষেপে বলল :

'ম্যাডাম, আপনার স্বামী অরভেরাগাসকে বলবেন, যেহেতু আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনার প্রতি অসীম সৌজন্যবশত তিনি বরং অসম্মান সহ্য করবেন (সেটা সত্যি খুব দুঃখের কথা হত) তবু আপনাকে আমার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে দেবেন না—এবং যেহেতু আপনার নিদারুণ কষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি—সেই হেতু আমিও আপনাদের দুজনের মাঝখানে দাঁড়ানোর চাইতে অনন্তকাল কষ্ট ভোগ করাটাই বেছে নিলাম। সুতরাং আপনাকে আমি মুক্তি দিলাম, এবং জন্মকাল থেকে আজ পর্যন্ত আপনি আমার কাছে যত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ও প্রতিজ্ঞা করেছেন সব আপনার হাতে ফিরিয়ে দিলাম। শপথ করছি, কোন প্রতিশ্রুতির জন্য আর কোন দিন আপনাকে বিরক্ত করব না। এবার তাহলে জীবনে যত নারী দেখেছি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমার কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। সব স্ত্রীরাই যেন প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সতর্ক হন। তারা অন্তত ডোরিগেনের কথা মনে রাখেন। এই ভাবেই একজন পার্শ্বচর একজন

নাইটের মতই একটা ভাল কাজ করতে পারে।'

নতজানু হয়ে ডোরিগেন তাকে ধন্যবাদ জানাল, তারপর বাড়িতে স্বামীর কাছে ফিরে গেল। যে সব কথা আপনাদের বললাম সেই সব কথাই সে স্বামীকে বলল; আপনারাও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে আরভারেগাস সব শুনে আনন্দে এতই অধীর হয়ে উঠল যে সে কথা লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। এ ব্যাপারে আর বেশী কিছু বলে কি হবে? আরভারেগাস ও তার স্ত্রী ডোরিগেন পরম সুখে দিন কাটাতে লাগল। তাদের জীবনে আর কখনও কোন অসুবিধা দেখা দেয় নি। স্বামী স্ত্রীর প্রতি রাণীর মতই ব্যবহার করত, আর স্ত্রীও সর্বদাই স্বামীর প্রতি অনুরক্ত থাকত। এই দুটি প্রাণী সম্পর্কে আমার কাছ থেকে আর কিছুই শুনতে পাবেন না।

অরেলিয়াসের সব অর্থব্যয়ই বৃথা হল। নিজের জন্ম-লগ্নকেই ধিক্কার দিতে লাগল। বলল, 'হায়, এই দার্শনিককে এক হাজার পাউণ্ড খাঁটি সোনা দেবার প্রতিশ্রুতি কেন দিয়েছিলাম? এখন আমি কি করব? বুঝতে পারছি আমি শেষ হয়ে গেলাম। বিষয়-সম্পত্তি সব বিক্রি করে দিয়ে আমাকে ভিক্ষা করে খেতে হবে। দার্শনিক যদি আমাকে অল্পে ছেড়ে না দেয়, তাহলে এই জেলায় আমার যে সব আত্মীয়-স্বজন আছে তাদের সকলকে লজ্জায় ফেলে আমি আর এখানে থাকতে পারি না। তবু বছরে বছরে কিস্তিবন্দীতে তার প্রাপ্য আমি মিটিয়ে দিতে চেষ্টা করব; তার দয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ দেব। আমার কথা আমি রাখব; মিথ্যাবাদী হব না।'

দুঃখিত মনে সিন্দুক থেকে পাঁচশ' পাউণ্ড সোনা বের করে নিয়ে সে দার্শনিককে দিল; তাকে অনুরোধ করল, সৌজন্যের খাতিরে সে যেন বাকি প্রাপ্যটা কিস্তিবন্দীতে নিতে স্বীকার করে। সে বলল, 'মহাশয়, কোনদিন কথার খেলাপ করি নি, এ গর্ব আমার আছে। সত্যি বলছি, আমাকে যদি ছেঁড়া কোট পরে ভিক্ষা করতেও হয়, তবু আপনার ঋণ আমি শোধ করবই। উপযুক্ত জামিনে আপনি যদি আমাকে দু'তিনটে বছর সময় দেন, তাহলেই আমি সব দিক সামাল দিতে পারব; অন্যথায় আমাকে বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে হবে; আমার আর কিছু বলার নেই।'

অরেলিয়াসের কথা শুনে দার্শনিক গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, 'আমি কি আমার কথা রাখি নি?'

অরেলিয়াস বলল, 'নিশ্চয় রেখেছেন, অক্ষরে অক্ষরে রেখেছেন।'

দার্শনিক জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আপনার প্রেমিকাকে পান নি?'

• 'না, না,' বলে অরেলিয়াস একটা বিষন্ন দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

দার্শনিক বলল, 'তা কেন হল? আমাকে সব বলুন।'

অরেলিয়াস সঙ্গে সঙ্গে সব কথাই বলল। সে সব কথা আপনারা তো আগেই শুনেছেন; পুনরাবৃত্তির কোন দরকার নেই। সে জানাল, 'সৌজন্য-বশতঃ আরভারেগাস বরং দুঃখে প্রাণত্যাগ করবে তবু তার স্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে দেবে না।' ডোরিগেনের দুঃখের কথাও সে সবিস্তারে জানাল, : বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী হতে তার কত অনিচ্ছা ছিল, সে বরং মরতেও রাজী ছিল, আর এ ধরনের কোন অলৌকিক ঘটনার কথা আগে কখনও শোন নি বলেই সে নির্দোষ মনেই প্রতিজ্ঞাটা করেছিল। 'এ কথা জেনে তার প্রতি আমার এতই করুণা হল যে তার স্বামী যেমন অবাধে তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিল আমিও তেমনই অবাধে তাকে স্বামীর কাছে ফেরং পাঠিয়ে দিয়েছি। এই সব : আর কিছু বলার নেই।'

দার্শনিক উত্তর দিল, 'প্রিয় বন্ধু, আপনারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি ভদ্রতা-সম্মত আচরণ করেছেন। আপনি একজন পার্শ্বচর, তিনি একজন নাইট, কিন্তু সর্বশক্তিমান পবিত্র ঈশ্বরের যেন এ বিধান না হয় যে আপনারা প্রত্যেকেই যে ভদ্রতাসম্মত কাজ করতে পারেন একজন পাদরি তা পারবে না। স্যার, এক হাজার পাউণ্ড ঋণ থেকে আমি আপনাকে মুক্তি দিলাম; এখন আপনি যেন সদ্যই আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, পূর্বে কখনও আমাকে চিনতেন না। যে কৌশল আমি দেখিয়েছি, যে পরিশ্রম আমি করেছি, তার জন্য আপনার কাছ থেকে একটি পেনিও আমি নেব না। এখানে আমার থাকা-খাওয়ার খরচ তো আপনিই বহন করেছেন। সেই যথেষ্ট : বিদায়; নমস্কার!' ঘোড়ায় চেপে সে চলে গেল।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের কাছে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই : আপনাদের মতে এদের মধ্যে কে সব চাইতে বেশী উদার? আরও এগিয়ে যাবার আগে আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন। আমি আর কিছু জানি না; আমার কাহিনী এখানেই শেষ। লাখেরাজদারের কাহিনী এখানেই শেষ হল।

এখানে চিকিৎসকের কাহিনী শুরু হচ্ছে : লিভি-র কাছে শুনেছি, এক সময় ভার্জিনিয়াস নামে একজন অত্যন্ত সম্মানভাজন ও সক্ষম নাইট বাস করত। তার যেমন অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল, তেমনি অনেক টাকা-পয়সাও ছিল। তার ছিল এক স্ত্রী ও একটি মাত্র মেয়ে, আর কোন সন্তানাদি ছিল না। মেয়েটি ছিল অপূর্ব রূপবতী। প্রকৃতি যেন রাজকীয় সমারোহে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী দিয়ে তাকে সাজিয়ে দিয়েছিল; প্রকৃতি যেন বলতে চেয়েছিল : "দেখ, ইচ্ছা করলে আমি এমন মানুষও সৃষ্টি করতে ও সাজিয়ে দিতে পারি। আমার কাজের অনুকরণ কে করতে পারে? সারা জীবন ধরে গরম করে পিটিয়ে, খোদাই করে, বা ছবি এঁকেও পিগম্যালিয়ন এ কাজ করতে পারবে না। আমি জোর করেই বলতে পারি, আমার মত এমন আর একটি মূর্তি বানাতে যতই খোদাই করুক, ছবি আঁকুক, বা হাতুড়ি পিটুক, সে কাজে এপেলেস এবং জিউক্সিসও ব্যর্থ হবে। কারণ যিনি প্রধান সৃষ্টিকর্তা তিনিই পৃথিবীতে জীব সৃষ্টি করবার ও তাদের ইচ্ছা মত সাজাবার কাজে আমাকে তাঁর প্রধান সহকারী করেছেন; কৃষ্ণ পক্ষ ও শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের অধীনস্থ যা কিছু সবই তো আমার অধীন। আমার সৃষ্টির কাজে কারও পরামর্শের দরকার হয় না, কারণ প্রভু ও আমি সব ব্যাপারেই সম্পূর্ণ একমত। গায়ের রং বা গঠন যেমনই হোক না কেন, অপর সব সৃষ্টির বেলায় যেমন করে থাকি এই মেয়েটিকেও তেমনি প্রভুর নৈবেদ্য হিসাবেই সৃষ্টি করেছি।" আমার মনে হয়, প্রকৃতি এই কথাগুলিই বলতে চেয়েছিল।

এই যে মেয়েটিকে প্রকৃতি এত ভালবাসত তার বয়স ছিল চোদ্দ বছর। প্রকৃতি যেমন ইচ্ছামত পদ্মকে সাদা ও গোলাপকে লাল রঙে আঁকতে পারে, তেমনি জন্মের আগেই যেখানে রংটি দরকার তাই দিয়েই এই মেয়েটিকে এঁকেছে, আর সূর্য-দেবতা ফিবাস এমন ভাবে তার দীর্ঘ কেশরাশিকে রঞ্জিত করেছে যাতে সেগুলি তার উজ্জ্বল কিরণরাশির মতই দেখায়। আর তার রূপ যেমন ছিল অসাধারণ, গুণ ছিল তার চাইতেও হাজার গুণ বেশী। কোন গুণের এতটুকু অভাব তার ছিল না। দেহে ও মনে পূর্ণ পবিত্রতা নিয়ে সে বড় হয়েছে, হয়েছে বিনয়ী, সংযত, মিতাচারী, ধৈর্যশীল এবং আচরণে ও সাজসজ্জায় রুচিমতী। কথাবার্তায় অত্যন্ত পরিমিত। যদিও আমি বলছি যে জ্ঞানে

সে ছিল পাল্লাসের মত, আর তার বাগ্মিতা ছিল নারীসুলভ ও সহজ, তবু সে জ্ঞান জাহির করবার জন্য সে কখনও নকল ভাষা ব্যবহার করত না ; কিন্তু সব সময় কথা বলত স্বীয় মর্যাদা অনুযায়ী ; ছোট বড় তার সব কথাই ছিল উপযুক্ত ও ভদ্রোচিত। সে ছিল কুমারীর মতই বিনয়ী, তার স্নেহ-ভালবাসা ছিল স্থির, আলস্যকে এড়িয়ে সে ছিল সদা পরিশ্রমী। পানীয়ের ব্যাপারে তার উপর ব্যাকাসেরও কোন অধিকার ছিল না ; তেল বা ঘিতে যেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, তেমনি সুরাপান করলে যুবক-যুবতীদের উপর ভেনাসের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ভোজ-সভায়, হৈ-হুল্লোড়ের মজলিসে বা নাচের আসরে যেখানে সাধারণত আজে-বাজে আলোচনা হয়ে থাকে, সে সব এড়িয়ে চলবার জন্য চরিত্রের স্বাভাবিক পবিত্রতা বশতই সে প্রায়ই অসুস্থতার ভান করে থাকে। সকলেই তো জানেন, এই সব আলোচনার ফলে ছেলেমেয়েরা অকালে পেকে যায়, আর সেটা খুবই বিপজ্জনক। কারণ নারীত্বে উপনীত হবার আগেই মেয়েরা বেশী সাহসী হয়ে ওঠে।

শিক্ষয়িত্রীগণ, আপনারা যারা বৃদ্ধ বয়সে লর্ডদের মেয়েদের শিক্ষার ভার নিয়েছেন, দয়া করে আমার কথায় অপরাধ নেবেন না। মনে রাখবেন, মাত্র দুটি কারণের যে কোন একটির জন্যই লর্ডদের মেয়েদের ভার আপনাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে. হয় আপনারা চরিত্রের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, আর না হয় তো এমন ভুল করেছিলেন যার ফলে প্রাচীন নাচের ব্যাপারটা ভালভাবে জেনে সে অসচ্চরিত্রতাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করেছেন। সুতরাং খৃস্টের দিব্যি, আপনাদের নীতি-শিক্ষার ব্যাপারে কোনরূপ শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেবেন না! যে লোক এক সময়ে হরিণ চুরি করলেও পুরনো ব্যবসা ও পাপের পথ পরিত্যাগ করেছে সেই সব চাইতে ভাল বনরক্ষক হতে পারে। আপনারাও ইচ্ছা করলেই আপনাদের ছাত্রীদের সুরক্ষা করতে পারেন, অতএব ভালভাবে সেই কাজ করুন। কোন রকম পাপকেই প্রশ্রয় দেবেন না ; দিলেই বদ্ মতলবের দায়ে আপনারা নিন্দিত হবেন, কারণ ও কাজ যে করে সেই বিশ্বাসঘাতক। আমার কথা মন দিয়ে শুনুন : কেউ যখন সরল নির্দোষ মানুষের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে তখনই সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হয়।

আপনারা বাবারা এবং মায়েরাও শুনুন, আপনার সন্তান একটি হোক কি একাধিক হোক, যতদিন আপনাদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে ততদিন তাদের দেখাশুনা করবার পূর্ণ দায়িত্ব আপনাদের। তারা যাতে আপনাদের খারাপ দৃষ্টান্তের

ফলে অথবা অকারণে তিরস্কার করার ফলে নষ্ট হয়ে না যায় সে বিষয়ে খুব সাবধান থাকবেন ; কারণ আমি বলছি, তারা যদি মারা যায় তার জন্য অনেক মূল্য আপনাদেরই দিতে হবে। নরমহৃদয় উদাসীন মেষপালকের জন অনেক মেষ ও মেষ-শাবকই নেকড়ের হাতে মারা পড়েছে। আপাতত এই একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট, কারণ আমাকে আবার আমার গল্পে ফিরে যেতে হবে।

এই কাহিনীর নায়িকা ওই মেয়েটি এমনভাবে চলতে লাগল যে তার কোন শিক্ষয়িত্রীরই দরকার হল না ; কারণ সে এতই বুদ্ধিমতী ও উদারপ্রকৃতি যে তার মত করে চললে যে কোন মেয়েই একটি পবিত্র কুমারীর উপযুক্ত সব কথা ও কাজই শিখে নিতে পারে। ফলে তার রূপ ও গুণের কথা বহুদূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। সেন্ট অগাস্টিনের বিবরণ অনুসারে অন্যের উন্নতিতে দুঃখিত এবং তার দুঃখ-দুর্ভাগ্যে খুশি হয় যে ঈর্ষা একমাত্র সে ছাড়া দেশের আব সকলেই তার গুণকীর্তন করতে লাগল।

তরুণীদের রীতি অনুসারে সেই মেয়েটি একদিন তার মায়ের সঙ্গে শহরেব মন্দিরে গেল। এখন সেই সময় সে অঞ্চলের গভর্ণর জনৈক বিচারক সেখানেই থাকত। হল কি, সে যখন দাঁড়িয়ে ছিল তখন মেয়েটি সেখান দিয়ে যাবার সময় তার চোখে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মন ও মনোভাব বদলে গেল, মেয়েটির রূপে সে এতই মুগ্ধ হয়ে পড়ল যে আপন মনেই বলে উঠল, "যে যাই বলুক, এই মেয়েটিকে আমার চাই।"

সঙ্গে সঙ্গে শয়তান তার মাথায় বাসা বাঁধল ; তাকে বোঝাল, চালাকি করেই সে মেয়েটিকে কাজে লাগাতে পারে। আসলে, বিচারক বুঝতে পেরেছিল যে গায়ের জোরে বা ঘুষের জোরে সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারবে না, কারণ সে জানত, ঐ মেয়েটির অনেক শক্তিশালী বন্ধু আছে এবং অবিচল সত্য-নিষ্ঠায় সে এতই আস্থাশীলা যে তাকে সে কখনও দৈহিক পাপের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। সুতরাং অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তার পরিচিত শহরেরই একটি ধূর্ত ও সাহসী লোককে সে ডেকে পাঠাল। বিচারক গোপনে তাকে সব কথা খুলে বলল ; তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল যে এ-কথা সে কাউকে বলবে না, বললে তার মাথাটাই কাটা যাবে। সে যখন এই বদ মতলব হাসিল করতে সম্মত হল তখন বিচারক খুশি হয়ে তাকে অনেক মূল্যবান বস্তু উপহার দিল।

বিচারকের কামনা যাতে কৌশলে পূর্ণ হয় সেই উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রটা যখন

বিস্তারিতভাবে পাকা হয়ে গেল—সে বিবরণ আপনারা শীঘ্রই শুনতে পাবেন, তখন সেই লোকটি, তার নাম ক্লডিয়াস, বাড়ি চলে গেল। এই ভণ্ড বিচারকের নাম ছিল এপিপয়াস (এইটেই তার নাম, কারণ এটা কোন উপকথা নয়, এটা একটা বহুপরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনা; এর নীতি-বাক্যটিও নিঃসন্দেহে সত্য)। এই ভণ্ড বিচারকও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুখভোগের আশায় তৎপর হয়ে উঠল। গল্পে আছে, তার কিছুদিন পরেই বিচারক একদা যথারীতি আদালতে বসে বিভিন্ন মামলার রায় দিচ্ছিল।

এমন সময় সেই দুষ্ট লোকটি ছুটে এসে বলল, "হুজুর, আপনার যদি ইচ্ছা হয় তাহলে ভার্জিনিয়াসের বিরুদ্ধে আমি যে সকরুণ অভিযোগ উত্থাপন করছি তার সুবিচার করুন; সে যদি অস্বীকার করে তাহলে নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর সাহায্যে আমি প্রমাণ করে দেব যে আমার অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য।"

বিচারক বলল, "ভার্জিনিয়াসের অনুপস্থিতিতে তো আমি এ বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত দিতে পারি না। তাকে এখানে ডাক, আমি সানন্দে সব কথা শুনব। তুমি নিশ্চয়ই ন্যায় বিচার পাবে; এখানে পক্ষপাতিত্ব নেই।"

বিচারক কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছে ভার্জিনিয়াস তা জানতে পারল। অভিশপ্ত অভিযোগটি সঙ্গে সঙ্গে পড়া হল। অভিযোগের বক্তব্য আপনারা শুনুন: "মহামান্য হুজুর এপিপয়াসের বরাবরে আপনার গরীব ভৃত্য ক্লডিয়াস এই অভিযোগ পেশ করতে চায় যে, ভার্জিনিয়াস নামক এক নাইট আইনের বিরুদ্ধে, ন্যায়পরায়ণতার বিরুদ্ধে এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার আইন-সম্মত ক্রীতদাসীকে তার ছোট বেলায়ই একদিন রাতে আমার বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে আটক করে রেখেছে। হুজুর, সাক্ষীদের সাহায্যে এ অভিযোগ আমি এমনভাবে প্রমাণ করব যে আপনার কোন সন্দেহই থাকবে না। সে যাই বলুক, মেয়েটি তার কন্যা নয়। সুতরাং হুজুর বিচারকের কাছে আমার প্রার্থনা, যদি আপনার অভিপ্রেত হয় তাহলে আমার ক্রীতদাসীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন।" এই হল অভিযোগের পূর্ণ বয়ান।

অভিযোগ শেষ হবার আগে থেকেই ভার্জিনিয়াস একদৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিল। একজন নাইটের মতই সে এ-মামলা লড়তে পারত, বহু সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করতে পারত যে প্রতিপক্ষের সব কথাই মিথ্যা, কিন্তু অভিশপ্ত বিচারক এক মুহূর্তও দেরী করল না, বা ভার্জিনিয়াসের একটি কথাও শুনল না। সঙ্গে সঙ্গে সে তার রায় ঘোষণা করে দিল: "আমি

আদেশ দিচ্ছি, এই লোকটি তার দাসীকে ফেরৎ পাবে; আপনি আর তাকে আপনার বাড়িতে রাখতে পারবেন না।. এখনই গিয়ে তাকে নিয়ে আসুন এবং আমাদের হেপাজতে রাখুন। এই লোকটি তার দাসীকে অবশ্যই পাবে; এই আমার রায়।"

বিচারক এপ্পিয়াস এই ভাবে তার রায়ে যোগ্য নাইট ভার্জিনিয়াসকে যখন আদেশ দিল যে তার প্রিয় আদরের মেয়েকে ব্যাভিচারের মধ্যে বাস করবার জন্য বিচারকের হাতে তুলে দিতে হবে, তৎক্ষণাৎ সে বাড়ি ফিরে গিয়ে হল ঘরে বসে আদরের মেয়েকে ডেকে পাঠাল। তারপর ঠাণ্ডা ছাইয়ের মত মৃত্যুপাণ্ডুর মুখে সে মেয়ের নম্র মুখের দিকে চেয়ে রইল। পিতার দুঃখে তার হৃদয় বিদ্ধ হল, তবু সে সংকল্পচ্যুত হল না।

সে বলল, "কন্যা, নাম ধরে ডেকে বলি ভার্জিনিয়া, তোমার সামনে দুটি পথ খোলা আছে: মৃত্যু অথবা অসম্মান। হায়, কেন আমার জন্ম হয়েছিল! কারণ ছুরিকা অথবা তরবারির আঘাতে মৃত্যুবরণ করবার মত কোন কাজ তো তুমি কর নি। আদরের মেয়ে, আমার জীবনসর্বস্ব, তোমাকে এমন মনের সুখে মানুষ করেছি যে কোন দিন কখনও তোমাকে আমি ভুলে থাকি নি। হায় কন্যা, তুমি আমার জীবনের পরম সুখ ও চরম দুঃখ; পবিত্রতার মণি তুমি, ধৈর্যের সংগে মৃত্যুকে বরণ কর, কারণ সেই সিদ্ধান্তই আমি নিয়েছি। ঘৃণা করে নয়, তোমাকে ভালবাসি বলেই বলছি, তোমার মৃত্যু হোক; আমার হাতেই তোমার মস্তক ছিন্ন হোক। হায়, কী কুক্ষণেই যে এপ্পিয়াস তোমাকে দেখেছিল! সেই জন্যই তো এই বিচারের প্রহসন"—সব কথাই সে খুলে বলল। সে সব কথা তো আপনারা আগেই শুনেছেন, সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

"বাবা দয়া কর!" এই কথা বলে মেয়ে অভ্যাসমতই দুই হাত দিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরল। তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে বলল, "বাবা, আমাকে কি মরতে হবেই? কোন ক্ষমা নেই? কোন প্রতিকার নেই?"

সে বলল, "না, না গো মেয়ে, নিশ্চয় নেই।"

মেয়ে বলল, "বাবা, তাহলে মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করবার মত সময় আমাকে দাও। কারণ মেয়েকে হত্যা করবার আগে জেপথাও তার মেয়েকে শোক প্রকাশের সময় দিয়েছিল। হায়! ঈশ্বর জানেন, সেই মেয়েটি সর্ব প্রথম ছুটে গিয়েছিল বাবার সংগে দেখা করে তাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা জানাতে,

এইটেই ছিল তার একমাত্র অপরাধ।" এই কথা বলেই মেয়েটি মূর্ছা গেল। মূর্ছা ভাঙলে উঠে বাবাকে বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে কুমারী অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হবে। লাঞ্ছিতা হবার আগেই আমাকে হত্যা কর। ঈশ্বরের নাম নিয়ে সন্তানের প্রতি তোমার ইচ্ছামত কাজ কর!"

এই কথা বলে সে বার বার অনুরোধ করতে লাগল যেন তরবারির আঘাত খুব আস্তে করা হয়। অতীব দুঃখের সঙ্গে বাবা তার মাথাটা কেটে ফেলল। তারপর চুলের মুঠি ধরে সেই মাথাটা নিয়ে সে আদালতে উপবিষ্ট বিচারকের কাছে হাজির হল। গল্পে আছে, সেই ছিন্নমুণ্ড দেখে বিচারক আদেশ দিল. ভার্জিনিয়াসকে ধরে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ফাঁসি দেওয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার লোক করুণা পরবশ হয়ে নাইটকে বাঁচাবার জন্য আদালতে ঢুকে পড়ল. কারণ বদ মতলবটা ততক্ষণে জানাজানি হয়ে গেছে। লোকটার অভিযোগের ধরণ থেকেই সকলের সন্দেহ হয়েছিল যে এ মামলার পিছনে এপিয়াসের হাত আছে, কারণ সে যে ব্যভিচারী সে কথা তারা ভাল করেই জানত। সুতরাং তারা তাকে হাজতে নিয়ে গেল এবং কারাগারে বন্দী করল। সেখানে সে আত্মহত্যা করল। আর এপিয়াসের চাকর ক্লডিয়াসকে গাছ থেকে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়ার শাস্তি দেওয়া হল। কিন্তু তার প্রতি করুণাবশতঃ ভার্জিনিয়াস অনুরোধ জানাল, ফাঁসির বদলে তাকে নির্বাসিত করা হোক, কারণ আসলে ভুল বুঝিয়ে তাকে দিয়ে একাজ করানো হয়েছিল। বাকি ছোট-বড় যারাই এই অপকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের সকলকেই ফাঁসি দেওয়া হল।

এই গল্প থেকেই আপনারা বুঝতে পারছেন কিভাবে পাপের মূল্য পরিশোধ হয়। সাবধান, কারণ ঈশ্বর যে কখন কাকে আঘাত করবেন তা কেউ জানে না; পাপ কাজকে যতই গোপন রাখা হোক, সে নিজে আর ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ যদি সে কথা নাও জানতে পারে, তথাপি বিবেকের কীট-দংশন কখন যে অসৎ জীবনের যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলবে তাও কেউ জানে না। কারণ সে অজ্ঞই হোক আর জ্ঞানবানই হোক, আতংক যে কখন এসে দেখা দেবে তা তো সে জানে না। সুতরাং আমার এই পরামর্শ গ্রহণ করুন: পাপ আপনাকে ধ্বংস করবার আগেই পাপকে পরিহার করুন। চিকিৎসকের কাহিনী এখানেই শেষ হল।

পোপের পেশকারের কাহিনী

চিকিৎসক ও পোপের পেশকারের প্রতি সরাইওয়ালার উক্তি: আমাদের সরাইওয়ালা এমনভাবে দিব্যি করতে লাগল যেন তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে বলতে লাগল, "বাঁচাও! খৃস্টের নখ ও রক্তের দিব্যি, লোকটা ভণ্ড, বিচারকও ভণ্ড। এই ধরনের বিচারক ও তাদের সাক্ষীদের কল্পনাতীত লজ্জাজনক মৃত্যুই ঘটে থাকে। কিন্তু সে যাই হোক, বেচারী কুমারী মেয়েটির তো মৃত্যু হল। হায়, রূপের জন্য বড় বেশী মূল্য তাকে দিতে হল! তাই তো আমি সব সময় বলি, ভাগ্যদেবী ও প্রকৃতিদেবীর দান অনেক জীবের পক্ষেই মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। আমি জোর দিয়েই বলছি, তার রূপই তার মৃত্যু হয়ে দেখা দিল। হায়, কী করুণভাবে তাকে হত্যা করা হল! যে দুটি দানের কথা এইমাত্র বললাম, তার থেকে মানুষের যত লাভ হয়, ক্ষতি হয় তার চাইতে বেশী।

"কিন্তু, সত্যি বলছি মশায়, কাহিনীটা বড়ই করুণ—তা হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি আপনার মহৎ জীবনকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন আপনার মূত্র-পাত্র, নির্যাস ও ওষুধপত্র, এবং যত সব বাক্স-ভর্তি জড়ি-বুটি। সে সবের উপর ঈশ্বর ও লেডি সেণ্ট মেরির আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। সেণ্ট রোনিয়ান-এর নামে বলছি, গীর্জাধিপতির মতই আপনি একজন যোগ্য ব্যক্তি। কেমন, ভাল বলি নি? চিকিৎসাশাস্ত্রে কি এর নাম আমি জানি না, কিন্তু আপনার গল্প আমার হৃদয়কে এমনভাবে বিদ্ধ করেছে যে আমি যেন একটা খারাপ ধরনের যন্ত্রণা বোধ করছি। ঈশ্বরের অস্থির দিব্যি, কোন ওষুধ বা এক চুমুক জলে-ভেজানো যবের সুরা না পেলে, অথবা এখনই একটা হাসির গল্প না শুনলে এই মেয়েটির জন্য দুঃখে আমার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাবে। হে বন্ধু, হে পোপের পেশকার মশায়, আপনি অবিলম্বে একটি হাসির বা তামাশার গল্প বলুন।"

পেশকার বলল, "সেণ্ট রোনিয়ান-এর নামে বলছি, তাই হবে। কিন্তু তার আগে এই মদের দোকানে কিছু পানীয় ও পিঠে আমি খেয়ে নেব।"

ভদ্রজনরা সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানাল। "না, না, ওকে অশ্লীল গল্প বলতে দেবেন না! এমন নীতি-গল্প বলুন যাতে আমরা কিছু শিখতে পারি; তবেই আমরা আনন্দের সঙ্গে শুনব।"

পেশকার বলল, "নিশ্চয়, আমিও রাজী। এটা পান করতে করতে একটা ভাল গল্প আমি ভেবে নিতে চাই।

পেশকারের কাহিনী শুরু হচ্ছে: সে বলতে লাগল, "ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, গীর্জায় যখন প্রচার করি তখন ঘণ্টাধ্বনির মত গোল গোল করে কথাগুলোকে উচ্চারণ করে খুব জম্বর বক্তৃতা দিতে চেণ্টা করি, কারণ যা কিছু বলি সব আমার মুখস্থ। আমার বক্তব্য চিরদিন একই আছে, আর একই থাকবে—লোভই যত নণ্টের গোড়া।

"প্রথমেই ঘোষণা করি আমি কোথা থেকে এসেছি, আর তারপরেই দেখাই পোপের সবগুলি হুকুমনামা। প্রথমেই আত্মরক্ষার জন্য দেখাই আমার অনুমতি-পত্রের উপর পোপের মোহর, যাতে পুরোহিত বা পাদরি যেই হোন না কেন আমি যখন খৃস্টের পবিত্র কর্ম করি তখন কেউ আমাকে বাধা দিতে সাহস না করে। তারপর বলি আমার কাহিনী। অনেকগুলি অনুমতি-পত্র আমি দেখাই—পোপের, কার্ডিনালের, গীর্জাধিপতির, বিশপের। তারপর বক্তৃতাকে জমিয়ে তুলতে এবং সমবেত সকলের হৃদয়ে ভক্তিরস জাগাতে ল্যাটিন ভাষায় কিছু বলি। তারপর দেখাই ন্যাকড়া ও হাড় ভর্তি কাঁচের লম্বা পাত্র-গুলি—সকলেই ভাবে সেগুলি প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্ন। আর আছে জনৈক ধর্মাত্মা ইহুদির ভেড়ার একটা কাঁধের হাড়—ধাতুর উপর বসানো। তখন আমি বলি, "ভাল মানুষেরা, আমার কথার প্রতি মনোযোগ দাও: যদি কোন কুয়োর মধ্যে এই হাড়টা ডুবিয়ে দাও, এবং পোকা-মাকড় খাওয়ার ফলে অথবা কীট-পতঙ্গের দংশনের ফলে যদি কোন গরু, বাছুর, ভেড়া বা ষাঁড় ফুলে ওঠে, তাহলে সেই কুয়ো থেকে কিছুটা জল তুলে সেটার জিভটা ধুইয়ে দেবে; দেখবে সঙ্গে সঙ্গে সে আরাম হয়ে যাবে। তাছাড়া কোন ভেড়া যদি ঐ কুয়োর জল পান করে তাহলে তার বসন্ত, খোস-পাঁচড়া ও অন্য সব রকম ঘা সেরে যাবে। আমি যা বলি মন দিয়ে শোন: যে কৃষকের গরু-বাছুর আছে সে যদি উপবাসে থেকে প্রতি সপ্তাহে মোরগ ডাকবার আগে এই কুয়োর জল খায়, ঠিক যে রকমটি সেই ধর্মাত্মা ইহুদী আমাদের পূর্বপুরুষদের শিখিয়েছিল, তাহলে তার গৃহপালিত পশুদের বংশবৃদ্ধি হবে। মশায়রা, আরও আছে। এই জলে ঈর্ষা-রোগও সারে। যদি কোন লোক ঈর্ষায় জ্বলতে থাকে তাহলে সে যেন এই জল দিয়ে ঝোল রেঁধে খায়; তাহলে যদিও সে জানে যে তার স্ত্রী এতদূর

বিশ্বাসঘাতিনী যে তার দুটি বা তিনটি পুরোহিত আছে, তথাপি সে আর কখনও তার স্ত্রীকে অবিশ্বাস করবে না।

"এবার এই থলেটার দিকে লক্ষ্য কর। যে লোক এই থলেটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেবে, সে যদি ফসল বুনে থাকে, যবই হোক আর গমই হোক, এবং সে যদি কিছু পেনি, নিদেনপক্ষে গ্রোট (কাণাকড়ি) ও দান করে থাকে, তাহলেই তার ফসল অনেক বেশী হবে।

"ভাল মানুষ মেয়ে ও পুরুষেরা, একটি বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি: এই গীর্জার ভিতরে এখন যদি এমন কোন পুরুষ উপস্থিত থাকে যে ভয়ংকর পাপ করেও ভয়ে বা লজ্জায় সে কথা স্বীকার করতে চায় না, অথবা বৃদ্ধা বা যুবতী এমন কোন নারী যদি থাকে যে তার স্বামীকে ভ্রষ্টা স্ত্রীর পতি বানিয়েছে,—সে রকম স্ত্রী-পুরুষ গীর্জার মধ্যে আমার এই সব স্মৃতি-চিহ্নের প্রতি পূজা নিবেদন করতে পারবে না। কিন্তু সে সব দোষ থেকে যারা মুক্ত তারা এগিয়ে এসে ঈশ্বরের নাম নিয়ে পূজা নিবেদন কর, পোপের অনুমতি-পত্রের দরুন যে কর্তৃত্ব আমি লাভ করেছি তদ্দ্বারা তাদের আমি সর্বপাপ থেকে মুক্ত করে দেব।"

"পোপের পেশকার হবার পর থেকেই আমি এই কৌশলের সাহায্যে বছরের পর বছর ধরে শয়ে শয়ে মার্ক (অপ্রচলিত মুদ্রা =১৩ শিলিং ৪ পেনি) অর্জন করেছি। আমি পাদরির মত বেদীর উপর দাঁড়াই এবং অশিক্ষিত মানুষগুলো আসন গ্রহণ করলে এই মাত্র যা আপনারা শুনলেন সেই রকম ভাষণ দেই এবং আরও কয়েক শ' মিথ্যা কাহিনী আওড়াই। তারপর আমি একটু কষ্ট করে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে খামারে বসে-থাকা ঘুঘুর মত একবার পূবে একবার পশ্চিমে গলাটা দোলাতে থাকি। আমার হাত এবং জিভ তখন এত দ্রুত চলতে থাকে যে সেটা একটা দেখবার মত দৃশ্য। আমার সব বাণীই প্রচারিত হয় লোভ ও অনুরূপ পাপকে নিয়ে, যাতে সমবেত সকলে মুক্ত হস্তে তাদের পেনিগুলো আমাকে দান করে। কারণ আমার উদ্দেশ্য তো পাপস্খালন নয়; বস্তুত আমার উদ্দেশ্য লাভ ছাড়া আর কিছুই নয়। কবর দেবার পরে তাদের আত্মারা ঘুরে মরলেই বা আমার কি! এটা তো নিশ্চিত যে অশুভ উদ্দেশ্য থেকেই অনেক উপদেশ-বাণীর জন্ম: কখনও মানুষকে খুশি করা ও তোষামোদ করার জন্য, কখনও ভণ্ডামির দ্বারা নিজের উন্নতি সাধন করার জন্য আর কখনও গর্ব ও ঘৃণার জন্য। কারণ কেউ

আমার কোন প্রতারক ভাইয়ের প্রতি বা আমার প্রতি খারাপ আচরণ করলে যখন তার সঙ্গে অন্য কোন ভাবে ঝগড়া করতে আমি ভয় পাই, তখনই প্রচারের নামে তার গায়ে এমন তীব্রভাবে হুল ফোটাই যে অকারণেই তার নামে অখ্যাতি রটে যায়। তার নাম ধরে আমি কিছু বলি না, কিন্তু আকারে-ইঙ্গিতে সকলেই বুঝতে পারে কার কথা আমি বলছি। যারাই আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তাদেরই আমি এই দাওয়াই দিয়ে থাকি ; এই ভাবেই ধর্মের মুখোশ পরে মুখে মুখে বিষ ছড়িয়েও আমি ধর্মাত্মা ও সত্যসন্ধ হবার ভান করি।

"কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলব। লোভ ছাড়া অন্য কোন কারণে আমি বাণী-প্রচার করি না ; সুতরাং আমার একটিই বক্তব্য এখনও আছে, আগেও ছিল : লোভই যত নষ্টের গোড়া। এই ভাবে যে পাপ আমি নিজে করি তার বিরুদ্ধেই আবার প্রচারও চালাই : লোভ। তথাপি নিজে সেই পাপে পাপী হয়েও অন্যকে আমি সেই পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে পারি, তাদের তীব্রভাবে অনুতপ্ত বোধ করাতে পারি। কিন্তু সেটা আমার প্রধান লক্ষ্য নয় ; আমি প্রচার করি লোভের জন্য। এ বিষয়ে এই পর্যন্ত বলাই যথেষ্ট।

"তারপর আমি তাদের প্রাচীন কালের নানা রকম গল্প বলি। কারণ অশিক্ষিত লোকরা পুরনো গল্প ভালবাসে : সে সব তারা সহজেই মনে রাখতে পারে এবং পরে বলতেও পারে। কেন, আপনারা কি মনে করেন যে, যতদিন আমি প্রচার চালাতে পারি এবং তদ্দ্বারা সোনা-রুপো অর্জন করতে পারি, তখনও স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের মধ্যেই আমি বেঁচে থাকব ? না, না, সে রকম আমি কখনও ভাবি নি! আমি দেশে দেশে প্রচার করে অর্থ উপার্জন করব, কিন্তু কখনও নিজের হাতে কোন কাজ করব না, বা অলস ভিক্ষুক না হয়ে ঝুড়ি বুনেও জীবন চালাব না। শিষ্যদের কাউকেও অনুকরণ করব না ; গ্রামের দরিদ্রতম ভৃত্য বা বিধবা যাদের ছেলেমেয়েরা অনাহারে থাকে তাদের কাছ থেকে নিতে হলেও আমার চাই টাকা, পশম, পনীর এবং গম। না, আমি পান করব দ্রাক্ষাসব ; প্রতিটি শহরে আমার চাই একটি করে ফূর্তিবাজ কুমারী মেয়ে। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, এবার শেষ কথা শুনুন : আপনারা চান আমি একটা গল্প বলি। এবার তো যবের আসব পান করা হল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আশা করি এখন আপনাদের এমন কিছু বলতে পারব যা সঙ্গত কারণেই আপনাদের ভাল লাগবে। কারণ যদিও আমি নিজে একটি পাপী, তবু একটি নীতি-কাহিনী আপনাদের শোনাতে পারব, যেহেতু কর্মব্যপদেশে বাণী প্রচার

করতেই আমি অভ্যস্ত। এবার দয়া করে শান্ত হোন। আমি কাহিনী শুরু করব।

পেশকারের কাহিনী এখানেই শুরু হচ্ছে: এক সময়ে ফ্ল্যান্ডার্স শহরে একদল উচ্ছৃংখল চরিত্রের যুবক বাস করত। তারা হৈ-হুল্লোড় করত, জুয়া খেলত, বেশ্যাবাড়িতে ও শুঁড়িখানায় যাতায়াত করত, সেখনে দিন-রাত পাশা খেলত আর বীণা, বাঁশি ও গীটারের তালে তালে নাচত, এবং সাধ্যের অতিরিক্ত খানাপিনা করত। এইভাবে ঐ সব শয়তানের আস্তানায় তারা যৎপরনাস্তি বেহদ্দভাবে শয়তানের অপকর্মগুলিই করে বেড়াত। তারা এমন সব খিস্তি-খেউর করত যা শুনতেও ভয় করে। তারা আমাদের প্রভু যীশুর শরীর কেটে ফালা-ফালা করত—তারা মনে করত ইহুদিরা তাঁকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিতে পারে নি—এবং একে অন্যের পাপ-কর্ম নিয়ে হাসাহাসি করত। তারপর সেখানে জুটতো শয়তানের অনুচরীরা—সুঠাম সুদেহী নাচিয়ে মেয়ের দল, ফল বেচনে-ওয়ালি তরুণীরা, বীণাবাদিনীরা, কুটনির দল আর পিঠে বিক্রিকারিণীরা; অতিভোজন আর লালসার অগ্নিশিখা এক সঙ্গে জ্বলতে থাকত।

পবিত্র পুঁথিকে সাক্ষী রেখে বলছি, মদ ও মাতলামি থেকেই লালসার জন্ম। আপনারাই দেখুন, মদে চুর হয়ে লোট কেমন প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভাবে নিজের অজ্ঞাতে নিজেরই দুই মেয়ের সঙ্গে রাত কাটিয়েছিল: মদ খেয়ে সে এতই বেহুঁস হয়ে পড়েছিল যে নিজের কাণ্ডকারখানা সে নিজেই জানতে পারে নি। যারা গল্প-কাহিনী পড়ে থাকে তারাই জানে, নিজের ভোজসভায়ই ভর-পেট মদ খেয়ে ব্যাপ্টিস্ট্ জনকে হত্যা করবার আদেশ দিয়েছিল হেরড। সেনেকা বলেছেন, পাগল ও মাতালের মধ্যে তিনি কোন তফাৎ দেখতে পান না। তিনি নিঃসন্দেহে ঠিক কথাই বলেছেন। তবে বদ-মেজাজী লোকের পাগলামি মাতলামি অপেক্ষা অনেক বেশী সময় স্থায়ী হয় এই যা।

হায় দুষ্টবুদ্ধি ঔদরিকতা। হায় আমাদের পতনের আদি কারণ! হায় আমাদের নিন্দনীয় জীবনের সূচনা! তারপর যীশু এসে স্বীয় রক্ত দিয়ে আমাদের উদ্ধার করলেন! এক কথায়, এই অভিশপ্ত দুষ্কর্মের জন্য অনেক মূল্য আমাদের দিতে হয়েছে! ঔদরিকতাই গোটা পৃথিবীটাকে নষ্ট করেছে। এই পাপেই আমাদের পিতা আদম ও তার স্ত্রীকে স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়ে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ

আমি পড়েছি, যতদিন পর্যন্ত আদম উপবাসী ছিল ততদিন সে ছিল স্বর্গবাসী, কিন্তু যেদিন সে গাছ থেকে নিষিদ্ধ ফলটি খেল সঙ্গে সঙ্গে সে নিক্ষিপ্ত হল জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে। হায় ঔদারিকতা, তোমার বিরুদ্ধে আমাদের অনেক অভিযোগ! হায়, মানুষ যদি জানত অতিভোজনের বাড়াবাড়ির ফলে কত রকম রোগের সূত্রপাত হয় তাহলে খাবার টেবিলে সে নিশ্চয় আরও সংযত হত। হায় ছোট্ট একটুখানি গলা আর নরম একটি মুখ—তাদের তৃপ্তি বিধানের জন্য পূর্বে, পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে কত মানুষকে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কত কঠোর পরিশ্রম করতে হয় একটা ভোজনবিলাসী খাদ্যলোভীর জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করতে। হে পল, এ বিষয়ে আপনি ভাল কথাই বলেছেন : "পেটের জন্য মাংস এবং মাংসের জন্য পেট ; ঈশ্বর দুটোকেই ধ্বংস করবেন।" হায়, আমিও মনে করি কথাগুলি কুৎসিত, কিন্তু কাজটা যে আরও বেশী কুৎসিত : একটা মানুষ যখন অত্যধিক পরিমাণে সাদা ও লাল মদ খায় তখন তার গলাটাই যে পায়খানায় পরিণত হয়ে যায়।

মহান শিষ্য কাঁদতে কাঁদতে বিচলিত কণ্ঠে বলেছেন : "এ রকম অনেকের কথা তোমাদের কাছে বলেছি—আজ আবার কাঁদতে কাঁদতে করুণ স্বরে বলি : তারা খৃস্টের ক্রুশের শত্রু ; মৃত্যুই তাদের পরিণাম ; উদরই তাদের ঈশ্বর।' হায় পাকাশয়। হায় উদর। হায় মল-মূত্র-আবর্জনায় পরিপূর্ণ পূতিগন্ধময় ভাগাড়! তোমার উভয় প্রান্ত হতেই বদ্ শব্দ ওঠে। অথচ তোমাকে পূর্ণ করবার জন্য কত না চেষ্টা, কত না অর্থব্যয়! তোমার লুব্ধ ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্য রাঁধুনিরা কত পরিশ্রম করে, কত বাটনা বাটে। শক্ত হাড়ের ভিতর থেকে তারা মজ্জা বের করে নেয়, কারণ স্বাদের সঙ্গে যা কিছু সহজেই গলা দিয়ে নামে তার কিছুই তারা ফেলে দেয় না। বরং ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য গাছের পাতা, বাকল ও শিকড়ের মশলা দিয়ে পেটুকের জন্য সুস্বাদু চাটনি বানিয়ে দেয়। কিন্তু সত্যি বলছি, এই রকম ভাল ভাল খাবারের অভ্যাস যে করে সে বেঁচে থেকেও মরার সামিল হয়ে পড়ে।

মদ লাম্পট্যের পরিপোষক ; মাতলামি বাদ-বিসম্বাদ ও ভাগ্যহীনতার আগার। হে মাতাল, তোমার মুখ বিকৃত, তোমার নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, তোমাকে আলিঙ্গন করা কষ্টকর, তোমার মদো নাকের ভিতর থেকে যেন অবিরাম একটা কথাই বেরিয়ে আসছে 'স্যামসন, স্যামসন!' কিন্তু ঈশ্বর জানেন, স্যামসন কখনও মদ খেত না। তুমি আহত শূকরের মত পড়ে থাক ; তোমার জিভ আড়ষ্ট হয়ে যায় ;

তোমার আত্ম-মর্যাদা লুপ্ত হয়। মাতলামিই মানুষের বুদ্ধি ও বিবেচনার আসল সমাধি। যে লোক মদের কবলে পড়ে সে কখনও কোন কথা গোপন রাখতে পারে না, এটা তো খাঁটি কথা। কাজেই সাদা ও লাল মদ, বিশেষ করে লেপে-র যে সাদা মদ ফিশ স্ট্রীট অথবা চীপসাইড-এ বিক্রি হয় তার থেকে দূরে থাক। অন্যবিধ মজুদ মদের সঙ্গে এই স্পেনীয় মদ গোপনে মিশিয়ে দেওয়া হয়, আর তার ফলে এমন একটা জোর ধোঁয়া উঠতে থাকে যে তার তিনটি গ্লাস যে খাবে চীপসাইড-এ বসে বসেই তার মনে হবে সে লা রোশেল বা বোর্দো নয়, একেবারে স্পেনের লেপে শহরে হাজির হয়ে গেছে। আর তখনই সে বলে ওঠে, 'স্যামসন, স্যামসন!'

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমার অনুরোধ, একটা কথা মন দিয়ে শুনুন। শপথ করে বলছি, ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ বর্ণিত সব মহৎ কাজ ও জয়লাভই সর্ব-শক্তিমান সত্যসন্ধ যীশু সম্পাদন করেছিলেন সংযম ও ভজনের সাহায্যে। বাইবেল পড়ুন, তাহলেই একথা জানতে পারবেন। মহান বিজয়ী এটিলাকে দেখুন; মদ্যপানের ফলে ঘুমের মধ্যে নাক দিয়ে অবিরাম রক্তক্ষরণের ফলে কেমন লজ্জাজনক ও অসম্মানজনক ভাবে তার মৃত্যু হয়েছিল। সামরিক নায়কের সংযত ভাবে চলা উচিত। তার চাইতেও বড় কথা, ঈশ্বর লেমুয়েলকে—আমি লেমুয়েল-এর কথা বলছি, সেমুয়েল নয়—কি আদেশ দিয়েছিলেন সেটা ভালভাবে ভেবে দেখুন, ন্যায় বিচারের ভার যাদের উপর ন্যস্ত আছে তাদের মদ্যপানের বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে কি লেখা আছে সেটা বাইবেল পড়লেই জানতে পারবেন। এ বিষয়ে আর নয়, কারণ যা বলেছি তাই যথেষ্ট হওয়া উচিত।

পেটুকপনার কথা তো বললাম, এবার বলছি জুয়া খেলা বন্ধ করার কথা। মিথ্যাভাষণ, প্রতারণা, শপথভঙ্গ খৃস্টের নিন্দা ও নরহত্যা—এ সবেরই মূল কারণ জুয়া খেলা। তাতে বহু সময় ও অর্থেরও অপব্যয় হয়। তাছাড়া একজন সাধারণ জুয়াড়ি বলে গণ্য হওয়া তিরস্কার ও অসম্মানস্বরূপ। জুয়াড়ি হিসাবে সে যত উপরে উঠবে ততই সে অধিকতর নিন্দাভাজন হবে। কোন রাজপুত্র যদি জুয়া খেলে, তার শাসন ও নীতিকে লোকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখে। স্টিলবন নামে একজন প্রাজ্ঞ রাজদূতকে একটি মৈত্রী-চুক্তির ব্যাপারে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে স্পার্টা থেকে করিন্থ-এ পাঠানো হয়েছিল। সেখানে পৌঁছে সে ঘটনাক্রমে জানতে পারল, সেখানকার পদস্থ কর্মচারিরা সকলেই জুয়া

খেলে। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে পালিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে বলল, "আপনাকে একদল জুয়াড়ির সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ করে নিজেকে অপবাদের ভাগী করে আমি আমার সুনাম নষ্ট করতে চাই না। আপনি অন্য জ্ঞানী রাজদূতদের সেখানে পাঠান, কারণ শপথ করেই বলছি, আমি বরং মরব তবু আপনাকে একদল জুয়াড়ির সঙ্গে মৈত্রী-চুক্তি করতে দেব না। আপনার মত একজন সম্মানিত ব্যক্তি আমার প্রচেষ্টার ফলে জুয়াড়ির সঙ্গে হাত মেলাক, এ আমি চাই না।" বিজ্ঞ দার্শনিক এই ভাবে কথাগুলি বলল।

আরও দেখুন, পুঁথিতেই লেখা আছে, রাজা দেমেত্রিয়ুস পাশা খেলায় অভ্যস্ত ছিল বলে পার্থিয়ার রাজা ঘৃণাভরে তাকে একজোড়া সোনার পাশা পাঠিয়ে দিয়েছিল, দেমেত্রিয়ুসের গৌরব বা খ্যাতির কোন মূল্যই তার কাছে ছিল না। সময় কাটাবার জন্য লর্ডরা তো আরও অনেক রকম সৎ খেলা খেলতে পারে।

এবার আমি প্রাচীন পুঁথিপত্র অনুসারে ছোট-বড় শপথ গ্রহণের ব্যাপারে দু'একটি কথা বলব। হিংসাত্মক শপথ নিন্দনীয় জিনিস, মিথ্যা শপথ আরও বেশী তিরস্কারযোগ্য। উপরওয়ালা ঈশ্বর সব রকম শপথ নিষিদ্ধ করেছেন— তার সাক্ষী ম্যাথু; কিন্তু ধর্মাত্মা জেরেমিয়া বিশেষ করে শপথ সম্পর্কে বলেছেন: 'সত্যিকারের প্রতিজ্ঞা করবে, কিন্তু মিথ্যা বলবে না, সৎপথে থেকে সুবিবেকের মত প্রতিজ্ঞা করবে।" শপথ করে রক্ষা না করা পাপ। লক্ষ্য করে দেখুন, উপরওয়ালা ঈশ্বরের বিখ্যাত অনুজ্ঞা সমূহের দ্বিতীয় অনুজ্ঞাটি এইরূপ: 'ভুল করে বা অকারণে আমার নাম নিও না।" তাহলেই দেখুন, নরহত্যা বা অন্য অনেক পাপ কাজের আগেই তিনি শপথ গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন; আমি বলছি, অনুজ্ঞাগুলি এই ভাবেই পর পর সাজানো হয়েছে। পরে আমি পরিষ্কার করে দেখাব, যে মানুষ শপথগ্রহণের ব্যাপারে অতিশয় উৎকট, প্রতিহিংসা কখনও তার বাড়ি থেকে যায় না। "ঈশ্বরের অমূল্য হৃদয়," তাঁর নখ," ও 'হেইল্‌স্‌-এ রক্ষিত খৃষ্টের রক্তের দিব্যি, আমার সংখ্যা, আর তোমার সংখ্যা, পাঁচ ও তিন!" "ঈশ্বরের বাহুর দিব্যি, আমাকে যদি ঠকাও, এই ছুরি তোমার বুকে বসিয়ে দেব!"—কুক্কুরীর দুটো হাড় নিয়ে খেলার এই তো পরিণতি: শপথ, ক্রোধ, মিথ্যাচার ও নরহত্যা। কাজেই যে-খৃষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁর প্রতি প্রেমে ছোট-বড় সব রকম শপথ করা ছেড়ে দিন। কিন্তু মশায়গণ, এবার আমার কাহিনীটি বলব।

যে তিন মাতালকে নিয়ে আমার কাহিনী তারা একদিন ন'টার ঘণ্টা বাজবার অনেক আগেই একটা শুঁড়িখানায় বসে মদ খাচ্ছিল। মদ খেতে খেতেই তারা শুনতে পেল, কবরে নিয়ে যাবার পথে একটি শবদেহের সামনে ঘণ্টা বাজছে। তাদের মধ্যে একজন চাকরকে ডেকে বলল : "ওহে ছোকরা, তাড়াতাড়ি যাও তো, এই মাত্র যে শবদেহটা গেল সেটা কার জেনে এস। তার সঠিক নামটা জেনে আসবে।"

ছেলেটা জবাব দিল, "যাবার কোন দরকার নেই স্যার। আপনি আসার দু'ঘণ্টা আগেই আমি সব শুনেছি। ঈশ্বরের দিব্যি, সে আপনারই একজন পুরনো ইয়ার; গতকাল রাতে মদে চুর হয়ে সে যখন বেঞ্চির উপর খাড়া হয়ে বসেছিল, তখন হঠাৎ তাকে খুন করা হয়েছে। মানুষ যাকে যম বলে, এ দেশের সব মানুষকে যে হত্যা করে, সেই চোর চুপি চুপি এসে একটা বর্শার আঘাতে তার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে নিঃশব্দে চলে গেছে। এবারকার মহামারীতে সে হাজার মানুষকে মেরেছে। প্রভু, তার সম্মুখীন হবার আগে এ হেন শত্রুর সম্পর্কে খুব সাবধান থাকবেন। তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে না, এ কথা মা আমাকে শিখিয়েছে। আমি আর কিছু বলব না।"

শুঁড়িখানার মালিক বলল, "সেণ্ট মেরির দিব্যি, ছেলেটি ঠিক কথাই বলেছে; এখান থেকে মাইল খানেকেরও বেশী দূরের একটি বড় গ্রামে যম এ বছর পুরুষ, নারী, শিশু, মজুর ও চাকর সকলকেই মেরে ফেলেছে। আমার মনে হয় যম সেখানেই থাকে। আপনার কোন ক্ষতি হবার আগেই ও আপনাকে সতর্ক করে দিয়ে ভালই করেছে।"

মাতাল বলল, "ঈশ্বরের বাহুর দিব্যি, কথাটা ঠিক। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কি এতই বিপজ্জনক? ঈশ্বরের যোগ্য অস্থির নামে দিব্যি করছি, পথে পথে আমি তাকে খুঁজে বেড়াব। বন্ধুগণ, শোন, আমাদের তিন জনের একই মত; এস, আমরা প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাই, একে অপরের ভাই হয়ে যাই। তাহলেই এই ভণ্ড বিশ্বাসঘাতক যমকে আমরা মারতে পারব। ঈশ্বরের নামে বলছি, এত লোককে যে মেরেছে, আজ রাতেই তার মৃত্যু হবে।"

তখন তিনজন একযোগে শপথ নিল, প্রত্যেকেই অপর দুজনের জন্য বাঁচবে এবং মরবে, যেন জন্ম থেকেই তারা তিনটি ভাই। মদের ঝোঁকে লাফ দিয়ে উঠে তারা তিনজন শুঁড়িখানার মালিকের কথিত মত গ্রামের উদ্দেশে

যাত্রা করল। খৃস্টের পবিত্র দেহকে ছিন্নভিন্ন ক'রে তারা নানা রকম ভয়ংকর সব শপথ নিল—ধরতে পারলেই তারা যমকে হত্যা করবে।

আধ মাইল পথ পার হবার আগেই একটা বেড়া পার হতে যাবে এমন সময় একটি গরীব বৃদ্ধের সঙ্গে তাদের দেখা হল। তাদের সবিনয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে বৃদ্ধ বলল, "প্রভুরা, ঈশ্বর আপনাদের রক্ষা করুন!"

তিন মাতালের মধ্যে যে সব চাইতে গর্বিত সে বলে উঠল, "তোমার তো মন্দ ভাগ্য হে বাপু! শুধু মুখটা ছাড়া তোমার আর সবই ঢাকা কেন? তুমি এত বেশী দিন বেঁচে থেকে এত বুড়ো হয়েছ কেন?"

বৃদ্ধ তার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল: "কারণ সুদূর ইণ্ডিয়া পর্যন্ত ভ্রমণ করেও কোন শহরে বা গ্রামে এমন একজন মানুষ আমি পেলাম না যে আমার বার্ধক্যের সঙ্গে তার যৌবনকে বদল করতে ইচ্ছুক। সুতরাং ঈশ্বর যতদিন চাইবেন ততদিন এই বার্ধক্য আমাকে বহন করতেই হবে। হায়, যমও আমাকে নিচ্ছে না। তাই অশান্ত বন্দীর মত আমি ঘুরে বেড়াই, আর আমার মায়ের দরজা এই পৃথিবীর মাটিতে সকাল-সন্ধ্যা আমার লাঠিখানাকে ঠুকে ঠুকে বলি, 'মাগো, আমাকে কোলে নাও: দেখছ না আমার মাংস, ত্বক ও রক্ত কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। হায়, কবে আমার হাড়গুলো জুড়োবে? মা, নিজের গায়ে জড়াবার মত একটা লোমের শার্ট কিনতে আমার শোবার ঘরের সিন্দুকটাও বেচে দিতে হবে।" কিন্তু মা আমাকে সে করুণাটুকুও করছে না: তাই তো আমার মুখ এত বিষণ্ণ ও বলিরেখাংকিত।

"কিন্তু মশায়গণ, আমি যখন কোন খারাপ কথা বলি নি বা খারাপ কাজ করি নি, তখন একজন বৃদ্ধলোকের প্রতি এমন কঠোর ভাষা ব্যবহার করা তো আপনাদের পক্ষে বড়ই অসৌজন্যমূলক। আপনারাই পড়ে দেখতে পারেন পবিত্র গ্রন্থে লেখা আছে: 'সাদা-চুল বৃদ্ধ লোকের সামনে উঠে দাঁড়াবে।" তাই আপনাদের কিঞ্চিৎ উপদেশ দিতে চাই: আপনারা যদি দীর্ঘজীবন লাভ করেন তাহলে আপনাদের বৃদ্ধ বয়সে আপনারা অন্যের কাছ থেকে যে রূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন তার চাইতে খারাপ ব্যবহার কোন বৃদ্ধ লোকের প্রতি করবেন না। পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে যেখানেই যান সেখানেই যেন ঈশ্বর আপনাদের সঙ্গে থাকেন! এবার আমি আমার গন্তব্যস্থানে যাত্রা করি।"

দ্বিতীয় জুয়াড়ি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "না বুড়ো, তোমার যাওয়া হবে না। সেন্ট জনের দিব্যি, এত সহজে তোমাকে ছাড়ছি না! যে বিশ্বাসঘাতক

ধর্ম এ দেশে আমাদের সব বন্ধুদের মেরে ফেলেছে, এই মাত্র তুমি তার কথা বললে। তুমি নিশ্চয় তার গুপ্তচর : আমাদের বলে দাও সে কোথায় আছে. নইলে, ঈশ্বরের ও পবিত্র পুঁথির দিব্যি, তোমার কপালে দুঃখ আছে! ভণ্ড চোর, আমাদের মত যুবকদের হত্যার এই ষড়যন্ত্রে তুমিও নির্ঘাত জড়িত আছ!"

বুড়ো লোকটি জবাব দিল, "মশায়গণ, যমের দেখা যদি সত্যি চান, তাহলে এই বাঁকা পথটা দিয়ে চলে যান, কারণ সেখানে জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছের নীচে তাকে আমি দেখে এসেছি। সে সেখানেই আছে, আপনাদের হুমকির ভয়ে সে লুকিয়ে পড়বে না। ঐ যে ওক গাছটা দেখতে পাচ্ছেন? ঠিক ওখানেই তাকে পাবেন। মানবের উদ্ধারকর্তা ঈশ্বর আপনাদের রক্ষা করুন, আপনাদের সংশোধন করুন!"

বুড়ো লোকটি এই কথা বললে তিন মাতাল ছুটতে ছুটতে ওক গাছের কাছে পৌঁছে গেল। সেখানে তারা প্রায় আট কুশকে গোল গোল সোনার মোহর দেখতে পেল। তখন যমকে খোঁজা মাথায় উঠল। ঝকঝকে চকচকে মোহরগুলো দেখে প্রত্যেকেই এত খুশি হয়ে উঠল যে তারা সেই মূল্যবান সামগ্রির পাশে বসে পড়ল। তাদের মধ্যে যে সব চাইতে খারাপ সেই আগে কথা বলল।

সে বলল, "ভাই সব, আমি যা বলি মন দিয়ে শোন। সব সময় হাসি-তামাশা করলেও আমার যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। আমরা যাতে ফূর্তিতে জীবন কাটাতে পারি সেই জন্যই ভাগ্য আমাদের এই ঐশ্বর্য দিয়েছে ; তাই যেমন অনায়াসে পেয়েছি তেমনি অনায়াসেই আমরা এটা খরচ করব। আঃ, ঈশ্বরের অমূল্য সম্পদ! কে ভেবেছিল যে আজ আমাদের জন্য এমন ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে? এই সোনা যদি আমরা এখান থেকে আমার বাড়িতে অথবা তোমার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি—তুমি তো বুঝতেই পারছ এ সব সোনাই এখন আমাদের,—তাহলে আমরা পরম সুখে দিন কাটাতে পারব। কিন্তু দিনের বেলায় তা তো করা যাবে না। লোকে নিশ্চয় আমাদের ডাকাত ঠাওড়াবে এবং আমাদের নিজস্ব সম্পদের জন্যই আমাদিগকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। খুব সতর্ক হয়ে যথাসম্ভব চুপি চুপি রাতের বেলায় এই সম্পত্তি পাচার করতে হবে। কাজেই আমি প্রস্তাব করি, এস আমাদের মধ্যে খড় টেনে দেখি কোথায় গাঁটটা পড়ে। যার ভাগ্যে গাঁট পড়বে সে তৎক্ষণাৎ ছুটে শহরে গিয়ে আমাদের

জন্য গোপনে রুটি ও মদ নিয়ে আসবে। ইতিমধ্যে বাকি দুজন সতর্কভাবে এই ধন-ভাণ্ডার পাহারা দেব এবং যে শহরে যাবে সে যদি বেশী সময় নষ্ট না করে তাহলে রাত হলেই এই সম্পদ তিনজন একমত হয়ে যেখানে নিয়ে যাওয়া ভাল মনে করব সেখানেই নিয়ে যাব।"

মুঠোর মধ্যে কয়েকগোছা খড় ধরে গাঁটটা কার হাতে পড়ে দেখবার জন্য সে বাকি দুজনকে টানতে বলল। তিন জনের মধ্যে যে ছোট তার ভাগ্যেই গাঁটটা পড়ল এবং সেও সংগে সংগে শহরে রওনা হয়ে গেল। কিন্তু সে চলে যাবার পরেই বাকি দুজনের একজন অপরজনকে বলল, "তুমি তো ভাল করেই জান যে তুমি আমার প্রাণের ভাই; তোমার ভালর জন্যই কয়েকটা কথা তোমাকে বলছি। দেখতেই পাচ্ছ, আমাদের সংগীটি চলে গেছে এবং যে সোনার স্তূপ আমাদের তিনজনের মধ্যে ভাগ করা হবে সেটা এখনও এখানেই রয়েছে। কিন্তু আমি যদি এমন ব্যবস্থা করতে পারি যাতে সোনাটা কেবল মাত্র আমাদের দুজনের মধ্যেই ভাগ করলে চলে তাহলে কি তোমার প্রতি বন্ধুর কাজ করা হবে না?"

দ্বিতীয়জন জবাব দিল: "তা কেমন করে হবে আমি তো বুঝতে পারছি না; সে তো ভাল করেই জানে যে সোনাটা আমাদের দুজনের কাছেই রেখে গেছে। তাহলে আমরা কি করব? তাকে কি বলব?"

প্রথম পাজি লোকটা বলল, "কথাটা গোপন রাখবে তো? তা যদি রাখ, তাহলে কি করা হবে সেটা তোমাকে দু'চার কথায় বলতে পারি।"

দ্বিতীয়জন বলল, "কথা দিচ্ছি, তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব না।"

প্রথমজন বলল, "দেখ এখানে আমরা দুজনে আছি, আর আমরা দু'জন অপর একজনের চাইতে বেশী শক্তিশালী। সে যখন ফিরে এসে বসবে তখনই তুমি উঠে তার সংগে খেলার ছলে হাতাহাতি শুরু করে দেবে। তখন আমিও তার কাছে ছুটে যাব আর সেই ফাঁকে ধস্তাধস্তি করতে করতে তুমি তার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে। ভাইরে, তাহলেই এই সব সোনা আমরা দুজনই ভাগ করে নিতে পারব। দুজনেরই মনস্কামনা পূর্ণ হবে; মনের সুখে যখন খুশি পাশা খেলতে পারব।" এই ভাবে এই দুই পাজি কি ভাবে তৃতীয় জনকে খুন করতে রাজী হল সে তো আপনারা শুনলেন।

কনিষ্ঠ লোকটি শহরে যেতে যেতে ঝকঝকে নতুন মোহরের সৌন্দর্যের কথাই ভাবতে লাগল। বলল, 'হায় প্রভু! এই সব ধনভাণ্ডার যদি আমি একলা পেতাম, তাহলে ঈশ্বরের সিংহাসনের তলে আমার চাইতে সুখী আর কেউ

থাকত না !"

অবশেষে আমাদের শত্রু শয়তান তার মনের মধ্যে এই ধারণা ঢুকিয়ে দিল যে, কিছু বিষ কিনে নিয়ে তাই দিয়ে সে অপর দু'জন সংগীকে হত্যা করবে। কনিষ্ঠটির মনের অবস্থা বুঝেই শয়তান স্থির করল যে তাকে বিপদে ফেলবে। লোকটির পরিষ্কার ইচ্ছা ছিল, অপর দুজনকে হত্যা করবে এবং কখনও অনুশোচনা করবে না। শহরে পৌঁছে বেশী ঘোরাঘুরি না করে সে একজন ঔষধ প্রস্তুতকারীর দোকানে গিয়ে ইঁদুর মারবার জন্য খানিকটা বিষ কিনতে চাইল। তাকে আরও জানাল যে তার বাড়িতে একটা বেজীও আছে, আর সেটা তার মোরগগুলোকে খেয়ে ফেলেছে। তাছাড়া রাতের বেলা পোকা-মাকড় এতই উৎপাত করে যে সেগুলোকে টিট করতে পারলে সে বাঁচে।

ঔষধ প্রস্তুতকারী বলল, "ঈশ্বর আমার আত্মাকে রক্ষা করুন, তোমাকে এমন ঔষধ দেব যা একটা গমের দানার পরিমাণ খেলেই পৃথিবীর যে কোন প্রাণী সংগে সংগে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। হ্যাঁ, এই ঔষধটা এতই তীব্র ও কার্যকর যে এক মাইল পথ হাঁটতে যতটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই সে মারা যাবে।"

সেই দুষ্ট লোকটি বিষের কৌটো হাতে নিয়ে দ্রুত দৌড়ে পরবর্তী রাস্তায় গিয়ে অপর একটি লোকের কাছ থেকে তিনটে বড় বোতল ধার করল। দুটো বোতলে সবটা বিষ ঢেলে দিল, আর তৃতীয় বোতলটা নিজের পানীয়ের জন্য রেখে দিল। সে মনে মনে ঠিক করেছিল, সারা রাত পরিশ্রম করে সব সোনা নিজেই বয়ে নিয়ে যাবে। তারপর সেই মাতাল—তার কপাল মন্দ হোক!—তিনটে বড় বোতল মদে ভর্তি করে সংগীদের কাছে ফিরে গেল।

এ ব্যাপারে আর অধিক বাগাড়ম্বর করে কি হবে? প্রথম দুই মাতাল পরিকল্পনামতই তৃতীয় জনকে আসামাত্রই খুন করল। তারপর একজন বলল, 'এস, এখানে বসে মদ খেয়ে ফুর্তি করে নি। তারপর লাশটাকে কবর দিয়ে দেব।' এখন হল কি, এই কথা বলে বিষ-মেশানো একটা বোতল তুলে নিয়ে সে নিজে খানিকটা পান করে বাকিটা বন্ধুকে দিল। ফলে দুজনই তৎক্ষণাৎ মারা গেল।

মরবার আগে এই দুই হতভাগ্য বিষ-ক্রিয়ার যে বিস্ময়কর লক্ষণগুলি নিজেদের দেহে প্রকাশ হতে দেখল তার পূর্ণ বিবরণ এভিসেন-ও তার পুঁথিতে লিখে গেছে কি না সন্দেহ। এই ভাবে দুই খুনী ও প্রতারক বিষ-প্রয়োগকারী—

তিনজনই মারা গেল।

হায় সর্ব-অপকর্মকারী অভিশপ্ত পাপ! হায় বিশ্বাসঘাতক খুনী! হায় দুষ্টবুদ্ধি! হায় ঔদরিকতা, বিলাসিতা ও দ্যূতক্রিয়া! অভ্যাস ও গর্ব হতে উদ্ভূত হায় অশোভন শপথগ্রহণকারী খৃস্টের নিন্দুক! হায় মানুষ, যে সৃষ্টিকর্তা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে যিনি তোমাকে উদ্ধার করেছেন, তাঁর প্রতি এতদূর প্রতারক ও নিষ্ঠুর তুমি কেমন করে হতে পারলে?

এবার ভালমানুষরা, ঈশ্বর আপনাদের সব রকম অনধিকার হস্তক্ষেপ ক্ষমা করুন, লোভের পাপ থেকে আপনাদের রক্ষা করুন! যতদিন আপনারা আমাকে সোনাদানা, বা রুপোর পেনি, বা রুপোর ব্রোচ, চামচ বা আংটি দান করবেন ততদিন আমার মহৎ ক্ষমা আপনাদের সব বিপদ থেকে দূরে রাখবে। এই পবিত্র পুঁথির সামনে সকলে মাথা নত করুন! আসুন, পত্নীমহোদয়ারা, আপনাদের কিছু পশমী কাপড় আমাকে দান করুন! সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের নাম আমি খাতায় লিখে নেব, আর আপনারাও সুখে স্বর্গে চলে যাবেন। যারা দান করবেন তাদের আমি আমার ক্ষমতাবলে সব পাপ থেকে মুক্ত করে জন্মকালের পবিত্রতায় ফিরিয়ে দেব। দেখুন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, এই ভাবেই আমি প্রচারের কাজ করে থাকি। আমাদের আত্মার চিকিৎসক—যীশু খৃস্ট যেন তাঁর ক্ষমা আপনাদের উপর বর্ষণ করেন, সেই তো শ্রেষ্ঠ পথ: আমি আপনাদের ঠকাব না।

কিন্তু মশায়রা, আমার কাহিনীতে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি: আমার থলিতে এমন সব সূক্ষ্ম প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্ন ও মুক্তির উপায় রয়েছে যা ইংলণ্ডে আর কারও নেই; পোপ নিজের হাতে সেগুলি আমাকে দিয়েছেন। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি ভক্তিভরে পূজা দিতে চান এবং আমার কাছ থেকে মুক্তি পেতে চান, তাহলে এখনি এগিয়ে আসুন, এখানে নতজানু হয়ে বসুন এবং আমার কাছ থেকে মুক্তি গ্রহণ করুন। অথবা পথ চলতে চলতে প্রতি এক মাইল অন্তর অন্তর যতবার আপনারা আমাকে নতুন করে খাঁটি স্বর্ণমুদ্রা ও পেনি দান করবেন ততবারই নতুন করে আমার কাছ থেকে মুক্তি লাভ করতেও পারবেন। আপনাদের সকলের পক্ষেই এটা খুব ভাগ্যের কথা যে গ্রামের পথে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলেও এমন একজন পোপের পেশকার আপনাদের মধ্যে পেয়েছেন যে আপনাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবার মত যথেষ্ট

ক্ষমতা রাখে। হয় তো আপনাদের মধ্যে দু'একজন ঘোড়া থেকে পড়ে ঘাড় ভাঙল। ভাবুন তো, তখন ছোট-বড়, যেই হোক না কেন তার আত্মা যখন দেহ ছেড়ে চলে যাবে তখন তাকে মুক্তি দেবার জন্য যে আমি আপনাদের দলে আছি এটা কত বড় আশ্বাসের কথা।' আমি প্রস্তাব করছি, আমাদের মালিক সরাইওয়ালাই প্রথম এগিয়ে আসুন, কারণ তিনিই সবচাইতে বড় পাপী। আসুন আপনিই প্রথম দান করুন, আর প্রতিটি স্মৃতি-চিহ্নকে চুম্বন করুন। হ্যাঁ, একটা কানাকড়ি দিলেও হবে। খুলুন, খুলুন, আপনার থলির মুখটা খুলুন।

সরাইওয়ালা বলে উঠল, "না, না! তাহলে খৃস্টের অভিশাপ আমার উপর পড়বে! এ সব বন্ধ করুন, এ চলবে না। আপনার অধোদেশ দ্বারা দুর্গন্ধময় দাগ-লাগানো পুরনো পাজামায় আমাকে দিয়ে চুম্বন করিয়ে আপনি বলছেন সেগুলো কোন সাধুর স্মৃতি-চিহ্ন। কিন্তু সেণ্ট হেলেনের ক্রুশের দিব্যি, ঐ সব স্মৃতি-চিহ্ন ও পবিত্র বস্তুর পরিবর্তে হাত পেতে আপনার অণ্ড-কোষদ্বয় নিতেও আমি রাজী। ও দুটোকে কেটে ফেলুন; ওগুলোকে বয়ে নিতে আমি আপনাকে সাহায্য করব। শুকরের বিষ্ঠার মধ্যে ও দুটোকে প্রতিষ্ঠা করা হবে।"

পেশকার জবাবে একটা কথাও বলল না, সে এতই রেগে গেল যে একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বের হল না।

সরাইওয়ালা বলল, "আপনার সঙ্গে বা অন্য কোন রাগী লোকের সঙ্গে আমি আর তামাশা করব না।"

সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য নাইট সকলকেই হাসতে দেখে বলল, "এ সব কথা আর নয়, অনেক হয়েছে। পেশকার মশায়, খুশি হয়ে উঠুন, ফুর্তি করুন। আর মালিক মশায়, আপনি আমার খুব প্রিয় বলেই বলছি, দয়া করে পেশকার মশায়কে চুম্বন করুন। আর পেশকার মশায়, আপনাকেও অনুরোধ করি, কাছে আসুন। আগেকার মতই আসুন আমরা হেসে হেসে খেলা করি।"

সঙ্গে সঙ্গে তারা পরস্পরকে চুম্বন করে ঘোড়ার পিঠে চেপে এগিয়ে চলল। পোপের পেশকারের কাহিনী এখানেই শেষ হল।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসিনীর কাহিনী

দ্বিতীয় সন্ন্যাসিনীর কাহিনীর প্রস্তাবনা: ইংরেজিতে যাকে বলা হয়,

'আইড্‌ল্‌নেস' (অলসতা) এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতার যে দ্বার-রক্ষক—সর্ববিধ পাপের সেই মন্ত্রণাদাত্রী ও ধাত্রীকে পরিহার করে চলতে এবং শয়তান যাতে অলসতার সহায়তায় আমাদের বন্দী করতে না পারে সেজন্য তারই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি অর্থাৎ নিয়মানুগ পরিশ্রমের দ্বারা তাকে পরাভূত করতে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। তার হাজার রকমের কুণ্ডলী সুতোর ফাঁদে আমাদের আটকাবার জন্য সে তো সর্বদাই ওৎ পেতে আছে। যখনই কোন মানুষকে সে আলস্যে দিন কাটাতে দেখে তখনই এত সহজে সে তার জালে তাকে আটকাতে পারে যে যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যি সত্যি তার কোটে টান না পড়ে ততক্ষণ সে বুঝতেই পারে না যে সে শয়তানের খপ্পড়ে পড়ে গেছে। তাই কঠোর পরিশ্রম করা ও অলসতা পরিহার করাই আমাদের কর্তব্য।

মানুষ যদি কখনও মৃত্যুভয়ে ভীত না হত তাহলেও তারা বুদ্ধির বিচারে পরিষ্কার বুঝতে পারত যে অলসতা হচ্ছে একটা পচা মন্থরতা যা থেকে কোন কল্যাণ বা লাভের উদয় হতে পারে না। তারা বুঝতে পারে যে, মন্থরতাই অলসতাকে গলায় দড়ি বেঁধে ধরে রাখে, তাকে ঘুমুতে দেয়, খেতে দেয়, পান করতে দেয় এবং যা কিছু অন্যরা পরিশ্রম করে অর্জন করে সে সবই ভোগ করতে দেয়। এত সব গোলযোগের মূল কারণ এ হেন অলসতা থেকে আমাদের দূরে রাখতে, হে গোলাপ ও পদ্মের মালা বিভূষিতা চিরকুমারী শহীদ সেন্ট সেসিলিয়া, পুরাণ-কথা থেকে তোমার গৌরবোজ্জ্বল জীবন ও আত্মদানের কাহিনীই আমি যথাসাধ্য সঠিকভাবে এখানে অনুবাদ করেছি।

মেরির আবাহন: একেবারে শুরুতে প্রথমেই আমি তোমাকে আবাহন করছি, সব কুমারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমার কথা লিখতে বার্ণার্ড কত না ভালবাসত। তুমি আমাদের মত হতভাগিনীদের সান্ত্বনাদায়িনী, তোমার অন্যতমা কুমারীর মৃত্যুর কথা লিখতে আমাকে সাহায্য কর। তার কাহিনী পড়লেই লোকে জানতে পারবে, সেই কুমারী নিজগুণে শাশ্বত জীবন লাভ করেছিল এবং শয়তানের উপর বিজয়ী হয়েছিল। তুমি একাধারে কুমারী ও মাতা, তোমার পুত্রের তুমি কন্যা, তুমি করুণার রূপস্বরূপ, পাপী আত্মার তুমি নিরাময়, ঈশ্বর সদয় হয়ে তোমার দেহেই আসন নিয়েছিলেন, সর্বজীবের ঊর্ধ্বে হয়েও তুমি বিনীতা, আমাদের চরিত্রকে তুমি এতদূর উন্নত করেছিলে যে মানব-স্রষ্টা নিঃসংশয়ে তাঁর পুত্রকে মানুষেরই রক্ত-মাংসে সজ্জিত করেছিলেন। যে শাশ্বত প্রেম ও পরম শান্তি তিন ভুবনের প্রভু ও পথ-প্রদর্শক

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল নিরবধি কাল যাঁর গুণকীর্তন করে তিনি মানব-দেহ ধারণ করেছিলেন তোমারই দেহের পবিত্র বেদীতে; আর তুমি অকলংক কুমারী, সর্বজীব-স্রষ্টাকে দেহে ধারণ করেও রয়েছ চিরকুমারী। তোমার মধ্যে মহত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্ষমা, সততা ও করুণা যার ফলে শ্রেষ্ঠত্বের সুর্যস্বরূপা তুমি, যারা তোমার কাছে প্রার্থনা করে তাদেরই তুমি সাহায্য কর; শুধু তাই নয় যারা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে দয়াপরবশ হয়ে তুমি তাদের সন্নিধানে গিয়ে তাদের জীবনের চিকিৎসক হয়ে থাক।

হে নম্র, পবিত্র, সুন্দরী কুমারী, বিশ্বের মরুভূমিতে নির্বাসিতা হতভাগিনী আমি, এবার তুমি আমাকে রক্ষা কর। 'ক্যানান'-দেশের সেই স্ত্রীলোকটির কথা মনে কর যে বলেছিল, মালিকের খাবার টেবিল থেকে যে খাবারের টুকরো নীচে পড়ে থাকে পশু-শাবকরা তাই খায়; এবং যদিও আমি ইভ-এর অনুপযুক্ত সন্তান, যদিও আমি পাপী, আমাকে বিশ্বাস কর। সংকর্ম ব্যতিরেকে বিশ্বাস বাঁচতে পারে না, তাই আমি যাতে অন্ধকারতম স্থান থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি সেজন্য যথেষ্ট কাজ করবার মত ক্ষমতা ও সময় আমাকে দাও! তুমি ন্যায়বতী ও করুণাময়ী, যেখানে অবিরাম ঈশ্বর-কীর্তন 'হোসান্না' গীত হয় সেই সর্বোচ্চ স্থানে তুমি আমার সহায় হও। তুমি খৃস্ট-জননী আন-এর প্রিয় দুহিতা! আমার দেহের বন্ধনে কলুষিত এবং পার্থিব কামনায় ও মিথ্যা মায়ায় জর্জরিত আমার বন্দী আত্মাকে তোমার আলোয় উদ্ভাসিত কর। হে সর্বজীবের আশ্রয়স্বরূপা, দুঃখী ও আর্তজনের মুক্তিরূপা, তুমি আমার সহায় হও, কারণ এবার আমি কাজ শুরু করছি।

যারা এই কাহিনী পড়বেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ, কাহিনীটিকে সুকৌশলে লেখার চেষ্টা না করার জন্য তারা যেন আমাকে মার্জনা করেন। কারণ সন্তের প্রতি শ্রদ্ধায় যিনি এই কাহিনী লিখেছেন তার কাছ থেকেই আমি এর বাক্য-সম্পদ ও নীতি-শিক্ষা গ্রহণ করেছি। তার কাহিনীটি অনুসরণ করুন, আর আমার কোথাও ভুল হলে সংশোধন করে নিন।

"উপকথা'য় বর্ণিতমতে ভাই জ্যাকব ভোরাইন কর্তৃক প্রস্তাবিত সেসিলিয়া নামের ব্যাখ্যা: প্রথমেই তার কাহিনীতে যেমনটি পাওয়া যায় ঠিক সেই ভাবে আমি সেন্ট সেসিলিয়া নামের ব্যাখ্যাটি আপনাদের শোনাতে চাই। ইংরেজিতে এর অর্থ হল "স্বর্গ-কমল"; তার নাম ছিল "কমল" যেহেতু তার কুমারীত্ব

ছিল চিরপবিত্র, অথবা যেহেতু সে ছিল শুভ্রতার শ্বেতবর্ণ, বিবেকে সবুজ বর্ণ এবং খ্যাতিতে সুগন্ধ। অথবা সেসিলিয়া মানে হল 'অন্ধের যষ্ঠি," কারণ সংবাণী প্রচারের দ্বারা সে সকলের দৃষ্টান্তস্থল; অথবা এ রকমও লেখা দেখেছি যে, সেসিলিয়া হল heaven ও Leah এই দুটি শব্দের যোগফল; এখানে heaven এর অর্থ ঈশ্বরের ধ্যান এবং Leah-র অর্থ অবিরাম কর্ম।

সেসিলিয়ার অর্থ "অন্ধত্বের অভাব" বললেও ধরা যেতে পারে; তাতে তার জ্ঞানের উজ্জ্বল আলো ও বৈশিষ্ট্যের আভাষ মেলে। অথবা হয় তো এই ভাস্বর কুমারীর নামটি "heaven" এবং "leos" থেকে এসেছে; সে ক্ষেত্রে তাকে যথার্থই বলা যায় "জনগণের স্বর্গ", সমস্ত সং ও সুষ্ঠু কাজের দৃষ্টান্তস্বরূপ, কারণ ইংরেজীতে "Leos" মানে "জনগণ"। মানুষ যেমন আকাশের সর্বত্র সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রদের দেখতে পায়, তেমনই এই মহতী কুমারীর মধ্যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সকলে দেখতে পায় বিশ্বাসের ঔদার্য জ্ঞানের স্পষ্টতা ও নানাবিধ উজ্জ্বল গুণের সমাবেশ। এবং দার্শনিকদের মতে আকাশ যেমন ধাবমান, বৃত্তাকার ও জ্বলন্ত, সুন্দরী পবিত্র সেসিলিয়াও তেমনই সংকর্মে সর্বদাই দ্রুতগতি ও ব্যস্ত, কল্যাণ-কর্মে পরিপূর্ণ ধৈর্যে আত্ম-নিবেদিত, এবং সমুজ্জ্বল স্পষ্টতায় নিয়ত জ্বলন্ত। তার এই নামকরণ কি ভাবে হয়েছিল তা আপনাদের বুঝিয়ে বললাম।

সেন্ট সেসিলিয়ার জীবনী প্রসঙ্গে দ্বিতীয় সন্ন্যাসিনীর কাহিনী শুরু হচ্ছে: তার জীবনীতে লেখা আছে, কিরণময়ী কুমারী সেসিলিয়া একটি সম্ভ্রান্ত রোমক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল; জন্মাবধি সে খৃষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস নিয়েই লালিত-পালিত হয়েছে এবং সর্বদা খৃষ্টের বাণী স্মরণে রেখেছে। আমি এরূপ লিখিত দেখেছি যে, সে কখনও প্রার্থনা থেকে, ঈশ্বরকে ভালবাসা ও ভয় করা থেকে, তার কুমারীত্বকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুনয় করা থেকে বিরত থাকে নি। ভ্যালেরিয়ান নামক একজন যুবকের সঙ্গে তার বিয়ের কথা ছিল। বিয়ের দিন সমাগত হলে অত্যন্ত ভক্তিমতী ও বিনীত স্বভাববশত সে তার ঠিক-ঠিক মাপমত তৈরি সোনালি পোষাকের নীচে একটা চুলের তৈরি জামা পরে নিল। তারপর যখন অর্গ্যান বেজে উঠল তখন একাগ্র মনে সে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গেয়ে উঠল, "হে প্রভু আমার আত্মা ও দেহকে অকলঙ্ক রাখ, তার যেন ধ্বংস না হয়।" এবং দুঃখে বিধ্বস্ত হয়ে

যিনি জীবনদান করেছেন তাঁর প্রতি অনুরাগে সে প্রতি দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনটিতে অনশন করত এবং ভক্তি ভরে সতত তাঁর কাছে প্রার্থনা করত।

রাত হল। এবার তাকে স্বামীর সঙ্গে শুতে যেতে হবে। তখন সে গোপনে স্বামীকে বলল, "ওগো মধুর প্রিয় স্বামী, তুমি যদি শুনতে চাও এবং যদি প্রতিজ্ঞা কর যে কাউকে বলে দেবে না তাহলে সানন্দে তোমাকে একটি গোপন কথা বলব।"

ভ্যালেরিয়ান সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করল, যাই ঘটুক না কেন কখনও কোন অবস্থাতেই গোপন কথাকে সে ফাঁস করবে না। তখন সে স্বামীকে বলল: "একটি দেবদূত আমাকে এত ভালবাসে যে নিদ্রায় অথবা জাগরণে সর্বক্ষণ আমার দেহকে রক্ষা করতে সে প্রস্তুত। তাই এ কথা নিশ্চিত যে সে যদি দেখে তুমি আমাকে ছুঁয়েছ বা আমার দেহকে আদর করেছ তাহলে এমন কি কর্মরত অবস্থায়ই সে তোমাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করবে এবং যৌবনেই তোমার মৃত্যু হবে। কিন্তু তুমি যদি আধ্যাত্মিক ভালবাসা দিয়ে আমাকে পরিচালিত কর তাহলে তোমার সেই পবিত্রতার জন্য সে তোমাকেও আমার মতই ভালবাসবে এবং তার আনন্দ ও উজ্জ্বলতার অংশীদার করবে।"

ভ্যালেরিয়ানও ঈশ্বরের ইচ্ছায় দোষমুক্ত হয়ে জবাব দিল, "তোমাকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে সেই দেবদূতকে আমি দেখতে ও পরীক্ষা করতে চাই; যদি সে সত্য সত্যই দেবদূত হয় তাহলে তোমার অনুরোধমতই আমি কাজ করব। কিন্তু তুমি যদি অপর কোন মানুষকে ভালবাস, তাহলে তোমাদের দুজনকেই এই তরবারির আঘাতে হত্যা করব।

সেসিলিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "তুমি যদি চাও তাহলে খৃস্টে বিশ্বাস রাখলে এবং খৃস্ট ধর্মে দীক্ষা নিলেই তুমি সেই দেবদূতকে দেখতে পাবে। এই শহর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরবর্তী 'এপিয়ান ওয়ে'তে যাও, গিয়ে সেখানকার লোকদের আমি তোমাকে যা এখনি শিখিয়ে দেব তাই বলো। তাদের বলো যে গোপনীয় প্রয়োজনে ও সৎ উদ্দেশ্যে আমি সেসিলিয়া তোমাকে তাদের কাছে পাঠালাম ভালমানুষ বুড়ো আরবান-এর সঙ্গে তোমাকে দেখা করিয়ে দেবার জন্য। সেন্ট আরবান-এর সঙ্গে দেখা হলে আমি তোমাকে যে কথাগুলি বলেছি তা তাকে বলো। তখন সে তোমাকে পাপ থেকে পরিশুদ্ধ করলে সেখান থেকে আসবার আগেই তুমি সেই দেবদূতকে দেখতে পাবে।"

ভ্যালেরিয়ান সেখানে গেল এবং সেসিলিয়ার নির্দেশ মত বৃদ্ধ মহাত্মা

আরবান-কে দেখতে পেল। সে তখন সন্তদের সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। আর বিলম্ব না করে ভ্যালেরিয়ান তৎক্ষণাৎ তার বক্তব্য তাকে জানাল। তার কথা শেষ হতেই আরবান আনন্দে দুই হাত তুলল। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সে বলে উঠল, "হে যীশুখৃস্ট, সর্বশক্তিমান প্রভু, পবিত্র বাণীর বপনকারী, আমাদের সকলের প্রতিপালক, সেসিলিয়ার অন্তরে যে পবিত্রতার বীজ তুমি বপন করেছ তার ফল তুমিই গ্রহণ কর। দেখ, তোমার দাসী ভৃত্য সেসিলিয়া চিরদিন তোমার সেবা করেছে। কখনও প্রতারণা করে নি। কারণ সদ্যবিবাহিত স্বামী যখন সিংহের মত হিংস্র হয়ে উঠেছিল তখন সে তাকে মেষশাবকের মত বিনয়ী করে এখানে তোমার কাছেই পাঠিয়েছে।" এই কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্বেতবস্ত্র পরিহিত একটি বৃদ্ধ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত একখানি পুস্তক হাতে নিয়ে সেখানে এসে ভ্যালেরিয়ানের সম্মুখে দাঁড়াল।

তাকে দেখেই ভ্যালেরিয়ান ভয়ে মরার মত মাটিতে পড়ে গেল, কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি তাকে তুলে ধরে তার বই থেকে এই কথাগুলি পড়তে লাগল: 'সকলের উপরে ও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এক প্রভু, এক ধর্ম, এক ঈশ্বর, এক খৃস্টীয় রাজ্য এবং সকলের একই পিতা।" কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল। পড়া শেষ করে বৃদ্ধ শুধাল, "তুমি এ সব বিশ্বাস করো কি না? হ্যাঁ কি না বল।"

ভ্যালেরিয়ান উত্তর দিল, "আমি বিশ্বাস করি, কারণ আমি জোর দিয়েই বলছি যে আকাশের নীচে জীবিত কোন মানুষই এর চাইতে সত্যতর কিছু কল্পনাও করতে পারে না।" তখন বৃদ্ধ লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল—কোথায় তা ভ্যালেরিয়ান জানে না—এবং পোপ আরবান সেখানেই তাকে খৃস্টধর্মে দীক্ষা দিল।

ভ্যালেরিয়ান বাড়ি ফিরে গেল এবং দেখতে পেল যে দেবদূতকে নিয়ে সেসিলিয়া তার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। দেবদূতের হাতে দুটো মুকুট, একটা পদ্মের ও অন্যটা গোলাপের। আমি যতদূর জানি, সে প্রথমে একটি সেসিলিয়াকে দিল এবং পরে অন্যটি দিল তার স্বামী ভ্যালেরিয়ানকে। দেবদূত বলল: "পবিত্র দেহে ও অকলংক চিত্তে মুকুট দুটিকে সব সময় ভালভাবে রক্ষা করবে। স্বর্গ থেকে এ দুটি তোমাদের জন্য এনেছি; বিশ্বাস করো, মুকুট দুটি কখনও শুকোবে না বা তাদের গন্ধও মিলিয়ে যাবে না; যে নিজে পবিত্র নয় বা পাপকে ঘৃণা না করে সে কখনও এগুলি দেখতেও পাবে না। এখন ভ্যালেরিয়ান, যেহেতু এত দ্রুত তুমি সংবাণীকে গ্রহণ করেছ, তোমার

যা ইচ্ছা তাই প্রার্থনা কর. তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ হবে।"

ভ্যালেরিয়ান উত্তর দিল, "আমার একটি ভাই আছে; পৃথিবীতে অন্য সকলের চাইতে ওকে আমি বেশী ভালবাসি। আমার প্রার্থনা, আমি যেমন সত্যকে জেনেছি, আমার ভাইয়েরও যেন সে সৌভাগ্য হয়।"

দেবদূত বলল, "তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরকে তুষ্ট করেছে; তোমরা দুজনই শহীদের প্রতীক তালপত্র হাতে নিয়ে তাঁর পবিত্র উৎসবে যোগদান করতে আসবে।"

এই কথা বলতে বলতেই ভ্যালেরিয়ানের ভাই টাইবার্টিয়াস ঘরে ঢুকল। গোলাপ ও পদ্মের যে সুগন্ধ তার অন্তরে প্রবেশ করল তা অনুভব করে সে খুব বিস্মিত হয়ে বলল: "গোলাপ ও পদ্মের যে মিষ্টি গন্ধ আমি পাচ্ছি বছরের এই সময়ে সেটা কোথা থেকে আসছে আমি তো ভেবে পাচ্ছি না। কারণ ফুলগুলি আমার হাতে থাকলেও তো তার গন্ধ আমাকে এতটা আচ্ছন্ন করতে পারত না। যে মিষ্টি গন্ধ আমি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছি তা আমাকে একটি স্বতন্ত্র মানুষে পরিবর্তিত করেছে।"

ভ্যালেরিয়ান বলল: "আমাদের দুটি মুকুট আছে, একটি তুষার-সাদা, অন্যটি গোলাপ-রাঙা; মুকুট দুটি জ্বল্ জ্বল্ করছে কিন্তু তা দেখবার ক্ষমতা তোমার চোখের নেই। এখন যে তাদের গন্ধ তুমি পাচ্ছ সেটা আমার প্রার্থনার ফল। তোমার যদি ধর্মে মতি হয় এবং বিনা দ্বিধায় তুমি যদি একমাত্র সত্যকে স্বীকার কর, তাহলেই তুমি মুকুট দুটি দেখতেও পাবে।"

টাইবার্টিয়াস বলল, "সত্যই কি তুমি কথাগুলি আমাকে বলছ, নাকি এ সবই আমি স্বপ্নের ঘোরে শুনছি?"

ভ্যালেরিয়ান বলল, "ভাইটি আমার, এতদিন পর্যন্ত তুমি ও আমি দুজনই স্বপ্নই দেখেছি। কিন্তু এখন এই প্রথম আমরা সত্যে ঘর বাঁধলাম।"

টাইবার্টিয়াস জিজ্ঞাসা করল, "এ কথা তুমি কেমন করে জানলে? কোন্ ঘটনা থেকে?"

ভ্যালেরিয়ান জবাব দিল, "ঈশ্বরের দেবদূত আমাকে যে সত্য শিক্ষা দিয়েছে, মূর্তিকে পরিত্যাগ করে পবিত্র হতে পারলে তুমিও সে সত্যের দর্শন পাবে—অন্যথায় নয়।"

সর্বজনপ্রিয় মহান শিক্ষক সেন্ট অ্যামব্রোস তার ভূমিকায় দুই মুকুটের এই অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ করেছে। গম্ভীরভাবে এর প্রশংসা করে

সে এই ভাবে কথা বলছে : "শহীদের তালপত্র পাবার জন্য সেসিলিয়া ঈশ্বরের দানে পূর্ণ হয়েছিল এবং পৃথিবী থেকে ও তার বিবাহ-শয্যা থেকে দূরে চলে গিয়েছিল ; চোখ মেলে দেখ, ভ্যালেরিয়ান ও টাইবার্টিয়াস সধর্মকে গ্রহণ করছে, আর ঈশ্বর তাঁর উদারতাবশত দেবদূত কর্তৃক আনীত দুটি সুগন্ধ পুষ্প-মুকুট তাদের দান করছেন। এই কুমারী তাদের দুজনকেই স্বর্গীয় আনন্দের পথে নিয়ে গেল। প্রেমের প্রতি অকলংক অনুরাগের যে কী মূল্য এ থেকেই জগৎ সে শিক্ষা লাভ করল।"

তখন সেসিলিয়া টাইবার্টিয়াসকে পরিষ্কার করে খোলাখুলি বুঝিয়ে দিল যে, মূর্তিগুলি সবই মিথ্যা বস্তু, কারণ তারা মূক ও বধির, সে তাকে মূর্তি-পূজা ছেড়ে দিতে বলল। তখন টাইবার্টিয়াস বলল, আমি যদি মিথ্যাবাদী না হই তাহলে বলি, তোমার কথা যে বিশ্বাস না করে সে পশু।"

এ কথা শুনে সেসিলিয়া তার বুকে চুম্বন করল ; সে যে সত্যকে দেখতে পেয়েছে সেজন্য তার খুব আনন্দ হল। তখন এই সর্বজনপ্রিয়, পবিত্র, সুন্দরী কুমারী বলল, "আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে। দেখ, খৃস্টের প্রতি ভালবাসার দরুন আমি যেমন তোমার দাদার স্ত্রী হয়েছি, সেই রকম এই মুহূর্তে তোমাকেও আমার বন্ধুরূপে গ্রহণ করছি, কারণ মূর্তিকে তুমি ঘৃণা কর। এবার তোমার দাদার সঙ্গে যাও, খৃস্টধর্মে দীক্ষা নাও এবং নিজেকে পবিত্র করে তোল যাতে তোমার দাদার বর্ণনামত তুমিও দেবদূতের মুখ দেখতে পাও।"

টাইবার্টিয়াস জবাব দিল, "দাদা, প্রথমেই আমাকে বলে দাও আমি কোথায় যাব ও কার কাছে যাব।"

ভ্যালেরিয়ান বলল, "কার কাছে! নির্ভয়ে চলে এস ; আমি তোমাকে পোপ আরবান-এর কাছে নিয়ে যাব।"

টাইবার্টিয়াস বলল, "পোপ আরবান-এর কাছে ? তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে ?" এ তো বড় আশ্চর্য কথা। তুমি নিশ্চয় সেই আরবান-এর কথা বলছ না যে বার বার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে, যে অনবরত এখানে-সেখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, যে কোথাও মাথা তুলতে সাহস করে না ? তাকে যদি খুঁজে পাওয়া যায়, মানুষ যদি তার হদিস পায় তাহলে তো জ্বলন্ত আগুনে তাকে পুড়িয়ে মারবে!—আর তার দলে থাকার জন্য আমাদেরও মারবে। তার ফলে

স্বর্গের গোপনে লুকিয়ে থাকা দেবত্বকে খুঁজতে গিয়ে এই জগতেই আমরা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাব!"

সেসিলিয়া সাহসের সঙ্গে বলে উঠল, "প্রিয় ভাই আমার, এটাই যদি একমাত্র জীবন হত, যদি আর কোন জীবন না থাকত, তাহলে মানুষ সংগত কারণেই জীবনকে হারাবার ভয় করতে পারত। কিন্তু অন্যত্র এর চাইতে মহত্তর জীবন আছে; নিশ্চিত জেনো, সে জীবন কখনও হারানো চলে না; ঈশ্বর-পুত্র দয়াপরবশ হয়ে সে জীবনের সন্ধান আমাদের দিয়েছেন। ঈশ্বর-পুত্র যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখন বাক্যে ও অলৌকিক ঘটনার সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে মানুষের বেঁচে থাকার মত আর একটা জীবন আছে।"

তখন টাইবার্টিয়াস জবাব দিল, "প্রিয় ভগ্নী, একটু আগেই তুমি বললে না ঈশ্বর এক? কিন্তু এখন তুমি তিন জনের কথা বলছ কেমন করে?"

সেসিলিয়া বলল, "থামবার আগে তাও বুঝিয়ে বলব। মানুষের যেমন তিনটি শক্তি আছে: স্মৃতি, কল্পনা ও বুদ্ধি, ঠিক তেমনি এক দৈব সত্তার মধ্যে তিন ব্যক্তি মিলিত হতে পারে।" তারপর সে আগ্রহের সঙ্গে তাকে খৃস্টের আবির্ভাব, তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও অন্য অনেক বিষয় বুঝিয়ে বলল। পাপে ও ত্রিতাপে দগ্ধ মানুষকে পূর্ণ মুক্তির সন্ধান দিতেই যে ঈশ্বর-পুত্র এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, সে কথাও তাকে বলল। তখন টাইবার্টিয়াস দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ভ্যালেরিয়ানের সঙ্গে পোপ আরবান-এর কাছে গেল; আরবান ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সানন্দে ও পুলকিত চিত্তে তাকে খৃস্টধর্মে দীক্ষা দিল এবং সাধ্যমত তাকে একজন ঈশ্বরের নাইট বানিয়ে দিল। এই ঘটনার পরে টাইবার্টিয়াস এমন শক্তি লাভ করল যে বাস্তব জগতেই সে প্রতিদিন ঈশ্বরের দেবদূতকে দেখতে লাগল। আর ঈশ্বরের কাছে সে যখন যে প্রার্থনা জানাত তাই দ্রুত পূর্ণ হত।

এই তিনটি প্রাণীর জন্য যীশু যে সব অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়েছেন পরপর তার বিবরণ দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু—গল্পটিকে সংক্ষেপ করেই বলি—রোমের আইন-কর্মীরা তাদের খুঁজে বের করে প্রিফেক্ট আলমাকিউস-এর সামনে হাজির করল। প্রিফেক্ট তাদের যথারীতি জেরা করল, তাদের মতামত জেনে নিল এবং তাদের জুপিটারের মূর্তির কাছে নিয়ে আদেশ দিল, "যে এখানে পূজা না দেবে তার শিরশ্ছেদ কর।" তৎক্ষণাৎ প্রিফেক্টের সহকারী ও করণিক ম্যাক্সিমাস ঐ তিনজন শহীদকে হাজতে নিয়ে গেল।

তিনটি সন্তকে নিয়ে যাবার সময় তাদের প্রতি করুণায় সেও কাঁদতে লাগল।

তাদের সব কথা শুনে ম্যাক্সিমাস জল্লাদদের অনুমতি নিয়ে তিনজনকেই নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল আর রাত হবার আগেই তাদের প্রচারকার্যের দ্বারা জল্লাদগণ, ম্যাক্সিমাস ও তার পরিবারের প্রতিটি মানুষ মিথ্যা ধর্ম থেকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে রূপান্তরিত হল। তারপর রাত হল। যে পুরোহিতরা তাদের দীক্ষা দিয়েছিল সেসিলিয়া তাদের সকলকে একত্র করল। রাত ভোর হলে সে গম্ভীর ভাবে তাদের বলল, "খৃস্টের আপনজন, প্রিয় নাইটগণ, অন্ধকারের সব কাজ দূরে ফেলে আলোর বর্মে নিজেদের সুরক্ষিত কর। এক মহাযুদ্ধ তোমরা করেছ; তোমাদের কর্তব্য শেষ হয়েছে; নিজ ধর্মকে তোমরা রক্ষা করেছ। জীবনের অবিনশ্বর মুকুট গ্রহণ কর; যে ন্যায় বিচারকের সেবা তোমরা করেছ তিনিই তোমাদের সেই প্রাপ্য পুরস্কার দান করবেন।"

এই সব ঘটনার পরে কর্তব্যরত কর্মচারিরা নির্দেশমত পূজা-অনুষ্ঠানের জন্য খৃস্টানদের যথাস্থানে নিয়ে গেল; সেখানে উপস্থিত হয়ে—দ্রুত গল্পের উপসংহারে পৌঁছতে সংক্ষেপে বলছি—তারা ধূপ-ধুনো পোড়াতে বা বলি দিতে অস্বীকার করল; বরং বিনম্র চিত্তে ও একান্ত ভক্তিতে নতজানু হল। ভ্যালেরিয়ান ও টাইবার্টিয়াসের মাথা কেটে ফেলা হল, আর তাদের আত্মা পরম করুণাময়ের কাছে চলে গেল।

ম্যাক্সিমাস এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল। করুণ অশ্রুজলের সঙ্গে সে বলতে লাগল কেমন করে তার চোখের সামনে আলোকোজ্জ্বল দেবদূতদের সঙ্গে নিয়ে তাদের আত্মারা স্বর্গে চলে গেল। তার কথা শুনে আরও অনেকে ধর্মান্তর গ্রহণ করল। তার ফলে আল্মাকিয়ুসের আদেশে শিসের চাবুক দিয়ে তাকে এমন ভাবে মারা হল যে তাতেই তার মৃত্যু হল। সেসিলিয়া তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে গিয়ে সমাধি-ফলকের নীচে ভ্যালেরিয়ান ও টাইবার্টিয়াসের পাশেই তাকে পরম আদরে সমাধিস্থ করল। ক্রুদ্ধ আল্মাকিয়ুস সঙ্গে সঙ্গে তার লোকজনদের আদেশ দিল, সেসিলিয়াকে ধরে নিয়ে তার সামনে প্রকাশ্যে জুপিটারের উদ্দেশে বলি দিতে ও ধূপ-ধুনো পোড়াতে বাধ্য করা হোক। কিন্তু সেসিলিয়ার বিজ্ঞ বাণী শুনে তারাও ধর্মান্তর গ্রহণ করল এবং উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে তার প্রতিটি কথায় পূর্ণ বিশ্বাস রেখে বার বার বলতে লাগল, "ঈশ্বর-পুত্র খৃস্টের কাছে কোন ভেদাভেদ নেই:

তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর; তাঁর ভক্ত তাঁকে সব সময় অনুসরণ করে চলে—একান্তভাবে আমরা এ সবই বিশ্বাস করি। এর জন্য যদি আমাদের মৃত্যু হয় তবু এ কথা আমরা একবাক্যে ঘোষণা করছি।"

এই সব শুনে আলমাকিয়ুস হুকুম দিল, সেসিলিয়াকে তার কাছে হাজির করা হোক, সে তাকে দেখবে। তারপর প্রথমেই সে এই প্রশ্ন করল: "তুমি কেমন মেয়েমানুষ?"

সে উত্তর দিল, "আমি ভদ্রবংশের মেয়ে।"

আলমাকিয়ুস বলল, "তোমার কাছে দুঃখজনক হলেও এবার জিজ্ঞাসা করছি, তোমার ধর্ম কি, তোমার বিশ্বাস কি।"

সে জবাব দিল, 'আপনি বোকার মত প্রশ্ন করেছেন; একই প্রশ্নের যেন দুটি জবাব চেয়েছেন; আপনার প্রশ্ন অর্থহীন।"

তার উত্তরে আলমাকিয়ুস বলল, "এ রকম রূঢ়ভাবে জবাব দেবার সাহস তুমি কোথায় পেলে?

সে জবাব দিল, "কোথায় পেলাম? পেলাম আমার বিবেক আর আন্তরিক বিশ্বাসের কাছে।"

আলমাকিয়ুস বলল, "আমার কত ক্ষমতা তুমি জান?"

সে জবাব দিল, "আপনার ক্ষমতাকে ভয় পাবার কিছুই নেই, কারণ প্রত্যেক মানুষের ক্ষমতাই বাতাস-ভরা বেলুন ছাড়া আর কিছুই নয়: সম্পূর্ণ ফুলিয়ে দেবার পরে একটি মাত্র সূঁচের খোঁচাতেই একেবারে চুপসে যাবে।"

আলমাকিয়ুস বলল, "তুমি ভুল করে শুরু করেছ এবং ভুলের পথেই চলেছ। তুমি কি জান না, আমাদের শক্তিমান মহান রাজপুত্ররা এই মর্মে এক বিশেষ আদেশ জারী করেছেন যে, খৃস্টধর্ম পরিত্যাগ না করলে প্রতিটি খৃস্টানকে শাস্তি দেওয়া হবে, আর সে-ধর্ম পরিত্যাগ করলেই তাকে মুক্তি দেওয়া হবে?"

সেসিলিয়া জবাব দিল, "আপনাদের অভিজাত লোকদের মতই আপনাদের যুবরাজরাও ভুল করছে। ভুল বিচারের দ্বারা আপনি আমাদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু এটা ঠিক নয়। আপনি জানেন আমরা নির্দোষ, কিন্তু যেহেতু আমরা খৃস্টকে শ্রদ্ধা করি এবং নিজেদের খৃস্টান বলি, তাই একটা অপরাধের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। কিন্তু আমরা জানি

'খৃস্টান' কথাটার মধ্যেই কত পুণ্য আছে, তাই তো ওটা ত্যাগ করতে পারি না"

আলমাকিয়ুস বলল, "দুটোর একটা বেছে নাও : হয় পুজা নিবেদন কর, নয় তো খৃস্টধর্ম পরিত্যাগ কর, কারণ তোমাদের মুক্তির সেটাই পথ।"

তখন পুণ্যাত্মা পবিত্র কুমারী হেসে বিচারককে বলল, "হে বিচারক, ভ্রমে হতবুদ্ধি হয়ে আপনি কি চান যে আমি নিষ্পাপকে পরিত্যাগ করে একটি দুষ্ট মানুষে পরিণত হব ? আপনারা দেখুন, এই বিচারক প্রকাশ্যে মানুষকে ঠকাচ্ছেন। রায় ঘোষণার বেলায় তিনি কড়া চোখে তাকাচ্ছেন আর পাগলের মত বক-বক করছেন!"

আলমাকিয়ুস তখন বলল, "হতভাগিনী মূর্খ, আমার শক্তি কতদূর যেতে পারে তা কি তুমি বুঝতে পারছ না?" আমাদের যুবরাজরা কি জনগণের জীবণ-মরণের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমার হাতে তুলে দেন নি? তাহলে আমার সঙ্গে এ রকম উদ্ধত ভঙ্গীতে কথাবার্তা বলছ কেন?"

সে বলল, "গর্বিতভাবে নয়, দৃঢ়তার সঙ্গে আমি কথা বলছি মাত্র। আত্মপক্ষ সমর্থনে আমি বলতে চাই যে, অহংকারের মত মারাত্মক পাপকে আমরা ঘৃণা করি। আর আপনি যদি সত্য কথা শুনতে ভয় না পান তাহলে আমি প্রকাশ্যেই খোলাখুলি ভাবে প্রমাণ করে দেব যে আপনি মিথ্যা কথা বলেছেন। আপনি বলেছেন যে যুবরাজরা জনগণকে মেরে ফেলবার এবং বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতা আপনাকে দিয়েছে, কিন্তু আপনি তো শুধু জীবন নিতেই পারেন, আর কোন ক্ষমতা বা অধিকার আপনার নেই। আপনি শুধু বলতে পারেন, যুবরাজরা আপনাকে মৃত্যুর মন্ত্রী বানিয়েছেন, কিন্তু আপনি যদি তার বেশী দাবী করেন তাহলে আপনার পক্ষে মিথ্যা বলা হবে, কারণ আপনার ক্ষমতা সেখানে অসহায়।"

আলমাকিয়ুস বলল, "ও সব সাহসিকতা ছেড়ে যাবার আগে আমাদের দেবতাদের সামনে পুজো দাও! তুমি আমাকে কি দোষ দিচ্ছ তাতে আমার কিছু যায় আসে না, কারণ সে সবই আমি দার্শনিকের মত সহ্য করতে পারি। কিন্তু আমাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে তুমি এখানে যা বলবে তা আমি সহ্য করব না।"

সেসিলিয়া জবাব দিল : "হায় নির্বোধ জীব। যখন থেকে আপনি কথা বলছেন তখন থেকে আপনার প্রতিটি কথা থেকেই আমি আপনার বোকামি

ধরে ফেলেছি ; সর্ববিষয়েই আপনি যে একজন অজ্ঞ কর্মচারি ও অহংকারী বিচারক তাও বুঝতে আমার বাকি নেই। আপনার চোখের সামনে যা কিছু আসে সে সব কিছুর প্রতিই আপনি অন্ধ, কারণ আমরা যে জিনিসকে পাথর দেখি এবং অন্য সকলেও তাই বলবে,—সেই পাথরকেই আপনি বলেন দেবতা। যেহেতু আপনার অন্ধ চোখে আপনি দেখতে পান না, তাই আমি পরামর্শ দিচ্ছি, এটার উপর হাত রাখুন, এটার স্বাদ গ্রহণ করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে এটা পাথর। লোকে আপনাকে ঠাট্টা করবে, আপনার নির্বুদ্ধিতা দেখে হাসবে সেটা সত্যি লজ্জার ব্যাপার। কারণ সর্বত্রই মানুষ সকলের আগে এই কথাটাই জানে যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থাকেন সুদূরে স্বর্গলোকে, আর আপনি নিজেই তো দেখতে পাচ্ছেন যে এই মূর্তিগুলো আপনারও কোন কাজে লাগে না বা নিজেদেরও কোন কাজে লাগে না, কারণ আসলে তাদের কোন মূল্য নেই।"

সে এই রকম আরও অনেক কথা বলতে লাগল, আর লোকটি ক্রুদ্ধ হয়ে সেসিলিয়াকে তার বাসভবনে নিয়ে যেতে লোকজনদের আদেশ করল। সে আরও আদেশ দিল, "রক্তিম অগ্নিশিখার পাত্রে একে পুড়িয়ে মার।" যেমন আদেশ তেমনই কাজ। সকলে মিলে তাকে একটা পাত্রে শক্ত করে বেঁধে দিন-রাত তার নীচে আগুন জ্বালিয়ে রাখল। কিন্তু আগুন এবং পাত্রের উত্তাপ সত্ত্বেও দীর্ঘ রাত ও দিন সে যন্ত্রণাহীন শীতল শয্যায় কাটিয়ে দিল ; এত গরমেও তার দেহে একবিন্দু ঘাম জমল না। কিন্তু সেই পাত্রেই তাকে জীবন দিতে বাধ্য করা হল, কারণ আলমাকিয়ুস সেই কু-উদ্দেশ্যেই তার লোককে সেখানে পাঠাল সেসিলিয়াকে হত্যা করতে। সেই জল্লাদ তিন বার তার গলায় আঘাত করল, কিন্তু তবু কিছুতেই তার গলা কাটতে পারল না। এবং যেহেতু তৎকালে একটি বিশেষ আইন বলবৎ ছিল যে কোন মানুষকেই আস্তে বা জোরে চতুর্থবার আঘাত করা চলবে না, সেই হেতু জল্লাদ সে কাজ করতে সাহস পেল না ; গলা-কাটা অবস্থায় তাকে অর্ধ-মৃত রেখে সে চলে গেল।

যে সব খৃস্টান তার সঙ্গে ছিল তারা কাপড় দিয়ে বেঁধে রক্ত-পড়া বন্ধ করল। এই যন্ত্রণার মধ্যেও সে তিন দিন বেঁচে ছিল এবং যাদের সে ধর্মান্তরিত করেছিল তাদের সারাক্ষণ উপদেশ দেওয়া থেকে কখনও বিরত হয় নি। সে তাদের অনেক বাণী শোনাল, নিজের যা কিছু ছিল সব তাদের দিয়ে দিল এবং তাদের সকলকে পোপ আরবানের হাতে সমর্পণ করে দিয়ে

বলল, "আমি চলে যাবার আগে এদের যাতে আপনার হাতে দিয়ে যেতে পারি এবং আমার এই বাস-ভবনকে একটি স্থায়ী গীর্জায় রূপান্তরিত করতে পারি, সেই জন্য স্বর্গের রাজার কাছে আমি তিনদিন সময় চেয়েছিলাম।"

সেন্ট আরবান অন্য পুরোহিতদের সঙ্গে নিয়ে রাত্রিকালে গোপনে তার দেহ বয়ে এনে অন্য সন্তদের পাশে সসম্মানে সমাধিস্থ করল। তার বাস-ভবনের নামকরণ করা হল সেন্ট সেসিলিয়ার গীর্জা। সেন্ট আরবান গীর্জাটিকে উৎসর্গ করল, কারণ এ কাজের পক্ষে সেই তো উপযুক্ত লোক। আজও মানুষ সেই গীর্জায় খৃস্ট ও তাঁর সন্তদের উদ্দেশ্যে যথাযথভাবে প্রার্থনা জানায়। দ্বিতীয় সন্ন্যাসিনীর কাহিনী এখানেই শেষ হল।

যাজক-ভৃত্যের কাহিনী

যাজক-ভৃত্যের কাহিনীর প্রস্তাবনা : সেন্ট সেসিলিয়ার জীবন-কাহিনী সমাপ্ত হবার পরে আমরা পাঁচ মাইলও অগ্রসর হই নি এমন সময় সাদা জোব্বার উপরে কালো পোষাক পরা একটি লোক "বার্টন-আণ্ডার-ব্লিন"-এ আমাদের ধরে ফেলল। তার কালো ফুটকিযুক্ত ধূসর রঙের ঘোড়াটি এতই ঘেমে উঠেছিল যে দেখলে অবাক হতে হয়। মনে হল, পাক্কা তিন মাইল পথ ঘোড়াটাকে তীব্র গতিতে ছুটিয়ে আনা হয়েছে। আর যে ঘোড়ায় চড়ে তার চাকর এসেছিল সেটাও এত ঘেমেছিল যে আর যেন হাঁটতেও পারছিল না। মুখের ফেনা কলারের কাছটাতে ঘন হয়ে জমেছিল ; বস্তুত ঘোড়াটার সারা শরীরে এত ফেনা জমেছিল যে তাকে একটা ছাতাড়ে পাখির মত দেখাচ্ছিল। ঘোড়ার পিঠে একটা ভাঁজ-করা বস্তা চাপান ছিল, ভৃত্যটির সঙ্গে আর বিশেষ কিছু ছিল না।

ভদ্রলোকটি গ্রীষ্মকালের উপযোগী হাল্কা পোষাকে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসেছিল। প্রথমে আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না লোকটি কি। পরে যখন নজরে পড়ল যে তার মস্তকাবরণটি জোব্বার সঙ্গে সেলাই করা তখন অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলাম যে সে নিশ্চয় গীর্জার যাজক। তার টুপিটা একটা দড়ি দিয়ে পিঠের সঙ্গে বাঁধা, কারণ সে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে বা দুলকি চালে আসে নি, এসেছে পাগলের মত দুরন্ত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে। ঘাম আটকাবার জন্য এবং মাথার উপর থেকে সূর্যকে আড়াল করবার জন্য তার

মস্তকাবরণের নীচে একটা মস্ত বড় বার্ডক-পাতা আটকানো ছিল। কলা-পাতা ও আলকুশী-পাতা ভর্তি ভাটি-যন্ত্র থেকে যে ভাবে রস চুঁইয়ে পড়ে তার কপাল থেকেও ঠিক সেই ভাবে ঘাম ঝড়ে পড়ছিল।

আমাদের কাছাকাছি পেঁছে লোকটি চীৎকার করে বলতে লাগল, "ঈশ্বর এই আমুদে দলটিকে রক্ষা করুন! আপনাদের জন্যই আমি ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছি, কারণ আমার ইচ্ছাই ছিল আপনাদের ধরে ফেলে এ রকম একটা স্ফূর্তিবাজ দলের সঙ্গে একত্রে ঘোড়ায় চড়ে যাব।"

তার চাকরটিও পরিপূর্ণ শিষ্টতার সঙ্গে বলল, "মশায়গণ, আজ সকালেই যখন দেখলাম আপনারা সরাইখানা থেকে যাত্রা করেছেন তখনই গিয়ে আমার মনিবকে সে কথা বললাম, কারণ মনের সুখে আপনাদের সঙ্গী হতে তিনি খুবই আগ্রহী ; লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে তিনি ভালবাসেন।"

আমাদের সরাইওয়ালা বলল, "বন্ধু, ওকে বলে দেবার জন্য ঈশ্বর তোমাকে সৌভাগ্য দান করুন! আমার তো মনে হয়, তোমার মনিব জ্ঞানী মানুষ। আমি শপথ করে বলছি, তিনি বেশ ফূর্তিবাজও। তিনি কি এই দলবলকে খুশি করবার জন্য দু'একটি মজার গল্প বলতে পারবেন?"

"কার কথা বলছেন স্যার? আমার মনিব? নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমোদ-ফূর্তির ব্যাপারে তিনি যে অনেক কিছু জানেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিশ্বাস করুন স্যার, তাকে যদি আপনি আমার মত ভালভাবে জানতেন তাহলে নানা ধরনের কাজ তিনি যে কত ভাল ভাবে কি রকম কৌশলের সঙ্গে করতে পারেন তা দেখে আপনি আশ্চর্য হয়ে যেতেন। তিনি এমন সব বড় বড় কাজের ভার গ্রহণ করছেন যা তাঁর কাছ থেকে শিখে না নিলে আর কারও পক্ষে করা খুব শক্ত। খুবই অনাড়ম্বর ভাবে তিনি আপনাদের সঙ্গে চলেছেন; কিন্তু পরিচয় হলে বুঝতে পারবেন সঙ্গী হিসাবেও তিনি ভাল। অনেক অর্থের বিনিময়েও আপনারা তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাইবেন না ; এ ব্যাপারে আমি আমার সর্বস্ব বাজী রাখতে পারি। তিনি অত্যন্ত বিবেচক লোক ; আগেই বলে রাখছি, তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ লোক।"

আমাদের সরাইওয়ালা বলল, "দেখ, দয়া করে একটা কথা বল তো ; তিনি কি পাদরি, না অন্য কিছু? আসলে তিনি কি?"

ভৃত্যটি বলল, "না, তিনি পাদরির চাইতেও বড় তো বটেই। অল্প কথায় আমি তাঁর গুণাবলীর কথা বলছি। আমি বলছি আমার মনিবের এত

ক্ষমতা—যদিও তাঁর কাজকর্মে আমি তাঁকে কিছু কিছু সাহায্য করে থাকি, তথাপি তার সব ক্ষমতার কথা আপনারা আমার কাছ থেকেও জানতে পারবেন না—যে এখান থেকে ক্যান্টারবেরি পর্যন্ত যে-পথ দিয়ে আপনারা ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন সেই সারা পথটাই তিনি একেবারে বদলে দিয়ে তাকে সোনা-রুপো দিয়ে মুড়ে দিতে পারেন।"

ভৃত্যটি এই কথা বললে আমাদের সরাইওয়ালা সানন্দে বলে উঠল, "তুমি ধন্য! তোমার মনিব এত বড় একজন জ্ঞানী মানুষ যে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন, অথচ নিজের মর্যাদার প্রতি তাঁর এতটুকু নজর নেই; এটা আমার কাছে খুবই বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে। যেহেতু আমি উন্নতির আশা রাখি তাই ঠিক কথাই বলছি যে, তাঁর মত একজন লোকের পক্ষে তাঁর কোটটি খুবই কম দামী। ওটা তো আগাগোড়া ময়লা আর ছেঁড়া। তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, তোমার বর্ণনামত সব কাজ যখন তিনি করতে পারেন তখন তো নিশ্চয় আরও ভাল পোষাক পরিচ্ছদও কিনতে পারেন, তাহলে তিনি সে বিষয়ে এত উদাসীন কেন? তোমাকে অনুরোধ করছি, সে কথা বল।"

ভৃত্যটি বলল, "কেন? সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? তবু ঈশ্বর আমার সহায় হোন, আমার মনিবের কখনও উন্নতি হবে না! (কিন্তু আমার কথা আমি সকলের কাছে প্রচার করতে চাই না; তাই আপনাকে অনুরোধ করছি। কথাগুলি গোপন রাখবেন)। সত্যি কথা বলতে কি, আমি মনে করি তিনি একটু বেশী মাত্রায় জ্ঞানী। পাদরিরা বলেন, কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ঠিক নয়; ওটা একটা দোষ। সুতরাং সে দিক থেকে তাঁকে আমি জ্ঞানহীন ও নির্বোধ মনে করি। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে কোন মানুষের যদি মাত্রাতিরিক্ত বুদ্ধি থাকে তাহলে সে তার অপব্যবহার করে। আমার মনিবও প্রায়ই তাই করেন, আর তাতে আমি মনে কষ্ট পাই। ঈশ্বর এটা সংশোধন করুন! আপনাকে এর বেশী কিছু বলতে পারব না।"

আমাদের সরাইওয়ালা বলল, "ঠিক আছে ভাই। কিন্তু যেহেতু মনিবের কলা-কৌশলের কথা তুমি ভালই জান, সেই জন্য আমাদের বল, এত কুশলী ও ধূর্ত হয়েও তোমার মনিবের দিনকাল কেমন যাচ্ছে? এটা আমার বিশেষ অনুরোধ। যদি আপত্তি না থাকে তো বল, তোমরা কোথায় থাক?"

সে বলল, "একটা শহরের উপকণ্ঠে। প্রকাশ্যে মুখ দেখাতে যারা ভয় পায় তাদের মতই যে সব চোর-ডাকাত স্বভাবতই রাস্তার মোড়ে ও কানা

গলিতে গোপনে ও সভয়ে জমায়েত হয় আমরাও সেখানেই লুকিয়ে থাকি। সত্যি কথা বললে এই আমাদের ব্যবস্থা।"

সরাইওয়ালা বলল, "এবার অন্য কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার মুখ এ রকম ঝলসে গেছে কেন?"

সে বলে উঠল, "সেন্ট পিটার! আমার পোড়া কপাল! আমাকে এত বেশী আগুনে ফুঁ দিতে হয় যে আমার রংই পাল্টে গেছে। আমার তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করার অভ্যাস নেই; বরং ধাতুর রূপান্তর ঘটানোর ব্যাপারে দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আমরা অনবরত আগুনের চারধারে ছুটোছুটি করি, তার উপর ঝুঁকে থাকি; কিন্তু সব চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয় না; শেষ পর্যন্ত সব চেষ্টাই বিফল হয়। লোককে ধোঁকা দিয়ে আমরা সোনা কর্জ করি—এক পাউণ্ড, দু পাউণ্ড, বা দশ-বারো, বা তার অনেক গুণ বেশী—এবং তাদের বোঝাই যে অন্তত এক পাউণ্ডকে দু পাউণ্ড করে দিতে পারবই। অথচ সবই ভাঁওতা; কিন্তু আমরা সব সময়ই আশা করি যে সফল হব, আর তাই অনবরত হাতড়াতে থাকি। কিন্তু সে বিজ্ঞানটি আমাদের নাগালের এত বাইরে যে আমরা তাকে ধরতেই পারছি না, যদিও বার বার আমাদের হাত থেকে ফস্কে যাচ্ছে বলেই আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি যে একদিন না একদিন তাকে ধরবই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর ফলে আমরা ভিখারি হয়ে যাব।"

ভৃত্যটি যখন এই সব বলছিল তখন যাজকটি তার কাছে এগিয়ে এসে সব কথা শুনতে লাগল, কারণ যাজকটি সব সময়ই অন্যের কথাবার্তাকে সন্দেহ করে। কেটো ঠিকই বলেছেন, দোষী ব্যক্তি মনে করে যে সকলেই তার সম্পর্কে কথা বলছে। সেই জন্যই যাজকটি চাকরের সব কথা শুনবার জন্য আরও কাছে এগিয়ে গেল। তারপর বলল, "চুপ কর, আর একটি কথাও বলো না; যদি বল, তাহলে বিষম ফল ভোগ করতে হবে। এই সব লোকদের কাছে তুমি আমার নিন্দা করছ, আর যা তোমার লুকিয়ে রাখা উচিত তাই প্রকাশ করে দিচ্ছ।"

আমাদের সরাইওয়ালা বলল, "তুমি বলে যাও, যা হবার তা হবে। ওর ভয়কে একটুও আমল দিও না!"

যাজক যখন দেখল যে তার কথামত কাজ হবে না, আর চাকরটি তার সব গোপন কথা ফাঁস করে দেবে, তখন দুঃখে ও লজ্জায় সেখান থেকে সে

পালিয়ে গেল।

ভৃত্যটি বলল, "আঃ! এবার বেশ মজা হবে। এখনই আপনাদের আমি যা জানি সব বলব, কারণ উনি তো পালিয়েছেন—পাপাত্মা শয়তান ওকে মারুক! কারণ আপনাদের কাছে এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থেকে ওর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখব না—এক পেনির জন্যও নয়, এক পাউণ্ডের জন্যও নয়। যে লোক আমাকে প্রথম এই খেলায় নামিয়েছিল মৃত্যুর আগেই তার মাথায় যেন অসম্মান ও দুঃখ নেমে আসে। কারণ আমার ধর্মের দিব্যি, এ কাজ আমার পক্ষে অন্যায়, যে যাই বলুক, আমি সে কথা ভালই জানি। তথাপি অনেক ব্যথা, বেদনা, দুঃখ, পরিশ্রম ও মন্দভাগ্য সত্ত্বেও এ কাজ আমি ছাড়তে পারি না। এবার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সে-শিল্পের সব বিবরণ আপনাদের বলবার মত যথেষ্ট বুদ্ধি যেন তিনি আমাকে দেন। যাই হোক, কিছু কিছু আপনাদের বলছি। মনিব যখন চলে গেছেন, তখন কিছুই লুকোব না। আমি যা কিছু জানি সব বলব। যাজক-ভৃত্যের কাহিনীর প্রস্তাবনা এখানেই শেষ হল।

যাজক-ভৃত্যের কাহিনী এখানেই শুরু হচ্ছে। প্রথম অংশ: সাত বছর হল আমি এই যাজকের কাছে আছি, কিন্তু তাঁর এত জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আমার অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি; ফলে আমার যা কিছু ছিল সব গেছে, এবং ঈশ্বর জানেন, আরও অনেকেরই সর্বস্ব গেছে। একসময় আমি ঝলমলে পোষাক ও অন্যান্য ভাল-ভাল জিনিস ব্যবহার করতাম, কিন্তু এখন আমাকে মাথায় মোজা জড়াতে হচ্ছে। এক সময়ে আমার গায়ের রং ছিল গৌর ও রক্তিম, আর আজ হয়েছে ফ্যাকাসে ও সিসে-রং—এ শিল্পের চর্চা যে করবে তাকে শেষটায় পস্তাতে হবে! আর এত পরিশ্রম করেও আমার চোখে ঠুলি পরানো হয়েছে। এই তো ধাতুকে রূপান্তর করার সুবিধা! এই অ-ধরা বিজ্ঞান আমাকে এমন অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে যে আমি যেখানেই হাত পাতি সেখানেই সব ফাঁকা। আর তার ফলে সোনা সংগ্রহ করতে আমাকে এত ঋণ করতে হয়েছে যে জীবনে তা শোধ করতে পারব না। আমাকে দেখে অন্য সকলে সতর্ক হোক! এই বিজ্ঞানের অনুশীলনে যেই হাত দেবে, এ-পথ না ছাড়লে সেই শেষ হয়ে যাবে। কারণ, ঈশ্বর আমার সহায় হোন, এ-কাজে সে কখনও লাভবান হবে না, বরং তার থলে শূন্য হয়ে যাবে, তার বুদ্ধি ভোঁতা

হয়ে যাবে। এবং নিজের পাগলামি ও বোকামির ফলে এই বিপজ্জনক ব্যবসাতে সে যখন সর্বস্বান্ত হবে তখন সে অপরকে দলে টানবে, আর তার মতই তাদেরও যথাসর্বস্ব যাবে। কারণ বন্ধুজনকে বিপদে ও দুর্ভাগ্যে পতিত হতে দেখলে দুষ্ট লোকরা খুশি হয়, আনন্দ পায়। একদা এক পাদরির কাছ থেকে এ কথাটা আমি শিখেছিলাম। কিন্তু সে কথা থাক; এবার আমাদের কাজের কথায় যাই।

আমাদের এই শয়তানী শিল্পের অনুশীলনের জায়গায় গিয়ে আমরা এমন সব আশ্চর্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করি যে সে সব শুনলে আমাদের খুব পণ্ডিত লোক মনে হয়। আগুনে ফুঁ দিতে দিতে আমার বুক অবশ হয়ে আসে। যে সব মাল-মশলা নিয়ে আমরা কাজ করি—যেমন হয় তো পাঁচ-ছ' আউন্স রুপো, বা অন্য কোন মাপের রুপো—তাদের আনুপাতিক হার বলে আর কি হবে; তার চাইতে বরং বলি সেই সব জিনিসের নাম, যেমন আর্সেনিক ট্রাইসালফাইড, পোড়া হাড়, এবং লোহা-চূর্ণ; অথবা বলি, কেমন করে উপরি-উক্ত চূর্ণের সঙ্গে নুন ও লংকা মিশিয়ে একটা মাটির পাত্রে রেখে একটা কাঁচের ঢাকনা দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিতে হয়, অথবা ঐ কর্ম-পদ্ধতির আরও সব বিস্তারিত বিবরণ; অথবা কি ভাবে পাত্র ও কাঁচের ঢাকনাকে এমন ভাবে শিল করে দিতে হয় যাতে বাতাস বেরিয়ে যেতে না পারে; অথবা ধিকি-ধিকি আগুন ও জ্বলন্ত অগ্নি প্রজ্জলনের ব্যবস্থার কথা। আমরা এই ভাবে বস্তুর বিশুদ্ধায়ন এবং আকর পারদ বলে কথিত তরল পারার মিশ্রণ ও ভস্মীকরণের ফলে আমাদের কি বিপদ ও দুঃখ ঘটে থাকে,—সেই সব কথাই বলি, কি বলেন? কারণ সব রকম কলা-কৌশল প্রয়োগ করেও আমরা সফল হতে পারি নি। কি আর্সেনিক সালফাইড, কি বিশোধিত পারা, কি আগ্নেয় প্রস্তরের উপর ভস্মীভূত লেড মনোক্সাইডের প্রলেপ—এদের প্রত্যেকটির নির্দিষ্ট সংখ্যক আউন্স-পরিমাণ বস্তু—অথবা অন্য কোন কিছুতেই কিছু হয় নি; আমাদের সব চেষ্টা বিফল হয়েছে। অথবা বাষ্পের উর্ধ্বীকরণ বা কঠিন বস্তুর স্থিতিও আমাদের কাজের সহায় হয় নি, কারণ আমাদের সব কাজ সব দুশ্চিন্তা বিফলে গেছে; যত টাকা আমরা ঢেলেছিলাম—সে সব শয়তানায় নমঃ—তাও গেছে।

আমাদের শিল্পের সঙ্গে আরও অনেক ব্যবস্থা জড়িত আছে। আমি মুখখু-সুখখু মানুষ, পর পর সাজিয়ে সে সব নাম আমি বলতে পারব না।

তবে ঠিক মত শ্রেণী-ভাগ করতে না পারলেও যেমন যেমন মনে পড়বে তেমন তেমন বলে দিতে পারব। যেমন আর্মেনিয়ার লাল মাটি, তাম্র-চূর্ণ, সোহাগা, মাটি ও কাঁচের নানা রকম পাত্র, মূত্র-পাত্র, ক্ষরণ-পাত্র, শিশি-বোতল, ধাতু গলাবার মুচি, বিশুদ্ধায়ন-পাত্র সরু-মুখ পাত্র, বক-যন্ত্র, এবং আরও বহুবিধ জিনিস যা সংগ্রহ করা প্রচুর ব্যয়সাধ্য। সব কিছু বলার তো কোন দরকার নেই—কোন কিছু লাল করবার জল, ষাঁড়ের পিত্ত, ক্ষার অ্যামোনিয়া ও গন্ধক। ইচ্ছা করলে অনেক ভেষজের নামও বলতে পারি, যেমন এগ্রিমনি গোলাপ, বিশল্যকরণী-লতা, কপিশাক ইত্যাদি। আরও বলতে পারি, সম্ভব হলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সারা দিন সারা রাত আমাদের আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। আরও কত কথা, যেমন ভস্মীকরণ চুল্লি, জলের বাষ্পীয়করণ, শুকনো চূর্ণ, খড়, নানা রকম গুঁড়ো, ছাই, গোবর, মূত্র, মাটি, মোম দিয়ে শিল করা থলে, যবক্ষার গন্ধকদ্রাবক, কয়লা ও কাঠের নানা রকম আগুন, লবণ, লাবণিক দ্রব্য, ক্ষার, জমাট-বাঁধা পোড়া মাল, ঘোড়ার অথবা মানুষের চুল দিয়ে তৈরি কাদা, ফটকিরি-কাঁচ, ইস্ট, বীয়ার, আকর লবণ, ডাইসালফাইড অব আর্সেনিক, ও আরও অনেক কিছু; এ ছাড়াও আছে বস্তুর যৌগিকীকরণ, রৌপ্যের অম্লীকরণ, ছাঁচ মিশ্রপিণ্ডে ধাতু-নির্ণয় পাত্র, এবং আরও কত কি।

এবার আপনাদের বলব চারটি বাষ্প ও সাতটি পদার্থের কথা, ঠিক যেমনটি আমি শিখেছি এবং পর পর যে ভাবে আমার মনিবকে সেগুলি বলতে শুনেছি: প্রথম বাষ্প পারদ, দ্বিতীয় আর্সেনিক সালফাইড, তৃতীয় আকর লবণ, এবং চতুর্থ গন্ধক। এবার সাতটি পদার্থ—সেগুলি হল . সল হল সোনা, লুনা হল রুপো, মারস্ লোহা, মার্কারি পারদ, স্যাটার্ন শিসে, জুপিটার টিন এবং ভেনাস তামা।

এই অভিশপ্ত শিল্পে যে হাত দেবে তার কখনও প্রয়োজনীয় অর্থ জুটবে না, কারণ সে যা কিছু লগ্নী করবে সবই খোয়াবে। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। নিজের বোকামিকে যে প্রচার করতে চায় সে এসে এই ধাতুর রূপান্তর শিখুক; আর যার সিন্দুকে কিছু মাল-কড়ি আছে সে এসে দার্শনিক সাজুক। সে কৌশলটা শেখা খুব সহজ? না, না, ঈশ্বরই তা জানেন। সে সন্ন্যাসী হোক, ফকির হোক, পুরোহিত হোক, যাজক হোক, যা খুশি হোক, দিন-রাতও যদি সে পুঁথি নিয়ে বসে এই সব অদ্ভুত ও অর্থহীন মন্ত্র-তন্ত্রগুলি শেখে, তাহলেও তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে, বা—ঈশ্বরের দিব্যি—তার

চাইতেও খারাপ কিছু হবে! কোন মূর্খ লোককে এই সূক্ষ্ম জিনিস শেখানো —ধিক, সে কথা বলবেনই না, কারণ সেটা অসম্ভব। পুঁথির বিদ্যা তার থাকুক আর নাই থাকুক, শেষ পর্যন্ত ফল একই হবে। কারণ, আমার মুক্তির দিব্যি, উভয় ক্ষেত্রেই কাজ শেষ হলে দেখা যাবে যে, ধাতু রূপান্তরের ফল সেই একই ; অর্থাৎ ব্যর্থতা।

আরও অনেক কথাই তো বলবার আছে ; সে সব বলতে গেলে তো বাইবেলকেও ছাড়িয়ে যাবে ; কাজেই মনে হয়, এখানেই থেমে যাওয়া ভাল। আমি তো মনে করি, এ পর্যন্ত যা বলেছি একটা শয়তান সৃষ্টির পক্ষে তাই যথেষ্ট।

আরে না! দাঁড়ান। আমরা তো সবাই খুঁজে বেড়াই পরশ পাথর, কারণ সেটা পেলে সব ল্যাঠাই চুকে যায়। কিন্তু উপরওয়ালা ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমাদের সব কৌশল, সব ধান্ধা শেষ হয়ে গেলেও তার দর্শন মিলবে না। তা জন্য আমরা অনেক অর্থ ব্যয় করি, ফলে অনুশোচনায় আমরা পাগল হয়ে যাই, তবু মনের আশা থেকেই যায় যে যত দুঃখ-কষ্টই হোক শেষ পর্যন্ত হয় তো আমরা সফল হতে পারব। এই সব ধারণা ও আশার ফলাফল বড়ই খারাপ, আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, পরশ পাথর কোন দিন মিলবে না। ভবিষ্যতের সাফল্যের ভরসায় মানুষ যথাসর্বস্ব ঢেলে দিয়েছে, তবু কাজের কাজ কিছুই হয় নি। তাদের কাছে এ যেন বিষামৃত— রাতে শোবার জন্য মাত্র একটি চাদর ছাড়া আর কিছুই যদি তাদের না থাকে, দিনে পথে বেরবার জন্য যদি থাকে একটি মাত্র জীর্ণ কোট, তবু তারা তাই বেচে দিয়ে এই খেলায় সে টাকা ব্যয় করবে। একেবারে নিঃস্ব না হওয়া পর্যন্ত তারা থামতে পারে না। তাঁরা যেখানেই যাক না কেন, গন্ধকের গন্ধে লোকে তাদের চিনতে পারবে। তাদের শরীর থেকে ছাগলের মত গন্ধ বের হয়, আর সে বোটকা গন্ধ এতই তীব্র যে এক মাইল দূর থেকে লোকে তা টের পায়। এই ভাবে মানুষ ইচ্ছা করলেই তাদের দুর্গন্ধে ও ছেঁড়া পোষাক দেখেই তাদের চিনে নিতে পারে। আর কেউ যদি তাদের গোপনে জিজ্ঞাসা করে তাদের পোষাকের এমন দুর্দশা কেন, তাহলে তারা তাদের কানে কানে বলবে যে, তাদের বিজ্ঞানের জন্য চিনতে পারলেই লোকে তাদের মেরে ফেলবে তাই। দেখুন, এই ভাবেই তারা সরল লোকদের ঠকায়।

ও সব কথা বাদ দিন ; এবার আমার গল্পে ফিরে যাই। পাত্রটা আগুনে

চড়াবার আগেই আমার মনিব—একমাত্র তিনিই—অন্যান্য মাল-মশলা দিয়ে ধাতুগুলোকে ভাল করে মাখিয়ে নেন—তিনি তো চলেই গেছেন, তাই সব কথা খুলে বলতে আর কিসের ভয়—কারণ সকলেই জানে যে এ কাজে তিনি খুবই ওস্তাদ। অন্তত আমি তো জানি, এ সুখ্যাতি তার আছে. যদিও তার জন্য অনেক সময়ই তিনি বিপদেও পড়েন। কেন জানেন কি? অনেক সময়ই হয় কি পাত্রটা ফেটে যায় আর হায় হায়, সব কিছু বরবাদ। এই সব ধাতু এতই জোরদার যে চুণ-পাথরের তৈরি দেয়াল না হলে তাকে আটকানো যায় না, দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে যায়। অনেক সময় সেগুলো মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যায়—এই ভাবে আমাদের অনেক পাউণ্ড নষ্ট হয়েছে—আর কিছু বা ছাড়িয়ে পড়ে মেঝেতে, আর কিছু ছাদ ফুঁড়ে চলে যায়। চোখে দেখা না গেলেও আমি শপথ করে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে বুড়ো বদমাশ শয়তানটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে। সে নরকের সর্বময় কর্তা হলে কি হবে, সেখানে তো এত গোলমাল, এত কপটতা, এত রাগারাগি নেই। পাত্রটা যখন ভেঙে যায় তখন সকলকেই অপরকে গালাগালি করে আর প্রত্যেকেই ভাবে যে তাকেই ঠকানো হয়েছে। একজন বলে আগুনটাই ঠিক মত ধরানো হয় নি, আবার অন্যজন বলে আগুনে ভাল করে ফুঁ দেওয়া হয় নি—আর সেখানেই আমার ভয়, কারণ সেটাই যে আমার কাজ। তৃতীয় জন বলে, "তাতে কি হয়েছে। তুমি মুখখু বোকা মানুষ। ধাতুটাকেই ঠিক মত কষা হয় নি।" চতুর্থ জন বলে, "থামো, আমার কথা শোন। বীচ-কাঠ দিয়ে আগুন না জ্বালানোর ফলেই এ রকমটা হয়েছে, আর কোন কারণ নেই!" কোনটা যে আসল কারণ আমিও জানি না, কিন্তু এটা জানি যে, এ বিষয়ে অনেক যুক্তি-তর্ক আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।"

তখন আমার মনিব বলেন, "দেখুন, আর কিছু করার নেই। এর পর থেকে এই সব বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকব। পাত্রটা যে ফেটে গেছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সে যাই হোক, আপনারা দমে যাবেন না। তাড়াতাড়ি মেঝেটা ঝাঁট দিয়ে ফেলুন, আর মনে জোর এনে আবার হাসি-খুশি হয়ে উঠুন।" জঞ্জালগুলো একজায়গায় জড়ো করে মেঝের উপর একটা ক্যানভাস বিছিয়ে দেওয়া হয়, আর সেগুলিকে একটা চালনিতে ঢেলে অনেকবার করে ছেঁকে নেওয়া হয়।

একজন হয় তো বলে, "ঈশ্বরের দিব্যি, সবটা পাওয়া না গেলেও কিছুটা

ধাতু এখনও রয়েছে। এবার আমাদের কাজটা ভণ্ডুল হয়ে গেলেও পরের বার নির্ঘাৎ চমৎকার কাজ হবে। সুতরাং সে উদ্যোগে টাকা ঢালতেই হবে। ঈশ্বরের দিব্যি, আমার কথায় বিশ্বাস করুন, কোন বণিকই প্রতিবারেই লাভ করতে পারে না। কখনও তার সব মাল সাগরে ডুবে যায়, আবার কখনও নিরাপদে মাটিতে নামে।"

আমার মনিব চেঁচিয়ে বলেন, "শান্ত হোন। যেমন করেই হোক পরের বারে ভাল ফল পেতেই হবে। তা যদি না পারি, তখন আপনারা আমাকে দোষ দেবেন। আমি জানি, কোথাও একটা কিছু ভুল হয়েছিল।"

আর একজন বলল, আগুনটা বড় বেশী গরম ছিল। কিন্তু গরম-ঠাণ্ডা যাই হোক, আমি নিশ্চিত বলছি: ব্যর্থতাই আমাদের কাজের পরিণাম। যা চাই তা আমরা পাই না, আর না পেয়ে পাগলের মত ছোটাছুটি করি। সকলে যখন একত্র মিলিত হই, তখন আমরা প্রত্যেকেই এক একজন সলোমন। কিন্তু যা কিছু চকচক করে তাই তো সোনা নয়, এ রকম কথা আমি শুনেছি; আর মুখে আমরা যাই দাবী করি না কেন, দেখতে ভাল হলেই সব আপেলও ভাল হয় না। দেখুন, আমাদের অবস্থাটা অনেকটা এই রকম: যাকে সব চাইতে জ্ঞানী বলে মনে হয়, যীশুর দিব্যি, কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সেই বোকাশ্রেষ্ঠ। আর যাকে মনে হয় সব চাইতে সৎ লোক, সেই চোর। আমি চলে যাবার আগে আমার কথা বিশ্বাস করুন; এতক্ষণে আমার কাহিনী শেষ হল। প্রথম অংশ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অংশ শুরু হচ্ছে: আমাদের মধ্যে এমন একজন ধর্মাচারী যাজক আছে যে সারা শহরটাকে বিষাক্ত করে তুলতে পারে যদিও এই শহরটা নিনেভে, রোম; আলেকজান্দ্রিয়া, ট্রয় এবং আরও তিনটি শহরের মতই বড়। আমি তো মনে করি, হাজার বছর বেঁচে থাকলেও কোন মানুষ তার ফাঁকিবাজী ও সীমাহীন মিথ্যাচারের সঙ্গে পেরে উঠবে না, কারণ মিথ্যাচারে সারা জগতে তার জুরী নেই। যখনই সে কারও সঙ্গে কাজে নামে তখন সে পাকা কথার জালে নিজেকে এমনভাবে ঢেকে রাখে এবং এমন চালাকির সঙ্গে কথা বলে যে সে লোকটি নিজেও সমান শয়তান না হলে অচিরেই সে তাকে বুদ্ধু বানিয়ে ছাড়ে। এই যাজক আজ পর্যন্ত অনেক মানুষকে বোকা বানিয়েছে এবং বেঁচে থাকলে আরও অনেককে বোকা বানাবে। তথাপি তার

অসততার কথা না জেনেই লোকে অনেক মাইল পথ হেঁটে বা ঘোড়ায় চেপে তার সঙ্গে পরিচয় করতে আসে। এখন আপনারা শুনতে চান তো তার কথা আপনাদের বলতে পারি।

কিন্তু মাননীয় ধর্মপ্রাণ যাজকগণ, যদিও আমার কাহিনী একজন যাজককে নিয়ে তবু ভাববেন না যে আমি যাজক-সম্প্রদায়ের নিন্দা করছি। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই পাজী লোক থাকে, কিন্তু তাই বলে ঈশ্বর করুন যেন একজনের দোষে পুরো সম্প্রদায়কেই দোষী করা না হয়। আপনাদের নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়; আমি শুধু ভুলের সংশোধন করতে চাই। শুধু আপনাদের জন্য নয়, অন্য সকলের জন্যই এ কাহিনী বলছি। আপনারা তো ভাল করেই জানেন, খৃস্টের শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র জুডাস ছাড়া আর কোন বিশ্বাসঘাতক ছিল না। তাহলে অন্য নির্দোষ লোকদের নিন্দা করা হবে কেন? আমার কথা যদি আপনারা শুনতে চান তাহলে এই একজনকে বাদ দিয়ে আপনাদের বেলায়ও আমার সেই একই কথা: আপনাদের বাড়িতে যদি কোন জুডাস থাকে এবং লজ্জা ও অসম্মানের ভয় যদি করেন, তাহলে আমার পরামর্শ শুনুন, তাকে এই মুহূর্তে দূর করে দিন। তাই আমার মিনতি, অসন্তুষ্ট না হয়ে এই গল্প আমি যা বলব তা মন দিয়ে শুনুন।

এক সময় লণ্ডনে একজন পুরোহিত ছিল। মৃতদের উদ্দেশ্যে বার্ষিক প্রার্থনা-সংগীত গেয়ে সে অনেক বছর ধরে সেখানে ছিল। যে মহিলার বাড়িতে সে থাকত তার সঙ্গে সে এমন ভাল ব্যবহার করত ও তাকে এত সাহায্য করত যে সে যত জাঁকজমকপূর্ণ পোষাকই পরুক না কেন সেই মহিলা তার কাছ থেকে কখনও একটি পেনিও নিত না। অথচ ব্যয় করবার মত প্রচুর অর্থ তার ছিল। কিন্তু তাতে কি আসে-যায়। এই যাজক সেই পুরোহিতকে কি ভাবে বিপদে ফেলেছিল এবার আমি সেই কাহিনী বলব।

একদিন এই ভণ্ড যাজক পুরোহিতের শোবার ঘরে ঢুকে তার কাছে কিছু পরিমাণ সোনা ধার চাইল এবং বলল যে পরে সে সোনা ফিরিয়ে দেবে। সে বলল, "তিন দিনের জন্য আমাকে এক মার্ক (অপ্রচলিত বৃটিশ মুদ্রা=১৩ শিলিং ৪ পেনি) সোনা দিন, তৃতীয় দিনেই আমি শোধ করে দেব। আর যদি দেখেন যে আমি কথা রাখলাম না, তাহলে পরের বার আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবেন।"

পুরোহিত তৎক্ষণাৎ তাকে এক মার্ক দিয়ে দিল। যাজকও তাকে অনেক

যার ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। তৃতীয় দিনে সে টাকাটা নিয়ে এল এবং পুরোহিত ফিরিয়ে দিল। পুরোহিত এতে খুব সন্তুষ্ট হল। বলল, "যে মানুষ এতটা নির্ভরযোগ্য যে কোন অকথাতেই নির্ধারিত দিনটিকে ভুলে যায় না তাকে আমার সাধ্যমত একটি, দুটি, বা তিনটি নোবল্ (অপ্রচলিত স্বর্ণ-মুদ্রা=৬ শিলিং ৮ পেনি), বা অন্য কিছু ধার দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। এ রকম লোককে আমি কখনও না বলতে পারি না।"

যাজক বলল, "কী! আপনি কি মনে করেন আমি বিশ্বাসভঙ্গ করব? না, সে কাজ আমার পক্ষে একেবারেই নতুন। প্রতিশ্রুতি এমন একটা জিনিস যাকে আমি কবরে যাবার দিন পর্যন্ত রক্ষা করে চলব, ঈশ্বর যেন তার অন্যথা না করেন। আপনার ধর্ম সম্পর্কে যেমন আপনি নিশ্চিত, এ বিষয়েও তেমনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এ কথা আমি অকপটেই বলতে পারছি যে, আমাকে সোনা বা রুপো ধার দিয়ে ফেরৎ পায় নি এমন কেউ নেই এবং অসাধু হবার বাসনা কখনও আমার মনের কোণেও স্থান পায় নি। দেখুন স্যার, যেহেতু আপনি আমার এতখানি উপকার করেছেন এবং আমার প্রতি এতদূর ভদ্রতা দেখিয়েছেন, সেই জন্য আপনার দয়ার কিছুটা প্রতিদান স্বরূপ আমার কিছু গোপন তথ্য আপনাকে জানাব এবং আপনি যদি তা শিখতে চান তাহলে আমি সেই তত্ত্ব-দর্শনে যে পদ্ধতিতে কাজ করে থাকি তার সম্পূর্ণটাই আপনাকে শিখিয়ে দেব। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন, যাবার আগে এমন একটা বড় দরের খেলা দেখাব যা নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।"

পুরোহিত বলল, 'ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে; একটু দেখাবেন কি? মেরির দিব্যি, আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করছি, খেলাটা দেখান।"

যাজক বলল, "আপনার আদেশ হলে নিশ্চয় দেখাব স্যার। ঈশ্বর যেন তার অন্যথা না করেন।"

পুরোহিত মোটেই বুঝতে পারে নি সে কার সঙ্গে কথা বলছে, বা আসন্ন বিপদের কথাও সে আন্দাজ করতে পারে নি। আহা বেচারি পুরোহিত! আহা নির্দোষ বেচারি! শীঘ্রই তুমি লোভের ফাঁদে পা দেবে। আহা মন্দভাগ্য, তোমার বুদ্ধি একেবারেই অন্ধ; এই শেয়াল তোমার জন্য কী ফাঁদ পেতেছে তার কোন ধারণাই তোমার নেই! তার ফাঁদ থেকে তোমার উদ্ধার নেই। সুতরাং—দুঃখী মানুষটি, তোমার সর্বনাশের কাহিনী শেষ করবার জন্য—আমি আর বিলম্ব না করে তোমার নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির কথা এবং অপর হতভাগার

দুষ্টবুদ্ধির কথা সাধ্যমত বলব।

আপনারা হয়তো ভাবছেন এই যাজকই আমার মনিব? কিন্তু স্যার স্বর্গের রাণীর নামে সরল বিশ্বাসে আমি বলছি, এ যাজক তিনি নন, বরং তাঁর চাইতে শতগুণ বেশী গুণী অপর এক যাজক। অনেক মানুষের সর্বনাশ সে করেছে, তার সে সব নষ্টামীর কথা বলতে আমার আর ভাল লাগছে না। যতবার সে কথা বলি ততবারই আমার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। অন্তত পক্ষে আমার মুখটা চকচক করতে থাকে, কারণ আমি জানি আমার মুখে কোন রক্তিমাভা নেই—যে সব ধাতুর কথা আপনাদের বলেছি তাদের বাষ্পে আমার মুখের সব রং শুষে নিয়েছে। এবার সেই যাজকের অভিশপ্ত কার্যাবলির কথা শুনুন!

সে পুরোহিতকে বলল, "স্যার, আপনার লোককে গন্ধক আনতে পাঠান। জিনিসটা এখনই চাই। তাকে বলে দিন, যেন তিন আউন্স নিয়ে আসে। সে ফিরে আসামাত্রই আপনি এমন একটি অলৌকিক ঘটনা দেখতে পাবেন যা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখেন নি।"

পুরোহিত বলল, "স্যার, এখনই আনিয়ে দিচ্ছি।"

সে চাকরকে জিনিসটি নিয়ে আসতে হুকুম দিল। সেও হুকুম তামিল করার জন্য তৈরিই ছিল। সে বেরিয়ে গেল এবং একটু পরেই গন্ধক নিয়ে ফিরে এল। তিন আউন্স গন্ধক পুরোহিতের হাতে দিতেই সে সযত্নে সেগুলি নামিয়ে রেখে চাকরকে কয়লা আনতে বলল যাতে সে তৎক্ষণাৎ কাজ শুরু করে দিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গেই কয়লা আনা হলে সে তার পোষাকের ভিতর থেকে একটা মাটির মুচি বের করে পুরোহিতকে দেখাল।

সে বলল, "এই যে যন্ত্রটা দেখছেন এটা আপনার হাত দিয়ে ধরে থাকুন। এর মধ্যে এক আউন্স গন্ধক ফেলে দিন আর সঙ্গে সঙ্গে, খৃস্টের নামে বলছি, আপনি স্বয়ং একজন দার্শনিক হয়ে উঠুন। আমার বিজ্ঞানের এতখানি শক্তি আমি বেশী লোককে দেখাই না। কারণ আপনি সত্যি সত্যি দেখতে পাবেন যে, এই গন্ধককে আপনার চোখের সামনে আমি এমন ভাল খাঁটি রুপোয় রুপান্তরিত করব ঠিক যেমনটি আপনার বা আমার থলিতে, বা অন্য কোথাও আছে। আর সে রুপো যে ঘাতসহ তাও দেখাব; তা যদি না পারি তাহলে আমাকে ভণ্ড এবং সাধারণের কাছে মুখ দেখাবার অনুপযুক্ত বলে মনে করবেন। আমার কাছে একটা গুঁড়ো আছে। এটা খুব দামী। আপনাকে যা কিছু কলা-কৌশল দেখাব সে সবেরই মূল কারণ এই গুঁড়ো। আপনার

লোককে বাইরে গিয়ে কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করতে বলুন। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিন, যাতে আমরা যখন গোপন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকব এবং আমাদের দর্শনানুসারে কাজ করতে থাকব তখন যেন কেউ লুকিয়ে সে সব দেখতে না পারে।"

তার নির্দেশ মত সব কিছুই করা হল। চাকরটি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল. তার মনিব দরজা বন্ধ করে দিল, এবং তারা দ্রুত কাজ শুরু করে দিল। সেই অভিশপ্ত যাজকের নির্দেশে পুরোহিত পাত্রটিকে আগুনের উপর চাপিয়ে দিয়ে অনবরত আগুনে ফুঁ দিতে লাগল। পুরোহিতকে ধোঁকা দেবার জন্য সে একটা গুঁড়ো সেই পাত্রে ফেলে দিল। সেটা কিসের গুঁড়ো আমি জানি না; তবে খড়ি, কাঁচ, বা অন্য যে জিনিসই হোক তার দাম এক কানা কড়িও নয়। তারপর সেই যাজক পুরোহিতকে তাড়াতাড়ি মুচিটার উপরে কয়লা সাজিয়ে দিতে বলল। সে বলল, "আপনাকে ভালবাসি বলেই আমি চাই যে, এখানে যা কিছু করা হবে সে সবই আপনার দুটি হাত দিয়েই করা হোক।"

"আপনাকে ধন্যবাদ," খুশি হয়ে এই কথা বলে পুরোহিত যাজকের নির্দেশ মত কয়লাগুলি সাজিয়ে দিল। সে যখন এই কাজে ব্যস্ত ছিল সেই সুযোগে এই হতভাগা শয়তান, এই ভণ্ড যাজক—অশুভ শয়তান তার উপর ভর করুক!—তার জোব্বার ভিতর থেকে বীচ-কাঠের একখণ্ড নকল কয়লা বের করল। সেই কয়লা-খণ্ডের মধ্যে সুকৌশলে একটা ছিদ্র করে তার ভিতরে এক আউন্স রুপো ভর্তি করে মুখটাকে খুব ভাল করে মোম দিয়ে বন্ধ করা ছিল। বুঝতেই পারছেন, এই ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল, তখন-তখন সেখানে করা হয় নি। এই রকম আরও যে সব জিনিস সে সঙ্গে করেই এনেছিল তার কথা আপনাদের পরে বলব। আসবার আগেই সে পুরোহিতকে ঠকাবার মতলব করেই এসেছিল, এবং বিদায় নেবার আগেই সে কাজ সে ভালভাবেই সমাধা করেছিল; তার গায়ের চামড়াটা পর্যন্ত খুলে নেবার আগে সে থামে নি। আমার সাধ্যে কুলোলে এ ভণ্ডামীর প্রতিশোধ আমি নিতাম। কিন্তু সে এই এখানে তো পরমুহূর্তেই অন্য জায়গায় চলে যায়। তাকে ধরা বড় শক্ত, কারণ কোন স্থানেই সে বেশী দিন থাকে না।

কিন্তু ঈশ্বরের ভালবাসার দোহাই, এবার মন দিয়ে শুনুন! যাজক সেই কয়লা-খণ্ড নিয়ে হাতের মধ্যে লুকিয়ে রাখল। পুরোহিত যখন কয়লা সাজাতে ব্যস্ত ছিল তখন সে বলল, "বন্ধু, আপনার ভুল হচ্ছে; ঠিক যে

ভাবে সাজানো দরকার তা হচ্ছে না; আমি এখনই সব ঠিক করে দিচ্ছি। আমাকে একটু হাত দিতে দিন, কারণ সেণ্ট গাইলস্-এর দিব্যি, আপনাকে দেখে আমার করুণা হচ্ছে! আপনার শরীর খুব গরম হয়ে পড়েছে; আমি দেখতে পাচ্ছি, খুব ঘাম ঝরছে। এই নিন, এই কাপড় নিয়ে ঘামটা মুছে ফেলুন।"

পুরোহিত যখন ঘাম মুছতে ব্যস্ত ছিল সেই অবসরে যাজক নকল কয়লা-খণ্ডকে মুচিটার ঠিক মাঝখানে কয়লার একেবারে উপরে রেখে দিল এবং এত জোরে বাতাস করতে লাগল যে কয়লাগুলো ঝক ঝক করে জ্বলতে লাগল। তখন যাজক বলল, "এবার একটু পানীয়ের ব্যবস্থা করুন। আমি বলছি, এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে। বসুন, একটু ফূর্তি করা যাক।"

ইতিমধ্যে যাজকের নিজের হাতে রাখা বীচ-কাঠের কয়লা-খণ্ড পুড়ে যেতেই তার ভিতরকার জিনিসগুলি ছিদ্রপথে মুচির ভিতরে গড়িয়ে পড়তে লাগল। হায়! পুরোহিত তো যাজকের হাত-সাফাইয়ের ব্যাপার কিছুই জানত না। সে ভাবল, সব কয়লাগুলিই ঐ একই রকম।

সুযোগ বুঝে সেই ধাতু-রূপান্তরকারী বলল, "পুরোহিতমশায়, এবার উঠে আমাকে একটু সাহায্য করুন। আমি তো জানি আপনার কাছে কোন ছাঁচ নেই, তাই বাইরে গিয়ে এক খণ্ড খড়ি-পাথর নিয়ে আসুন, তা থেকেই আমি যতদূর সম্ভব একটা ছাঁচ তৈরি করে নেব। সেই সঙ্গে একটা ডিস ও এক পাত্র জলও নিয়ে আসবেন। তখন দেখবেন, কী চমৎকার কাজ আমরা করেছি। তথাপি পাছে আপনার অনুপস্থিতিতে আমি কিছু কারসাজি করেছি বলে আপনার সন্দেহ হয়, তাই আমিও আপনার সঙ্গেই যাব আবার সঙ্গেই ফিরে আসব।"

সংক্ষেপে বলতে গেলে—তারা ঘরের দরজা খুলল ও বন্ধ করল, চাবিটা হাতে নিয়ে নিজেদের কাজে চলে গেল এবং অবিলম্বে ফিরে এল। কিন্তু এ ভাবে বক বক করে সারাটা দিন নষ্ট করে লাভ কি? যাজক সেই খড়ি-পাথরটা নিয়ে একটা ছাঁচের মত তৈরি করল। কি করে করল জানেন? তার আস্তিনের ভিতর থেকে এক আউন্স ওজনের এক পাতা রুপো বের করল—তার কপালে অনেক দুঃখ দেখা দিক। তার ভেল্কিটা একবার লক্ষ্য করুন! এমন কায়দা করে এই রুপোর পাত দিয়ে সে একটা ছাঁচ তৈরি করল যে পুরোহিত তার কিছুই দেখতে পেল না এবং সেও তখন ছাঁচটাকে আস্তিনের মধ্যে লুকিয়ে

রাখল। তারপর আগুনের ভিতর থেকে জিনিসগুলি তুলে নিয়ে মনের আনন্দে সেগুলিকে ছাঁচের মধ্যে ভরে জলের পাত্রে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে পুরোহিতকে বলল: "জলের ভিতরে হাত ডুবিয়ে ভাল করে খুঁজুন। দেখুন সেখানে কি আছে। আশা করছি, ওখানে রুপোই পাবেন। নরকের শয়তান সাক্ষী, তা ছাড়া আর কি হতে পারে? ঈশ্বরের দিব্যি, রুপোর পাত তো রুপোই।"

জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে সে ঝকঝকে রুপোর পাতটা তুলে আনল। কাণ্ড দেখে পুরোহিত তো মহা খুশি। সে বলল, "যাজক মশায়, ঈশ্বরের আশীর্বাদ, তাঁর মায়ের আশীর্বাদ, সন্তদের আশীর্বাদ,—সব আপনার মাথায় ঝরে পড়ুক। আপনি যদি এই মহৎ শিল্প-কৌশল আমাকে শিখিয়ে দিতে রাজী হন, তাহলে সর্বভাবে আমি আপনার অনুগত হয়ে থাকব; অন্যথায় তাঁদের সকলের অভিশাপ যেন আমার উপর পড়ে।"

যাজক বলল: "আমি আপনাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষাটা করে দেখাব, যাতে আরও ভালভাবে দেখে নিয়ে আপনিও এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেন। তাহলে অন্য কোন দিন রুপোর দরকার হলে আপনি আমাকে ছাড়াই এই সূক্ষ্ম শিল্প-কৌশলকে কাজে লাগাতে পারবেন। আর এক আউন্স গন্ধক আনান এবং আর কথা না বাড়িয়ে আগের বার যা যা করেছেন তাই করুন; বাস, তাহলেই রুপো পেয়ে যাবেন।"

তখন সেই অভিশপ্ত যাজক তাকে যা যা করতে বলল পুরোহিত তাই করতে লাগল। আকাংখিত বস্তুটি পাবার আশায় সে খুব জোরে জোরে আগুনে ফুঁ দিতে লাগল। ইতিমধ্যে যাজকও দ্বিতীয়বার পুরোহিতকে ঠকাবার জন্য তৈরি হয়েই ছিল। ভেল্কি দেখাবার জন্য সে একটা ফাঁপা লাঠি হাতে নিল—ভাল করে শুনুন ও সতর্ক হোন!—সেই লাঠির মাথায় আরও এক আউন্স, তার বেশী নয়, রুপো ভর্তি করে মুখটা বেশ ভাল করে মোম দিয়ে আটকে দেওয়া ছিল। পুরোহিত যখন তার কাজে ব্যস্ত সেই ফাঁকে যাজক লাঠিখানা হাতে নিয়ে দ্রুত সেখানে গিয়ে আগের মতই খানিকটা গুঁড়ো পাত্রের মধ্যে ছড়িয়ে দিল—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এই মিথ্যাচারের জন্য শয়তান তার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নিক! কারণ কথায় ও কাজে সে সর্বদাই ফাঁকিবাজ। তারপর সে লাঠিটা দিয়ে মুচির উপরকার কয়লাগুলো নাড়তে লাগল এবং আগুনের তাপে মোমটা গলে গেল। বোকা না হলে সকলেই তো

সেটা বুঝতে পারে। তখন লাঠিটার ভিতরে যা কিছু ছিল সব বেরিয়ে এসে মুচির ভিতর পড়তে লাগল।

ভালমানুষ মশায়রা, এর চাইতে ভাল আর কি আশা করতে পারেন? সব কিছুই সংপথে করা হয়েছে এ কথা ভেবে পুরোহিত পুনরায় ঠকা সত্ত্বেও এত বেশী খুশি হল যে সে আর আমি কি বলব। সঙ্গে সঙ্গে সে যথা-সর্বস্বসহ নিজেকেও যাজকের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী হয়ে গেল।

যাজক বলল, "দেখুন, গরীব হলেও আমি একজন দক্ষ শিল্পী। তবে আপনাকে বলছি, এখানেই শেষ নয়, আরো অনেক কিছু বাকি আছে। আপনার কাছে কি তামা আছে?"

পুরোহিত বলল, "হ্যাঁ স্যার, আছে বলেই তো মনে হয়।"

যাজক হুকুম দিল, "যদি না থাকে তো যত তাড়াতাড়ি পারেন খানিকটা কিনে নিয়ে আসুন, চলে যান মশায়, তাড়াতাড়ি করুন।"

পুরোহিত বেরিয়ে গেল এবং তামা নিয়ে ফিরে এল। তখন যাজক সেটা হাতে নিয়ে মাপমত এক আউন্স আলাদা করে নিল।

যত নষ্টের গোড়া এই যাজকের ফাঁকিবাজির বর্ণনা দেবার মত শক্তি আমার জিভের নেই। যারা তাকে চেনে না তাদের সঙ্গে সে বন্ধুত্ব জমায়, কিন্তু চিন্তায় ও কর্মে সে শয়তানের দোসর। তার এই মিথ্যাচারের কথা বলতে আমার ভাল লাগে না, তথাপি অন্য সবাইকে সতর্ক করে দেবার জন্যই এত কথা বলতে চাই। সেটাই আমার আসল উদ্দেশ্য।

এক আউন্স তামা মুচির মধ্যে ফেলে সে সেটাকে আগুনে চাপাল। তারপর গুঁড়োটা ছড়িয়ে দিয়ে পুরোহিতকে ভাল করে আগুনটা জ্বালিয়ে দিতে বলল। পুরোহিতকে আগের মতই খুব নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়তে হল— সবটাইতো চালাকি; যাজক তার ইচ্ছামত পুরোহিতকে বাঁদর-নাচ নাচাতে লাগল। তারপর সে ছাঁচের মধ্যে তামাটা ঢেলে দিয়ে শেষে সেটাকে জলের পাত্রে ডুবিয়ে দিয়ে নিজের হাতটাও তার মধ্যে ডুবিয়ে দিল। আগেই বলেছি তার আস্তিনের মধ্যেই এক পাতা রুপো ছিল। এই ধোঁকাবাজ হতভাগাটা কায়দা করে রুপোর পাতটা বের করে জলের মধ্যে ফেলে দিল। পুরোহিত কিন্তু এ সবের কিছুই জানতে পারল না। তারপর সে জলের মধ্যে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে তামার টুকরোটা তুলে নিয়ে লুকিয়ে রাখল। পুরোহিত এবারও কিছুই জানতে পারল না। তখন সে পুরোহিতের

কোট ধরে টানতে টানতে ঠাট্টা করে বলে উঠল; "আরও নীচু হোন ; ঈশ্বরের দিব্যি, সব দোষ আপনার। আপনাকে আমি আগে সাহায্য করেছি, এবার আপনি আমাকে সাহায্য করুন। ওটার ভিতরে হাত ডুবিয়ে দেখুন তো কি আছে।"

পুরোহিত রুপোর পাতটা পাত্র থেকে তুললে যাজক বলল, "চলুন, এই তিনটে পাত নিয়ে কোন স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে দেখি এ গুলি কতখানি মূল্যবান বস্তু। কারণ এগুলো যদি খাঁটি রুপো না হয় তাহলে আমি কোন মতেই তা ব্যবহার করব না। আর সে পরীক্ষা তো এখনই করা যাবে।"

তিনটে রুপোর পাত নিয়ে তারা স্বর্ণকারের কাছে গেল। সেও আগুন ও হাতুড়ির সাহায্যে সেগুলি পরীক্ষা করল। পরীক্ষার ফল যা হবার কথা তাই হল।

তখন এই নির্বোধ পুরোহিতের মত খুশি আর কে হবে? এই বিজ্ঞানকে জানতে পেরে পুরোহিতটি যতখানি খুশি হল, উষার আগমনে কোন পাখি কোন দিন তত খুশি হয় নি, মে মাসে কোন নাইটিংগেল তত সুখে গান গায় কি, কোন মহিলা তত সুখে আনন্দ-গীত গায় নি বা প্রেম ও নারীত্ব নিয়ে কথা বলে নি, অথবা কোন নাইট তার প্রিয়তমার অনুগ্রহলাভের জন্য তত সুখে অস্ত্র-চালনা প্রদর্শন করে নি। সে যাজককে বলল, "আমাকে যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে যে ঈশ্বর আমাদের সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁর ভালবাসার নামে বলছি, এই ফরমুলাটা পেতে হলে কত অর্থ দিতে হবে সেটা আমাকে এক্ষুণি বলুন!"

যাজক বলল, "আমাদের লেডির দিব্যি, এটা যে খুবই ব্যয়সাধ্য সেটা আপনাকে গোড়ায়ই বলে দিচ্ছি; কারণ আমি ও একজন ফকির ছাড়া সারা ইংলণ্ডে এ কাজ আর কেউ করতে পারে না।"

পুরোহিত বলল, "তাতে কিছু যায়-আসে না। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে কত দিতে হবে? মিনতি করছি, আমাকে বলুন।"

যাজক জবাব দিল, "আগেই বলেছি, সত্যি এটা ব্যয়বহুল ব্যাপার। এক কথায় বলি, আপনি যদি এটা পেতে চান, তাহলে আপনাকে চল্লিশ পাউণ্ড দিতে হবে। এ বিষয়ে ঈশ্বর আমার সহায় হোন। আপনার সংগে আমার যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে সেটা না হলে আপনাকে আরও বেশী দিতে হত।"

পুরোহিত তৎক্ষণাৎ চল্লিশ পাউণ্ডের নোবল্‌ নিয়ে এল এবং ফরমুলার

মূল্যবাবদ সবটাই যাজককে দিয়ে দিল। অথচ তার সবটাই জালিয়াতি ও ফাঁকিবাজি।

সে বলল, "পুরোহিত মশায়, আমার কাজের কোন রকম প্রশংসা আমি চাই না, আমি চাই এটাকে গোপন রাখতে। সুতরাং আমাকে যদি আপনি ভালবাসেন, তাহলে এই গোপন কথা কাউকে বলবেন না। কারণ আমার এই সূক্ষ্ম কলাকৌশলের কথা জানতে পারলে লোকে আমার তত্ত্বজ্ঞানের জন্য আমার প্রতি এতদূর ঈর্ষাপরায়ণ হবে যে তারা আমাকে নির্ঘাৎ খুন করে ফেলবে।"

"ঈশ্বর যেন তা না করেন", পুরোহিত বলল। "আপনি বলছেন কি? আপনার তেমন-তেমন বিপদ হবার আগে আমার সব টাকা যেন শেষ হয়ে যায়; এটা যদি আমার মনের কথা না হয় তাহলে যেন আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়।"

যাজক বলল, "আপনার শুভেচ্ছার যথেষ্ট প্রমাণ আপনি দিলেন। আচ্ছা, এবার তাহলে বিদায়। আপনাকে ধন্যবাদ!"

সে তার পথে চলে গেল। সেদিনের পরে পুরোহিত আর কখনও তাকে দেখতে পায় নি। কিন্তু পরে একটা ভাল উপলক্ষ্য পেয়ে পুরোহিত যখন ঐ ফরমুলা অনুসারে কাজ করল, তখন—যাচ্চলে! কিছুইতো হল না। তাহলে দেখুন কি ভাবে তাকে প্রতারণা করা হল। এই ভাবেই যাজক সকলের সর্বনাশ করে বেড়ায়।

চিন্তা করে দেখুন মশায়রা, সর্বস্তরে মানুষ ও সোনার মধ্যে এত বিরোধ চলেছে যে ক্রমে সব সোনাই উধাও হয়ে যাচ্ছে। এই ধাতু রূপান্তরের ধাপ্পাবাজিতে এত বেশী লোক প্রতারিত হচ্ছে যে আমার বিশ্বাস, সোনার দুষ্প্রাপ্যতার এটাই প্রধান কারণ। এই বিজ্ঞানের ব্যাপারে দার্শনিকদের বক্তব্য এতই অস্পষ্ট যে সাধারণ মানুষ অল্প সল্প বুদ্ধি নিয়ে তার কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু দার্শনিকরা কাকের মত যতই কা-কা করুক এবং শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয়ে যতই আগ্রহী হোক, তাদের উদ্দেশ্য কখনও সিদ্ধ হবে না। মানুষের যখন টাকা আছে, তখন সে স্বচ্ছন্দে সে-টাকাকে শূন্যে রূপান্তরিত করতেই পারে।

দেখুন, এই খুশির খেলার এই তো পুরস্কার: এতে মানুষের সুখ পরিণত হয় দুঃখে, বড় বড় ভারী পকেট-বই ফাঁকা হয়ে যায়, আর যাকে মানুষ

টাকা ধার দেয় তাকেই অভিশাপ দেয়। আহা ধিক! কী লজ্জা! আহা, আগুনে যারা পুড়েছে তারা কি আগুনের কাছ থেকে পালাতে পারে না? আপনারা যারা ধাতু-রূপান্তর অনুশীলন করে থাকেন, তাদের কাছে আমার পরামর্শ, সর্বস্ব খোয়াবার আগে ও কাজ ছেড়ে দিন; যত তাড়াতাড়ি পারেন ততই মঙ্গল। এ পথে কখনও উন্নতি হবে না। সারা জীবন ঘুরে বেড়ালেও জবাব খুঁজে পাবেন না। আপনাদের সাহসিকতা সেই অন্ধ ঘোড়া বেয়ার্ড-এর মত যে বিপদের সম্ভাবনা না বুঝে ভুল করে হোঁচট খায়, পথ চলতে একটা পাথরকে পাশ কাটিয়ে না গিয়ে সোজা সেটার উপরে ঠোক্কর খায়। আমি বলছি ধাতু-রূপান্তরের কাজ যারা করেন তারাও সেই রকম; তবে আপনাদের চোখ ঠিক মত দেখতে না পেলেও নিশ্চিত জানবেন যে আপনাদের মন ঠিকই দেখতে পায়। দূর-দূরান্তরে যতই খুঁজে বেড়ান না কেন, এ কাজে কখনও সফল হতে পারবেন না; বরং ধার করে বা চুরি করে যা সঞ্চয় করেছেন তাও হারাবেন। আগুনে যাতে না পুড়তে হয় সেজন্য আগুনটাকেই সরিয়ে ফেলুন; আমি বলতে চাই, এ বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া আর নয়, কারণ তা করলে আপনাদের সব সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে দার্শনিকরা কি বলে এবার আপনাদের সেই কথাই বলব। "নিউ টাউন-"এর আর্নল্ড তার Rosarium-এ লিখেছেন: "ভাইদের না জানিয়ে কোন মানুষই পারদকে রূপান্তরিত করতে পারে না।" সত্যি, ঠিক এই কথাই সে বলেছে। সে আরও বলেছে, দার্শনিকদের জনক হার্মিসই এ কথা প্রথম বলে। হার্মিস বলে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভাইয়ের হাতে খুন না হলে ড্রাগনের মৃত্যু নেই; অর্থাৎ ড্রাগন মানে পারদ আর ভাই হল সোনা ও পারদ থেকে প্রস্তুত গন্ধক। এবার উদ্ধৃতিটা লক্ষ্য করুন, "সুতরাং দার্শনিকদের বক্তব্য ও বাক্যের অর্থ না বুঝলে কোন মানুষ যেন এ শিল্পে আত্মনিয়োগ না করে; যদি তা করে তাহলে সে নির্বোধ, কারণ, ঈশ্বরের দিব্যি, এই বিজ্ঞান এই ধূর্ততা সব গোপন কথার সেরা।"

প্লেটোর জনৈক শিষ্যও একদা তার গুরুকে এ কথা বলেছিল; তাঁর Senior নামক পুঁথিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়; ঠিক এই অনুরোধটি সে করেছিল, "সেই অতি গুহ্য পরশ পাথরের কথা আমাকে বলুন।"

প্লেটো সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল। "যে পাথরকে মানুষ 'টিটানস' বলে থাকে সেটা নাও।"

শিষ্য প্রশ্ন করল, "সেটা কি ?"

প্লেটো জবাব দিল, "ম্যাগনেসিয়াও ঐ একই জিনিস।"

শিষ্য বলল, "স্যার, সত্যিই কি তাই ? তাহলে তো আগের কথাটার চাইতে এটা আরও কম পরিষ্কার হল। দয়া করে বলুন, ম্যাগনেসিয়া কি ?"

প্লেটো জবাব দিল, "আমি বলি, এটা চারটি মৌলিক পদার্থ থেকে প্রস্তুত এক রকম জলীয় পদার্থ।"

শিষ্য বলল, "স্যার, সে জলের মূল ভিত্তি কি সেটা দয়া করে বলুন।"

প্লেটো বলে উঠল, "না, না, সে কথা বলতে পারব না। প্রত্যেক দার্শনিকই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে সে কথা তারা কাউকে বলবে না, আর কোন পুঁথিতেও সে কথা লেখা নেই। বিষয়টি এতই মূল্যবান এবং খৃষ্টের এতই প্রিয় যে, একমাত্র তিনি যে মানুষকে দয়া করে এটা জানাতে চান সে ছাড়া আর কারও কাছে এটা প্রকাশ করা হয় তা তিনি চান না। দেখ, এই শেষ কথা।"

সুতরাং আমিও এই ভাবেই শেষ করছি . যেহেতু স্বর্গের ঈশ্বরও চান না যে দার্শনিকরা এই পাথর লাভের উপায় মানুষকে বলে দিক, তাই আমারও পরামর্শ, ও পথ ত্যাগ করাই ভাল। কারণ ঈশ্বরকে যে বিরূপ করে তোলে এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে, সারা জীবন ধরে ধাতু-রূপান্তরের চর্চা করেও সে কখনও উন্নতি লাভ করতে পারবে না। আমি এখানেই থামছি, কারণ আমার কাহিনী শেষ হয়েছে ; দুর্ভাগ্যের দিনে সব মানুষই যেন ঈশ্বরের করুণা লাভ করে। আমেন। যাজক-ভৃত্যের কাহিনী এখানেই শেষ হল।

ভাণ্ডারীর কাহিনী

ভাণ্ডারীর কাহিনীর প্রস্তাবনা শুরু হচ্ছে ক্যাণ্টারবেরি যাবার পথের পাশে ব্লীন-অরণ্যের নীচে কোথায় আছে ছোট গ্রাম বব-আপ অ্যাণ্ড-ডাউন, আপনারা কি জানেন ? সেখানে পৌঁছে আমাদের সরাইওয়ালা হাসি-তামাশা শুরু করে বলে উঠল : "দেখুন, দেখুন, ঢিবিটা কাদায় পড়েছে ! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমাদের যে বন্ধুটি অনেক পিছনে পড়ে গেছে তাকে জাগিয়ে তোলবার কি কেউ নেই ? চোর তো ইচ্ছা করলেই তার সব কিছু লুঠ করে তাকে বেঁধে রেখে যেতে পারে। দেখুন না, সে কেমন ঢুলছে ! ঈশ্বরের অস্থির দিব্যি, সে তো এক্ষুণি ঘোড়া থেকে পড়ে যাবে। পোড়া কপাল !

ও কি লণ্ডনের রাঁধুনি ? তাকে সামনে নিয়ে আসুন। তারপর সে তার শাস্তি ভোগ করুক। যদিও তার দাম এক আঁটি খড়ও নয়, তবু একটা কাহিনী তাকে বলতেই হবে। ওহে রাঁধুনি, ওঠ; ঈশ্বর তোমার কপালে অনেক দুঃখ লিখেছেন ! তোমার কি হয়েছে যে সকাল বেলাও ঘুমুচ্ছ ? সারা রাত কি মাছি তাড়িয়েছ ? না কি মদ খেয়ে কাটিয়েছ ? না কি কোন কুমারীর সঙ্গে রাত কাটিয়েছ, যার ফলে এখন আর মাথা তুলতে পারছ না ?"

অত্যন্ত ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখ তুলে রাঁধুনি আমাদের সরাইওয়ালাকে বলল, "ঈশ্বর আমার সহায় হোন, কেন জানি না এমন ঘুম আমাকে পেয়ে বসেছে যে চীপসাইড-এ এক গ্যালন সেরা মদের পরিবর্তেও আমি একটু ঘুমিয়ে নিতে চাই !"

ভাণ্ডারী বলল, "দেখ রাঁধুনিমশায়, তোমার যদি সুবিধা হয় এবং এই দলের অন্য কোন যাত্রী যদি অসন্তুষ্ট না হন ও আমাদের সরাইওয়ালা যদি ভদ্রতাবশে সম্মত থাকেন, তাহলে আমি তোমাকে গল্প বলার দায় থেকে উদ্ধার করতে পারি। সত্যি বলছি তোমার মুখ অত্যন্ত ফ্যাকাসে, তোমার চোখ দুটো ঢুলুঢুলু, তোমার নিঃশ্বাসে ভয়ংকর দুর্গন্ধ ; এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে তুমি অসুস্থ। বিশ্বাস করুন, আমি মিথ্যা স্তোক-বাক্য শোনাচ্ছি না। সবাই দেখুন, এই মাতাল লোকটি কেমন হাই তুলছে, মনে হচ্ছে সে বুঝি আমাদের সবাইকে গিলে খাবে। তোমার বাবার আত্মার দিব্যি, মুখটা বন্ধ কর ! নরক থেকে উঠে এসে শয়তান সেখানে পা রাখুক। তোমার অভিশপ্ত নিঃশ্বাসের ছোঁয়াচ যে আমাদের সকলেরই লাগবে। ধিক, পূতিগন্ধময় শূকর, ধিক ! তোমার ভাগ্য মন্দ হোক ! দেখুন মশায়রা, এই লোকটিকে দেখুন। তুমি কি একটু দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে রাজী আছ ? মনে হচ্ছে, সেজন্য তুমি তৈরি হয়েই আছ। আরও মনে হচ্ছে, তুমি বাদুরে-মদ খেয়েছ, আর একমাত্র সেই অবস্থাতেই মানুষ খড় নিয়ে খেলা করে।"

এই সব কথা শুনে রাঁধুনি খুবই রেগে গেল, এবং মুখে কিছু বলতে না পেরে ভাণ্ডারীকে লক্ষ্য করে সবেগে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। তখন ঘোড়াটাও তাকে মাটিতে ফেলে দিল, আর সকলে মিলে না তোলা পর্যন্ত সেখানেই পড়ে রইল। আহা, রাঁধুনির কি অপূর্ব অশ্বারোহণ-কৌশল ! হায় ! হাতার উপর ভর দিয়েও সে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। সকলে মিলে অনেক কসরত করে অনেক ঠেলে-ঠুলে তবে তাকে আবার জিনের উপর বসিয়ে দিল। আর

তারপরেই আমাদের সরাইওয়ালা ভাণ্ডারীর সঙ্গে কথা বলল।

'এ লোকটা মদে একেবারে চুর হয়ে আছে, কাজেই আমার মুক্তির দিব্যি আমার মনে হয় সে একটা খুব বাজে গল্প বলবে। মদই হোক আর পুরনো বাসি যব-সুরা যাই হোক সে খেয়ে থাকুক, সে কথা বলছে নাকী সুরে, জোর হাঁচি দিচ্ছে, আর তার ঠাণ্ডাও লেগেছে। তা ছাড়াও নিজেকে ও তার ঘোড়াটাকে খানায় পড়া থেকে বাঁচাতেই তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে; এর পরে সে যদি আবার ঘোড়া থেকে পড়ে যায় তাহলে তার ওই মাতাল ভারী লাশকে ধরে তুলতে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। সুতরাং তাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই, আপনার কাহিনী শুরু করুন। কিন্তু ভাণ্ডারী মশায়, এ ভাবে প্রকাশ্যে তাকে তিরস্কার করে আপনি বোকার মত কাজ করেছেন। আবার অন্য কোন দিন মওকা পেলে সেও আপনার উপর এক হাত নেবে। সে হয় তো আপনার হিসাবের কোন ভুল ধরে বসবে, আর সেটা প্রমাণ হলে আপনার তাতে সুবিধা হবে না।"

ভাণ্ডারী বলল, "না, তাতে অনেক গোলমাল দেখা দেবে। সে পথে সে সহজেই আমাকে ফাঁদে ফেলতে পারে। সে যাতে আমার উপর রাগ না করে সেজন্য তার ঐ ঘোড়াটার দাম দিতেও আমি রাজী। যেহেতু আমি উন্নতির আশা রাখি, তাই তাকে আমি চটাতে চাই না। আমি যা বলেছি ঠাট্টার ছলেই বলেছি। ঠাট্টাটা কি জানেন? আমার এই লাউয়ের খোলার মধ্যে খানিকটা খুব ভাল পাকা আঙুরের মদ আছে, আর তাই দিয়ে এখনই আপনাদের একটা মজার খেলা দেখাব। এই মদ রাঁধুনিকে খানিকটা খাওয়াব। আমি জানি, সে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে না।"

তারপর—যেমনটি ঘটেছিল তেমনটি বলছি—রাঁধুনি এক চুমুকে লাউটা খালি করে দিল। আরে! সে এ রকম কাজ করল কেন? সে তো আগেই যথেষ্ট টেনেছিল। যা হোক, শিঙাটা ফুঁকে দিয়ে সে লাউটা ভাণ্ডারীকে ফিরিয়ে দিল! ভাল মদ খেয়ে সে তখন ভারী খুশি। মন খুলে সে ভাণ্ডারীকে ধন্যবাদ জানাল।

সব দেখে-শুনে আমাদের সরাইওয়ালা হো-হো করে হেসে বলল: "আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, যেখানেই যাই সঙ্গে কিছু ভাল মদ থাকা ভাল, কারণ তাতে অনেক বিদ্বেষ ও ঝগড়া মিলন ও ভালবাসায় পরিণত হয় এবং অনেক অপমান শান্ত হয়।

"হে ব্যাকাস, তোমার নাম ধন্য হোক, কারণ কত সহজে তুমি গম্ভীর পরিস্থিতিকে হাসি-খেলায় পরিণত করতে পার। তোমার দেবতাকে প্রণাম ও ধন্যবাদ জানাই। এ ব্যাপারে এর চাইতে বেশী কিছু তুমি আমার কাছে পাবে না। এবার অনুরোধ করছি ভাণ্ডারী, আপনার কাহিনী বলুন।"

ভাণ্ডারী বলল, "ঠিক আছে স্যার ; এবার আমার কথা শুনুন।"

ভাণ্ডারীকথিত কাকের কাহিনী শুরু হচ্ছে : পুরনো পুঁথিতে বলা হয়েছে যে ফিবাস যখন এই পৃথিবীতে বাস করত তখন সে ছিল জগতের সব চাইতে কামপরায়ণ কুমার এবং শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। একদিন পাইথননামক সাপটি যখন রোদ্দুরে ঘুমুচ্ছিল তখন ফিবাস তাকে মেরে ফেলে। পুঁথি পড়লে যে কেউ জানতে পারে যে ধনুক হাতে নিয়ে এ ধরনের সাহসিক কাজ সে আরও অনেক করেছে।

সব রকম বাদ্যযন্ত্রই সে বাজাতে পারত, আর এত সুন্দর গান করত যে তার সুমধুর কণ্ঠস্বর শোনাও একটা আনন্দের ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে কি, থিবিসের রাজা অ্যাম্ফিয়ন তার গানের দ্বারা শহরটাকে প্রাচীর-বেষ্টিত করলেও সে কখনও গানের ব্যাপারে ফিবাসের কাছাকাছিও যেতে পারে না। তাছাড়া, পৃথিবীর যে কোন জীবিত লোক অপেক্ষা, অথবা সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে এসেছে তাদের সকলের অপেক্ষা সে অধিকতর সৌন্দর্যের অধিকারী। তার চেহারার বর্ণনা দেবার কি দরকার? কারণ তার মত সুন্দর পুরুষ পৃথিবীতে আর কখনও ছিল না। তদুপরি, সে ছিল ভদ্রতা, মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতিমূর্তি। গল্পে শোনা যায়, উদারতায় ও শৌর্যে যুবককুলের কুসুমস্বরূপ এই ফিবাসের রীতিই ছিল পাইথন-বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ তার ধনুকটি হাতে নিয়েই চলাফেরা করা।

এখন এই ফিবাসের বাড়িতে একটা কাক ছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ কাকটিকে সে খাঁচায় রেখে তাকে বুলি শিখিয়েছিল। এই কাকটি ছিল বরফ-সাদা হাঁসের মতই সাদা ; ইচ্ছা করলেই যে কারও কথা সে নকল করতে পারত। তাছাড়া সেই কাকটি এত সুন্দর গান গাইতে পারত যে সারা পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন নাইটিঙেগল ছিল না যে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগ ভাল গান করতে পারত।

ফিবাসের বাড়িতে তার স্ত্রীও ছিল ; সে তাকে প্রাণ অপেক্ষাও বেশী ভালবাসত ; দিন-রাত তাকে সুখী করতে, তাকে সম্মান দেখাতে সে সাধ্যমত

চেষ্টা করত, তবে, সত্যি কথা বলতে কি, সে ছিল ঈর্ষাপরায়ণ এবং স্ত্রীকে নিজের করে রাখবার চেষ্টায় নিয়ত ব্যাকুল। কারণ তার মত অবস্থায় অন্য যে কো। লোকের মতই সে প্রতারিত হতে চাইত না। কিন্তু সে চেষ্টা তো সব সময়ই বিফল হয়, শেষ পর্যন্ত কোন লাভই হয় না। যে সাধবী স্ত্রী চিন্তায় ও কাজে পবিত্র তার উপর নজর রাখার কোন দরকারই নেই, আর এটাও নিঃসন্দেহ যে দুষ্টা স্ত্রীর উপর নজর রাখা সময়ের অপচয় মাত্র, কারণ তাতে কোন কাজ হয় না। আমি তো মনে করি, স্ত্রীদের উপর নজর রাখা সত্যসত্যই বোকামি; প্রাচীনকালের লেখকরা সেই কথাই বলে গেছেন।

কিন্তু যে গল্প শুরু করেছি তাতেই ফিরে যাই. মহৎ ফিবাস স্ত্রীকে খুশি রাখবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করত; সে মনে করত, এর ফলে এবং তার পুরুষোচিত আচরণের ফলে অপর কোন পুরুষই তার স্ত্রীর মনকে আকর্ষণ করতে পারবে না। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, সকল প্রাণীর অন্তরে প্রকৃতি যে প্রবৃত্তিকে নিজের হাতে রেখে দিয়েছে তাকে কেউ কখনও রুখতে পারে না।

একটা পাখির কথাই ধরুন। তাকে একটা খাঁচায় রেখে দিন, যথাসম্ভব আদর-যত্নে তাকে পালন করুন, সাধ্যমত ভাল খাদ্য ও পানীয় তাকে দিন, এবং অত্যন্ত সযত্নে তাকে রক্ষা করুন। সেই পাখির খাঁচা যদি সোনারও হয়, তবু সেই পাখি বিশ হাজার বার চাইবে রুক্ষ, ঠাণ্ডা অরণ্যে ফিরে যেতে, পোকা-মাকড় প্রভৃতি অখাদ্য খেতে। সে পাখি অবিরাম চেষ্টা করবে সুযোগ পেলেই খাঁচা থেকে উড়ে পালিয়ে যেতে। সে সব সময়ই চাইবে মুক্তি।

একটা বিড়ালের কথাই ধরুন। তাকে দুধ ও নরম মাংস খাওয়ান, রেশমের বিছানায় শুতে দিন। তারপরই যে মুহূর্তে সে দেয়ালের পাশে একটা ইঁদুরকে নড়তে-চড়তে দেখবে তখনই ইঁদুরের মাংসের লোভে দুধ, নরম মাংস ও রেশমের আরাম ছেড়ে চলে যাবে। তাহলেই দেখুন, কামনা এবং ক্ষুধার প্রভাব বিবেচনার চাইতে অনেক বেশী।

একটি বাঘিনীরও ওই একই স্বভাব। তার মনে যখন বাঘের সঙ্গ-কামনা জাগে, তখন হাতের কাছে যে নিরীহ বাঘটাকে অথবা যে কুখ্যাত বাঘটাকে পাবে তাকেই সে বেছে নেবে।

এ সব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আমি দেখাতে চাই যে পুরুষরাই বিশ্বাসহন্তা, নারীরা নয়; কারণ তাদের স্ত্রীরা যতই সুন্দরী যতই বিশ্বস্ত ও আনন্দময়ী হোক না কেন, পুরুষরা সব সময়ই অন্য নারীকে ভোগ করেই বেশী আনন্দ পেতে

চায়। দুর্ভাগ্যবশত মানুষের দেহ নতুন নতুন ফণিনীকে এত বেশী কামনা করে থাকে যে ধর্মের পথে থেকে আনন্দ উপভোগ করতে তার বেশী দিন ভাল লাগে না।

ফিবাস কোন রকম ফাঁকির আশংকা করে নি; তবু নিজের আকর্ষণীয় চেহারা সত্ত্বেও সে প্রতারিত হয়েছিল। কারণ তার অজ্ঞাতেই তার স্ত্রী এমন একজনের প্রতি আসক্ত হয়েছিল যার কোন রকম খ্যাতিও ছিল না আর ফিবাসের সঙ্গে যার কোন তুলনাই হয় না; আর সেই জনাই ব্যাপারটা আরও দুঃখজনক। অনেক সময়ই এ রকম ঘটে থাকে, আর তার ফলে অনেক ক্ষতি, অনেক দুঃখের সূত্রপাত হয়। ঠিক তাই ঘটল। ফিবাসের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী প্রেমিককে ডেকে পাঠাল। প্রেমিক? এ সবই ইতর কথাবার্তা! মিনতি করছি, এ জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।

জ্ঞানী প্লেটো বলেছেন—আপনারাও হয় তো সেটা পড়েছেন—যে, কথায় ও কাজে মিল থাকা চাই। কোন কিছু ঠিক ভাবে বলতে হলে কথাগুলিকে কাজের অনুরূপ হতে হবে। এ কথা বলা আমার সাজে না, তবু বলছি, প্রকৃত পক্ষে উঁচু সমাজের যে স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী তার সঙ্গে একটি গরীব চাকরাণির কোন তফাৎ নেই; তবে দুজনই যদি ব্যভিচারিণী হয় তাহলে ভদ্রমহিলাকে বলা হবে তার প্রেমিকের নায়িকা, আর গরীব চাকরাণিকে বলা হবে প্রেমিকের রক্ষিতা বা মেয়েমানুষ। কিন্তু প্রিয় বন্ধু, ঈশ্বর জানেন, মানুষ দুজনকেই সমান নীচু চোখে দেখে।

সেই একইভাবে আমি আরও বলছি, একজন যথেচ্ছাচারী শাসনকর্তার সঙ্গে একটি সমাজচ্যুত লোক বা চোর ডাকাতের কোন তফাৎ নেই। তবে আলেকজাণ্ডারকে এইটুকু তফাতের কথা বলা হয়েছিল: যেহেতু যথেচ্ছাচারী শাসনকর্তার অধীনে এমন অনুচরের সংখ্যা অনেক যারা মানুষ খুন করতে পারে, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে পারে এবং মানুষের অশেষ দুর্গতি সাধন করতে পারে, আর সেই জন্য তার ক্ষমতাও অনেক বেশী, তাই তাকে বলা হয় দলপতি; কিন্তু যেহেতু একজন সমাজচ্যুত মানুষের দলবল অনেক কম বলে সে যথেচ্ছাচারী শাসকের মত দেশের তত বড় ক্ষতি করতে পারে না বা মানুষের ততখানি দুর্গতি করতে পারে না, তাই তাকে বলা হয় সমাজচ্যুত বা চোর। কিন্তু আমি তো শিক্ষিত লোক নই, কাজেই বড় বড় পুঁথির কথা আমি বলতে চাই না। যে কাহিনী শুরু করছি তাই বলি।

ফিবাসের স্ত্রী তার প্রেমিককে ডেকে পাঠাবার পরেই তারা তাদের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার কাজে লেগে গেল। খাঁচায় বসে সাদা কাকটি তাদের সব কাজই দেখল, কিন্তু একটা কথাও বলল না। তারপর মনিব ফিবাস ফিরে এলে সে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে ডেকে উঠল, "কুকু! কুকু! কুকু!"

ফিবাস বলল, "কি হয়েছে রে পাখি? কি গান তুই করছিস? এতদিন তুই তো এমন মধুর সুরে গান করতি যে তা শুনে আমার মন আনন্দে ভরে উঠত? হায়! আজ তোর কণ্ঠে এ কী গান?"

কাক বলল, "ঈশ্বরের দিব্যি, আমি ঠিক গানই করছি। ফিবাস, তোমার যোগ্যতা, সৌন্দর্য ও ভদ্রতা সত্ত্বেও,—তোমার সব সংগীত, চারণ-গাথা এবং সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও—তোমার তুলনায় একটা মাছির মূল্যও যার নেই তেমনি একজন অখ্যাত লোক তোমার চোখে ঠুলি পরিয়ে দিয়েছে। কারণ তোমারই শয্যায় তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তাকে আমি প্রেম করতে দেখেছি।"

আপনারা আর কি চান? যথেষ্ট প্রমাণ সহযোগে বলিষ্ঠ ভাষায় সেই কাক তাকে বলে দিল, কি ভাবে তার একান্ত লজ্জা ও অসম্মান ঘটিয়ে তার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। কাক বার বার বলতে লাগল যে সে নিজের চোখে সব কিছু দেখেছে।

ফিবাস সেখান থেকে চলে গেল; তার মনে হল, তার দুঃখ-জর্জর হৃদয় ভেঙে দুই টুকরো হয়ে যাবে। তারপর হাতের ধনুক বাঁকিয়ে, তার ছিলায় তীর যোজনা করে ক্রোধের বশে স্ত্রীকে হত্যা করল। এই হল ঘটনা; আর কিছুই বলার নেই। স্ত্রীকে হারিয়ে মনের দুঃখে সে তার সব বাদ্যযন্ত্র ভেঙে ফেলল—বীণা, বাঁশী, গিটার ও প্রাচীন তারের যন্ত্র 'সল্টারি', সব। তারপর তার ধনুক ও তীরও ভেঙে ফেলে কাককে বলল:

"বিশ্বাসঘাতক, সর্পজিহ্ব, তুই আমার সব কিছু গোলমাল করে দিয়েছিস। হায়, কেন আমার জন্ম হয়েছিল! কেন আমি আগেই মারা যাই নি? ওগো প্রিয়তমা! সকল সুখের মণি আমার! আমি জানি তুমি একান্ত নির্দোষ, তবু এতখানি একনিষ্ঠ ও সাধ্বী হওয়া সত্ত্বেও তুমি এখন বিবর্ণমুখে মরে পড়ে আছে! হায় অসংযত হাত, এ তুমি কী পাপ করেছ! হায় বিচলিত মন, হায় উন্মত্ত ক্রোধ, নির্বোধের মত তোমরা নির্দোষকে হত্যা করেছ! হায় মিথ্যা সন্দেহে অভিভূত অবিশ্বাস, কোথায় ছিল তোমার বুদ্ধি ও বিবেচনা? হে মানুষ, হঠকারিতা থেকে সাবধান! যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু বিশ্বাস করো

না। কারণ না জেনে কখনও আঘাত হেনো না; সন্দেহজাত ক্রোধবশে কোন কাজ করবার আগে ভাল করে সুস্থমনে সব কিছু বিবেচনা করে দেখো। হায়! অসংযত ক্রোধ হাজার হাজার মানুষের সর্বনাশ করেছে, তাদের হতাশায় ডুবিয়ে দিয়েছে। হায়! এ দুঃখে আমি নিজেকেই শেষ করে ফেলব।"

তারপর সে, কাকটিকে বলল: "ওরে ভণ্ড চোর! এক্ষুণি তোর মিথ্যা গল্পের প্রতিদান পাবি। একদিন তুই নাইটিঙ্গেল পাখির মত গান করতিস; ভণ্ড চোর, এবার তোর সব গান সাঙ্গ করে দেব, তোর প্রতিটি সাদা পালক উপড়ে দেব। যতদিন বেঁচে থাকবি আর কথা বলতে পারবি না। মানুষ এই ভাবেই বিশ্বাসঘাতকের উপর প্রতিশোধ নেবে। আজ থেকে তুই ও তোর বংশধররা কালো হয়ে যাবি; তোদের কণ্ঠে আর কোনদিন মধুর স্বর ধ্বনিত হবে না; তোর জন্যই আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে; তারই চিহ্নস্বরূপ আজ থেকে ঝড়-জলের সম্ভাবনা দেখলেই তোরা আর্তকণ্ঠে চীৎকার করতে থাকবি।"

তখনই সে কাকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তা গায়ের সব সাদা পালক উপড়ে ফেলল, তার গানের ও কথা বলার শক্তি হরণ করল এবং দরজা দিয়ে তাকে শয়তানের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিল—আমিও তাকে তার হাতেই ছেড়ে দিলাম। এই কারণেই সব কাকই কালো।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমার মিনতি, এই দৃষ্টান্ত থেকে আপনারা সাবধান হোন, আমার সব কথা মন দিয়ে শুনুন: কোন লোকের স্ত্রী যদি অন্যের সঙ্গে ঘুমোয় তাহলেও সে কথা জীবন থাকতে তাকে বলবেন না। সে যে আপনাকে মারাত্মকভাবে ঘৃণা করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, প্রভু সলোমন মানুষকে বাক-সংযম শিক্ষা করতে বলেছেন। কিন্তু আগেই তো বলেছি, আমি পণ্ডিত নই। তবু আমার মা আমাকে এইরূপ শিক্ষা দিয়েছিল:

"বৎস ঈশ্বরের নামে বলছি, কাকের ব্যাপারটি মনে রেখো। রসনা সংযত রেখো, তাহলেই বন্ধুরা ঠিক থাকবে। ঈর্ষাপরায়ণ রসনা শয়তানের বাড়া, আর শয়তানকে এড়িয়ে চলবার জন্য প্রার্থনা করাই সকলের কর্তব্য। বৎস, চিরন্তন কল্যাণ কামনায়ই ঈশ্বর দাঁতের পাটি ও দুটি ঠোঁট দিয়ে জিভকে ঘিরে রেখেছেন, যাতে কথা বলবার আগে মানুষ সব কিছু ভালভাবে বিবেচনা করতে পারে। পাদরিরা বলেন, অনেক সময় বেশী কথা বলার জন্যই অনেক লোকের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু কম কথা বলার জন্য কখনও কোন মানুষের ক্ষতি হয়

নি। বৎস, ঈশ্বরের সম্মানে প্রার্থনাকালে কর্তব্যবোধে কথা বলা ছাড়া সব সময় রসনাকে সংযত রাখবে। বৎস, যদি সত্যি শিখতে চাও তাহলে জেনে রাখ, রসনাকে সংযত ও সুরক্ষিত রাখাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। শিশুরা ছোটবেলা থেকেই এ শিক্ষা লাভ করে। বৎস, যেখানে অল্প কথা বললে চলে সেখানে অনেক কু-পরামর্শের কথা অনেক ক্ষতি ডেকে আনে; আমি তো তাই শুনেছি ও শিখেছি। বেশী কথা বলায় প্রচুর পাপ হয়। অসংযত রসনার কি ফল তা কি তুমি জান? তরবারি যেমন একখানা হাতকে কেটে দু'খানা করে, প্রিয় বৎস আমার, রসনাও তেমনি বন্ধুত্বকে কেটে দ্বিখণ্ডিত করে। বাচাল লোককে ঈশ্বরও ঘৃণা করেন। জ্ঞানী ও শ্রদ্ধেয় সলোমন পড়; ডেভিড-এর স্তোত্রাবলী পড়, সেনেকা পড়। বৎস, কথা বলবে না, শুধু মাথা নাড়বে। বাচাল লোক যখন ভয়ংকর কিছু বলে তখন কালা মানুষের মত ভাব দেখাবে। ফ্লেমিং বলে— ইচ্ছা হলে তার কথা শোন—কথা যত কম শান্তি তত বেশী। বৎস, তুমি যদি বিদ্বেষ বশত কিছু না বল তাহলে কেউ তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিন্তু এটা তো নিশ্চিত যে বিদ্বেষবশত কেউ কোন কথা বলে ফেললে আর সে কথা ফিরিয়ে নিতে পারে না। কথা একবার বলা হল তো হয়েই গেল; বক্তা চাক আর নাই চাক, সে কথা বেরিয়েই গেল। যে কাহিনী বলা উচিত নয় সেটা যে বলে সে তার শ্রোতার হাতের ক্রীতদাস হয়ে পড়ে।

"বৎস, সাবধান, মিথ্যা হোক আর সত্য হোক, কখনও প্রথম সংবাদদাতা হয়ো না। দরিদ্র হোক; ধনী হোক, যাদের সঙ্গেই থাক, রসনাকে সুসংযত রেখো এবং কাকের কথা মনে রেখো। ভাণ্ডারীকথিত কাকের কাহিনী এখানেই শেষ হল।

পল্লী-পুরোহিতের কাহিনী

পল্লী-পুরোহিতের কাহিনীর প্রস্তাবনা শুরু হচ্ছে: ভাণ্ডারীর কাহিনী যখন শেষ হল, সূর্য তখন এত নীচে নেমে গেছে যে আমার দেখে মনে হল, সূর্য উনত্রিশ ডিগ্রি উঁচুতেও নেই। আমার মনে হয় তখন চারটে বাজে, কারণ সেখানে সেই সময়ে আমার ছায়াটা ছিল কম-বেশী এগারো ফুট লম্বা—অর্থাৎ আমার স্বাভাবিক উচ্চতা ছ' ফুটের দ্বিগুণ। আর আমরা যখন একটা ছোট গ্রামে প্রবেশ করলাম, তুলারাশিস্থ চন্দ্র তখনও উঠছে।

তখন দলের পথ-প্রদর্শক আমাদের সরাইওয়ালা বলল : "প্রতিটি ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়, আমাদের আর একটি মাত্র কাহিনীর দরকার। আমার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত ঠিক ঠিক মত অনুসৃত হয়েছে ; বিভিন্ন স্তরের কাহিনী আমরা শুনেছি ; আমার তত্ত্বাবধানও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, স্বেচ্ছায় যিনি পরের কাহিনীটি বলবেন তিনি যেন সৌভাগ্য লাভ করেন।"

সে বলল, "পুরোহিত মশায়, আপনি কি ভাইকার, না পারসন (পল্লী-পুরোহিত)? আপনার ধর্মের দিব্যি, সত্য কথা বলুন। আপনি যেই হোন, আমাদের নিয়ম ভঙ্গ করবেন না, কারণ আপনি ছাড়া আর সকলেই তার কাহিনী শুনিয়েছেন। মুখ খুলে দেখান আপনার থলিতে কি আছে। কারণ আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যে, আপনি শোনাবার মতই একটা কিছু বলতে পারবেন। ঈশ্বরের অস্থির দিব্যি! এখনি একটা উপকথা আমাদের শোনান।

পল্লী-পুরোহিত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল : "কোন উপকথা আমার কাছ থেকে শুনতে পাবেন না, কারণ যারা সত্য কথা রেখে উপকথা বা ঐ রকম বাজে গল্প বলে টিমোথিকে লিখিত চিঠিতে পল সেই সব লোকদের তিরস্কার করেছেন। ইচ্ছা করলেই আমি যখন গম বুনতে পারি, তখন নিজের হাতে তুষ বুনতে যাব কেন? সুতরাং আপনারা যদি নীতি ও ধর্মমূলক কিছু শুনতে চান, এবং আমার কথা মন দিয়ে শোনেন, তাহলে খৃস্টের প্রতি ভক্তিবশত সাধ্যমত আপনাদের খুশি করতে আমি খুবই আগ্রহী। কিন্তু আপনারা নিশ্চিত জানবেন, আমি দক্ষিণের লোক, কাজেই 'কর-ধর-বড়' মিলিয়ে গল্প বলতে আমি পারব না। না, ঈশ্বর জানেন, পদ্যকে আমি ওর চাইতে বড় কিছু বলে মনে করি না। আর তাই আপনারা যদি চান—আমি পুঁথির কথা আওড়াব না—আমি গদ্যে একটি মজার কাহিনী বলে এই খেলাটিকে গুটিয়ে নিয়ে শেষ করে দেব। যীশু যেন করুণা করে সেই বুদ্ধি আমাকে দান করেন যাতে এই যাত্রাপথেই আমি আপনাদের স্বর্গীয় জেরুজালেমের পরিপূর্ণ গৌরবময় তীর্থযাত্রার পথটাও দেখিয়ে দিতে পারি। আপনারা সম্মত হলে আমি এই মুহূর্তে কাহিনী শুরু করব। সুতরাং আপনাদের সম্মতি আমি চাই ; এর চাইতে বেশী কিছু আমার বলার নেই। তথাপি যেহেতু আমি পণ্ডিত

লাক নই, তাই আমি চাই যে যখনই আমার কোন ভুল হবে তখনই পাদরিরা যেন সে ভুল সংশোধন করে দেন ; ঠিক জানবেন, আমি শুধু অর্থটাই নিতে চাই। তাই আমি ঘোষণা করছি, আমার কাহিনী সংশোধন-সাপেক্ষ।"

এ কথা শুনে আমরা তৎক্ষণাৎ তার প্রস্তাবে সম্মত হলাম এবং মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতে রাজী হলাম, কারণ একটি ধর্মমূলক কাহিনী দিয়ে উপসংহার টানাটাই আমাদের কাছে উপযুক্ত মনে হল। সুতরাং আমাদের সরাইওয়ালাকে বললাম, তিনি যেন ওকে বলে দেন যে আমরা ওর কাহিনী শুনতে ইচ্ছুক।

আমাদের সরাইওয়ালাই আমাদের মুখপাত্র। সে বলল, "পুরোহিতমশায়, এবার আপনার সৌভাগ্য কামনা করি। আপনার মনের কথা আমাদের বলুন। তবে তাড়াতাড়ি করুন, কারণ সূর্য অস্তোন্মুখ। কাজের কথা সংক্ষেপে বলুন। ঈশ্বরের কৃপায় আপনি যেন বেশ ভালভাবেই কাজটি করতে পারেন! আপনার যেমন ইচ্ছা তাই বলুন ; আমরা সানন্দে শুনব।

এ কথার পরে পল্লী-পুরোহিত এই ভাবে বলল। প্রস্তাবনা শেষ হল।

পল্লী-পুরোহিতের কাহিনী : [সরাইওয়ালার নির্দেশ সত্ত্বেও পল্লী-পুরোহিত কোন কাহিনীই বলল না ; আর সংক্ষেপে তো নয়ই। তার "ধর্মমূলক বিষয়" হয়ে দাঁড়াল তিন-অংশে বিভক্ত দুই ঘণ্টা ব্যাপী একটি অনুতাপ-বিষয়ক বাণী, আর তার সঙ্গে যুক্ত হল মারাত্মক সপ্ত-পাপের এক দীর্ঘ অবান্তর আলোচনা। অবশেষে সে এই বলে তার বক্তব্য শেষ করল যে, আত্মার দীনতা, বিনীত ভাব, কর্ম, মৃত্যু এবং পাপের অনুশোচনার পথেই স্বর্গরাজ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব।]

চসার-এর বাক-প্রত্যাহার

এই পুঁথির গ্রন্থকার এখানেই বিদায় নিচ্ছেন : যারাই এই সামান্য গ্রন্থটি শুনবেন বা পড়বেন তাদের সকলের কাছেই আমার নিবেদন, এই গ্রন্থে যদি এমন কিছু থাকে যা তাদের খুশি করেছে তাহলে সেজন্য তারা যেন প্রভু যীশু খৃস্টকে ধন্যবাদ জানান, কারণ সব বুদ্ধি ও শুভকর্ম তো তাঁরই দান। আর এই গ্রন্থে যদি এমন কিছু থাকে যা তাদের অসন্তুষ্ট করেছে তাহলে সেজন্য

যেন আমার ক্ষমতার অভাবকেই দায়ী করেন, আমার অসং ইচ্ছাকে নয়, কারণ ক্ষমতায় কুলোলে আমি আরও ভাল ভাবেই সব কথা বলতাম। আমাদের পবিত্র পুঁথিতেই লেখা আছে, 'যা কিছু লেখা হয়েছে আমাদের শিক্ষার জন্যই লেখা হয়েছে" ; আমার উদ্দেশ্যও তাই। সুতরাং ঈশ্বরের করুণার আশায় আমি আপনাদের সকলকে সবিনয়ে মিনতি করছি, আমার হয়ে খৃস্টের কাছে প্রার্থনা করুন যাতে তিনি আমার প্রতি দয়া করেন এবং আমার সব পাপ ক্ষমা করেন ; বিশেষ করে ট্রয়লাস-কে নিয়ে লিখিত গ্রন্থে, খ্যাতিকে নিয়ে লিখিত গ্রন্থে, ঊনবিংশতি মহিলাকে নিয়ে লিখিত গ্রন্থে, ডিউক-পত্নীকে নিয়ে লিখিত গ্রন্থে, পক্ষী-সম্মেলনের সেণ্ট ভ্যালেণ্টিন দিবস-কে নিয়ে লিখিত গ্রন্থে, ক্যাণ্টারবেরি কাহিনীর পাপসূচক কাহিনীগুলিতে, সিংহকে নিয়ে লিখিত গ্রন্থে, অন্য আরও যে সব গ্রন্থের নাম আমি মনে করতে পারছি না তাতে এবং আরও অনেক অনেক গানে ও কামোদ্দীপক কবিতায় অসার পার্থিব বিষয় নিয়ে আমি যা কিছু রচনা করেছি বা অনুবাদ করেছি, এবং এই প্রসঙ্গে প্রত্যাহারও করে নিচ্ছি, সেজন্য মহৎ করুণায় খৃস্ট যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

কিন্তু বোয়েথিয়ুস-এর "সান্ত্বনা" এবং সন্তদের কাহিনী, ধর্মোপদেশ, নীতি-শিক্ষা ও ভক্তিমূলক গ্রন্থসমূহের অনুবাদের জন্য আমি প্রভু যীশু খৃস্ট, তাঁর মহিমময়ী জননী এবং স্বর্গবাসী সন্তগণকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের কাছে মিনতি জানাই, আজ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি যেন পাপের জন্য অনুশোচনা করতে পারি এবং আমার আত্মার মুক্তির জন্য সাধনা করতে পারি ; তাঁরা আমাকে এই কৃপা করুন যেন যিনি সব রাজার বড় রাজা, সব পুরোহিতের বড় পুরোহিত, যিনি তাঁর বুকের অমূল্য রক্ত দিয়ে আমাদের সকলকে উদ্ধার করেছেন তাঁর পরম করুণায় আমি যেন তাদের একজন হতে পারি শেষ বিচারের দিন যারা মুক্তিলাভ করবে। Qui cum patre et Spiritu Sancto vivit et regnat Deus per omnia secula. আমেন।

জিওফ্রে চসার কর্তৃক সংকলিত ক্যাণ্টারবেরি কাহিনীর পুঁথি এখানেই শেষ হল। তার আত্মার উপর যীশু খৃস্টের করুণা বর্ষিত হোক।

॥ আমেন ॥
